সুভাষচন্দ্র বসু

# সমগ্র রচনাবলী

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

# সমগ্র রচনাবলী

## ষষ্ঠ খণ্ড

সুভাষচন্দ্র বসু-এমিলি শেঙ্ক্‌ল্‌ পত্রাবলী (১৯৩৪-১৯৪২)

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা
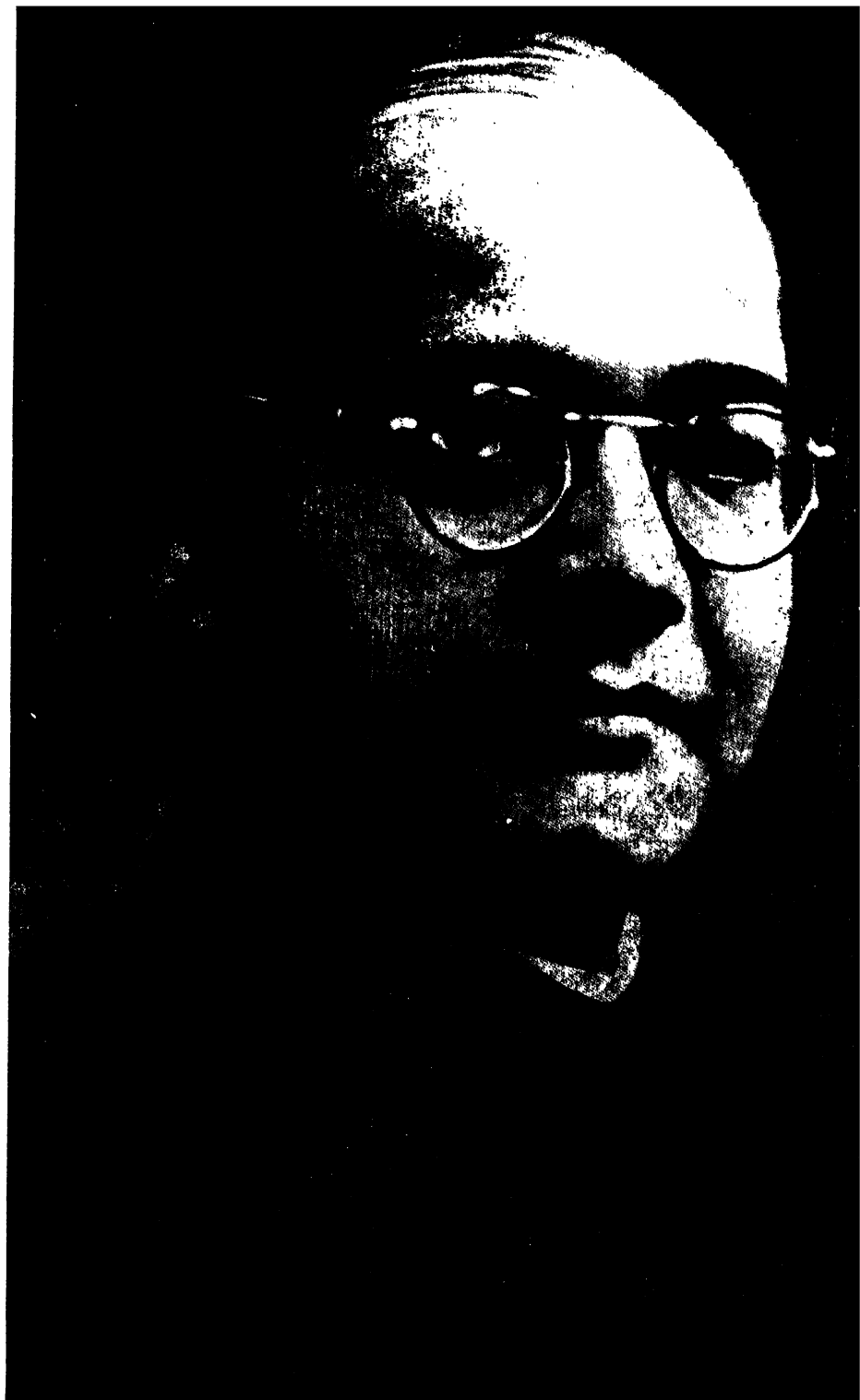
# সম্পাদকের ভূমিকা

‘এই দীর্ঘ চিঠি শেষ করার আগে আর একটা কথা বলি। আপনার জীবনের ব্যাপারে এমন কোনো জিনিস বা লক্ষ্যের মধ্যে প্রার্থনা করবেন না যাতে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়। যাতে মানুষের ভালো হয়, যা চিরকালের পক্ষে ভালো, ঈশ্বরের চোখে যা ভালো— তার জন্যেই প্রার্থনা করবেন, আর নিষ্কামভাবে প্রার্থনা করবেন।’

এমিলি শেঙ্কল্-কে সুভাষচন্দ্র বসু
৩০ মার্চ ১৯৩৬

‘তারপর হঠাৎ আমার মাথায় বোকার মতো ‘ব্লিজিসেন’ [Bleigiessen] করবার ইচ্ছাটা এলো। ব্যাপারটা এইভাবে করতে হয়। আপনি একটা চামচেতে খানিকটা ধাতু (সিসে) গলিয়ে নিন। যখন গলে যাবে তখন ঠাণ্ডা জলে ওটা ফেলে দিন। তখনই ওটা জলে শক্ত হয়ে গিয়ে একটা আকার নেবে। সেই আকার অনুযায়ী যে ওই চামচে-ভরতি ধাতু ঢেলেছে তার ভবিষ্যৎ আপনি বলতে পারেন। আমার ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার হলো। ওই আকারটা ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো হয়ে গেল।’

সুভাষচন্দ্র বসুকে এমিলি শেঙ্কল্
১ জানুয়ারি ১৯৩৭

নতুন বছরের আগের দিন, ১৯৩৬-এ ভিয়েনাতে ‘ব্লিজিসেন’ নামে যে সংস্কারটি পালন করা হয় তাতে একটি অস্ট্রিয়ান তরুণীর ভাগ্য রোমাঞ্চকর পারিপাট্যের সঙ্গে মিলে যায় এবং যে দেশকে সে কোনোদিনই দেখবে না সেই দেশের ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য জটিলভাবে জড়িয়ে যায়। ‘ভারতবর্ষ আমার প্রথম ভালোবাসা এবং একমাত্র ভালোবাসা’—১৯৭১ সালে ভিয়েনার বাড়িতে কৃষ্ণা বসুকে কথাপ্রসঙ্গে এমিলি শেঙ্কল্ স্মৃতিচারণে এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ সি এন নাম্বিয়ার-এর ধারণা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ‘একটি ভাবনার মানুষ— [সে ভাবনা] কেবলই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।’ কিন্তু তিনি আরও বলেছিলেন, ‘ব্যতিক্রম কেবল— যদি “ব্যতিক্রম” শব্দটি ব্যবহার হয়— মিস্ শেঙ্কল্-এর প্রতি ভালোবাসা। দেখুন, উনি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিলেন... মগ্ন ছিলেন এমিলির প্রতি ভালোবাসায়। সত্যি কথা বলতে কি, শেঙ্কল্-এর প্রতি ওঁর ভালোবাসা ছিল তীব্র ও অপর্যাপ্ত।’[১]

সুভাষচন্দ্র বসু এবং এমিলি শেঙ্কল্ প্রথম পরিচিত হন ভিয়েনাতে, ১৯৩৪ সালের জুনে। তাঁর ‘দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল্’ বই-এর ১৯৩৪ সালের ২৯ নভেম্বর লেখা ভূমিকাতে সুভাষচন্দ্র একমাত্র এমিলি শেঙ্কল্-এর নামই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন, ‘অবশেষে এমিলি শেঙ্কল্-কে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এই বইটি লেখাতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আরও অন্যান্য বন্ধুদেরও ধন্যবাদ দিতে হয় যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।’[২] সেই সময় থেকেই তাঁদের পত্রালাপ শুরু। তখন ইয়োরোপে নির্বাসিত সুভাষচন্দ্র বসু বাবার

১. কৃষ্ণা বসু, ‘Important Women in Netajis Life’ (*Illustrated Weekly of India*, ১৯৭৩) ; *ইতিহাসের সন্ধানে*, পৃ. ৭৭-৮ (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪)।

২. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, *The Indian Struggle. Collected Works. Vol 2* (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা, ১৯৮৪)।

কঠিন অসুখের কথা জানতে পেরে ভারতবর্ষে আসছেন। ১৯০৪-এর ৩০ নভেম্বর রোম থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে বসু লেখেন, 'পত্রলেখক হিসেবে আমি সব সময়েই খারাপ, কিন্তু মানুষ হিসেবে, আশা করি, খারাপ নই।' এই খারাপ পত্রলেখকটি কিন্তু তা সত্ত্বেও জেলে, হাসপাতালে, গৃহবন্দি অবস্থায় বা রাজনৈতিক 'ভ্রমণের ঘূর্ণি' হাওয়ার মধ্যে যে অবস্থাতেই থাকুন অব্যর্থ দ্রুততায় সুযোগ করে নিয়েছেন এমিলি শেঙ্কল্‌কে চিঠি লেখার। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে লেখা একশ বাষট্টিখানি চিঠি এই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। বেশ বোঝা যায় এমিলি শেঙ্কল্‌-ও নিয়মিত নিষ্ঠায় চিঠি লিখেছেন, কিন্তু তাঁর আঠারোখানি মাত্র চিঠি থেকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ১৯৮০ সালে একটি পুরোনো চুরুটের বাক্সে এগুলি সযত্নে রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। তার সঙ্গে ছিল ১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু— দুই ভাইয়ের পত্রালাপ— ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ প্রসঙ্গে। চিঠি লেখায় সুভাষচন্দ্র বসু 'খারাপ' ছিলেন না। কিন্তু যেসব চিঠি তিনি পেয়েছেন তার অধিকাংশই হারিয়ে ফেলাতে তিনি ছিলেন 'খারাপ'।

এই সংকলনের প্রথম চোদ্দখানি চিঠি বসু যখন ইটালি, গ্রিস, মিশর এবং ইরাক হয়ে ভারতবর্ষে বিমানে ফিরছেন কিংবা বাবার মৃত্যুর পর যখন অশৌচপর্বে গৃহবন্দি রয়েছেন এবং ভারতবর্ষে ফেরার পথে কয়েকদিনের জন্যে ইটালিতে রয়েছেন তখনকারই লেখা। ১৯৩৫ সালের ২৫ জানুয়ারির একটি চিঠিতে সেদিনই সন্ধেবেলা মুসোলিনির সাক্ষাৎ করার কথা আছে তিনি উল্লেখ করেছেন। দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইটি প্রকাশনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তিনি যে খুশি হয়েছেন তাও আমরা জেনেছি। ২৩ জানুয়ারি যে তাঁর জন্মদিন সে কথা ভুলে গেছেন কিন্তু এমিলি শেঙ্কল্‌-এর টেলিফোন নাম্বার তিনি ভোলেননি। [কাজেই] ১৯৩৪ সালেই তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছেন। এমিলি শেঙ্কল্‌ কেবল ভিয়েনাতেই বসুর সঙ্গে কাজ করেননি, বাডগাসটাইন এবং কারলোভি ভারি ভ্রমণেও তাঁর সঙ্গী হয়েছেন।

১৯৩৫ সালের মার্চে ভিয়েনা এবং নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকর জায়গায় তাঁদের পরস্পরের দেখা হবার সুযোগ হয়েছে। ফলে চিঠি লেখার সুযোগ কমই এসেছে। ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে সুভাষচন্দ্রের গলব্লাডার অপারেশন হয় ভিয়েনাতে। তার ফলে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে ভারতের বে-সরকারি দূত হয়ে তিনি যেভাবে ঘুরছিলেন তা আর সম্ভব হয় না। ১৯৩৬ সালের প্রথম দিক থেকে আবার পত্রালাপ শুরু হয়েছে। তখন সুভাষচন্দ্র আরেকবার ইয়োরোপ ভ্রমণে যাবার মতো ভালোই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে, যেসব চিঠি তিনি আয়ারল্যান্ড থেকে লিখেছেন, সেগুলোই কৌতূহল জাগায়। আয়ারল্যান্ডে তিনি ইমন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে অনেকবার দেখা করেন। ১৯৩৬ সালের মার্চে সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরে আসবেন বলে স্থির করেন। তিনি যদি ভারতে ফেরেন তাহলে তাঁকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে অনুমতি দেওয়া হবে না— ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক করার এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই তিনি ফিরে আসা স্থির করেন। ইয়োরোপ ছাড়ার আগে বাডগাসটাইনে এসে এমিলি শেঙ্কল্‌ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কিছু দিনের জন্যে যোগ দেন।

১৯৩৬ সালে ২৯ মার্চ কঁত্ ভার্দ জাহাজ থেকে সুভাষচন্দ্র লেখেন, 'অনেক কিছুই আপনাকে লিখতে চাইছি— কিন্তু ছাড়াছাড়া ভাবেই আপনাকে লিখবো। কাজেই এই চিঠিটা যত্ন করে পড়ুন।' ১৯৩৬ সালের মার্চে পর পর তিন দিন তিনি তিনটি চিঠি লেখেন। সেই থেকে [তাঁদের দুজনের মধ্যে] প্রায় কুড়ি মাসের ভৌগোলিক ব্যবধান শুরু হয়। ১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল থেকে ১৯৩৭ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত লেখা সব চিঠিই পুলিশ সেন্‌সর করা চিঠি। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি চিঠি বম্বে-র আর্থার রোড প্রিজ্‌ন্‌ থেকে এবং পুনার সেন্ট্রাল প্রিজ্‌ন থেকে। এগারোটি চিঠি কার্শিয়াং-এর গৃহবন্দি অবস্থা থেকে আর পাঁচটি চিঠি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের বন্দি অবস্থা থেকে। এমিলি শেঙ্কল্‌-এর লেখা এই সময়কার আটটি চিঠি থেকে গেছে। শেঙ্কল্‌-এর চিঠিগুলোর মধ্যে একটি চিঠি (যা পাওয়া যায়নি)

সুভাষচন্দ্রের 'বীভৎস জীবন'-এর মাঝখানে একটা বিরামের অনুভব এনেছিল। এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর মনটিকে এখান থেকে ভিয়েনায় নিয়ে গিয়েছিল। এই পর্বের চিঠিগুলো নানা বিষয়কে স্পর্শ করে গেছে— অস্ট্রিয়ান রাজনীতি, বইপত্র, সঙ্গীত, বুডাপেস্ট এবং প্রাগ্‌-এর প্রতি সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণ। ভিয়েনিজ কাফে-র চুটকি গল্প, আধ্যাত্মিকতা এবং ভাঙা স্বাস্থ্যের জন্যে পরস্পরের জন্যে দুর্ভাবনা।

১৯৩৮ সালের ১৮ মার্চ সুভাষচন্দ্র তাঁর মুক্তির কথা সঙ্গে সঙ্গেই জানাচ্ছেন। লিখছেন, 'আমার স্বাধীনতা মানে আমি স্বাধীনভাবে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারি এবং আমার চিঠিপত্র *সরকারিভাবে* সেন্‌সর করা হবে না, যদিও অবশ্য গোপনে করা হবে। ১৯৩৭ সালের ২৫ মার্চ সুভাষচন্দ্র প্রত্যেক সপ্তাহেই দু-চার লাইন করে লিখবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরের কয়েক মাস সে প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন কলকাতা, লাহোর, ডালহৌসি এবং কার্শিয়াং থেকে নিয়মিত চিঠি লিখে। কয়েকটি তারিখহীন চিঠিতে ১৯৩৭-এর বসন্তে বা গ্রীষ্মের প্রথমে তিনি তাঁর আবেগ প্রকাশ করেন বড় হাতের অক্ষরে। তার প্রথমটিতে তিনি লিখছেন, 'আমি গত কয়েকদিন থেকেই আপনাকে লিখতে চাইছি। কিন্তু আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন আমার অনুভূতি আপনাকে প্রকাশ করা কত শক্ত। আমি শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে প্রথম যখন থেকে আমাকে প্রথম আপনি জেনেছেন তখন যেমন ছিলাম, এখনও ঠিক তেমনই আছি। এমন একদিনও যায় না যেদিন আপনার কথা আমি ভাবি না। সব সময়েই আপনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। এ পৃথিবীতে আপনি ছাড়া বোধহয় আর কাউকেই ভাবতে পারি না। ...এই ক-মাস আমি কতখানি নিঃসঙ্গ বোধ করছি এবং কতখানি দুঃখী তা আমি বলতে পারবো না। কেবল একটি জিনিসই আমাকে সুখী করতে পারে। কিন্তু জানি না সেটা সম্ভব কি না। যাই হোক রাত-দিন আমি ওই কথাটাই ভাবছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে ঠিক রাস্তাটা যেন দেখিয়ে দেন।

১৯৩৭ সালের ৪ নভেম্বর লেখা আর একটি চিঠিতে (জার্মানে লেখা) আবার বড় হাতের অক্ষরে সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কল্-কে জানাচ্ছেন তাঁর আসন্ন ইয়োরোপ সফরের কথা। এবং বাডগাসটাইনে হকল্যান্ড-এ তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জেনে গেছেন, ১৯৩৮ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবেন তিনি। ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কল্‌কে গোপনে বিয়ে করেন। আমরা তাঁকে জিগ্যেস করেছিলুম, কষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক, তবু তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক ও বিবাহ ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখলেন কেন ? এমিলি শেঙ্কল্ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের কাছে 'দেশ ছিল প্রথম' এবং জনসমক্ষে কোনো ঘোষণা করলেই অপ্রয়োজনীয় 'হৈচৈ' হবে। অবশ্য এটা জানা খবর যে তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীটি লিখেছিলেন ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। সুভাষচন্দ্রের জীবনীকার লিওনার্ড গর্ডন সুভাষচন্দ্রের এই বই-এর 'আমার বিশ্বাস (দার্শনিক)' নামে অধ্যায়ে প্রেমের বিষয়ে চর্চার তাৎপর্যের ওপর জোর দিয়েছেন। এই বইয়ের আগের আর একটি অধ্যায়ের একটি পাদটীকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেখানে সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'যেহেতু আমি ক্রমশ নিছক আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে সমাজসেবার জীবনে চলে এসেছি, সেহেতু যৌনতা সম্পর্কেও আমার মতের রূপান্তর ঘটেছে।' সুভাষচন্দ্র বসু-র সন্ন্যাসব্রত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ভুল ধারণা আছে সেটা তাঁর যে মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে তা তিনি তাঁর যৌবনের একেবারে প্রারম্ভেই পোষণ করতেন। যাই হোক, বাডগাসটাইন জায়গাটার গুরুত্ব শুধু তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্যে নয়, আরও অন্যকারণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩৮ সালের লেখা সুভাষচন্দ্রের অনেক চিঠি তাঁর কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে ভীষণ রকমের ঘোরাঘুরি ও কাজকর্মের বেশ খানিকটা পরিচয় দেয়। অনেকগুলো চিঠি তাঁর ট্রেনে বসেই লেখা যখন তিনি এই উপমহাদেশে এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন। পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন,

একটু বেশি ব্যক্তিগত এবং মর্মগত মন্তব্যগুলো জার্মান ভাষায় প্রকাশ করার ঝোঁক দেখা যায়। ১৯৩৮ সালের ১৭ অক্টোবর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'সব সময়েই আমি একেবারেই নিঃসঙ্গ বোধ করি, যদিও দিনরাতই আমি কঠিন পরিশ্রম করছি।' বহু চিঠিতে তিনি পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, যে রাতদিন এমিলির চিন্তা করেন। [কংগ্রেস] সভাপতি হিসেবে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারেও তাঁকে খুব উদাসীন বলে মনে হয়। ১৯৩৯ সালের ৪ জানুয়ারি 'যদিও সাধারণভাবে লোকের ইচ্ছে আমি আবার সভাপতি নির্বাচিত হই, তবু আমার মনে হয় না আমি আবার সভাপতি হবো...একদিক থেকে ভাবলে, আবার সভাপতি না হওয়াই ভালো। না হলেই আমি আরও মুক্তি পাবো, নিজের জন্যে আরও সময় দিতে পারবো।' পুনর্নির্বাচনে আবার জয়ী হয়ে ১৯৩৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি লিখছেন, 'আর এক বছরের জন্যে আমি সভাপতিপদে নির্বাচিত হয়েছি। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গীরা আমার বিরোধিতা করেছেন এবং পণ্ডিত নেহরু ছিলেন উদাসীন। নির্বাচনের ফলাফল আমার পক্ষে বিরাট জয়। সারা দেশ নির্বাচনের ব্যাপারে উত্তেজনায় ভরে ছিল। কিন্তু আমার কাঁধে এখন ভীষণ দায়িত্ব এসে পড়েছে।'

বিতর্কিত ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় অসুস্থতার পর ১৯৩৯ সালের ১৯ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র লিখছেন, 'আমার ইচ্ছে করছে বাডগাসটাইন চলে যাই... কিন্তু জানি না সময় বা টাকা-পয়সা কীভাবে আসবে।' কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বেশ খুশি হয়েছিলেন মনে হয়। ১৯৩৯ সালের ১৫ জুন তিনি লিখছেন, 'ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। এখানকার মানুষ ক্ষমতা আছে বলে ভালোবাসা পায় না। পায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে। যেমন, আমি গেল বছর কংগ্রেস সভাপতি থাকা অবস্থায় যে অভিনন্দন পেয়েছি তার চেয়ে এ বছর অনেক বেশি উষ্ণ অভিনন্দন পেয়েছি।' ১৯৩৯ সালের ২১ জুন এমিলি শেঙ্কল্-কে তিনি অনুরোধ করেছেন 'আগস্ট পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন— সম্ভবত ওই সময় আমি বাডগাসটাইনে যাবো।' তারপর আবার জব্বলপুর থেকে বম্বে যাবার পথে ১৯৩৯-এর ৬ জুলাই লিখছেন, 'আমি অন্তত এক মাসের ছুটি অবশ্যই নেবো। কিন্তু সে ছুটি আগস্টের মাঝামাঝি থেকে না সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে আরম্ভ হবে—আমি জানি না।'

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ আরম্ভ হলে এ-সব পরিকল্পনাই স্থগিত রইলো এবং এমিলি শেঙ্কল্-এর সঙ্গে পত্রালাপের বাধা পড়লো। পরের চিঠির তারিখ ৩ এপ্রিল ১৯৪১, অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে নাটকীয় অন্তর্ধানের পর বার্লিনে যেদিন পৌঁছোলেন, তার পরের দিন। সকলেই জানেন যে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি-র ভেতরকার ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যেই মুখ্যত তিনি ইয়োরোপে যান। বহুদিন থেকেই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি ভারতীয় সৈনিকদের আনুগত্য নষ্ট হয়ে দেওয়াটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু যেটা কম জানা সেটা হলো এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপ যাওয়ার বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ ছিল। অবশ্য নিজের দেশের সেবার জন্যে ব্যক্তিগত ত্যাগ তো তিনি করেই চলেছিলেন।

এমিলি শেঙ্কল্ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বার্লিনে যোগ দিলেন ১৯৪১ সালের বসন্তে। ওই বছরের বাকি অংশটা এবং ১৯৪২ সালের প্রথম আটমাস তাঁরা দুজনে বার্লিনের সোফিনস্ট্রাস-এ তাঁদের বাড়িতে রইলেন। তাঁদের মেয়ে অনিতার জন্ম হয় ১৯৪২-এর ২৯ নভেম্বর। যদিও সুভাষচন্দ্র ১৯৪২ সালের শেষার্ধে রোম এবং বার্লিন থেকে লিখেছিলেন, সাধারণত [ওই সময়ে] তিনি এমিলি শেঙ্কল্-এর সঙ্গে ফোনেই কথা বলতেন। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র তাঁর মেয়েকে দেখতে আসেন ভিয়েনাতে। ১৯৪৩-এর জানুয়ারিতে এমিলি সুভাষচন্দ্রের কাছে এলেন— ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারিতে সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া-যাত্রার ঠিক আগে। এশিয়া থেকে সুভাষচন্দ্র এমিলিকে বেতার-চিঠি [radio letter] পাঠাতে থাকেন, কিন্তু সেসব চিঠি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভিয়েনা অধিকার করে নেওয়ার

সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেয়।

বিপজ্জনক সাবমেরিন যাত্রার আগে ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বাংলায় তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রকে লেখেন, 'আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না।... আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে— যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।' এই চিঠি শরৎচন্দ্রের হাতে পৌঁছোনোর পর শরৎচন্দ্র ১৯৪৮ সালে ভিয়েনায় গেলেন স্ত্রী বিভাবতী ও তিনটি সন্তান— শিশির, রমা ও চিত্রাকে নিয়ে। এবং বসু পরিবারে এমিলি ও অনিতাকে আন্তরিক স্বাগত জানালেন। সাড়ে চার দশক পরে [পঁয়তাল্লিশ বছর পরে] ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আরেকটি পারিবারিক মিলনে অত্যন্ত নিভৃতবাসী এমিলি সুভাষচন্দ্রের লেখা এবং সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ্যে আনার অনুমতি দেন। অগ্‌সবার্গে [Augusburg] তাঁর মেয়ের বাড়িতে রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি শিশির কুমার বসু, কৃষ্ণা বসু, অনিতা পাফ্, মার্টিন পাফ্, সুগত বসু এবং মায়া পাফ্-কে বলেন, তাঁর একটি ঘোষণা করার আছে। শিশির কুমারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন এবং তিনি সুস্থ ও সক্রিয় থাকতে থাকতে এই বইটি প্রকাশিত হোক তিনি চান।

তাঁর রচনাসংকলনের মধ্যে এই বিশেষ খণ্ডটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বহু বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের মানবিক ও আবেগপূর্ণ দিকটিকে স্পষ্ট করে। এই খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে আমরা একটি মহিলার অপরিমেয় সাহস, তীব্র স্বাধীনচিত্ততা এবং পরম আত্মমর্যাদাকেই সম্মান জানাতে চাই যিনি ভারতীয় নেতার জীবনে একটি নতুন ও গভীব প্রাপ্তিব মাত্রা যোগ করেছিলেন।

# সূচি

চিঠি :

এমিলি শেঙ্কল্-কে লেখা

পরিশিষ্ট

রোম
৩০.১১.৩৪

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনি যে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠিটি লিখেছেন তা খুব খুশি হয়ে পড়েছি।

রোমে আসার পথটা খুব ভালোভাবেই কেটেছে। মাঝে মাঝে (টিরল-এর কাছে) আমরা মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম আর সূর্যের আলোয় স্নান করছিলাম। আর নীচেকার স্থলভাগটা ছিল ধোঁয়াটে, আর কুয়াশায় ভরা। ডলোমাইটগুলো বরফে শাদা হয়ে ছিল।

আড়াই ঘণ্টার মধ্যে আমরা ভেনিসে পৌঁছোই। ভেনিস থেকে রোমে পৌঁছোতে দু ঘণ্টা।

যদি কখনো আপনার কাছে আমার বইগুলোর কোনো একটি বই বা বাক্স ফেরত চেয়ে পাঠাই তো প্রত্যেকটি কাগজ, প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এবং চিঠি নষ্ট করে ফেলবেন। শুধুমাত্র ছাপানো বইপত্তরই পাঠাবেন। একান্ত অনুরোধ, ফরাসি শেখাটা চালিয়ে যান।

যদি পারেন তো খামে করে যে দুশো দশ শিলিং দিয়েছিলাম তা-ই দিয়ে একটা টাইপ রাইটার কিনে ফেলুন।

আশা করি যাবতীয় গ্যালি, মুখবন্ধ ইত্যাদি যত্ন করেই পাঠিয়েছেন এবং কোনো ভুলচুক করেননি।

ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর আগে হয়তো আপনাকে আর চিঠি লিখতে পারবো না। চিন্তা করবেন না। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার স্বভাব খুবই খারাপ, তবে আশা করি লোক খারাপ নই।

আমি এ চিঠি এয়ারমেলে পাঠাচ্ছি। অন্য কাউকে বলবেন না আমি আপনাকে এয়ারমেলে চিঠি লিখছি। কারণ অন্য কাউকে এয়ারমেলে চিঠি লিখছি না। জানলে তাঁরা দুঃখ পাবেন।

গত রাতে লিখতে বসে আমাকে ভোর সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বসে বইটা লেখা শেষ করতে হয়েছে। এবং, একেবারেই ঘুমোতে পারিনি। আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটার প্লেন ধরছি। যে প্লেনটা রোম থেকে কলকাতা যাবে সেটা দেখেছি। ইতিমধ্যেই সেটা আম্‌সটারডাম থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে।

একটা ছোট ভদ্রতাসূচক চিঠি ১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতার ঠিকানায় এয়ারমেলে পাঠিয়ে গ্যালিগুলো উইশার্ট-এ নিরাপদে পাঠানো হলো কি না জানান। চিঠিটা অনুগ্রহ করে টাইপ করে পাঠাবেন।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনাকে আমার অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

[তারিখ নেই, নভেম্বর ১৯৩৪]

টাইপরাইটার কেনার জন্যে একটা উপহার। অনুগ্রহ করে জানান, কবে মেশিনটা কেনা হলো এবং কেমন চলছে।

ভেনিস
১.১২.৩৪
বেলা ১-৩০ মি.

এখনই এখানে পৌঁছোলুম। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করে নিচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার প্লেনে চড়ছি। আপনাকে অন্তরঙ্গ অভিনন্দন ও আপনার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানাই।

সু. চ. বসু
৩০.১১.৩৪

এথেন্স
[তারিখ নেই, ১.১২.৩৪]

রোমে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি। আমি এখানে (এথেন্সে) বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছেছি। যাত্রাটা খারাপ হয়নি। একটু ক্লান্ত লাগছে, কিন্তু ভালোই আছি। চুক্তির মেমো-র ব্যাপারে বলি, আমার সই করবার প্রয়োজন নেই, কারণ ওটা আমারই কপি। আরেকটা যে কপি আমি সই করেছি সেটা ইতিমধ্যেই উইশার্ট-এ পাঠানো হয়েছে। আমি যখন আপনাকে আমার কোনো প্রবন্ধ ভারতবর্ষে আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করবো, তখন অনুগ্রহ করে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি সব কিছুই নষ্ট করে ফেলবেন। কেবল জামা-কাপড় এবং বই পাঠাবেন। আমার মনে হচ্ছে না এথেন্সের কোনো কিছু আমি দেখতে পারবো। সময়টা বড় কম আর আমাকে চিঠিপত্র লিখতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে কিছুই দেখতে পাবো না। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন।

সু. চ. বসু

রাত দশটা। এথেন্সের কিছু কিছু জিনিস দেখতে পেরেছি।

ইজিপ্ট
১.১২.৩৪

পিরামিড, মসজিদ, কবর ইত্যাদি চার হাজার বছরের পুরোনো সব জিনিস এখানে দেখতে দেখতে সময়টা খুব ভালোই কেটেছে। আমি এখন আবার প্রাচ্য দেশের ভেতরে ফিরে এসেছি। এথেন্স থেকে ফেরার পথে মেঘের ওপর দিয়ে যখন খুব ভোরে উড়ছিলাম তখন আমরা অসাধারণ সূর্যোদয় দেখেছি। এ দৃশ্য প্রাচ্যেই কেবল দেখা যায়। ইয়োরোপে এমন চমৎকার সূর্যোদয় কমই দেখা যায়। মোটামুটি ভালোই আছি। কাল আবার রওনা হচ্ছি।

সু. চ. বসু

ইরাক
রবিবার, ২.১২.৩৪

কায়রো থেকে আজ বিকেলে পৌঁছোলুম। কাল সন্ধেবেলা করাচি পৌঁছোবো এবং তার পরের দিন (অর্থাৎ মঙ্গলবার) কলকাতা। এইসব পুরনো জায়গা দেখতে কী ভালো লাগে। উল্টোদিকের ছবিতে সোনার ডোম-দেওয়া চারশো পঞ্চাশ বছরের পুরনো মসজিদ। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে

৩৮/২ এলগিন রোড
অথবা
১ উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
৭.১২.৩৪

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আমি ৪ ডিসেম্বর এখানে পৌঁছেছি। পথে কোনো ঝঞ্ঝাট হয়নি। কিন্তু আমি খুবই দেরিতে পৌঁছেছি। ২ ডিসেম্বর আমার বাবা ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন—অর্থাৎ আমি কলকাতায় পৌঁছোবার চল্লিশ ঘণ্টা আগে। আমার মা-কে তো একেবারেই সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও আমরা সব ভাই এবং বোনেরাই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। পাশ্চাত্যের মানুষকে আমাদের মানসিক অবস্থা বোঝানো শক্ত। একজন হিন্দু স্ত্রীর জীবন তাঁর স্বামীর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে স্বামীর অভাবে তাঁর জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। তবু আমরা আশা করছি উনি [মা] শোকের আঘাত সহ্য করতে সক্ষম হবেন। সম্প্রতি আমাদের পরিবারে অনেকগুলি শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে এবং সবগুলোর সম্মিলিত ধাক্কা বাবা-মা-কেই সহ্য করতে হয়েছে।

আমি জানি না ভবিষ্যতে আপনাকে চিঠি লিখতে পারবো কি না। যদি না পারি তো অনুগ্রহ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। এখন আমি বাড়িতে বন্দির মতোই আছি। আমি যে মুহূর্তে কলকাতায় পৌঁছেছি সেই মুহূর্তে আমার ওপর বাড়িতে বন্দি থাকার আদেশ জারি হয়েছে। আপাতত সরকার আমাকে এক সপ্তাহের মতো মা-র সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। এই এক সপ্তাহের মধ্যে পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে যোগাযোগ বা মেলামেশা করতে পারবো না। বাড়ির বাইরেও যেতে পারবো না। এক সপ্তাহ কেটে গেলে আমার কী অবস্থা দাঁড়াবে জানি না। ভবিষ্যতে আপনাকে চিঠি লিখতে হয়তো পারবো না। যাই হোক, আমার ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

আমার বাড়ির ঠিকানা ৩৮/২ এলগিন রোড অথবা ১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা। কিন্তু আমার মা যেহেতু প্রথম ঠিকানায় রয়েছেন, আমি ওই ঠিকানাতেই বন্দি থাকছি।

প্লেনে আসাটা খুবই ভালো কেটেছে। এবং, আমার যদি এই রকম মানসিক উদ্‌বেগ না থাকতো তো আমি এই প্লেন-যাত্রাটা উপভোগ করতাম। প্রত্যেকটি সকালেই অসাধারণ সূর্যোদয় হয়েছে। পাঁচদিনে ইয়োরোপ ও এশিয়ার এতগুলো দেশ পেরিয়ে আসা সত্যিই বিস্ময়কর।

আপনার বাবা-মাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই আর আপনাকেও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে

৩৮/২ এলগিন রোড বা
১ উডবার্ন পার্ক
২০.১২.৩৪

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

২ ডিসেম্বর লেখা আপনার এয়ারমেলের চিঠি আমার কাছে ১৯শে (গতকাল) পৌঁছেছে।

সেন্সর করতে দেরি হয়েছে। টিকিট দেখে মনে হচ্ছে চিঠিটা তেসরা ফেলা হয়েছে। কিন্তু আসলে ভিয়েনা পোস্ট অফিস থেকে ছাড়া হয়েছে পাঁচ তারিখে। করাচি পর্যন্ত এসেছে ডাচ প্লেনে। করাচি থেকে কলকাতা পৌঁছেছে ট্রেনে। করাচি থেকে কলকাতা আসতে প্রায় তিন দিন লাগে। বাকি দেরিটা হয়েছে সেন্সরের জন্যে। এখানে পৌঁছোনোর পর থেকেই আমি গৃহবন্দি হয়ে আছি বলে আমার সমস্ত চিঠিপত্র সেন্সর করে পাশ করছেন পুলিশ অফিসাররা। তাতে কিছু যে দেরি হচ্ছে তা এড়ানো যায় না।

আপনি আমাকে ৩৮/২ এলগিন রোড অথবা ১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-র ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। আমি সাধারণত ওই পরের ঠিকানায় থাকি (ওটা আমার দাদার বাড়ি)—কিন্তু এই অবস্থায় আমি আগের ঠিকানাতে রয়েছি। কারণ মা এখানে থাকেন এবং এ বাড়িটা আমার বাবা-মা-র বাড়ি। দুটো বাড়ির মধ্যেকার দূরত্ব খুবই কম। এখানে পৌঁছোবার কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে এয়ারমেলে একটা চিঠি দিয়েছি। মনে হচ্ছে, ১০ ডিসেম্বর চিঠিটা এখান থেকে ছাড়া হয়েছে। তাতে বাবার মৃত্যুর কথা লিখেছিলাম। [লিখেছিলাম,] আমি পৌঁছোবার ৪০ ঘণ্টা আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার মাকে এখনও সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চাশ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর এই বিচ্ছেদ এমন একটা আঘাত যা সহজে ভোলা যায় না। তাছাড়া স্বামীর জীবনের সঙ্গে একজন হিন্দু স্ত্রীর জীবন এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর কাছে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যাই হোক, যেহেতু মা-র মনের গঠনটা গভীর ধর্মবোধে গড়ে উঠেছে, সেই জন্যেই আমরা আশা করছি, যদি কয়েকমাস কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে শেষপর্যন্ত তিনি আঘাতটা সহ্য করে উঠতে পারবেন।

ভারতবর্ষে আসার পথে এয়ারোপ্লেনের ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম যে ডাচ প্লেনটি ডাক নিয়ে যায় কেবল করাচি পর্যন্ত। দি ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ (ব্রিটিশ) ডাক নিয়ে সোজা কলকাতা চলে আসে। ব্রিটিশ প্লেনে আপনি কেবল শুক্রবার বা শনিবার ডাক পাঠাতে পারেন। কিন্তু ডাচ লাইনে সোমবার অথবা বুধবার। আপনার ২ ডিসেম্বর চিঠি ৩ ডিসেম্বর ডাকে ফেলা হয়েছে ; সেইজন্যেই দেরি। যদি ডাচ প্লেনের জন্যে চিঠি ডাকে দেন তো খেয়াল করে করাচি যাবার এয়ারমেল-ভাড়া দেবেন।

ভেনিস থেকে যে কার্ড পাঠিয়েছি তা কি পাননি ?

আপনার যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও আমার এই [প্লেন] ভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তৃত করে লেখার ধৈর্য নেই। যাই হোক, প্রথম সন্ধেটা আমার রোমে কাটিয়েছিলাম, রোম—দি ইটার্নাল সিটি। ওখানেই আপনার টেলিগ্রাম পাই সকালে—ঠিক রোম ছাড়ার আগে। পরের রাত্রিটা আমরা এথেন্স-এ কাটাই। অ্যাক্রোপলিস এবং গ্রিসের অন্যান্য প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলো দেখার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। পরের সন্ধেটা কায়রো-তে কাটাই। কায়রো-তে বিস্ময়কর টুটাখামিন মিউজিয়ম দেখার বেশ খানিকটা সময় পেয়েছিলাম। পিরামিডগুলোও দেখে এসেছি। গাইড-এর পীড়াপীড়িতে ওখানে আমার ছবিও তোলা হয়েছে। সেই ফটোর এক কপি এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। [ছবিতে] আমার পেছনে পিরামিডগুলো আর স্ফিংস্ দেখতে পাবেন। টুটাখামিন মিউজিয়মে অনেক অবাক-করা জিনিসপত্তরের সঙ্গে অনেকগুলো মমি দেখেছি। পরের রাত্রিটা আমরা ইরাকের রাজধানী বাগদাদে কাটাই। বাগদাদে আমরা প্রাচীন কিছু জিনিস দেখার সময় পেয়েছি। বিশেষ করে ৫০০ বছরের পুরনো সোনার মসজিদ। ৩ তারিখে ভোরে আমরা বাগদাদ ছাড়ি এবং সেইদিনই সন্ধেবেলা করাচি পৌঁছোই। করাচি থেকে যোধপুরে পৌঁছে ওখানেই রাত্রিটা কাটাই। পরের দিন বিকেল চারটের সময় কলকাতা পৌঁছোই।

যাত্রাটা ভারি চমৎকার। সবচেয়ে যেটা আমি উপভোগ করেছি সেটা হল ২০০০ মিটার ওপর থেকে বর্ণৈশ্বর্যময় সূর্যোদয় দেখা। ইয়োরোপে আপনি কখনোই এইরকম বর্ণৈশ্বর্যময়

সূর্যোদয় দেখতে পাবেন না। [প্লেন] ওপরে ওঠা বা নীচে নেমে আসার সময় মাথাটা একটু ঘুরছিল, কিন্তু মাটির সমান্তরালে যখন উড়ছিল তখন কোনো অস্বস্তিই বোধ করিনি। এমনকি, যখন প্লেনে যাচ্ছি তখনও আমাদের লিখতে কোনো অসুবিধে হয়নি। এতো কম ঝাঁকুনি ছিল! প্লেনের আওয়াজটা অবশ্য অস্বস্তিকরই, তবে অসহ্য নয়।

কার্লসবাডের শ্রী ও শ্রীমতী লোই [Lowy]-কে আমার কথা অনুগ্রহ করে বলবেন। আমি আপনাকে চিঠি লিখে না চাওয়া পর্যন্ত কার্লসবাড-অ্যালবাম পাঠাবার জন্যে দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না।

এথেন্স (অথবা কায়রো) থেকে আপনাকে লিখে জানিয়েছি যে উইশার্ট-এর সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার নিজের ব্যবহারের জন্যে অতিরিক্ত একটা কপি আছে। সেই জন্যেই আমার সই-এর দরকার হয়নি।

শুনে খারাপ লাগছে যে, আপনাদের ওখানে ঠাণ্ডা পড়েছে বলে আপনার কাশিটা বেড়েছে। এখানেও ঠাণ্ডা কিন্তু আপনারা যাকে ঠাণ্ডা বলেন তেমন নয়। গরম করার ব্যবস্থা না করে ঘরের মধ্যে রাত্রিতে তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি। এ দেশে সাধারণত আমরা দরোজা-জানালা খুলেই রাখি।

আপনার যতদিন খুশি অক্স্ফোর্ড হিস্ট্রি রেখে দিতে পারেন। যে কোনো বই চাইলে আপনি ধার দিতেও পারেন। ফরাসি ভাষা শেখাটা চালিয়ে যাচ্ছেন তো? যদি শেখাটা চালিয়ে যান তো কতটা এগোলেন জানতে ইচ্ছে করে। আপনি যে বইটার কথা জানতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে পরের চিঠিতে লিখে জানাবো। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না বইটা কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত কোনো বই যদি আপনি পেতে চান, তাহলে তা ইংল্যান্ডেই কিনলে আপনি সস্তায় পাবেন। এটা আপনি দু'ভাবে করতে পারেন। আপনার বন্ধু এলাকে বলুন কিনে পাঠিয়ে দিতে। কিংবা ইংল্যান্ডের কোনো বই-বিক্রেতাকে লিখুন আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। টাকাটা আপনি অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি কিংবা ওয়াগনলিট্স/কুক-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিন। দুটো কোম্পানিরই অফিস রয়েছে কার্টনেরিং-এ। আপনি যদি ভিয়েনিজ টাকা পাঠান তাহলে ওরা আপনার বন্ধুকে বা বই-বিক্রেতাকে ইংরেজি মুদ্রায় দাম পাঠিয়ে দেবে। মনে হয় অল্প টাকা হলে পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন, তবে আমার ব্যাপারটা ঠিক জানা নেই। আমার জানা বই-বিক্রেতা হল লিটন বেল [Leighton Bell] অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ১৩ ট্রিনিটি স্ট্রিট, কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড। যদি ইচ্ছে হয় ওদের বই অর্ডার দিতে পারেন। অর্ডার দেবার সময় আপনি বলতে পারেন, আপনাকে আমিই ওদের নাম প্রস্তাব করেছি। ভিয়েনায় যদি ইংরিজি বই-এর অর্ডার দেন তাহলে, আমার আশঙ্কা, ইংল্যান্ডে যে দামে কিনবেন তার চেয়ে বেশি পড়বে।

যদি ভবিষ্যতে কোনো দরকার পড়ে তাহলে আমার টেলিগ্রাফিক ঠিকানাটা রেখে দিতে পারেন। ঠিকানাটা হল ESCIBOS, Calcutta.

আশা করছি, এই রকম বেশ একটু বড় চিঠি পেয়ে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি আমার গভীর শুভেচ্ছা নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

৩৮/২ এলগিন রোড
বা ১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩৪

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১০ এবং ১৮ ডিসেম্বর লেখা আপনার এয়ারমেলের চিঠিগুলো পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আগের চিঠিটা দেখে বুঝতেই পারছি আপনার টাইপরাইটার ভালোই চলছে।

আপনার চিঠি পড়ে দুঃখিত হলাম জেনে যে শীতটা আপনার খারাপই কাটছে এবং আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আশা করি শিগ্‌গিরি ভালো হয়ে উঠবেন এবং বিছানা থেকে উঠে চলাফেরা করতে পারবেন।

জেনে ভালো লাগলো যে ফরাসি চর্চায় আপনি অনেকটা এগিয়ে গেছেন। যারা নতুন ভাষা শিখে ফেলতে পারে তাদের আমি ঈর্ষা করি। ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় দর্শন বিষয়ে যে বইগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন সেগুলো আমি লিখে রেখেছি। যত তাড়াতাড়ি পারি বইগুলোর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার চেষ্টা করবো।

আজ বছরের শেষ দিন। অন্তরের সঙ্গে আপনার সুখী নতুন বছর কামনা করি আর নতুন বছরের অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাই। আপনার বাবা-মার জন্যেও অসংখ্য শুভ কামনা জানাই। আপনার মা-বাবাকে আমার এই শুভ কামনা দয়া করে জানাবেন।

এখানে এসে অবধি আমার শরীর একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। গত সপ্তাহে আমার সেই পুরোনো অসুখটা—ভেতরকার ব্যথাটা খুবই বেড়েছে। অশৌচের সময় যে বিশেষ ধরনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আছে তার জন্যেই খানিকটা অসুখ বেড়েছে। ১৯৩৫-এর ৩ জানুয়ারি আমাদের অশৌচ শেষ হবে।

সাধারণ অবস্থায় আমার বাড়ি ফেরাটা সকলেরই আনন্দ-উল্লাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এবার পুরোটা দুঃখের ব্যাপার। এখনও আমরা শোকের ছায়াতেই রয়েছি। এই পারিবারিক দুঃখের সঙ্গে আমাকে আবার সরকারি বিধিনিষেধের জন্যে ভুগতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন, এখনও আমি নিজের বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে আছি।

আমার আশঙ্কা, আমাকে বোধহয় অপারেশন করাতেই হবে। আমার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। তবে এখানে কোনো বড় অপারেশন করাতে চাই না। যতদিন না ইয়োরোপে যেতে পারছি ততদিন অপেক্ষা করতেই হবে। আগামী বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। জেনে ভালো লাগছে আপনার গলব্লাডারের গণ্ডগোলটা একটু সেরেছে আর তাতে হয়তো অপারেশন এড়াতে পারবেন। এই দিক থেকেও সৌভাগ্য কামনা করি।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি আমার অন্তরঙ্গ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনি হয়তো জানেন ভিয়েনার ন্যাশনাল বিবলিওথেক-এ স্বামী বিবেকানন্দের যে সম্পূর্ণ রচনাবলি রয়েছে তা আমিই গত বছর ওঁদের উপহার দিয়েছি। প্রয়োজন হলে অবশ্যই ওগুলো ব্যবহার করবেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলিতে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা রয়েছে।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
৮ জানুয়ারি, ১৯৩৫

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে আজই আমি ইয়োরোপ রওনা হচ্ছি। আজই বম্বে যাচ্ছি। ১০ তারিখে বম্বে জাহাজ থেকে (এম. ভি. ভিক্টোরিয়া) ধরবো। ইটালির জেনোয়া (জেনুয়া) পৌঁছোবো ২১ জানুয়ারি।

আমাদের শোকের সময়ে আপনি আমাদের জন্যে যে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনার বাবা-মাকেও আমাদের সকলের ধন্যবাদ জানাবেন। আসার পর থেকেই আমার শারীরিক গণ্ডগোলটা বেড়েছে। কাজেই আমাকে অপারেশন করাতেই হবে।

ডঃ শর্মার মাধ্যমে যে উপহার পাঠিয়েছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাই। উপহারের সঙ্গে আপনার ৭ ডিসেম্বরের চিঠিও আমি পেয়েছি।

ঠাণ্ডা লেগে আপনার যে অসুখ করেছিল, এতদিনে আশা করি তা কাটিয়ে উঠেছেন। তাছাড়া এমনিতে আপনি যে আগের চেয়ে ভালো আছেন তা জেনেও খুশি হয়েছি।

নতুন বছরের গভীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার বাবা-মাকে এবং আপনার বোনকে আমার অভিনন্দন জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

নেপল্‌স
২০.১.৩৫

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আমরা নেপল্‌সে নিরাপদে পৌঁছেছি এইটুকু জানানোর জন্যে লিখছি। পোর্ট সৈয়দ থেকে আবহাওয়া খুব খারাপ গেছে এবং এখানে নেমে পড়তে বাধ্য হওয়ার অন্তত একটা কারণ তা-ই।

ভিয়েনায় পৌঁছোবার আগে [এখানে] এক সপ্তাহ কাটাবো। যদি বিদেশি ট্যুরিস্টরা অন্তত ছ'দিন ইটালিতে কাটায় তাহলে ইটালিয়ান রেলওয়ে ভাড়ার ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেবে। হোটেল এক্‌সেলসিওর, রোম-এ আমাকে এক লাইন লিখে জানাবেন, কেমন আছেন।

এখানে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজ সকালে পম্‌পেই গিয়েছিলুম। আজ বিকেলে সলফালারা আগ্নেয়গিরি দেখতে যাবো। ওটা থেকে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনাকে অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : কাল কিংবা পরশু রোমে যাচ্ছি। এয়ারমেলে চিঠি পাঠাচ্ছি না, কারণ আজ রবিবার। আপনি কিন্তু অবশ্যই হোটেল এক্‌সেলসিওর, রোম-এ এয়ারমেলে চিঠি লিখবেন।

সু. চ. ব.

নেপল্‌স
২২.১.৩৫
বিকেল ৪টে

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

রোমে যাবার জন্যে স্টেশনে যাবার ঠিক আগে এই চিঠি লিখছি। চিঠিটা রোমেই ফেলবো।

গত তিন দিন দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে ব্যস্ত ছিলুম। পম্‌পেই, সল্‌ফাতারা আগ্নেয়গিরি—যাকে খুদে ভিসুভিয়াস বলে এবং এখনও যার থেকে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে, মিউজিয়মগুলো ইত্যাদি সবই দেখা হয়েছে। কাপ্‌রি এবং ভিসুভিয়াস যাবার জন্যে টিকিট কেটেছিলুম কিন্তু যাবার চিন্তাটা ছাড়তে হলো, কারণ এখানে ভীষণ বরফ পড়ছে। নেপল্‌সে বরফ পড়ছে শুনে আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন। এখানকার লোকে গত তিরিশ বছরে এমন বরফ পড়তে দেখেনি। যাই হোক, আজ সকালে কাপ্‌রি এবং ভিসুভিয়াসে যাবার টিকিট ফেরত দিয়েছি। তার বদলে সরাসরি ভিয়েনা যাবার টিকিট কেটেছি আজ সকালে। মাঝপথে রোমে তিনদিনের ব্রেক জার্নি করবো এবং ভেনিসেও একদিনের জন্যে। কিন্তু খুব সম্ভবত রোম থেকে সোজাসুজি ভিয়েনাই যাবো। আমি অবশ্যই জানি, ভিয়েনাতে এখন খুবই বরফ পড়ছে এবং আবহাওয়াটা খুবই স্যাঁতসেঁতে। আশা করি ইতিমধ্যেই ওখান থেকে এয়ারমেলে চিঠি দিয়েছেন। আপনার চিঠি পেলে খুবই খুশি হবো। আপনার বাবা-মাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আপনার সহৃদয়তার জন্যে অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আসার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আপনি চেয়েছিলেন তাই আপনার জন্যে 'ধূপ' (সুগন্ধি কাঠি) কিনেছি আর কিনেছি স্বামী বিবেকানন্দের 'থটস্ অন বেদান্ত'। আমার হাতের লেখা পড়তে পারছেন ?

সু. চ. ব.

হোটেল পালাসের আমবাসাদ্যুরো
রোম
২৫.১.৩৫

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

ভিয়েনা থেকে এয়ারমেলে পাঠানো আপনার চিঠিগুলোর জন্যে—খাম এবং পোস্টকার্ড—অনেক ধন্যবাদ। আজ সকালে চিঠিগুলো হাতে এসেছে। এই হোটেলের ঠিক উলটো দিকেই হোটেল এক্‌সেলসিওর। কাজেই ওখান থেকে চিঠিগুলো পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

নেপলস থেকে তাড়াতাড়ি ভিয়েনা আসতে পারিনি বলে দুঃখিত। এখানে আমার অনেক কাজ করবার আছে। আর কাজগুলো অবহেলা করাও ঠিক হবে না। আজ সন্ধেবেলা সিনর মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ওঁকে আমার একটা বই উপহার দেবো। *(ব্যাপারটা দয়া করে খুবই গোপন রাখবেন।)*

বইটা প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা ইত্যাদি বেশ ভালোই। ভূমিকাটিও ছাপা হয়েছে। তাতে

আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া আছে।

এখানে আবহাওয়াটা চমৎকার। আমার শরীরটাও জাহাজে যেমন ছিল তার চেয়ে ভালো। জাহাজে আমার অসম্ভব ব্যথা হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরও উত্তাল ছিল।

আমার ব্যবহারের জন্যে পরিশিষ্টের টাইপ-করা কপি দয়া করে প্রস্তুত করে রাখবেন। মাঝে, ভিয়েনা থেকে রোমে যাবার দিন শেষ যে-কটা পাতা আমি লিখেছিলাম।

আমাকে স্টেশনে নিতে আসবেন না। আমি হোটেল থেকে আপনাকে টেলিফোন করবো। ওখানে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন। রবিবার ২৭ তারিখে রোম ছাড়বার কথা ভাবছি। তবে একেবারে ঠিক হয়নি। যদি আবহাওয়া ভালো থাকে তাহলে হয়তো একদিনের জন্যে ভেনিসে থাকতে পারি।

আপনি কি ভাবছেন যে আপনার টেলিফোন নম্বর আমি ভুলে গেছি?

আমার জন্মদিনের জন্যে আপনি যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আসলে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেছি। কী অদ্ভুত আমি—তাই না?

অনুগ্রহ করে আপনার বাবা-মাকেও আমার ধন্যবাদ জানাবেন। এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধা। আপনার সেই পুরোনো কাশিটার জন্যে [সারেনি বলে] খারাপ লাগছে—mein kopf! mein kopf! আপনার বোন আর আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আবার দেখা হবে।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ: আমি এ চিঠি এক্সপ্রেসে পাঠাচ্ছি। আশা করি রবিবারে পেয়ে যাবেন। কাটিয়ার-কে আমার পৌঁছোনোর খবর টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। আপনিও টেলিফোন করে ওকে কিংবা হোটেল দ্য ফ্রাঁসকে আমার পৌঁছোনোর কথা জানিয়ে দিতে পারেন।

সু. চ. ব.

আলবার্গো পালাৎসো আমবাসিয়াতোরি
রোমা
শনিবার ২৬.১.৩৫

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গতকাল আপনাকে চিঠি লিখেছি। এখন দেখছি সোমবার ২৮শে সকালের আগে যেতে পারছি না। ভিয়েনা (সুডবাহ্নফ) পৌঁছোবো মঙ্গলবার সকাল আট-টা নাগাদ। সেই মতো আমিও ডঃ কাটিয়ার-কে এখনই লিখে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে ভিয়েনার সুডবাহ্নফেই আমরা পৌঁছোবো। অবশ্য ঠিক জানি না। যদি আমাকে এখান থেকে যাওয়াটা পেছোতে হয় তাহলে সময়মতো ডঃ কাটিয়ারকে টেলিগ্রাম করবেন। আপনার স্টেশনে আসার দরকার নেই। আশা করি আগের চেয়ে ভালো আছেন।

আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

প্রাগ
১৩.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আজ সকালে এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি শুধু এইটুকু জানানোর জন্যেই এই চিঠি। আজ সারা দিন ব্যস্ত থাকার পর রাত্রিতে বার্লিন পৌঁছোবো। প্রেসিডেন্ট বি-র সঙ্গে দেখা করেছি। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

বার্লিন W 8 den
উন্টার ডেন লিন্‌ডেন ৫-৬
১৫.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গতকাল সকালে প্রাগ থেকে এখানে এসেছি, এবং সারা দিন ব্যস্ততায় কেটেছে বলে আপনাকে লিখতে পারিনি। কয়েকদিনের জন্যে কংগ্রেস পেছিয়ে গেছে। কাজেই ভাবছি ইটালিয়ান জাহাজে যেতে পারবো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি নিশ্চিত নই। রিডাইরেক্‌টেড চিঠিগুলো কাল পেয়েছি। আজও কিছু পাওয়ার আশা আছে। অনুগ্রহ করে *এখানে* 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল' পাঠিয়ে দিন—যদি এখানে পার্সেল আসে। বোধহয় এখানে আরো দু-তিন দিন থাকবো। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা—আপনাকেও।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

হোস্টেল ব্রিস্‌টল
বার্লিন W8
১৭.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

দুটো চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। কাল একটা পেয়েছি। আজ একটা পেলাম। বেশির ভাগ সময়েই লোকজনের সঙ্গে রয়েছি। কাজেই বড় চিঠি লেখার সময় পাচ্ছি না। সেজন্যে দয়া করে ক্ষমা করুন।

কাল অ্যান্টওয়ার্প যাচ্ছি। ওখানে তিন দিন থাকবো। ওখান থেকে প্যারিসে যাবো।

অ্যান্টওয়ার্পে আমার ঠিকানা : C/o মিঃ নাথালাল ডি. জাভেরি, ১৪ অ্যাভিনিউ ভ্যান ডেন নেস্ট, অ্যান্টওয়ার্প (বেলজিয়াম)। প্যারিসে আমার ঠিকানা C/o অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি, ১১ রু স্ক্রাইব, প্যারিস (এফ. আর)।

আমার যাবার ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেবেন। *আর অ্যামেরিকান প্রেস অ্যান্ড পেনশন কসমোপোলাইট-কেও জানিয়ে দেবেন।*

পেনশন কসমোপোলাইট-এ আমার ঘরের আলমারিতে দুটো ওভারকোট আর একটা রেইনকোট ফেলে এসেছি। রেইনকোটটা সঙ্গে অবশ্যই আনা উচিত ছিল কিন্তু ভুল করে

ফেলে এসেছি। মিসেস ভেক্‌সি-কে বলবেন, কোটগুলো যেন একটু লক্ষ্য রাখেন।
চিঠির সঙ্গে কিছু স্ট্যাম্প পাঠালাম।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কল্‌ন্
১৯. ১. ৩৬
সকাল ১০টা

কল্‌ন্ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা। এখনই অ্যান্টওয়ার্প যাচ্ছি।

সুভাষ চ. বসু

ব্রাসেল্‌স
২০.১.৩৬

সুভাষ চ. বসুর কাছ থেকে অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

আর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যে ঠিকানা দিচ্ছি সেই ঠিকানাতেই চিঠিপত্র দয়া করে পাঠিয়ে যান : C/o এন. ডি. জাভেরি, ১৪ অ্যাভিনিউ ভ্যান ডেন নেস্ট, অ্যান্টওয়ার্প।

C/o এন. ডি. জাভেরি
১৪ অ্যাভিনিউ ভ্যান ডেন নেস্ট
অ্যান্টওয়ার্প (বেলজিয়াম)
২২.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১৮ তারিখে লেখা কার্ডের জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি ব্রাসেল্‌স থেকে পাঠানো আমার কার্ড আপনি পেয়েছেন। একদিন আমরা এখান থেকে ব্রাসেল্‌সে গাড়ি করে ঘুরে এসেছি। গাড়িতে মোটে এক ঘন্টা লাগে।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি দিন এখানে থেকে যেতে হবে। কাজেই দয়া করে এখানেই চিঠি দিন। এখান থেকে প্যারিস যাবো। তারপর হাভর্ থেকে জাহাজে যাবো আয়ারল্যান্ড। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরছি। তারপর ইটালি থেকে ২৮ তারিখে 'ভিক্টোরিয়া'তে ভারতবর্ষে ফিরবো।

প্যারিসে আমার ঠিকানা : C/o অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি ১১ রু স্ক্রাইব, প্যারিস (IXe)।

বার্লিনে দুটো চিঠি পেয়েছি এবং উত্তর দিয়েছি।

কাগজপত্র সম্পর্কে—

I বাংলা কাগজ যেগুলো আপনার দরকার নেই সেগুলো পাঠিয়ে দিন C/o ডঃ কে. এল. গাঙ্গুলি, বার্লিন-উইলমার্সডোর, জাহিঙ্গার স্ট্রিট, ৩৮।

II যে-সব কাগজ আপনার লাগবে সেগুলো রেখে দিন।

III আমাকে *কেবল একটা কাগজ* পাঠান—পত্রিকা কিংবা ফরওয়ার্ড।

IV যা কাগজপত্র বাকি থাকবে তা নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন : C/o এইচ.

ঘোষাল, উল. লোউস্কা ১৫, এম ১৪, ওয়ারজাওআ (পোলেন)।

আশা করি, এই নির্দেশগুলো বেশ পরিষ্কার। ডঃ কাটিয়ার এবং ডঃ সেলিগ-এর কাছে যে-সব কাগজপত্র পাঠাবার কথা তা যথারীতি পাঠাবেন।

আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে জেনে খারাপ লাগছে। অনুগ্রহ করে এইগুলো করুন :

(1) সিংকে বলুন আপনাকে যেন একদিন 'লাইট ট্রিটমেন্ট'-এর জন্যে নিয়ে যায়—আপনি যেমন একদিন করিয়েছিলেন।

(2) সর্দিকাশির জন্যে ডঃ সেনকে অনুরোধ করে একটা প্রেসক্রিপ্শন লিখিয়ে নিন।

(3) সলভেন্টস মিক্স্চার খেয়ে দেখুন। আপনি নিজেই অ্যাপ থেকে কিনতে পারেন।

এক সপ্তাহ বাদে প্যারিস থেকে আপনাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারি।

আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

অ্যান্টওয়ার্প
২৪.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল,

এখানে বেশি দিন থেকে গেলাম। প্যারিসে আমার চিঠিপত্র পাঠাবার জন্যে লিখেছিলাম। সেগুলো সবই আজ সকালে এসে গেছে। এ মাসেরই ২৮ তারিখে প্যারিস যাচ্ছি। আমার চিঠিপত্র সেইমতো ওই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ৩০ তারিখে হাভ্র থেকে জাহাজে আয়ারল্যান্ড যাচ্ছি। অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের প্যারিস অফিসকে অনুরোধ করবো যাতে আমার চিঠিপত্র আয়ারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়। আজ বন্ধুদের সঙ্গে স্পা (Spa)-তে যাচ্ছি এবং ওয়াটারলু আর অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখবো। কাল আমরা ফিরবো এবং রবিবার প্যারিস রওনা হবো। আমি অ্যান্টওয়ার্পের একটা ফরাসি কাগজ পাঠাচ্ছি, তাতে আমার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। আজ সকালে আপনার একটা কার্ড আর একটা চিঠি পেয়েছি। আপনার শরীর খারাপ জেনে দুঃখিত হলাম। শেষ চিঠিতে যা অনুরোধ করেছি সেই মতো যত্ন নিন। আশা করি শ্রীমতী হোরাপ-কে অ্যামেরিকান ম্যাগাজিন পাঠিয়ে দিয়েছেন। সময় পেলে আমার সব কাগজপত্রগুলো পড়ুন। কোনো কাফে থেকে কম দামে কাগজগুলো পাবার ব্যবস্থা করেছেন কি ? আমার মনে হয়, আপনার ফরাসি চর্চাটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। পরের চিঠিতে আরো কিছু জানাচ্ছি। বোধহয় আপনার কাছে কিছু কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি ফেলে এসেছি। দয়া করে ঘেঁটে দেখুন যাতে বুঝতে পারেন আপনার কাছে ঠিক কী আছে। তাড়াহুড়ো করলাম বলে ক্ষমা করবেন। আপনার বাবা-মাকে এবং আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ওয়াটারলু
২৫.১.৩৬

শ্রীমতী ই. শেঙ্কল্,

সুভাষ চ. বসুর [অপাঠ্য] ; কে. ডি. পারিখ ; চান্দুলাল মোহনলাল ; নাথালাল দয়াভাই জাভেরি-র কাছ থেকে অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

হোটেল অ্যামবাসেডর
বুলভার হাউসমান
প্যারিস IXe
৩০.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

প্যারিস থেকে আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। এখন ডাবলিন যাচ্ছি। ওখানে আমার ঠিকানা : শেলবোর্ন/হোটেল ডাবলিন (আয়ারল্যান্ড)।

কিন্তু আপনি আমাকে চিঠি লিখছেন না কেন ?

চিঠির সঙ্গে ২ পাউন্ড পাঠাচ্ছি। তাতে আপনি প্রায় ৫০ শিলিং পাবেন। ফরাসি চর্চাটা চালিয়ে যাবেন এবং সর্দিকাশির জন্যে ওষুধ কিনবেন। আশা করি শীঘ্রই জানতে পারবো সর্দিকাশি-র কষ্টটা কমে গেছে।

আমাকে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে যে আমি ডাবলিন পৌঁছোলে রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা আমাকে অভ্যর্থনা করবেন।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ইউনাইটেড স্টেটস্ লাইন্স্
জাহাজে
এস. এস. ওয়াশিংটন
৩০.১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি এখন হাভ্‌র্‌-এ এসেছি এবং শীঘ্রই জাহাজে আয়ারল্যান্ড রওনা হচ্ছি। কাল সন্ধেবেলা ওখানে পৌঁছোবো। সম্ভবত খুব ব্যস্ত থাকবো এবং হয়তো চিঠি লিখতে পারবো না। আজ সকালে প্যারিস থেকে আপনাকে একটি রেজিস্টার্ড চিঠি পাঠিয়েছি। ডাবলিনে যখন লিখবেন তখন দয়া করে মনে রাখবেন সব চিঠিপত্রই ইংল্যান্ড হয়ে যায়। ১২ ফেব্রুয়ারি আমি আয়ারল্যান্ড ছাড়বো। ডাবলিনে আমি শেলবোর্ন হোটেল, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড [এই ঠিকানায়] থাকবো। প্যারিসে থাকবো হোটেল অ্যামবাসেডার, বুলভার হাউসমান, প্যারিস (IXe)-[এই ঠিকানায়]।

আপনার শরীর খারাপ জেনে খুব খারাপ লাগছে। এই খবরটা আমাকে কষ্ট দেয়। কেন আপনি শরীরের আরো যত্ন নেন না ?

আপনাকে কি জানিয়েছি যে ডাবলিনে আমার প্রথম দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরার সঙ্গে ?

প্যারিসে বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরে আমি প্যারিসে

এক সপ্তাহ থাকবো, প্রায় এক সপ্তাহ থাকবো সুইজারল্যান্ডে, আর তার পরে গ্যাসটাইন-এ তিন সপ্তাহ। ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কংগ্রেস স্থগিত রাখা হয়েছে। ২০ মার্চ নাগাত মার্সেই থেকে জাহাজে উঠবো। এখন আমি লয়েড ত্রিয়েসতিনো জাহাজে যেতে পারবো না। আপনার সব চিঠি পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।

আপনার কিছু শব্দ ভুল লেখা হচ্ছে। Vienna is [বাংলা অক্ষরে অর্থাৎ 'ভিয়েনা'] ; Bande Mataram is [বাংলা অক্ষরে অর্থাৎ বন্দে মাতরম্]। আমি দুঃখিত, আমি ব্লাঁ-র [Blan] প্রবন্ধটি এখনও পড়িনি। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি লেখাটার সম্পর্কে জানাবো। পণ্ডিত নেহরুর বইটা ডঃ সেলিগ অবশ্যই নিতে পারেন।

আপনার জন্যে কিছু সাংবাদিকের কাজের কথা ভাবছি। ভাবনাটা আরো একটু পরিষ্কার হলে আপনাকে লিখবো।

একটা চিঠিতে আপনি আমার যৌবনের প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু এখন আমি আর যুবক নই!

নতুন ফরাসি মন্ত্রী-সভার খবরটা নিশ্চয় দেখেছেন। হেরিয়ট ওই মন্ত্রী-সভায় নেই।

আপাতত এখনকার মতো আপনি একটা কাগজ (পুরনো সং) কিনে পড়তে পারেন।

লে মাটিন [Le Matin]-এর অনুবাদ পাঠাবার দরকার নেই। বাংলা ছাড়া অন্য কোনো কাগজ যদি বেশি থাকে তো ওয়ারশ-তে শ্রীযুক্ত ঘোষালকে দয়া করে পাঠিয়ে দিন। বার্লিনে ডঃ গাঙ্গুলিকে কিছু বাংলা কাগজ পাঠাবার কথা কি আপনাকে লিখিনি ? তাঁর ঠিকানা হল : ডঃ কে. এল. গাঙ্গুলি, Zahringer Str. 38, Berlin-Wilmersdorf. ডঃ গাঙ্গুলিকে কেবল বাংলা কাগজ পাঠাবেন।

আপনাকে কি কিছু ফরাসি ম্যাগাজিন বা দৈনিক কাগজ পাঠাবো ? আচ্ছা, কাফেগুলোতেও ফরাসি কাগজের পুরনো কপি [সংস্করণ] চেয়ে দেখুন না।

জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। এখন আর লোকে সরকারকে সমালোচনা করতে ভয় পায় না। বিশেষ করে মেয়েরা অসন্তুষ্ট।

জেনে ভালো লাগছে যে আপনি সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন।

প্যারিস ছাড়ার অনেক আগে আপনার জন্যে সংবাদদাতা-র কাজের সন্ধান করবো। ইতিমধ্যেই আমি চেষ্টা করছি।

আমার শরীর মোটামুটি ভালোই আছে। যদিও, আমার ক্লান্ত লাগছে। অ্যান্টওয়ার্প এবং প্যারিসে ভারতীয় খাবার অনেক খেয়েছি।

অশোকের ঠিকানা : C/o গ্রিন্‌ড্‌লে অ্যান্ড কোং ; ৫৪ পার্লামেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, এস, ডাবল্যু।

বিদায়। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনাকে ও আপনার বোনকে অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

শেলবোর্ন হোটেল
ডাবলিন
৭.২.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্,

আপনার ৩ ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। এই চিঠির মধ্যে ডঃ কাটিয়ার-কে লেখা

চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠিটা অনুগ্রহ করে ভিয়েনা থেকে রোমে পাঠিয়ে দিন।

আমি একটা কাটিং পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে অনুবাদ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

আশা করি যে-সব কাটিং এখান থেকে পাঠিয়েছি সেগুলো পেয়েছেন। কাটিংগুলো খামে বন্ধ করে দয়া করে কাটিয়ারকে পড়াবার জন্যে পাঠিয়ে দিন। পড়া হলে যেন আপনার কাছে ফেরত পাঠান।

আপনি সর্দিকাশিতে ভুগছেন জেনে দুঃখিত হলাম।

আমি ১১ তারিখে ডাবলিন ছাড়ছি আর প্যারিসে যাচ্ছি—[ঠিকানা]—হোটেল অ্যামেবাসেডর, বুলভার হাউসমান, প্যারিস (9e)

আপনি যদি নিউ লিডার [New Leader] রাখতে চান তো সব সময়েই রাখতে পারেন।

যেভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করছি সে কথা ভাবলে আমার শরীর মোটামুটি ভালোই আছে বলতে হবে।

আপনি যে 'ডাস একো' [Das Echo] কাগজ থেকে কাটিং পাঠিয়েছেন সে জন্যে ধন্যবাদ।

আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

শরীরের প্রতি আর একটু যত্ন নিতে অনুরোধ করি।

ডাবলিন
মঙ্গলবার, ১১.২.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্‌,

চিঠির সঙ্গে 'হিন্দু'-র চিঠি পাঠালুম। চিঠিটি আপনি যত্ন করে রাখবেন। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, ওরা মাসে দুটো প্রবন্ধ চাইছে—প্রত্যেকটির জন্যে ৩০ শিলিং দেবে। তাতে মাসে ৩ পাউন্ড বা ৭৫ অস্ট্রেলিয়ান শিলিং হবে। এই কাগজটি আপনার পক্ষে নিয়মিত পড়তে শুরু করা দরকার। ভিয়েনিজ কাগজের মধ্যে নিউ ফ্রি প্রেস [Neue Freie Presse] পড়লেই চলবে। কিন্তু আপনি টাইমসের পুরোনো সংস্করণ সস্তায় জোগাড় করতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে নিয়মিত টাইমস পেলে ভালোই হবে। যতদিন আমি ইয়োরোপে আছি ততদিন টাইমসের কাটিং আপনাকে পাঠাবো। ফলে এই মুহূর্তে নিয়মিত টাইমস পড়া জরুরি নয়। তবু ব্যাপারটা মাথায় রাখতে পারলে ভালো হয়। টাইমসের কেবল দুটো পাতায় বিদেশি খবর থাকে। অন্য পাতাগুলো আপনার তেমন দরকার নেই।

তারপর 'হিন্দু' কাগজটা আপনার নিয়মিত পড়া উচিত। মনে হয়, আমার জন্যে এখন 'হিন্দু' আসছে। যদি আসে তো নিজের জন্যে রেখে দিন। নিয়মিত 'হিন্দু' যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন কাগজটার নীতি কী। ইংরিজি কাগজের মধ্যে এইটেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ। তবে কাগজটা কিছুটা জাতীয়তাবাদী। ওকে আমি যতটা জাতীয়তাবাদী দেখতে চাই, কাগজটা ততটা জোরালো জাতীয়তাবাদী নয়।

ভারতীয় পাঠকের পক্ষে এটাই দরকার যে আপনার প্রথম প্রবন্ধে যে-কোনো দেশের

সম্বন্ধেই লিখুন না কেন—সে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা অবশ্যই দেবেন, যাতে পরে যে-সব খবর পাঠাবেন তা ভারতীয় পাঠক বুঝতে পারে। আপনি যুগোশ্লাভিয়া দিয়ে শুরু করতে পারেন। এবং, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সাধারণ বিবরণ দিতে পারেন। এর জন্যে আপনাকে এখনই যুগোশ্লাভিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। মিসেস ফুলপ মিলার-কে অনুরোধ করুন, মিস্টার ম্যাকসিম কান্‌ড্‌ট [Maxim Kandt] কিংবা অন্য কোনো বুদ্ধিমান সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ; এবং তাদের কাছ থেকে যতটা পারেন খবর জোগাড় করে নিন। আমার জ্ঞানটা যথেষ্ট নয়। তবে আমি কিছু লেখার উপকরণ পাঠাতে পারি যা আপনার কাজে লাগতে পারে। এই উপকরণ থেকে আপনি একটা প্রবন্ধ খাড়া করে ফেলতে পারেন।

যদি এটাতে সুবিধে হচ্ছে মনে করেন তো আপনি আরও একটা দেশ নিয়ে শুরু করতে পারেন, যে দেশ সম্পর্কে আপনি আরও তাড়াতাড়ি আরও সহজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

যে-সব দেশ নিয়ে আপনি লিখতে পারেন সেগুলো হল :

1) বলকান রাষ্ট্রগুলো—যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস এবং বোধহয় হাঙ্গেরিও। যদিও হাঙ্গেরিকে ঠিক ভাবে ধরলে বলকান বলে না।
2) নিকট প্রাচ্য দেশ—তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইজিপ্ট। আরবকেও আপনি জুড়ে নিতে পারেন।

আপনাকে মনে রাখতে হবে, এখন ইজিপ্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ।

দ্বিতীয় চিন্তায় মনে হচ্ছে, দি টাইমস আপনার নিয়মিত পড়া উচিত। কাজেই আমি টাইমস বুক ক্লাব-কে বলে দিচ্ছি, আমার টাইমস পত্রিকাটা যেন আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আপনি অবশ্যই পড়বেন এবং পরে ভেতরের চারটে বিদেশি খবরের পাতা অথবা কিছু দরকারি কাটিং আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আপনি অবশ্যই এইভাবে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে নেবেন :

শ্রীমতী ই. শেঙ্কল্
(মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং
প্রভাবশালী দৈনিক 'হিন্দু' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি)
ভিয়েন XVIII [Vien XVIII] টেল. R 60-2-67
ফেরোগাস 24 [Ferogasse 24]

*অবশ্যই ওপরের লেখাটা জার্মান ভাষায় লেখা হবে।*

এরপর আপনি বলকান এবং দূর প্রাচ্যের যে সমস্ত দেশের দূতাবাস আছে ভিয়েনাতে—তাদের প্রত্যেকের প্রেস অ্যাটাশের [Press Attache] কাছে লিখবেন। চিঠির সঙ্গে আপনার কার্ড জুড়ে দিয়ে তাঁদের চিঠি লিখবেন, সাক্ষাৎকার চাইবেন, আর এমন তথ্য চাইবেন যেগুলো তাঁরা তাঁদের দেশ সম্পর্কে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করবেন।

প্রেস অ্যাটাশে বা প্রেস শেফ [Press Chef]-এর ঠিকানা হবে : C/o দূতাবাস। এ সমস্তই করতে গেলে খরচা হবে। সেইজন্যেই প্যারিস থেকে আমি আপনাকে দু-পাউন্ড (বা প্রায় ৫০ শিলিং) পাঠাবো।

আজ আমি প্যারিস যাচ্ছি। ওখানে ১৪ তারিখে (তার বেশি দেরি হবে না) পৌঁছোবো। অনুগ্রহ করে আমাকে C/o হোটেল অ্যামবাসেডর, বুলভার হাউসমান, প্যারিস IXe—এই ঠিকানায় লিখবেন।

প্রথম লেখাটি হ্যাপসবার্গ রেস্টোরেশনের উদ্দেশ্যে লিট্‌ল এনটেন্‌ট [আঁতাত]-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও হতে পারে।

এয়ারমেলে যখন আপনার প্রথম রচনাটি পাঠাবেন তখন মাদ্রাজের 'হিন্দু'-র সম্পাদকের কাছে ব্যাপারটাকে বৈধ করিয়ে নেবার অনুরোধ জানাবেন।

আপরনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

হোটেল অ্যামবাসেডর
১৬ বুলভার হাউসমান
প্যারিস
১৮.২.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার তিনটি চিঠির উত্তর দিইনি। আপনার ১৫ তারিখে লেখা চিঠি এখানে এসেছে সম্প্রতি। অনেক ধন্যবাদ। খুব তাড়াহুড়ো করে এ চিঠি লিখছি। কাজেই কেবল একটা ব্যাপারেই লিখছি। এ সপ্তাহে আপনার প্রথম লেখাটা 'হিন্দু'তে পাঠাবেন না। অন্তত এক সপ্তাহ লেখাটা তৈরি করতে সময় নিন, আর আমাকে দিয়ে প্রথমে দেখিয়ে নিন। প্রথম লেখাটা অবশ্যই ভালো হওয়া চাই—পাঠাতে দেরি হলেও। এই সপ্তাহেই তাড়াতাড়ি করে পাছে লেখাটা পাঠিয়ে দেন সে জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

লন্ডন থেকে একটা অভিধান কেনার জন্যে অর্ডার দোবো। এ সপ্তাহে আপনাকে দু পাউন্ড পাঠাচ্ছি।

লিট্‌ল্ এনটেন্ট [Little Entente] মানে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া আর যুগোশ্লাভিয়া।

দুজন ফরাসি মহিলার ঠিকানা পেয়েছি আপনার চিঠি লেখার জন্যে। ঠিকানাগুলো পরে পাঠাচ্ছি।

আপনার কোনো কাজে সাহায্য করতে পারলে সব সময়েই খুশি হবো।

পরের চিঠিতে আরো লিখছি। আবার বলছি—এই সপ্তাহে 'হিন্দু'-তে লেখাটা পাঠাবেন না।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

হোটেল অ্যামবাসেডর
শনিবার, ২২.২.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আজকে যে চিঠি পেলাম তার জন্যে ধন্যবাদ। চিঠির সঙ্গে ২ পাউন্ড পাঠাচ্ছি। এখনও এত ব্যস্ত রয়েছি যে বড় চিঠি লিখতে পারছি না। আমার প্রোগ্রাম জানাচ্ছি :

১) ২৫ ফেব্রুয়ারি—লোসান [Lausanne] যাচ্ছি
২) ২৬ ফেব্রুয়ারি লোসান—নেহরুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে
৩) ২৭ ফেব্রুয়ারি লোসান—ভিলেন্যুভ-এ রোলাঁ-র সঙ্গে দেখা করছি
৪) ২৭ বা ২৮—বাডগাসটাইন রওনা হচ্ছি (কুরহাউস হকলান্ড বাডগাসটাইন)।

প্যারিস ছেড়ে যতদিন না আমি বাডগাসটাইনে থিতিয়ে বসছি ততদিন কোনো *গুরুত্বপূর্ণ* ব্যাপার নিয়ে চিঠি লিখবেন না। তাহলে চিঠিটা আমি না-ও পেতে পারি। আমি তো তখন যাওয়ার পথে।

লোসান-এ আমার ঠিকানা : C/o মেসার্স ওয়াগন-লিট্স্/কুক, লোসান, সেউইজ [Schweiz]

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আপনার সব চিঠিই পড়েছি।

সু. চ. ব.

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
৩.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। লোসান-এ দেরি হয়ে গেল কারণ ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী নেহরু মারা গেলেন। এখানে পৌঁছে আশা করেছিলুম আপনার চিঠি আর প্রবন্ধটা পাবো। আমি খুবই ক্লান্ত এবং এখন কিছুটা বিশ্রাম পাবো বলে ভালো লাগছে। আপনি কেমন আছেন ? এ জায়গাটা সুন্দর। এখানে কিছুটা স্কিইং করতে চাই। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

বাডগাসটাইন
৪.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

আপনার ২২ জানুয়ারি এবং ৮, ১২, ১৫, ২০ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি চিঠির উত্তর দিতে এখন বসছি।

দুটো ভিয়েনার কাগজ নিয়মিত পড়ছেন জেনে আনন্দিত হলাম। যদিও ওরা অস্ট্রিয়া সম্পর্কে পুরো খবর দিতে পারবে না, কিন্তু বলকানদের সম্বন্ধে দরকারি খবর ওরা দেবে।

যদি ডঃ এলভিরা-র সঙ্গে দেখা করেন বা কথা বলেন তাহলে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। ওঁকে বলবেন, ভবিষ্যতে আমি যাই হই না কেন, উনি রুডলফিনার হাউস [Rudolfiner Haus]-এ আমার নিজের বোনের মতো আমাকে সেবা করেছেন তা আমি কখনই ভুলবো না। ইয়োরোপ ছাড়ার আগে ওঁর সঙ্গে আর দেখা হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু উনি এমন সদাশয় মানুষ যে আমার দৃঢ় ধারণা, ওঁর জীবনে যা-ই ঘটুক তা ভালোই হবে।

আপনার ১২ তারিখের চিঠির সঙ্গে পাঠানো কাগজ পেয়েছি। লেখাটা যেহেতু আগে খুলে দেখা হয়েছে তাতে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে বম্বের কর্তৃপক্ষ ওঁদের তালিকায় আপনার নাম লিখে রেখেছিলেন।

ডাস লেট্জটে ফোর্ট [Das Letzte Fort]-এ ভারতবর্ষের কি কোনো উল্লেখ নেই ? শুধু নিগ্রো আর কুর্দ-দের সম্পর্কেই আছে ? ফিল্ম্-টার সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমার জানা দরকার। গল্পটা কি অনেকটা বোসাম্বো-র গল্পের মতোই ?

নিজের অবহেলার জন্যেই আপনার জন্যে ইংরিজি অভিধানটার অর্ডার দেওয়া হয়নি।

আজই আমি অর্ডার দিচ্ছি। বইটা আমার নামেই কার্লসবাড হয়ে আসবে এবং আপনিই বইটা নিয়ে নেবেন।

যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের ইতিহাস সংক্রান্ত একটা বইয়ের জন্যে টাইমস বুক ক্লাবকে লিখছি। আগে লিখিনি বলে দুঃখিত। যদি আপনার জন্যে ভালো বই পেয়ে যাই, আপনার জন্যে এক কপি অর্ডার দেবো। আমার নিজের বইপত্তরের মধ্যে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত একটি চমৎকার বই আছে। কিন্তু ও বইটা আপনার পক্ষে বেশি বড় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে পড়বে বলে আমার আশঙ্কা। আরও একটু সাধারণ পাঠ্য বই হলে আপনার সুবিধে হবে।

কার্লসবাডের মিস্টার স্টেইনার ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনেক দরকারি তথ্য দিতে পারবেন। কিন্তু আররের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও আরও তথ্য আপনার জানা দরকার।

সিরিয়ার জন্যে, জেনিভায় বাস করেন এমন একজন নির্বাসিত নেতার কার্ড এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। দয়া করে মনে রাখবেন, তিনি ফরাসিতে লিখতে পারেন এবং ফরাসিতেই আপনাকে খবরাখবর দিতে পারবেন। দয়া করে ফরাসিতেই লিখবেন। কারণ উনি শুধু ফরাসিই জানেন। যদি ফরাসিতে না পারেন তো ইংরিজিতে লিখবেন। মনে হয় তাঁর একজন ইংরিজি জানা সেক্রেটারি আছেন।

আপনার কার্ডটা ঠিক ছাপা হয়েছে। আপনার প্রথম প্রবন্ধটির সঙ্গে 'হিন্দু'-কে কার্ড পাঠাবেন না। বরং আপনার আগেকার (ব্যক্তিগত) কার্ডটাই পাঠাবেন। 'হিন্দু'-র সম্পাদককে সংবাদাতা হিসেবে আপনার কাজটাকে বৈধ (নিয়োগপত্র) করে দেবার জন্যে অনুরোধ করুন। নিয়োগপত্র পেয়ে গেলে আপনি আপনার নতুন কার্ডটা পাঠাতে পারেন। ইংরিজিতে লেখা ভিজিটিং কার্ড দরকার নেই।

একজন প্রেস-শেফ রাজকীয় পদমর্যাদার মানুষ নন। অস্ট্রীয় প্রেস-শেফ-এর অবশ্য মন্ত্রীর পদমর্যাদা আছে। কাজেই 'হের মিনিস্টার' বলে সম্বোধন পাবার যোগ্যতা তাঁর আছে। আপনি অস্ট্রীয় প্রেস-শেফ-কেও লিখতে পারেন তবে নিয়োগপত্র পাওয়া পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন। আপনি ভারখাহ্‌র্‌স্‌ব্যুরো, উইনার, মেস [Verkehrsburo, Wiener, Messe] এবং অন্যান্য ভিয়েনীজ সরকারি অফিসাররা যারা বিদেশে প্রচারে উৎসাহী তাদের সকলকে অবশ্যই লিখবেন। ভারখহ্‌রস্‌ব্যুরো-র প্রধান বোধহয় স্ট্র্যাফেল্লা [Strafella] আর মিঃ ফলটিস [Faltis] তাঁর সম্পর্কে জানেন।

দূতাবাস সম্পর্কে বলি : (১) সিরিয়া আর প্যালেস্টাইন ঔপনিবেশিক দেশ বলে কোনো দূতাবাস নেই। (২) ভিয়েনাতে ইজিপ্টের দূতাবাস আছে। (৩) তুরস্ক এবং বলকান দেশগুলোর প্রত্যেকটির দূতাবাস আছে। (৪) আরবের (ইবন্‌ সাউদ) দূতাবাস আছে লন্ডনে—ভিয়েনাতে নেই। (৫) ইরাকের দূতাবাস আছে লন্ডনে ও অন্যান্য দেশের রাজধানীতে, কিন্তু সম্ভবত ভিয়েনাতে নেই। ব্রিটিশ দূতাবাসে খবরের জন্যে লেখার দরকার নেই।

আপনি যে ফরাসি চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে আমি খুশি। ওটা খুবই দরকার। চিঠি লেখার জন্যে ফ্রান্সের দুটি ঠিকানা জানাচ্ছি। ওদের লিখতে পারেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে লিখতে পারেন যে ১৩১ মোরহ্যাম্পটন রোড, ডাবলিন (আয়ারল্যান্ড)-এর মিসেস এবং মিস উড্‌স্‌ অনুগ্রহ করে ওঁদের নাম প্রস্তাব করেছেন চিঠি লেখার জন্যে। শুরুতে খুবই সবিনয়ে লিখবেন। দুটো ঠিকানাই সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি আপনি চিঠি লেখালেখি চালিয়ে যাবার সময় না পান তাহলে ওঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করবেন না।

আপনি আগের চেয়ে এখন একটু ভালো আছেন জেনে খুশি হলুম। সত্যিই ভালো আছেন তো ?

ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো 'Enischreiben' [রেজিস্টার্ড] পার্সেলটি ডাবলিনে

রি-ডাইরেকটেড হয়েছিল। সেটা যথাসময়ে পেয়েছি।

'হিন্দু'-র জন্যে প্রথম প্রবন্ধটির যে সারাংশ পাঠিয়েছেন তা বেশ ভালোই হয়েছে। এখন আমি মূল প্রবন্ধটি দেখতে চাই।

'টাইমস' কাগজের যতটা আপনার দরকার তা কেটে রেখে দিতে পারেন। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

প্যারিসে যখন ছিলাম তখন আপনার দুটো বড় চিঠি পেয়েছি।

প্যালেস্টাইন ইংল্যান্ডের মধ্যেই পড়ে (ব্রিটিশ নির্দেশ অনুযায়ী)। সিরিয়া ফ্রান্সের এক্তিয়ারে পড়ে। আরব স্বাধীন। এর এক অংশ শাসন করেন ইবন্ সাউদ (মক্কা এবং অন্যান্য তীর্থস্থান এই এলাকায় পড়ে।) আর নীচের অংশটা ইয়েমেনের ইমামের শাসনাধীন। ইরাক নামেমাত্র স্বাধীন। কিন্তু প্রতিপত্তি রয়েছে। ইজিপ্টেও রাজা নামে আছে কিন্তু তা ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে।

তুরস্কের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যদি ইতিমধ্যেই তা করে না থাকেন। ইজিপ্টের নাহাস পাশাকে লেখার কোনো দরকার নেই।

ভারতীয়দের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে খুব সাবধান হবেন। সাধারণত তারা এমন কোনো মহিলাকেই চায় যে তাদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে এবং হয়তো নাচ শেখাবে। এই ধরনের মেয়েদের ইতিমধ্যেই দেখেছি এবং ভয় হয় আপনাকেও ওরা ওই জাতীয় মেয়েদেরই একজন ধরে নেবেন। ডঃ সেন আপনার সঙ্গে কীরকম আচরণ করছেন ?

উদয়শঙ্কর সম্পর্কে খবর আপনাকে কে দিলে ? আশা করি সে অগ্নিহোত্রীর খপ্পরে পড়বে না।

আশা করি ইতিমধ্যে আপনি হাঙ্গেরিয়ান প্রেস-শেফ-এর সঙ্গে দেখা করেছেন। এইচ. সম্পর্কে নরিম্যানের প্রবন্ধটা দয়া করে আমাকে পাঠাবেন।

এখন আপনার আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চিঠি শেষ করবো :

(১) লোকার্নো চুক্তিতে প্রায় ৯টি ইয়োরোপীয় শক্তি সই করেছিল—লোকার্নোতেই কয়েক বছর আগে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল ইয়োরোপে তারা শান্তি রক্ষা করবে এবং যে শক্তি অন্যশক্তির দ্বারা অকারণে আক্রান্ত হবে তাকে সাহায্য কবতে এগিয়ে আসবে। চুক্তির সঠিক বছরটা কবে আমি ভুলে যাচ্ছি—সম্ভবত ১৯২৫।

(২) ইটালির স্ট্রেসা-তে গত বছর স্ট্রেসা সম্মেলন হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইটালির মধ্যে। উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির বিরুদ্ধে এই তিন শক্তির ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া করা।

(৩) রোমান চুক্তি সম্ভবত ইটালি, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্যেই —অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা। এটাও গত বছর হয়েছে।

(৪) লিট্‌ল্ এন্‌টেন্‌ট (আঁতাত) মানে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া। হাঙ্গেরি এর বিরুদ্ধে।

(৫) বলকান এন্‌টেন্‌ট মানে তুরস্ক, গ্রিস, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া দেশের মধ্যে আঁতাত। বুলগেরিয়া এর বাইরে, এবং আলজিরিয়াও।

আজ অথবা কাল আমি আপনাকে আরেকটা চিঠি লিখছি। দয়া করে অপেক্ষা করুন। এখন এ জায়গাটা সুন্দর আর শান্ত। প্রচুর বরফ। আপনি কেমন আছেন ?

আপনার অন্তরঙ্গ

সুভাষ চ. বসু

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
৫.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ৪ মার্চের লেখা এক্সপ্রেস চিঠি এইমাত্র পেলাম। মনে হচ্ছে টেলিফোন পেয়ে আপনি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি বলেন যে, আমি বাডগাসটাইনে পৌঁছেছি কি না সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত নন, এবং আমার বাডগাসটাইনের ঠিকানা তাদের দিয়ে দিন। আরো বলুন যে আমার কাছ থেকে আপনি চিঠি পেয়েছেন এই মর্মে যে আমি শীঘ্রই বাডগাসটাইন ছেড়ে যাচ্ছি।

তারপর পেনশন কসমোপোলাইটে খোঁজ দিন তারাই আপনার টেলিফোন নম্বর ব্রিটিশ কনস্যুলেটকে দিয়েছে কি না।

ব্রিটিশ কনসাল আগে যে সৌজন্য দেখিয়েছেন সেজন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখছি। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকদিন থেকেই তাঁকে চিঠি লিখবো ভেবেছি। *অবশ্যই তিনি যে ভিয়েনায় আমার ঠিকানার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন সে কথা আমি উল্লেখ করবো না।* যখন এই চিঠি পাবেন তখন কনস্যুলেটে ফোন করবেন এবং এই চিঠির প্রথম প্যারাগ্রাফে যা লিখেছি তা জানিয়ে দেবেন।

আমি খানিকটা স্কিইং করবার কথা ভাবছি। সিং [Singh]-কে ইতিমধ্যেই বুটের জন্যে লিখেছি। নীচে যেসব ব্যাপার নিয়ে লিখছি, সে ব্যাপারে আপনি প্রস্তুত থাকুন এটা আমি চাই :

(১) ছাই রঙের খসখসে কাপড়ের লম্বা ভারতীয় পাজামা (ব্রিচেস)
(২) একই কাপড়ের কোট (ইয়োরোপীয় স্টাইলের)
(৩) সোয়েটার (শাদা নয়, রঙিন)
(৪) খয়েরি রঙের উলের শার্ট (টেনিস শার্ট ধরনের)

*যখন আপনাকে আবার চিঠি লিখবো* তখন এইগুলো পার্সেল করে পাঠাবেন।

আমার চশমাটা (বাইনোকুলার) কোথায় আপনি জানেন ? আমার সঙ্গে নেই।

আপনার সোমবারে (সোমবার *থেকে নয়*) লেখা চিঠি পেয়েছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
৭.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমার মনে হচ্ছে, গতকাল আর আজ আপনার যে দুটো চিঠি পেয়েছি সে দুটো বাদ দিয়ে আপনার সব চিঠিরই উত্তর দিয়েছি।

(১) ফরাসি কাগজ La Lumieri থেকে একটা কাটিং কি আপনাকে পাঠিয়েছি ? ওটাতে আমার একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। যদি না পাঠিয়ে থাকি তো পাঠাবো। Petit Parisein থেকে আরো একটা কাটিং পাঠাবো। তাতে পণ্ডিত নেহরু আর আমার ওপর একটা লেখা আছে।

(২) প্যাটেলের চিঠিপত্রের বাণ্ডিলটা কোথায় রেখেছি আপনার মনে পড়ে ? যদি এখানে সময় করতে পারি, চিঠিগুলো পড়তে পারলে ভালো লাগতো। দয়া করে জানান, কোথায় সেগুলো আছে।

(৩) ভিয়েনায় আসতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। কিছুদিন নিজের প্রতি একটু নজর রাখতে হবে। কারণ ১৮ তারিখে আমাকে বাডগাসটাইন ছাড়তে হবে। যদি ভিয়েনা যেতে হয় তো স্নান-টান হবে না।

(৪) মাথুর কাল লিখেছে যে সে আর ডঃ সেন বাডগাসটাইনে আসতে পারেন। যদি ওঁদের মধ্যে কেউ আসেন তো যে জামা কাপড়গুলো চেয়েছি সেগুলো পাঠাতে ভুলবেন না—যেমন, ভারতীয় ব্রিচেস, একই কাপড়ের ভারতীয় কোট, সোয়েটার আর উলের শার্ট। এর সঙ্গে বায়নোকুলারটা (চশমাটা) পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওটা আমার ভাইয়ের বলেই ফেরত দিতে পারলে ভালো হয়। আর যদি কিছু থাকে যা আমার বলে আপনার মনে হয়, আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন।

(৫) ভাবছি, পেনশন কসমোপোলাইট-এর বাক্সগুলো সঙ্গে রাখবো না। ওগুলো কি আমার জন্যে রেখে দেবার ব্যাপারে মিসেস ভেটার-কে অনুরোধ করবো ? যাই হোক (এ ব্যাপারে) আপনাকে শীঘ্রই জানাচ্ছি।

(৬) আমির চেকিব আরস্‌লান [Amir Chekib Arslan]-এর ঠিকানা নীচে দিলাম :

Mon. Arslan L'emir Chekib
Av. E. Hentseh 9
Geneve (Genf)

আশা করি ইতিমধ্যে উনি ঠিকানা বদলাননি। ওঁকে লেখা চিঠির উল্টোপিঠে 'প্রেরক' লিখে দিন যাতে ওঁর হাতে না পৌঁছোলে আপনার কাছে ফিরে আসে। মিঃ জেনি-কে অনুরোধ করেছি, এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে—এবং আরেকজন সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা Mon. El-Djabri-র সঙ্গেও।

(৭) তুরস্কের ব্যাপারে খবরাখবর পাওয়ার জন্যে প্যারিসে লিখছি। ইতিমধ্যে আপনি তুরস্কের প্রেস-শেফ-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করুন।

(৮) ১৬ মার্চ পর্যন্ত টাইমস-এর গ্রাহক হয়েছি। তাতে ৮ শিলিং (ইংরেজি মুদ্রায়) মাসে পড়বে। জানি না আপনি সস্তায় টাইমস-এর পুরনো সংস্করণ পাবেন কি না। ভিয়েনাতে অন্তত এক ডজন কাফে আছে যারা টাইমস রাখে। যদি কোনো একটা কাফে-র সঙ্গে সেরকম ব্যবস্থা করতে পারেন তো ভালোই হয়।

(৯) লন্ডনের ইরাক এবং আরবীয় দূতাবাসে লিখে লাভ নেই।

(১০) হ্যাঁ। যদি কেউ বাডগাসটাইনে আসেন তো হালকা কোটটা অবশ্যই পাঠাবেন। অন্য কী কী জিনিস আপনার কাছে আছে ?

(১১) আপনার চিঠিগুলোর মধ্যে অন্য যে-সব কথা আছে সে সম্পর্কে পরে লিখছি। আগে আপনার প্রবন্ধটা অবশ্যই পড়ে দেখতে চাই। আমি কাল (রবিবার) ডাকে পাঠাবার চেষ্টা করবো, যাতে আপনি সোমবার চেয়ে যান। পেয়েই টাইপ করে ফেলুন এবং সোমবার সন্ধেবেলার মধ্যেই পাঠিয়ে দিন। মনে হয়, ভারতীয় এয়ারমেল ভিয়েনা ছাড়ে মঙ্গলবার এবং শনিবার (সকাল ৬টা)—হাউপট্‌পোস্ট থেকে। কাজেই সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সন্ধের মধ্যে আপনি কোনো শাখা পোস্ট অফিসে অবশ্যই পোস্ট করবেন।

(১২) 'হিন্দু' আপনার কাছ থেকে ঠিক কতটা বড় প্রবন্ধ চায় তা আমার মনে নেই। আপনার খসড়টা মনে হচ্ছে খুবই ছোট হয়েছে। 'হিন্দু'র এক কলামে কতগুলো শব্দ থাকে গুনে নিন এবং দেখবেন, সম্পাদক যা চান তার চেয়ে যেন ছোট লেখা পাঠাবেন না।

(১৩) 'হিন্দু'-কে আমি এয়ারমেলে চিঠি লেখেছি এই বলে যে আপনার প্রথম প্রবন্ধটা

মাসের মাঝামাঝি পাঠানো হবে। কাজেই যদি মঙ্গলবারের ডাকে ফেলতে না পারেন তাতে ক্ষতি নেই। আজ এই পর্যন্ত।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কুরহাডস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
রবিবার
৮.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আজ আপনাকে এই কার্ড লিখছি শুধু এইটুকু জানাবার জন্যে যে আজ আপনার প্রবন্ধ পাঠাতে পারবো না। কাজেই আপনাকে পরের এয়ারমেলের জন্যে (শুক্রবার বা শনিবার) অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। আশা করছি মঙ্গলবার আপনাকে পাঠাতে পারবো—যাতে আপনি বুধবার পেয়ে যান।

মিঃ নাম্‌বিয়ার দুটো প্রস্তাব আপনাকে দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলো ভালো, এবং আমার তাতে সম্মতি আছে।

(১) আপনি 'হিন্দু'র জন্যে নারী আন্দোলন এবং সিনেমার খবর প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পাঠাবেন। উনি বলছেন এই বিষয়গুলোতে 'হিন্দু'র বিশেষ কৌতূহল রয়েছে। অবশ্যই আপনার বলকান সংবাদ পাঠানোর কাজটা চূড়ান্তভাবে ঠিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এখনই এই অবস্থায় আপনাকে (এই প্রস্তাবের ব্যাপারে) জানাচ্ছি এই জন্যে যে আপনি যেন ব্যাপারটা মনে রাখেন। বলকান সংবাদ পাঠানোর ব্যাপারে যদি 'হিন্দু' খুশি হন তখন আপনি অন্যান্য ব্যাপারে (নারী ও সিনেমা) প্রস্তাব দিতে পারেন।

(২) আপনাকে ভারতবর্ষ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছবি জোগাড় করতে হবে এবং উইনার বিল্‌ড় [Wiener Bild] ইত্যাদি ছবির ম্যাগাজিনে সেগুলো দিতে হবে। অবশ্য ভারতবর্ষ থেকে যাতে ছবি পান তার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ইতিমধ্যে ভিয়েনিজ এবং সুইস ছবির ম্যাগাজিনে লিখে জিগ্যেস করতে পারেন, ওরা ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো ছবি নেবে কি না এবং নিলে কতো টাকা দেবে। ভারতবর্ষ থেকে যদি ছবি পান তাহলে আপনি যে টাকা পাবেন তার অর্ধেক ভারতবর্ষ থেকে ছবি যারা পাঠাবেন তাদের দিতে হবে।

পরে আরো লিখছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

১০.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার প্রবন্ধটা ভালো হয়নি। প্রথমত, আপনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যে আপনি ভিয়েনা সংবাদদাতা নন, আপনি একজন বলকান এবং নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোর সংবাদদাতা। দ্বিতীয়ত, লেখার মধ্যে কিছু মারাত্মক ভুল আছে যাতে অস্ট্রিয়াবাসী হিসেবে লজ্জিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধটা নাকচ করতে হলো। (কিন্তু আপনার ভুলগুলো দেখাবার জন্যে প্রবন্ধটা সংশোধন করেছি।)

*আপনার জন্যে প্রথম প্রবন্ধটা লিখে দিলাম।* দয়া করে তিন কপি টাইপ করুন এবং এক

কপি আমাকে পাঠান। টাইপ-করা কপিটা আমি সংশোধন করে আপনাকে ফেরত পাঠাবো। তারপর আপনি ওটাকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেবেন। টাইপ-করা কপিটা যদি বুধবার পাঠান তো আমি বৃহস্পতিবার পাবো। আমি সেইদিনই আপনাকে ফেরত পাঠাবো। আপনি শুক্রবার সকালে পেলে সন্ধের ডাকেই পাঠাতে পারেন।

আমার সংশোধনগুলো দেখার পর আপনার প্রবন্ধটা আমাকে পাঠিয়ে দিন। আমি ওই লেখাটা থেকেই প্রবন্ধ লিখে রাখবো যাতে পরে কাজে লাগে।

আপনার প্রবন্ধের খসড়াতে আমি লিখেছি যে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ১৯১৪ সালের জুন মাসে নিহত হন। এই তথ্যটা মিসেস ভেটার বা অন্য কারো কাছ থেকে সঠিক কি না জেনে নিন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে সঠিক তারিখটা বসিয়ে দিন—খুব সম্ভবত ২৬ জুন অথবা ২৯ জুন।

অনুগ্রহ করে প্রবন্ধটা (নামটা) এই ভাবে টাইপ করে দিন :

*যুদ্ধ পূর্বেকার বলকান দেশগুলি* [The Balkan before the War]: (আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার কাছ থেকে) ভিয়েনা, ১২.৩.৩৫ (? ৩৬)

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

আজ এই পর্যন্ত।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

মন্তব্য

(১) খারাপ ইংরিজি ভাষা

(২) দি সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টি কোনোদিনই সরকারের দায়িত্বে আসেনি (কয়েক সপ্তাহের দায়িত্ব ছাড়া)। *ওই দল কেবল ভিয়েনা শহরের দায়িত্বে ছিল।* ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেবল ভিয়েনা মিউনিসিপ্যালিটি (Gemeinde) থেকে ওই দল বিতাড়িত হয়।

(৩) অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক পার্টিকে কোনো দিনই সেন্টার পার্টি বলা হত না। ওই দলকে বলা হত ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল পার্টি।

(৪) ক্রোটস (Croats) আর স্লোভেনিজ [Slovenes]-রা অস্ট্রিয়াতে ফিরে আসতে চায়—এটা বলা ভুল।

(৫) ইটালি যে হ্যাপসবার্গ উদ্ধারে বিরোধিতা করেছে এ কথাটা আপনি ঠিক বলেননি। কেবল জার্মানিই বিরোধিতা করেছিল—ইটালি নয়।

*খুব খারাপ! খুবই হতাশার কথা! ইংরিজিটাও খুব খারাপ!*

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে, অটোমান তুর্কিরা বসফরাস অতিক্রম করে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করে নেয়। সেই থেকে ইয়োরোপে অটোমান বা তুর্কি সাম্রাজ্যের সূচনা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মিত্রশক্তি কন্‌স্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে এবং সুলতানকে তাঁর প্রাসাদে কার্যত বন্দি করে রাখে। তার ফলেই ইয়োরোপে তুর্কি সাম্রাজ্যের অবসান। বিচক্ষণ তুর্কিরা আনাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্যে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা আনাটোলিয়া রক্ষা করতে পেরেছিল এবং কন্‌স্ট্যান্টিনোপল এবং থ্রেস (Thrace)-এর খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ইয়োরোপের মানচিত্র থেকে তুর্কি সাম্রাজ্য চিরকালের মতোই বিলুপ্ত হয়।

প্রায় ৫০০ বছর ধরে বলকানদের ইতিহাস ইয়োরোপে তুর্কি সাম্রাজ্যের ইতিহাসই ছিল।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তুর্কিদের হাতে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এর পতন হল, তারপর থেকে তুরস্কের শাসন পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। গ্রিস, বুলগেরিয়া,

যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, আলবানিয়া—সব দেশগুলিই তুর্কি রাজ্যের প্রদেশ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক সকালে তুর্কি অশ্বারোহী সৈন্যদল এসে দাঁড়ালো ভিয়েনার প্রাচীরের সামনে। যদি ভিয়েনার পতন হত তাহলে পশ্চিম ইয়োরোপটা তুর্কিদের অধিকারে চলে যেত। কিন্তু দুটি প্রাণপণ প্রত্যাঘাতে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিদের হটিয়ে দেওয়াতে খ্রিশ্চান ইয়োরোপ বেঁচে গেল। তুর্কিরা হটে গেল ঠিকই, কিন্তু তার আগে তারা খ্রিস্টানদের কফি খেতে শিখিয়ে দিল। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের পরে তুর্কি সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল। কিন্তু প্রায় ২৫০ বছর ধরে তুর্কিরা অনিবার্য পরাজয়ের লড়াইটাই লড়ে গেল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ক'বছরের ফরাসি বিপ্লবই তুর্কি সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত করে দিলে। তার আগে পর্যন্ত ইয়োরোপের সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তা বংশ জাত ও গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ছিল। ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন-কেন্দ্রিক যুদ্ধের পর সাধারণ মানুষ জাতীয় ঐক্য-কেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তা শুরু করে। পুরো বলকান উপমহাদেশটাই নতুন জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তুর্কি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সার্ব, গ্রিক ও রুমানীয়দের মধ্যে।

তবে তুর্কিরা ছিল খুবই শক্তিশালী আর তাদের সৈন্যবাহিনীও ছিল চমৎকার। যদি নিজেদের সম্পদের ওপরেই বলকানদের নির্ভর করতে হতো, তাহলে তুর্কিদের শাসনভার ছুঁড়ে ফেলে দিতে তাদের বহু যুগ কেটে যেতো। কিন্তু বাইরের শক্তি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের ফলে ইয়োরোপে আরো দুটি রাজশক্তির দ্রুত উত্থান ঘটে—অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রেরণায় এবং স্বেচ্ছাচারী তুর্কি শাসকদের অধীন খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উনিশ শতকের অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সামনে তুর্কি সাম্রাজ্যকে উৎখাত করার ব্যাপারটা অন্যান্য উদ্দেশ্যের মতো প্রকাশ্যে ঘোষিত অন্যতম একটি প্রতিজ্ঞা পালনের মতোই হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই সহাভূতির দায় আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলকান দেশগুলির অধিকাংশ মানুষ—যেমন, স্লাভ জাতিভুক্ত সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মানুষ রুশদের নিজেদের বড় ভাইয়ের [অভিভাবক] মতো এবং দাসত্ববন্দি বলকানদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখতে শুরু করে। রাশিয়াও নিজের দিক থেকে এই মনোভাবকেই যত্নের সঙ্গে লালন করতে থাকে এবং বলকান উপমহাদেশে, ক্রমশ আধিপত্য বিস্তারের আশায়, ইচ্ছাকৃতভাবেই প্যান-শ্লাভ আন্দোলনকে উৎসাহ দিতে থাকে। তুরস্কের ভেতরকার নানা বিদ্রোহের চেয়েও বিশেষ করে ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিগুলোর চাপেই অটোমান শাসকরা বলকানদের জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষাকে সহানুভূতির চোখে দেখতে থাকেন। প্রথম ধাপে সার্বিয়া এবং গ্রিসের মতো দেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলো। তবু তুরস্কের সুলতানের আধিপত্য রইলো। তবে তুরস্কের এই আধিপত্যের বন্ধন-সূত্রটি ছিঁড়তে বেশি সময় লাগেনি। ১৮৩০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে অধিকাংশ বলকান দেশগুলো বেশ কিছুটা স্বাধীনতা পেয়ে গেল। এবং, তুরস্ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো বলে বলকান দেশের মানুষ অনিবার্য ভাবেই সুবিধে পেয়ে গেল।

এই সূত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তুর্কিরা যখন ধাপে ধাপে বলকানদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিচ্ছিল তাতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা খানিকটা নতুন স্বাধীন বলকান রাষ্ট্র তৈরি হয়ে পূরণ হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের দূরবিস্তৃত প্রভাবও সে ফাঁক খানিকটা পূরণ করছিল। যেমন, সার্বিয়া বাদে এখনকার যুগোশ্লাভিয়ার বেশির ভাগ অংশটাই তুর্কি সুলতানের হাত থেকে নির্লজ্জভাবেই ছিনিয়ে নিয়েছিল অস্ট্রিয়ার সম্রাট। রাশিয়াও অস্ট্রিয়ার সমকক্ষ হবার চেষ্টায় বলকান দেশের তুর্কি অধিকারের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু পশ্চিমী শক্তিগুলোর বিরোধিতায়—বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধিতায় তা পারেনি। রাশিয়ার সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের মনোমালিন্যের দুটি কারণ ছিল। প্রথমত দুটি দেশই এশিয়াতে দ্রুত প্রতিপত্তি ছড়াচ্ছিল। দ্বিতীয়ত গ্রেট ব্রিটেনের ভয় ছিল যে

যদি তুর্কি সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে বসফরাস এবং ডার্ডানেলিস রাশিয়ার হাতে চলে গেলে রাশিয়া তখন ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলের শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এবং সুয়েজ খাল অঞ্চলে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশদেরও পরে জার্মানির বিরোধিতার কারণ বলকান অঞ্চলের তুর্কি অধিকারের এলাকা থেকে রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা।

...[দুষ্পাঠ্য] উনিশ শতকে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া যেমন তুর্কি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তেমনি রুশ প্রতিপত্তিতে ভীষণভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলো ইয়োরোপে তুর্কি সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেও চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

তুর্কি সাম্রাজ্যের ভাগ্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথেই গিয়েছিল। প্রশ্নটা ছিল তুর্কিরা চলে গেলে কারা সেই জায়গাটা নেবে। বলকান উপমহাদেশটা কি কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রের মিলিত গোষ্ঠী হবে অথবা অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপমহাদেশে তার প্রভাব বিস্তার করবে? একটি ঘটনায় অবশ্য এই প্রশ্নের সমাধান হয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য উপমহাদেশের অনেকখানি অংশ অধিকার করে নিয়েছিল এবং সে অংশ ছাড়বার কোনো মতলবই তার ছিল না। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়া যখন রাশিয়ার সাহায্যে তুর্কিদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন হলো, রাশিয়া তখন বুলগেরিয়াকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলো। কিন্তু অন্যান্য শক্তির চাপে তা পারেনি। এইভাবে বুলগেরিয়া তার স্বাধীনতা পেলো রাশিয়ার কাছ থেকে প্রায় উপহার স্বরূপই। এই ব্যাপারটা বুলগেরিয়ানরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। তাদের রাজধানী সোফিয়াতে রাশিয়ার কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে একটি বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

বলকান উপমহাদেশে রুশ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা, এবং তুলনায় অস্ট্রিয়ার সাফল্য, দু দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। এই শতাব্দীর সূচনায় এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই দুটো শক্তি শীঘ্রই দখলের লড়াইয়ে নামবে, এবং বলকান উপমহাদেশে শেষ পর্যন্ত কে প্রাধান্য বিস্তার করবে, সে সমস্যার সমাধানও চিরকালের মতোই হয়ে যাবে। ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতাই শেষ পর্যন্ত বলকান যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করলো। কিন্তু ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য যদি প্রতিষ্ঠিত নাও হতো এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যদি বিশ্বযুদ্ধ নাও হতো, তাহলেও বলকান-সমস্যা নিয়ে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ হতো।

বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ নিয়ে অনুসন্ধান করলে প্রত্যেকেরই একটা ব্যাপারে স্থির ধারণা হবে যে ইয়োরোপের ওই অংশে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক অস্টিয়ার অন্তর্ভুক্ত এলাকা সারাইয়েভো (Sarajevo)-তে নিহত হলেন। কিন্তু হত্যাকারী একজন সার্ব এবং ষড়যন্ত্রকারীরা সার্বিয়ান সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তারাই ওদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। প্রত্যেক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে মামলা করা হলো এই বলে যে ব্যাপারটার পেছনে সার্বিয়ান সরকার জড়িত। এবং ভিয়েনা থেকে বেলগ্রেডে একটা চরমপত্র পাঠানো হলো। যদিও ওই রকম চরমপত্র যে-কোনো সরকারের পক্ষেই হজম করা শক্ত। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পক্ষে সার্বিয়া তো খুবই ছোটদেশ। একা বলে সার্বিয়া খুব সম্ভবত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে নিত। কিন্তু প্রথম থেকেই রাশিয়া তার পেছনে ছিল, ফলে সে (সার্বিয়া) অস্ট্রিয়ার চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকার করলো। কাজেই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং রাশিয়া তার আশ্রিত রাজ্য সার্বিয়াকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো। যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগলো। এবং তার পরিণতি হলো বিশ্বযুদ্ধ। এই সব ঘটনার দিকে ফিরে তাকালে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে রাশিয়াই অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত সার্ব ও তার ভ্রাতৃতুল্য অন্যান্য জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে গণ্ডগোল করার জন্যে সার্বিয়াকে উৎসাহ দিয়েছিল। রাশিয়া এবং সার্বিয়া দুটি দেশই বলকান অঞ্চলে শ্লাভ জাতিকে অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সার্বরা এটা

চেয়েছিল জাতিগত কারণে, আর রাশিয়া চেয়েছিল খানিকটা সার্ব-শ্লাভিক মুক্তির জন্যে আর খানিকটা অস্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণায়। এই বিশ্বযুদ্ধ বলকান অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলকান উপমহাদেশটা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসের শিকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের থেকে বলকান অঞ্চল থেকে তিনটি বৃহৎ শক্তি মিলিয়ে গেল—তুরস্ক, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া। এখন একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে শেষ পর্যন্ত বলকান উপমহাদেশ সাম্রাজ্যবাদী অধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েছে।

কিন্তু তাতে কি বলকান সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে? না। বিশ্বযুদ্ধটি পুরোনো অশুভ শক্তিকে দূর করেছে ঠিকই কিন্তু নতুন কিছু অশুভ শক্তির জন্ম দিয়েছে। বলকান দেশগুলিকে এখন ধনী 'হ্যাভস্' এবং দরিদ্র 'হ্যাভনট্স' এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ধনী দেশের মধ্যে পড়ে যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া। দরিদ্র দেশের মধ্যে পড়ে বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরি, যদি অবশ্য হাঙ্গেরিকে বলকান অঞ্চলভুক্ত ধরি। দরিদ্ররা সীমান্তরেখা পুনর্বিবেচনার জন্যে চিৎকার করছে। তাছাড়া যুগোশ্লাভিয়ার ভেতরে অশান্তি আছে। এবং বুলগেরিয়াতে আছে ম্যাসিডোনিয়ান সমস্যা। এই সমস্যা অবশ্য গ্রিস এবং যুগোশ্লাভিয়াতেও আছে।

না, বলকান সমস্যা শেষ সমাধান থেকে এখনো অনেক দূরে। বাইরে থেকেই কেবল বলকানরা শান্ত হয়ে আছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সব সময়েই তাদের বিক্ষোভের গর্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও আপাতত অস্ট্রিয়া আর জার্মানি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কিন্তু বলকান উপমহাদেশ এখনও ইয়োরোপের ঝড়ের কেন্দ্র হয়ে আছে।

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
১১.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

(১) চিঠির সঙ্গে কিছু জার্মান লেখা আছে। অনুগ্রহ করে অনুবাদ করে মূল সুদ্ধ তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে পাঠিয়ে দিন।

(২) একটা ইয়োরোপের ইতিহাসের বই আপনার জন্যে অর্ডার দিয়েছি। বইটা লন্ডন থেকে সরাসরি আপনার নামে আসবে।

(৩) অক্সফোর্ড ডিক্শনারিটা আমার নামে কার্লস্বাড হয়ে আসবে। ইতিমধ্যে পেয়েছেন কি?

(৪) আপনি কি কোনো কাফেতে টাইমস-এর গ্রাহক হওয়ার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলেন?

(৫) গতকাল আপনার কাছ থেকে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি। আপনি লিখেছেন, আমার জামাকাপড় আর প্যাটেলের চিঠিগুলো পাঠাচ্ছেন। কী ভাবে? আশা করি পোস্টে পাঠাচ্ছেন না। এখনই আমি ওগুলো চাইছি না। কারণ আবহাওয়াটা স্কিইং-এর পক্ষে উপযুক্ত নয়। এবং ওগুলো ডাকে পাঠিয়ে আপনার পয়সা নষ্ট হোক, এ আমি চাই না। আমি শুধু বলেছিলাম *ওগুলো গুছিয়ে রাখতে, যাতে আবার যদি চিঠি লিখে চাইব তখন পাঠাতে পারেন।* শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম, যদি মাথুর এবং সেন বাডগাসটাইনে আসেন

*তাহলে ওঁদের হাতে এই জিনিসগুলো পাঠাতে পারেন। কিন্তু ওগুলো ডাকে পাঠাতে বলিনি।* কাজেই এখন ডাকে পাঠাবেন না।

আশা করি ভালো আছেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আপনি কি কনস্যুলেটকে জানিয়েছিলেন ? ওঁরা কী বললেন ?

সু. চ. ব.

কুরহাউস হকল্যান্ড, বাডগাস.
১২.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার প্রবন্ধ সংশোধন করে চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। আপনি এখনই পাঠিয়ে দিতে পারেন। পরের চিঠিতে অনুগ্রহ করে জানান 'হিন্দু'-তে একটা পুরো কলামে কতগুলো শব্দ থাকে।

হ্যাঁ, আপনি মেজর বসুর প্রস্তাবটা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। এতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। আপনার পক্ষে ইংল্যান্ড যাওয়ার এটা খুব ভালো সুযোগ। আশা করি আপনার বাবা-মা আপনাকে যেতে দিতে রাজি হবেন।

ডাকে ফেলতে হবে বলে এই চিঠি তাড়াতাড়ি লিখছি।

কাফে থেকে টাইমস পাবার ব্যবস্থা হলো কিনা জানাবেন। নইলে জানা মাত্রই লন্ডনে লিখবো। ১৬ মার্চ পর্যন্ত লন্ডন থেকে টাইমস আসবে।

আমার এক রকম চলছে। মেজর বসুর প্রস্তাবটা গ্রহণ করুন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
অস্ট্রিয়া
১২.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার পাঠানো পার্সেল এখনই পেলাম এবং আমি যে আপনার সম্পর্কে কতখানি বিরক্ত হয়েছি তা বলতে পারছি না। জানি না, কার নির্দেশে আপনি ওগুলো পাঠালেন। এখন যেহেতু এখানে বরফ পড়ছে না সেইজন্যে ওগুলো একেবারেই কাজে লাগবে না। তাছাড়া আমার সঙ্গে যে মালপত্তর আছে তার বেশি আমি আর বইতে পারি না। কাজেই ওগুলো আবার ভিয়েনাতেই পাঠিয়ে দিতে হবে।

আগের একটি চিঠিতে জানিয়েছি যে জিনিসগুলো ঠিকঠাক করে রাখুন যাতে আমি চাইলেই আপনি আমাকে পাঠাতে পারেন। সম্প্রতি একটা চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছি যে মাথুর কিংবা সেন এদের মধ্যে যে কেউ এখানে এলে তার সঙ্গে জিনিসগুলো পাঠাবেন। কিন্তু কে আপনাকে ওগুলো পোস্টে পাঠাতে বললো ?

*অনুগ্রহ করে জানান জিনিসগুলো পাঠাতে কত টাকা খরচ হয়েছে।*

আমি নিশ্চিত জানি এইভাবে বোকার মতো আপনি অনেক টাকা খরচ করে ফেলেন।

আমার ধারণা ছিল, আপনি অনেক বুদ্ধিমতী। দেখছি, আপনি বড়ই বোকা। আমি সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছি।

তাছাড়া জামাকাপড়গুলো সহজেই একটা পার্সেল করে পাঠাতে পারতেন। কেন আপনি জামা কাপড় ছাড়া আবার একটা সুটকেস পাঠালেন ? মনে হচ্ছে, আপনি বুদ্ধিটা কম খরচা করেছেন এবং অন্যের নির্দেশ বেশি মানছেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : পার্সেলটা ভালো করে দেখে বুঝলুম আপনি আরও বেশি খরচা করেছেন এক্সপ্রেস করে। তাড়াতাড়ির কী দরকার ছিল—আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই একেবারেই অর্থহীন ব্যাপারে আপনি অনেক খরচা করে ফেলেছেন।

সু. চ. ব.

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
১৫.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

সরকারিভাবে ভারত সরকার (ভিয়েনার কন্সালের মাধ্যমে) আমাকে খবর দিয়েছে যে আমি ভারতবর্ষে পৌঁছোলে আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবে না। তার মানে যখন আমি ভারতে পৌঁছোবো আমাকে সোজাসুজি জেলে যেতে হবে।

এই সরকারি অভ্যর্থনা সত্ত্বেও ভাবছি, যাবো কি না। খুব সম্ভবত, যাবো। অবশ্য দু-তিন দিনের মধ্যে আমাকে ঠিক করতে হবে।

যদি জাহাজে যাই, তাহলে ২৫ তারিখে আমাকে বাডগাসটাইন ছেড়ে কোনো ইটালিয়ান বন্দরে যেতে হবে। যদি এয়ারোপ্লেনে যাই, আমাকে ৩১ মার্চ বাডগাসটাইন ছাড়তে হবে। খুব সম্ভবত একটা ভারতীয় জাহাজেই যাবো। যদি যেতে হয় তাহলে খুব জরুরি কিছু কাজ আমাকে করতে হবে—কিছু প্রবন্ধ লিখতে হবে এবং আমার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রস্তুত করতে হবে—তাতে প্রায় এক সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। আপনি কি এক সপ্তাহের জন্যে এখানে আসতে পারবেন ? দয়া করে বাবা-মাকে জিগ্যেস করুন প্রায় এক সপ্তাহের মতো তাঁরা বাড়ির বাইরে আপনাকে ছাড়তে রাজি আছেন কি না।

যদি আপনার আসার দরকার হয় তো আপনাকে আবার লিখবো। আমার পরের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আপনি কিছু করবেন না। কেবল আমার বইয়ের সূচিটা সংশোধন করুন এবং আনুষঙ্গিক আর যা করতে হয় করুন।

যদি আসেন তো আমার ট্রেঞ্চকোট আর চশমাটা আপনাকে আনতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই অল্প জিনিস আনবেন যাতে আপনার মালপত্তর বেশি না হয়। অবশ্যই আপনাকে রেলভাড়ার জন্যে টাকা পাঠিয়ে দেবো।

অনুগ্রহ করে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখবেন আর আপনার বাবা-মাকেও ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলবেন। ভারত সরকারের এই সরকারি ভীতি প্রদর্শনের কথা ভিয়েনায় কাউকে বলিনি। কাজেই অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমি বলার আগে পর্যন্ত আপনি ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।

যদি কোনো কারণে দেশে না ফিরি, তাহলে এখনই আপনার এখানে আসার প্রয়োজন হবে না। আমি এখন লিখছি যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি চলে আসার জন্যে তৈরি হয়ে

থাকেন।

আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনাকে এবং আপনার বোনকে জানাই আমার অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আশা করি আপনি 'হিন্দু'-তে প্রথম প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সু. চ. ব.

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
অস্ট্রিয়া
সোমবার, ১৬.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

হ্যাঁ, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। কাজেই এখনই সমস্ত প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে। আমি চিঠির সঙ্গে চল্লিশ শিলিং পাঠাচ্ছি এখানে আসার ভাড়ার খরচা বাবদ। অনুগ্রহ করে আমার জন্যে এই জিনিসগুলো সঙ্গে আনবেন :

(১) ট্রেঞ্চ কোট

(২) Mieder (গেঞ্জি ?)—এটা বোধহয় কোনো বাক্সে রাখা আছে।

কসমোপোলাইটের ল্যান্ডলেডির কাছে হাল্কা ওভারকোটটা (ছাই রঙের) অনুগ্রহ করে রেখে আসবেন। যাতে আমি তাঁকে লিখলে তিনি পোস্টে পাঠাতে পারেন বা কেউ এলে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিজের সঙ্গে আনার ঝামেলা করবেন না। *কেবল ট্রেঞ্চ কোটটা নিয়ে আসুন।*

জামাকাপড়ের বাক্স দুটো একটু দেখুন। যদি দেখেন এমন কিছু আছে যা ভারতবর্ষে কাজে লাগবে, তাহলে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসুন। কিন্তু শাদা সুতির ভারতীয় কাপড় (ধুতি) আনবেন না। আমার কাছে এক জোড়া আছে এবং তাই যথেষ্ট।

আপনার নিজের ব্যবহারের জন্যে যথাসম্ভব অল্প জিনিস আনবেন যাতে খুব বেশি মালপত্তর দিয়ে ঝামেলা পোয়াতে না হয়। জামাকাপড় ইত্যাদি মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে আনতে হবে। কাজেই এমন হতে পারে, কিছু জিনিসপত্তর ফেরত নিয়ে যেতে হল।

যদি কোনো শাদা টুপি (গান্ধী টুপি) আমার জামাকাপড়ের মধ্যে খুঁজে পান তো অনুগ্রহ করে আনবেন।

আজ সোমবার কাজেই সন্ধেবেলা এ চিঠি পেয়ে যাবেন।

আপনি কি আগামী কাল রওনা হতে পারবেন ? যদি পারেন তো এইভাবে টেলিগ্রাম করুন :

Bose
Kurhaus Hochland.
Budgastein
arriving 10.15 (or 15.02 or 22.10)

এইটুকুই যথেষ্ট—এমনকি নিজের নাম লেখারও দরকার নেই। কাল যদি রওনা হতে পারেন তাহলে অনুগ্রহ করে এক্সপ্রেস চিঠি লিখুন, তাহলে সময়মতো পৌঁছে যাবে। আশা করি অন্তত বুধবারের মধ্যে রওনা হয়ে যাবেন।

আপনার ১৪ তারিখের লেখা চিঠি কাল পেয়েছি। একদিক থেকে ভাগ্য ভালো যে আপনার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে নইলে কাজের ক্ষতি হলে আমি দুঃখই পেতাম।

বোধহয় আপনাকে যথেষ্ট টাকা এখনই পাঠাতে পারছি না। অনুগ্রহ করে যে করে হোক চালিয়ে দিন। আপনি এলে আরো কিছু টাকা দিতে পারবো।

আপনার টিকিটের জন্যে কোনো Reiseburo-তে যাবার দরকার নেই। না যাওয়াই ভালো। যেহেতু বাডগাসটাইন অস্ট্রিয়াতেই, যে-কোনো রেলস্টেশনে গেলেই টিকিট কিনতে পারবেন। মনে হচ্ছে, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পড়বে ৩৩ শিলিং। ট্রেনের সময় ঠিক জানা নেই। ওটা আপনাকেই Oesterreicher Verkehrsburo-তে টেলিফোন করে জেনে নিতে হবে। তবে মনে হয়, এখন সরাসরি কোনো ট্রেন নেই। আপনাকে Salzburg বা Schazach St Viel-এ বদল করতে হবে।

যখন পৌঁছোবেন তখন টিকিটটা সঙ্গে রাখবেন। আবার দেখা হবে। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কুরহাউস হকল্যান্ড
বাডগাসটাইন
১৬.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আজ সকালে আপনাকে একটা এক্সপ্রেস চিঠি লিখেছি। তিনটে জিনিসের কথা ভুলে গেছি :

(১) আপনি 'Indian Struggle' অবশ্যই আনবেন—সঙ্গে যদি কিছু নোট্স দিয়ে থাকেন তা-ও।
(২) আপনার টাইপরাইটারটা অবশ্যই আনবেন। সঙ্গে কিছু টাইপিং কাগজ (১০০ শিট) এবং কার্বন-কাগজ।
(৩) অনুগ্রহ করে ব্লক পোস্ট (৫০ শিট), ৫০টা খাম এবং ২৫টা পাতলা খাম আনবেন—এয়ারমেল চিঠির জন্যে।

যদি আপনি সময় না পান তো স্টেশনারি (কাগজ ইত্যাদি) নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই—তবে টাইপরাইটারটা ভুলবেন না—ওটা অবশ্যই দরকার।

ছোট কাগজের দাম খুবই বেশি এখানে। যদি সময় পান তো সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো হয়।

আশা করি আপনাকে খুব বিরক্ত করছি না। আমার মনে হচ্ছে আপনার টাকা কম পড়ে যাবে—অনুগ্রহ করে জোগাড় করুন।

আপনার
সু.চ.ব.

হাউস হকল্যান্ড
বাডগ. ১৭.৩.৩৬
(মঙ্গলবার)

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

বোধহয় এই চিঠিটা অনেক দেরিতে পাবেন। যদি সময়মতো পান তো অনুগ্রহ করে একটা ব্যাপারে ভাববেন। এখানকার গৃহবধূর একটি ওরগাপ্রিভাটের তৈরি (জার্মান)

টাইপরাইটার আছে যেটা তিনি খুশি হয়েই আমাকে ব্যবহারের জন্যে দেবেন। এটা টেবিল-মেশিন, বহনযোগ্য নয়। যদি ভাবেন যে ওই মেশিনে আপনি কাজ চালাতে পারবেন তাহলে আপনার নিজের টাইপরাইটারটা না আনলেও চলবে। যত কম মালপত্তর আনেন ততই ভালো।

যদি আপনার সময় হয় তাহলে আমরা চিকিৎসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র—আমার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একগোছা মেডিক্যাল রিপোর্ট ইত্যাদি সঙ্গে আনবেন। কসমোপোলাইটে কোনো একটা বাক্সতে ওগুলো আছে। ট্রেনের নামগুলো নীচে লিখে দিলাম :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভিয়েনা (পশ্চিম) | ৮.০ | ১২.২০ | ১৩.৪৫ |
| বাডগাসটাইন | ১৪.৪১ | ১৯.০৯ | ২১.৩৬ |

সব কটা ট্রেনেই মনে হয় আপনাকে সল্‌জ্‌বার্গে বদল করতে হবে। কিছু ট্রেনে আবার সোজায়ারা এস-টি ভিয়েল [Schwazach St. Viel]-এও বদল করতে হবে। আবার একটা চিঠি লিখে বিরক্ত করলুম বলে দুঃখিত।

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

যদি টাইপরাইটার না আনেন তো আমার ট্রেন্‌চ কোট ছাড়াও ধূসর রঙের ওভারকোটটাও সঙ্গে আনবেন।

ভিলাক্
বাহ্‌ম্‌হফ রেস্তোরাঁ
২৬.৩.৯৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি এখনই প্রবন্ধটা শেষ করেছি। গাসটাইনে যেটা লিখেছিলাম সেটা দয়া করে বাতিল করে দিন। আর এই প্রবন্ধটা এয়ারমেলে সোমবার পাঠিয়ে দিন। প্রবন্ধটার সঙ্গে সম্পাদককে একটা ছোট চিঠি লিখে আপনার পাঠানো প্রথম দুটো প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত চান—এবং পরে কাজে লাগবে এমন কোনো প্রস্তাবও চেয়ে পাঠান।

ভারতবর্ষে পৌঁছোবার আগেই আপনার পরেকার প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে একটা ছোট্ট চিঠি পাঠাচ্ছি। আশা করি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছোবেন। আমি এখন ট্রেনের অপেক্ষায় আছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আমাকে অনুসরণ করছে এমন কাউকে লক্ষ্য করিনি। হয়তো সে এখানে আছে, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে লক্ষ্য করিনি।

ভিয়েনা
৩০.৩.৩৬

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বলকান গোষ্ঠী
(আমাদের বলকান সংবাদদাতা)

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া মানেই অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়া এবং ইয়োরোপ থেকে তুর্কিদের বাস্তবিকপক্ষে বিতাড়ন। শুধু থ্রেসের একটুখানি অংশ তাদের হাতে রইলো আর

বসফরাস থেকে ভিয়েনার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ অটোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতিবাহী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল। বলকান উপমহাদেশ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ছ'টি রাষ্ট্র : যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস এবং 'ইয়োরোপের তুরস্ক'। যদিও হাঙ্গেরিকে বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধরা হয় না, তবু বলকান উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ পরিণতিতে হাঙ্গেরি অবশ্যই ভূমিকা নেবে এবং বলকান সীমানার মধ্যে চলে আসছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই ছ'টি রাষ্ট্রের মধ্যে আলবানিয়া এবং তুরস্ক তুলনায় ছোট আর দুটিই ধর্মের দিক থেকে মুসলমান। বিশ্বযুদ্ধের পর যে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের এলাকা বাড়িয়েছে তারা হলো যুগোশ্লাভিয়া আর রুমানিয়া আর সেই জন্যেই তাদের ধনী ['haves'] শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া (আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ শ্লাভ রাজ্য) নামটি যা নির্দেশ করে তা হলো জাতিতে তারা শ্লাভ। যুগোশ্লাভিয়াতে অন্য যে-সব জাত বাস করে তারা সার্ব, ক্রোট আর শ্লোভেন (Serbs, Croats and Slovenes)। এই তিনটি জাতই যে শ্লাভ ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা চেক, পোলিশ এবং রাশিয়ান মতো অন্যান্য শ্লাভ ভাষাগুলো থেকে দূরে নয়। রুমানীয় আলাদা জাতি, বোধহয় প্রাচীন রোমানদের থেকেই তারা এসেছে। এবং রুমানিয়ার ভাষাও ল্যাটিন এবং আধুনিক ইটালিয়ানের কাছাকাছি। গ্রিসকেও 'haves'-এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে, কারণ ১৯১২-১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের পরেই সে তার এলাকা বাড়িয়ে নিয়েছে। যদি যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার মতো তার অত লাভ সম্ভব হয়নি। এখন গ্রিস অবশ্য তার পূর্ব-মর্যাদা ও সীমানায় অক্ষুণ্ণ রেখেই চলেছে এবং সীমানা বাড়াবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই। ছ'টি বলকান রাষ্ট্রের মধ্যে বুলগেরিয়াই এখন একমাত্র দেশ যাকে অবশ্যই দরিদ্রদের 'have-nots' -এর দলে ফেলা যায়। তুরস্ক অবশ্য তার ইয়োরোপ ও এশিয়া—দু জায়গারই সাম্রাজ্য হারিয়েছে। কিন্তু সে নিজের ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে এবং কোনো 'শোধনবাদী' ভাবনা-চিন্তাও তার নেই। তার এখন যা আছে সেই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। তার দেশে শুধু তুর্কিরাই থাকে এবং বলকান-অঞ্চলের যে অংশটা অবশ্যই 'have-not', সেই অঞ্চলে শান্তিতে থাকতে চায়।

শেষ প্রবন্ধটিতে বলেছি যে বলকান সমস্যা এখনও মেটেনি, যদিও বলকান মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত হয়েছে। বলকানদের মধ্যে বিস্ফোরক শক্তি হলো বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরি। এবং যুগোশ্লাভিয়াও—তবে একেবারেই অন্য কারণে। কারণটা বুঝিয়ে বলবো।

বহুদিন থেকেই বুলগেরিয়া বৃহৎ শ্লাভ রাষ্ট্র হবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশটি প্রতিবেশীদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। তুরস্কের বদলে সে সীমানা বাড়িয়েছিল ঠিকই, পরে যে অংশ তার নিজের বলে সে দাবি করেছিল তার উত্তরদিকটা রুমানিয়া ছিনিয়ে নিয়েছে, দক্ষিণ অংশটা নিয়েছে গ্রিস। ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধেই এটা ঘটেছে। বিশ্বযুদ্ধের পরে, খুব সম্ভবত পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে যাবার অন্যায় কাজটা করার জন্যে তার কিছুটা অংশ যুগোশ্লাভিয়াও নিয়ে নিয়েছে। কাজেই রুমানিয়া, গ্রিস এবং যুগোশ্লাভিয়া—সব প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেই তার তীব্র অভিযোগ রয়েছে—বোধহয় তুরস্কের বিরুদ্ধেও। এই জন্যে যখন চারটি গুরুত্বপূর্ণ বলকান রাষ্ট্র—রুমানিয়া, গ্রিস, যুগোশ্লাভিয়া এবং তুরস্ক সম্প্রতি বলকান চুক্তি করলো বলকান উপমহাদেশে শান্তিরক্ষা ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে—তখন বুলগেরিয়া তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। হাঙ্গেরির মতোই বুলগেরিয়া সীমানা সংশোধন করতে চায়।

হাঙ্গেরির ভাগ্য কিন্তু বুলগেরিয়ার চেয়ে আরও মর্মান্তিক। যুদ্ধ-পূর্ব হাঙ্গেরির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় আঠারো লক্ষ। ১৯১৯ সালের ট্রায়ানন-এর চুক্তিতে লোকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য দুটি রাষ্ট্র হলেও একই রাজার অধীনে ছিল—অস্ট্রিয়ান কাইজার বা সম্রাট। এই সাম্রাজ্যের একটা অংশ ছিল অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনে—তার প্রধান কেন্দ্র ছিল ভিয়েনা। অন্য অংশটা শাসন করতো

হাঙ্গেরিয়ানরা—তার প্রধান কেন্দ্র ছিল বুডাপেস্ট। ক্রোয়েশিয়া আর শ্লোভেনিয়ার অংশগুলো ভিয়েনা থেকেই শাসন করা হতো। আর বোহেমিয়া ও ট্রান্সিলভানিয়ার শাসন চলতো বুডাপেস্ট থেকে। (অস্ট্রিয়ানরা জাতে জার্মান কিন্তু ভাষাটা একেবারেই আলাদা।) বিশ্বযুদ্ধে যখন পশ্চিমী শক্তির জয় হলো, তখন তারা ঠিক করলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে দেবে। সেটা করতে গিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে তাদের নতুন রাজ্য তৈরি করতে হলো। এইভাবে হাঙ্গেরির অংশ নিয়ে তৈরি হলো নতুন স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া। প্রায় চার লক্ষ লোকের ছোট রাজ্য সার্বিয়া হল স্লাভ্স্ ক্রোট এবং শ্লোভেনদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য অনেকটাই অস্ট্রিয়ার অংশ দিয়ে। এই নতুন ভাগাভাগির প্রক্রিয়া হাঙ্গেরির অনেকটা অংশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে দিতে হলো, দিতে হলো বড় হয়ে যাওয়া সার্বিয়াকে (এখন যাকে বলা হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়া), এবং রুমানিয়াকে এবং এতেই হাঙ্গেরির সীমানা ও জনসংখ্যা কমে গিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। যুদ্ধ-পূর্ব অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের যেখানে জনসংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ, সেখানে এখনকার অস্ট্রিয়া সংকুচিত হয়ে ছোট একটি রাষ্ট্র হয়ে গেল আর জনসংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় সাড়ে ছ' লক্ষ। তার সঙ্গে ভিয়েনার লোকসংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দু' লক্ষ। কিন্তু অস্ট্রিয়া তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে এবং অস্ট্রিয়ার আগেকার সীমানা দখল করে নেবার মতো কোনো আন্দোলনও সেখানে নেই। অন্য দিকে অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ব্যাকুলভাবে জার্মানির সঙ্গে মিলবার জন্যে অপেক্ষা করছে—যে জার্মানির জনসংখ্যা এখন প্রায় ৬৫ লক্ষ। ভালো বা মন্দ যাই হোক, হাঙ্গেরি এখনও তার পরাজয় মেনে নিতে পারেনি এবং যে চুক্তির জন্যেই এখনকার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে, সেই ট্রায়ানন-এর চুক্তি সংশোধন করার জন্যে হাঙ্গেরির মধ্যে জোর আন্দোলন চলছে।

গত বিশ্বযুদ্ধে তিনটি রাষ্ট্রের অনেকখানি লাভ হয়েছে—যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার দুটি বলকান রাষ্ট্র এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো মধ্য-ইয়োরোপের একটি রাষ্ট্র। এরা একজোট হয়েছে নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং ইয়োরোপের স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। এই জোট এবং চুক্তি থেকেই লিট্ল্ এন্টেন্ট-এর সৃষ্টি হয়েছে। হাঙ্গেরি এই লিট্ল্ এন্টেন্ট-কে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভের পক্ষে বিপদ্জনক মনে করে।

এই লিট্ল্ এন্টেন্টের সূত্র ধরে যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস এবং তুরস্ক এই চারটি বলকান রাষ্ট্রের মধ্যে বলকান এন্টেন্ট গড়ে উঠেছে। বুলগেরিয়া এই বলকান এন্টেন্ট-কে মনে করছে তার প্রত্যাশিত পরিবর্তনের পক্ষে বিপদ্জনক। আলবানিয়া একটি বলকান রাজ্য হলেও বলকান এন্টেন্ট-এ যোগ দেয়নি ; কেন না দেশটি ইটালিয়ান আধিপত্যের আওতায় রয়েছে।

লিট্ল এন্টেন্ট্ এবং বলকান এন্টেন্ট্—দুটিই বৃহত্তর ইয়োরোপীয়ান সমস্যাকে ফরাসিসুলভ দৃষ্টিতে দেখে। মধ্য ইয়োরোপে ও বলকান দেশগুলিতে ফরাসি কূটনীতি খুবই সক্রিয় এবং ফরাসি প্রভাবও খুব বেশি। যুগোশ্লাভিয়ার মতো কয়েকটি আলাদা রাষ্ট্র ইদানীং জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে ঝুঁকছে।

মধ্য-ইয়োরোপের এই অতিরিক্ত ফরাসি প্রতিপত্তির বিরুদ্ধতা করে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে ইটালি সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছে। আর আলবানিয়া তো ইতিমধ্যেই কিছুদিন ধরে ইটালির প্রভাবে রয়েছে। এবং সম্প্রতি ইটালি অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মধ্য-ইয়োরোপের রাজনীতিতে ইটালিকে নিয়ে এসেছে। অস্ট্রিয়া ইটালির পক্ষ নিয়েছে জার্মানির আগ্রাসনের ভয়ে এবং হাঙ্গেরিও ইটালির পক্ষ নিয়েছে কারণ হাঙ্গেরির সংস্কারমুখী লক্ষ্যের ব্যাপারে ইটালি উৎসাহ দেখিয়েছে।

বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরি ছাড়া বলকান উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ গণ্ডগোলের সম্ভাব্য উৎস রয়েছে। প্রথমত, যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটজনক। যুদ্ধের পর যখন 'সার্ব, ক্রোট এবং শ্লোভেনদের রাজ্যে'র প্রতিষ্ঠা হলো তখন ক্রোট আর শ্লোভেনরা ভেবেছিল

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন পাবে। কিন্তু ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত রাজা আলেকজান্ডার একটা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে পুরো দেশটিকে সংহত করতে চাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সব রকমের প্রাদেশিকতা দমন করলেন। দেশটিকে তিনি নতুন করে নাম দিলেন—যুগোশ্লাভিয়া। যদিও সব রকম বিরোধিতাকে সাময়িকভাবে চেপে দেওয়া হলো, কিন্তু ক্রোট আর শ্লোভেনদের বিদ্রোহের মনোভাব তীব্র হয়ে উঠলো। এখন বিরোধী দলগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রত্যেকেই মনে করে যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের সমাধান হতে এখনও অনেক দেরি।

আরেকটি সমস্যা হলো ম্যাসিডোনিয়ার সমস্যা। গ্রিস, বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া—এই তিনটি দেশে ম্যাসিডোনিয়ানরা ভাগাভাগি হয়ে ছড়িয়ে আছে। বুলগেরিয়ায় তাদের প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি। কিছু দিন আগে পর্যন্ত বুলগেরিয়া সরকার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই ম্যাসিডোনিয়ার স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার প্রচারকে দেখে এসেছে। ম্যাসিডোনিয়ানরা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ যে রাজ্যে তারা আছে সেখানেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে তারা সাদরেই চাইছে, কেউ সেই স্বপ্ন দেখছে, বুলগেরিয়া, গ্রিস আর যুগোশ্লাভিয়া থেকে আলাদা করে একটা স্বাধীন ম্যাসিডোনিয়ান রাজ্য গড়ে উঠুক। বছরখানেক আগে বুলগেরিয়াতে যখন ম্যাসিডোনিয়ান আন্দোলনকে চেপে দেওয়া হলো তারপর থেকে ম্যাসিডোনিয়ার সমস্যা নিয়ে খুব একটা কিছু শোনা যাচ্ছে না। তবে সন্দেহ নেই সমস্যাটা রয়েছে এবং সমাধান হয়নি।

আবার এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার সম্পর্কের সমস্যা। গত দু বছর ধরে যুগোশ্লাভিয়ার প্রয়াত রাজা আলেকজান্ডার এবং বুলগেরিয়ার রাজা বরিসের শুভ চেষ্টায় বাইরে থেকে অনেকবারই পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার মূল কথাটা হলো কে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ শ্লাভদের নেতৃত্ব দেবে। এক সময় বুলগেরিয়া নেতা হবার স্বপ্ন দেখতো, কিন্তু এখন তাকে এক পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যুগোশ্লাভিয়াই এখন দক্ষিণী শ্লাভ রাষ্ট্র হিসেবে দেখা দিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার অধিবাসীরা এতদূর এগিয়েছে যে এখন প্রকাশ্যেই যুগোশ্লাভিয়া আর বুলগেরিয়ার মিলনের কথা বলছে, যে মিলনে যুগোশ্লাভিয়াই হবে বড় অংশীদার। ভাবনাটা খুবই ভালো—সমস্ত দক্ষিণী শ্লাভদের একটা রাষ্ট্রে সংহত করা। কিন্তু বুলগেরিয়া রাজা আর তাঁর সিংহাসনের কী হবে ? এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে পরের বার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।

নাপোলি
২৮.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

নিরাপদে আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। এবং শীঘ্রই সমুদ্রে পাড়ি দেবো। আপনি এবং আপনার বোন আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। ওঁদের বলবেন, আমি গাসটাইনে থাকতে ওঁদের চিঠি পেয়েছি। ভিলাক্ থেকে আমি 'যুদ্ধ পরবর্তী বলকানগোষ্ঠী' নামে একটা প্রবন্ধ ডাকে পাঠিয়েছি। ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয় পেয়ে থাকবেন।

আবার দেখা হবে।
আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

'কোঁত্ ভার্দ'
২৯.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

অনেক বিষয় নিয়ে আপনাকে লিখতে ইচ্ছে করে—কিন্তু আমি ছাড়া ছাড়া ভাবেই লিখবো। কাজেই অনুগ্রহ করে চিঠিটা যত্ন নিয়ে পড়বেন। নেপল্স থেকে আমরা এখন একদিনের যাত্রা করে চলে এসেছি। সমুদ্রটা মোটামুটি ঠাণ্ডাই আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন বয়স হয়ে গেছে, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আর আমি সহ্য করতে পারি না। আগে যখন তরুণ ছিলাম তখন এ সব সহ্য করতে পারতুম। এখন আবহাওয়াটা সুন্দর আর সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। ওপরে নীল আকাশ—আমাদের চারদিকে আর সামনেও ঘন নীল সমুদ্র আর অনন্ত জলরাশির বিস্তার।

যখন আমি ইটালির সীমানা পেরিয়ে এলাম তখন কোনো গোলমাল ছিল না। ওরা [কাস্টমসের লোকেরা] আমার দিকে তাকালো কিন্তু আমাকে বাক্সগুলো খুলতে বলেনি। ভিলাক্-এ আমি বাহ্নহফ রেস্তোরাঁ-তে তিন ঘণ্টা ছিলাম এবং আপনাকে যে প্রবন্ধটা পাঠিয়েছি সেটা লিখেছি। মনে হয় ওখানে কেউ আমার ওপর লক্ষ্য রাখছিল—কিন্তু আমি লিখছিলাম বলে গ্রাহ্য করিনি। যদি চিঠিটা আপনার কাছে পৌঁছে না থাকে তাহলে ওরাই কেউ নিশ্চয় চিঠিটা চুরি করেছে। আমি নিজেই স্টেশনের ডাকবাক্সে ফেলেছি। সীমানা পেরিয়ে আসার পর এমন কিছু ঘটেনি যা আপনাকে জানাবো। আপনার জন্যে পেন্সিল পাঠিয়েছি রেজিস্ট্রি করে। আপনার কাটিং-এর ব্যাপারে Dr. K-র সঙ্গে কথা বলেছি। নেপল্স পর্যন্ত আমাদের যাত্রা ঠিকই ছিল। আমরা দুপুর তিনটের সময় নেপল্স ছেড়েছি।

জাহাজের জীবনটা স্বাচ্ছন্দ্যেরই—অন্তত জীবজন্তুর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবলে। প্রচুর খাবার—বড় ভালো—বড় বেশি খাবার। বেড-টি দিয়ে শুরু করা যায়—তারপর অনেক পদের ব্রেকফাস্ট। একটার সময় অনেকগুলি পদের লাঞ্চ। তারপর বিকেলে চা, সঙ্গে কেক ইত্যাদি। তারপর শেষ—কিন্তু কম নয়—সাড়ে সাতটায় সন্ধের ডিনার। প্রথম শ্রেণীতে খাবারটা আরও একটু মশলা-মেশানো। আর ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের মধ্যে সুপ আর স্যান্ডউইচ দেয়। বিকেলে কনসার্টের আয়োজন আছে। রাতে সিনেমা-শো। গত রাত্রে আমরা একটা সিনেমা-শো দেখেছি। তা ছাড়া রোজই স্নান করতে পারা যায়। একটা সুইমিং পুলও আছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। সময় কাটাবার জন্যে ডেকে খেলাধুলোর আয়োজন আছে। আজ একটা শুটিং প্রতিযোগিতা হলো এবং ইটালিয়ান যাত্রীরা লক্ষভেদ করার অসাধারণ ক্ষমতা দেখালেন। একটা মেশিন থেকে শূন্যে ছিট্‌কে যাওয়া একটা কাঠের টুক্‌রোকে গুলি করছিলেন তাঁরা। প্রথম শ্রেণীতে একটা ব্যায়ামের ঘরও আছে।

আমার কেবিনের সঙ্গীদের মধ্যে একজন ভারতীয় আর একজন আফগান। বোধহয় ছ'জন ভারতীয় জাহাজে আছে। জাহাজটা ইটালিয়ানে ভরতি, কিন্তু মনে হচ্ছে মাসাওয়া-তে জাহাজটা খালি হয়ে যাবে। আমরা পোর্ট সৈয়দ-এ তিরিশে বা একতিরিশে মার্চ পৌঁছবো এবং সেখানেই এই চিঠিটা ফেলবো। সমুদ্রটা যে বিক্ষুব্ধ নয় এতে আমি খুবই খুশি। সাধারণত শীতের সময় ভূমধ্যসাগর বিক্ষুব্ধ হয়। আর গ্রীষ্মের সময় আরবসাগর বিক্ষুব্ধ হয়। কেবল বসন্তকালে (মার্চ, এপ্রিল, মে) এবং শরৎকালে (অক্টোবর-নভেম্বর) ভূমধ্যসাগর ও আরবসাগর দুই-ই শান্ত থাকে। লোহিতসাগর কখনোই বিক্ষুব্ধ হয় না—একমাত্র ঝড়ের সময় ছাড়া। কিন্তু লোহিতসাগর অসম্ভব গরম। জানি না এবার কীরকম দেখবো। লোহিতসাগর গরম হবে ভেবে ইলেকট্রিক পাখাগুলো ঠিকঠাক করছে জাহাজের লোকে।

আশা করি আপনার জন্যে যে-সব কাজ রেখে এসেছি সেগুলো সবই নির্বিঘ্নে করা হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এত কাজ ছিল যে গোলমাল করে ফেললেও আপনাকে দোষ

দিতে পারি না। দুটো দরকারি কাজ আছে—প্রেসে আমরা বিবৃতি এবং ডাক্তারের চিঠিগুলো—সবই এয়ারমেলে পাঠাবেন।

যদি সময় করতে পারি, আপনাকে (অন্য একটা খামে সম্ভবত) 'হিন্দু'-তে পাঠাবার জন্যে আরো প্রবন্ধ লেখার উপকরণ পাঠাবো। যদি আপনি আরো তথ্য পান এবং প্রবন্ধগুলো পুনর্লিখন করেন তাহলে ভালো হয়। প্রাগের বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবেন। উনি আপনাকে সাংবাদিকতার কাজে সাহায্য করতে পারবেন।

যদি আপনি প্রাচ্যে ঘুরতে আসেন তাহলে বসন্তে বা শরতে আসবেন। যদি বসন্তকালে আসা ঠিক করেন তো আপনি পোর্ট সৈয়দের পর থেকে গ্রীষ্মকালে পরবার মতো জামাকাপড় সঙ্গে আনবেন। জাহাজে ডেকে যখন মহিলারা ঘুরে বেড়ান তখন তারা সমুদ্রতীরে পরবার পায়জামাও ব্যবহার করেন।

আজ সকালে জাহাজে বেতার-কাগজে (দৈনিক কাগজে) ভিয়েনা সম্পর্কে একটা বেতার-খবর ছিল। ফোনিক্স্ ইনসিওরেন্স্ কোম্পানির কে একজন Dr. Ochsner (?)-কে ডানিয়ুবের ধারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। জুরিখে ডি ভ্যালেরার চোখের অস্ত্রোপচার হবার খবরও আছে। আজ যে জার্মানিতে নির্বাচন হচ্ছে তার পূর্বাভাসও আছে।

এই খামেই আমার কাছে যা কিছু উদ্বৃত্ত লিরা থেকে গেছে তা পাঠাতে পারি। শুনছি পোর্ট সৈয়দ বা বম্বেতে যদি পাল্টাই তাহলে খুবই কম দরে পাব। আপনাকে ১০০ বা ১৫০ লিরা নোট পাঠাতে পারি। যদি পান, তাহলে অস্ট্রিয়ান নোটে পাল্‌টে নেবেন। শীঘ্রই লিরার দাম হয়তো পড়ে যাবে—কাজেই তাড়াতাড়ি পাল্টে নেবেন।

ভাবছি, টাইমস বুক ক্লাবকে আরো এক মাসের জন্যে টাইমস-এর গ্রাহক হবার জন্যে লিখবো—অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ অবধি। আপনি কাগজটা পড়তে পারেন এবং সপ্তাহে একবার আমাকে পাঠাতে পারেন। কেবল ভেতরের চারটে পাতা পাঠাবেন—কিন্তু অনুগ্রহ করে কাটিং করবেন না। যদি আপনার কাজে লাগার মতো দরকারি কিছু থাকে তো অনুগ্রহ করে লিখে নিন। প্রত্যেকটা বলকান দেশের জন্যে আলাদা করে লিখে রাখবেন বা কাটিং করবেন তাহলে প্রবন্ধ লেখার সময় যে খবরটা দরকার সেটা সহজেই পাবেন।

আর নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। গাসটাইনে খাবারটা খুব ভালো ছিল না। আশা করি বাড়িতে ফিরে এখন আপনি ভালো বোধ করছেন। এখন বসন্তকাল। কাজেই এখন আর ঠাণ্ডা লাগবে না। এবং, আশা করি, কাশিটাও চলে যাবে। আশা করি গলব্লাডারের অসুবিধেটাও চলে যাবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে বিশেষ অনুরোধ করি। *যত্ন নিলে অস্ত্রোপচার এড়াতে পারবেন।* নইলে একসময়ে তারা [ডাক্তাররা] অস্ত্রোপচার করবেই।

ইংরিজিতে লেখা আমার চিঠিপত্রের ব্যাপারে *দরকার হলে* প্রাগের বন্ধুর পরামর্শ নিন। আপনি জানেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি ওঁকে বিশ্বাস করি। প্যাটেলের চিঠিপত্রগুলো সযত্নে রাখবেন। ওই চিঠির গোছার মধ্যে যদি আমার কোনো চিঠি পান তাহলে অনুগ্রহ করে আলাদা করে রেখে দেবেন। আর যদি মুক্তির নির্দেশ [সংক্রান্ত চিঠি] পান তো তখনই *রেজিস্ট্রি করে* আমার ভাইকে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু ওপরে 'প্রেরক' লিখবেন না। (বাংলা চিঠি সম্পর্কে নীচের নোট দেখুন)

আমার কিছু জামাকাপড় ভারতবর্ষে নিয়ে আসার জন্য Dr. K-র সঙ্গে কথা বলেছি। উনি রাজি হয়েছেন। মনে হয় তিনটে বাক্সে জামাকাপড় ভাগাভাগি করে রাখা সবচেয়ে ভালো—দুটো ছোট বাক্স আর একটা বড় বাক্স (চামড়ার)। মাথুর আর কাটিয়ারের পক্ষে বোধহয় এক-একটা বাক্স আলাদা করে নিতে অসুবিধে হবে না। যেগুলো বেশি দরকারি আর দামী সেগুলো ছোট ছোট বাক্সে ভরে দেওয়াই ঠিক হবে। আর যদি একটা বাক্সেই ধরে যায় তো খুবই ভালো। যদি মাথুর রাজি থাকে তো আরও ভালো হয়—কারণ ও সোজা

কলকাতায় আসবে। বম্বে থেকে কলকাতায় আনার খরচা আর ইয়োরোপের আনুষঙ্গিক যা খরচা তা অবশ্যই আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু একটু বুদ্ধি করে ভাববেন যাতে আনাব খরচা খুব বেশি না হয়। যদি খুব বেশি হয় তাহলে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই। Dr. K. আমাকে বলেছিলেন ভিয়েনা থেকে বন্দর পর্যন্ত আনতে অতিরিক্ত কোনো খরচা যাতে না হয় সেটার ব্যবস্থা করতে পারবেন। যদি বম্বে পর্যন্ত আনতে বা ইয়োরোপে কিছু অতিরিক্ত খরচা লাগে তো অবশ্যই দিয়ে দেবেন—অন্তত আমার হয়ে দিয়ে দেবার কথা বলবেন। যদি Dr. K. বা মাথুর আমার কাছ থেকে কোনো খরচা নিতে না চান তো আলাদা কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার দিক থেকে খরচাটা দেবার কথা বলা উচিত, কারণ তারা তো ছাত্র।

আমার বইগুলোর ব্যাপারে আপনি Dr. V. অথবা Mrs. F.M. যাবে আপনার সবচেয়ে ভালো মনে হয় তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করুন। যে-সব বই অন্য কাউকে পড়তে দেওয়া হয়েছে সেগুলো দয়া করে লিখে রাখুন আর খেয়াল রাখুন যাতে সেগুলো ফেরত আসে।

অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের কাছে আমার পাঁচ পাউন্ড জমা আছে। আপনাকে ওই টাকা যাতে পাউন্ডেই দেয় সেজন্যে ওদের অনুরোধ করছি। ওরা সম্ভবত কিছু কমিশন নেবে। অনুগ্রহ করে কমিশন দিয়ে ওই টাকাটা পাউন্ডে নিয়ে নিন। ওই টাকা থেকে এক পাউন্ড নিউ লিডার-কে আমার চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেবেন। বাকি চার পাউন্ড আপনি রেখে দেবেন। বোধহয় ইংরেজি টাকায় ওটা রেখে দেওয়া ভালো। কেন না যদি আপনি ইংল্যান্ড যান তো ওটাকা ব্যবহার করতে পারবেন। যদি বদলাতে চান তো ডঃ সেন-কে জিগ্যেস করুন যদি তিনি ভালো দামে দিতে পারেন। যদি ইংল্যান্ডে না যান, তবু ইংরেজি টাকাটা কখনো কখনো কাজে লাগতে পারে।

আপনাকে আরেকটা চিঠি পাঠাবো। চিঠিটা নিউ লিডার-কে লেখা। ওই চিঠির সঙ্গে এক পাউন্ড দিয়ে নাম্বিয়ার-কে এয়ারমেলে পাঠিয়ে দেবেন। নাম্বিয়ারকে লিখবেন, যে ঠিকানা আমি দিচ্ছি সেই ঠিকানায় চিঠিটা আর তার সঙ্গে এক পাউন্ড রেজিস্ট্রি করে দিতে। নাম্বিয়ারকেও আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। নাম্বিয়ারকে এয়ারমেলে চিঠি পাঠানোর উদ্দেশ্য সাধারণ চিঠির চেয়ে এয়ারমেলের চিঠি অনেক নিরাপদ। প্রাগ থেকে চিঠিটা রেজিস্ট্রি করার অর্থ লন্ডনে চিঠিটা নিরাপদেই পৌঁছোবে। (আপনি নিশ্চয় জানেন, আমরা রেজিস্ট্রি করা খামে অস্ট্রিয়া থেকে টাকা পাঠাতে পারি না, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া থেকে পারি।)

নিউ লিডার অনুগ্রহ করে পড়ুন এবং ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিন। অনুগ্রহ করে নিউ লিডার এবং টাইমস আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠান—১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা—বুকপোস্টে—Drucksache।

বাংলা চিঠিগুলোর ব্যাপারে ডঃ সেনকে আপনার উপস্থিতিতে পড়তে দিন এবং তাড়াতাড়ি অনুবাদ করে দিতে বলুন। অশোককে পাঠাবেন না। অনুবাদ হয়ে গেলে নষ্ট করে ফেলুন।

ট্রেনের কামরায় বড় চামড়ার বাক্সটা নিয়ে আসা অসম্ভব। ওটা লাগেজ হিসেবে বুক করতে হবে এবং তার মানেই খরচা। কেউ নিজে খরচা করে আনতে রাজি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আপনাকে করতেই হবে। অথবা যদি পাঠাবার খরচা বেশি না হয় তো বাক্সটা যতটা সম্ভব খালি করুন এবং [যে আনবে] তাকেই বলুন বাক্সে তার নিজের জামাকাপড় ও জিনিসপত্র ভরে আনতে। আমি শুধু বাক্সটা চাই, কারণ বাক্সটা কাজে লাগবে আর ওটা আমার ভায়ের। ওর মধ্যে শাদা সুতির যে জিনিসপত্র আছে ওগুলো কাউকে দিয়ে দিতে পারেন। একেবারে খাঁটি ভারতীয় যে শার্টগুলো ইয়োরোপে পরা যায় না সেগুলো কাটিয়ার অথবা মাথুরকে দিয়ে পাঠাতে পারেন, *অথবা ওগুলো নষ্ট করে ফেলতে পারেন কারণ ওগুলো কাজে লাগবে না।* বড় বাক্সটা থেকে কাজের জিনিস বা দামি জিনিসগুলো বার করে দিয়ে ছোট দুটো বাক্সে ভরে দিয়ে মাথুর অথবা কাটিয়ারকে নিয়ে আসতে বলুন। অনুগ্রহ করে

স্কেটিং বা স্কিইং বুটগুলো পাঠাবেন। ওগুলো আমি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখতে চাই। এখন আমি একটা চিঠির পক্ষে যথেষ্ট লিখে ফেলেছি। আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনার বোনকে অভিনন্দন জানাই। আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আশা করি এবং প্রার্থনা করি, আপনার খুব ভালো হোক। আপনার বাবা-মাকে বলুন যে আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, আপনাকে সাংবাদিকতার কাজ করতে যেন তাঁরা অনুমতি দেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আরো যদি লেখার থাকে তো পোর্ট সৈয়দ পৌঁছোবার আগে আর একটা চিঠি দেবো—কিন্তু অন্য ঠিকানায়।

সু.চ.ব.

কোঁত্‌ ভার্দ্‌
৩০.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেক্ল্‌,

আগের চিঠিতে কয়েকটা কথা লিখতে ভুলে গেছি—কাজেই এই পরিপূরক চিঠি।

(১) যদি সুযোগ পান তো ইংল্যান্ডে যেতে পারেন। যদি যান তাহলে শ্রীযুক্ত পুলিন শীল-কে (১৭ এডিথ গ্রোভ, চেলসি, লন্ডন, এস. ডাবলু ১০) লিখতে ভুলবেন না। এবং নিজেকে ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল-এ উল্লিখিত আমার সেক্রেটারি বলে পরিচয় দেবেন। ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। আরো ভালো হয়, চিঠি না লিখে যদি লন্ডনে ওর সঙ্গে দেখা করেন। যখন আপনি যাবেন তখন যদি অশোক থাকে, সেও আপনাকে সাহায্য করতে পারে। ওর ঠিকানা হল ৩৩ কনট ম্যানশনস্‌, ব্যাটারসি পার্ক, লন্ডন, এস. ডাবলু ১১। দুজনের চিঠিই পুলিশ খুলে দেখবে।

যদি লন্ডনে যান তাহলে যাবার পথে প্যারিস দেখে যাবেন। প্যারিস দেখবার মতো। হয়তো মিসেস ভেটার [Mrs. Vetter] কিছু ফরাসি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন কিংবা আপনার শিক্ষিকাও পারেন।

(২) মিসেস উড্‌স এবং মিস্‌ উড্‌স যে দুজন ফরাসি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের লিখুন। হয়তো তাঁরা ইতিমধ্যেই ফরাসি মহিলাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এবং আপনি যদি না লেখেন তো ওঁরাই (ফরাসি মহিলারাই) হয়তো আপনার জন্যে চিন্তা করবেন।

(৩) যদি মুখার্জি উত্তর না দেয় তো মুখার্জিকে আর লিখবেন না। আপনার চিঠি লেখাটা হয়তো ও পছন্দ করে না। বাংলা বই সম্পর্কে আপনার লেখা চিঠির উত্তর ওর দেওয়া উচিত ছিল। হয়তো আপনি কেন বাংলা শিখতে চাইছেন সে ব্যাপারে ওর সন্দেহ হচ্ছে।

(৪) আপনি ফরাসি চর্চা অবশ্যই চালিয়ে যাবেন। স্প্যানিশের ব্যাপারে কতদূর?

(৫) সপ্তাহে দুদিন আপনি ব্যায়াম শিখতে পারেন। যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে চেষ্টা করুন। যদি তেমন কিছু ভালো করতে না পারেন তো আপনি 'জিম' ([Jim)[?] চেষ্টা করে দেখুন। ওখানে আমি যেতুম।

(৬) আশা করি আপনি যতটা সম্ভব মিতব্যয়ী হবার চেষ্টা করবেন। আমি এই টাকাটা রিজার্ভ ফান্ড হিসেবে রাখতে চাইছি—ভবিষ্যতে বড় কোনো বিপদ ঘটলে ওটার ওপর নির্ভর করা যায়। পরেও কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে টাকাটা নষ্ট করবেন না। (অবশ্য

আপনি গরমকালের জন্যে নতুন জামা বা নতুন কোট তৈরি করতে পারেন।)

(৭) ছবির পত্রিকাগুলোর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করুন। জিগ্যেস করুন ওরা ভারতীয় ফটো ছাপলে টাকা পয়সা দেবে কি না।

(৮) যদি 'হিন্দু' শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিযুক্ত করে তাহলে দয়া করে *সিনেমা সংবাদ এবং নারী আন্দোলন* সম্পর্কে অতিরিক্ত লেখা পাঠান। লেখা যখন পাঠাবেন তখন অনুগ্রহ করে লিখুন যদি তাঁরা পছন্দ না করেন তবে নাও ছাপতে পারেন। তবে যদি ছাপেন তাহলে যেন [লেখার জন্যে] টাকা দেন।

(৯) ডঃ ফলটিস-এর [Faltis] মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার ভারখহ্‌রস্‌ব্যুরো (Verkehrsburo) সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং ওদের জিগ্যেস করুন ভারতে তার হয়ে প্রচার করাটা তারা পছন্দ করবে কি না। আমিও ডঃ ফলটিস-কে এ ব্যাপারে চিঠি লিখছি। এই চিঠির সঙ্গে ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়াকে লেখা [আপনার] পরিচয়পত্র পাঠাচ্ছি। তাতে এই অনুরোধ করছি আপনি যা পাঠাবেন তা যেন ছাপা হয়। অস্ট্রিয়ান অথবা হাঙ্গেরিয়ান ভারখহ্‌রস্‌ব্যুরো-র জন্যে কিছু ছাপাতে পারেন তাহলে ভিয়েনায় সেটা দেখিয়ে নিজের যোগ্যতা ও গুরুত্ব প্রমাণ করতে পারবেন। যদি প্রথমে ওরা টাকা দিতে রাজি নাও হয়, তাহলেও ওরা ভারতীয় প্রেসে আপনার লেখা দেখলে আপনার ব্যাপারে সহৃদয় হতে শুরু করবে। যখন আপনি কোনো লেখা ছাপাবার জন্যে পাঠাবেন, তখন ইউনাইটেড প্রেসকে অনুরোধ করুন যাতে আপনার লেখা যেখানে যেখানে বেরোচ্ছে সব কাগজেরই কাটিং যেন পাঠায়।

মিঃ নাম্বিয়ার যেমন প্রস্তাব করেছেন সেই অনুযায়ী আপনি ভিয়েনা মেলার, বুডাপেস্ট মেলার ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ পাঠাতে ভুল করবেন না। ('হিন্দু' যেমন শঙ্কর সম্পর্কে এবং পিছামুথুর [Pichamuthu] বক্তৃতা সানন্দে গ্রহণ করবে।) ভিয়েনা মেলার বিবরণ ইউনাইটেড প্রেসে পাঠাবেন। ওরা সব কাগজে পাঠিয়ে দেবে। যদিও ওরা টাকাপয়সা দেবে না। তবে 'হিন্দু' আপনাকে টাকা দেবে। কিন্তু বলকান-সংবাদ ছাড়া ওদের আগ্রহ নারী-আন্দোলনে, সিনেমা ও শিল্প-বিষয়ক সংবাদে। সোজা কথায়, 'হিন্দু'-কে টাকার জন্যে লিখবেন, আর ইউনাইটেড প্রেসকে লিখবেন যাতে ভিয়েনার মানুষ জানতে পারে, ভারতীয় সব কাগজের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। প্রথম ধাপ হিসেবে আমার পরিচয়পত্রের সঙ্গে ইউনাইটেড প্রেসে 'Der Letze Fort' সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান। ওই প্রতিবেদনে দেখান যে প্লটটা (গল্পটা) বাঙালি আর বোসান্‌টোর সঙ্গে মিল আছে, শুধু পটভূমিটা আলাদা।

যদি ইউনাইটেড প্রেস থেকে নিয়োগপত্র পান তাহলে কাউকে বলবেন না যে ইউনাইটেড প্রেস আপনাকে টাকা দেয় না। কারণ যে সাংবাদিকরা টাকা পান না তাদের ইয়োরোপে খুব একটা পাত্তা দেয় না।

(১০) আমার নির্দেশ যেখানে হুবহু মানছেন না সেখানে আপনি কোথায় গণ্ডগোল করে ফেলছেন সেটা আপনার বোঝা দরকার। শেষ উদাহরণটা হলো আমার ভারতবর্ষ যাত্রার ব্যাপারটা যে স্থগিত হয়েছে সেটা ডঃ সেন-কে বলে ফেলা। আপনার পক্ষে যেটা অসুবিধে সেটা হলো আপনি কাজ করার আগে চিন্তা করেন না। এবার থেকে কোনো কিছু করার আগে চিন্তা করাটা অভ্যেস করুন। *কিছু করার আগে তিনবার চিন্তা করুন।* যদি করেন, তাহলে খুব ভুল করবেন না।

(১১) নেপল্‌স থেকে আপনাকে একটা ছোট চিঠি লিখেছি। আশা করি পেয়েছেন।

(১২) ইউনাইটেড প্রেসে যখন লিখবেন তখন সম্পাদক-কে সম্বোধন করে নিয়মমতো লিখবেন। মিঃ বি. সেনগুপ্তের নামে লিখবেন না।

(১৩) যখন 'হিন্দু' এবং ইউনাইটেড প্রেসে লিখবেন তখন খেয়াল রাখবেন যেন একই প্রতিবেদন না যায়। তাহলে সমস্তটাই নষ্ট হয়ে যাবে। গণ্ডগোল এড়াবার জন্যে ভারতবর্ষে যা পাঠাচ্ছেন তার টাইপ-করা কপিগুলো রেখে দিন।

(১৪) এই দীর্ঘ চিঠি শেষ করার আগে আর একটা কথা। আপনার নিজের জীবনের কথা ভেবে বলি, কখনোই স্বার্থসিদ্ধি হয় এমন কোনো জিনিস পাবার বা লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে প্রার্থনা করবেন না। মানুষের যাতে মঙ্গল হয় তার জন্যে, যা চিরকালের পক্ষে ভালো তার জন্যে, ঈশ্বরের চোখে যা ভালো তার জন্যে প্রার্থনা করবেন। 'নিষ্কাম'* (বাংলা অক্ষরে) হয়ে প্রার্থনা করবেন। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানাই।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত টাইমস-এর গ্রাহক হচ্ছি। তারপর বন্ধ হবে।

সু.চ.ব

কোঁত্‌ ভার্দ
['Conte Verde']
সুয়েজ খাল
৩১.৩.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

কাল আপনার বাড়ির ঠিকানায় দুটো চিঠি দিয়েছি। অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসকে লিখেছি আপনাকে ইংরিজি টাকায় ৫ পাউন্ড দিতে। অনুগ্রহ করে কমিশনটা আপনি দিন আর টাকাটা ওদের কাছে পুরোই নিয়ে নিন। আমি আপনাকে লিরা পাঠালুম না। কারণ, ভাবছি, জাহাজেই ওই টাকাটা খরচ করার ব্যবস্থা করবো।

আজকে আবার লিখছি এই কারণে যে, কিছু জানাবার মতো ঘটনা ঘটেছে। সকাল ৯-৩০-এ আমরা পোর্ট সৈয়দ ছেড়েছি এবং এখন সুয়েজ খাল দিয়ে যাচ্ছি। সন্ধেবেলা আমরা খালের শেষে (সুয়েজে) পৌঁছোবো।

পোর্ট সৈয়দে যখন সকালে পৌঁছেছি তখন জাহাজে পুলিশ অফিসাররা আমার সন্ধানে এলো। আমার পাসপোর্ট নিয়ে নিলে এবং একজন পুলিশকে আমাকে পাহারা দেবার নির্দেশ দেওয়া হলো। যতক্ষণ পোর্ট সৈয়দে জাহাজটা রইলো ততক্ষণ পাহারাদার তার কর্তব্য করলো। জাহাজ যখন ছাড়লো তখন পাহারাদার চলে গেল এবং আমার পাসপোর্টটা জাহাজের পার্সারের কাছে রেখে গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল, ব্রিটিশ [সরকার] চায় না যে আমি জাহাজ থেকে নেমে কারো সঙ্গে কথা বলি। (আগে আমি নাহাস পাশা-র সঙ্গে দেখা করেছি।) যদি মনে করেন তো এই ঘটনাটার প্রচার যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে করতে পারেন।

* কোনো লাভের কথা না ভেবে। স.

আপনি ডঃ সেন, মাদাম এফ. মিলার ও অন্যান্যদের জানাতে পারেন। এর থেকে বুঝে নিন, বম্বেতে কী ধরনের সরকারি সংবর্ধনা আমি পাব।

আন্তরিক অভিনন্দন
আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা। আশা করি সুয়েজে চিঠিটা ফেলতে পারবো।

সু. চ. ব.

পুনশ্চ : প্যালেস্টাইনের সাংবাদিক আপনাকে আরেকটি খাল কাটার কথা জানিয়েছে। সেটা বোধহয় আকাবা থেকে হাইফা পর্যন্ত। আকাবা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে (সুয়েজের মতো) আর হাইফা হলো প্যালেস্টাইনে ভূমধ্যসাগরের ধারে।

এ ব্যাপারে আপনি যদি কোনো নির্ভরযোগ্য খবর পেয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে 'হিন্দু'-তে খবর হিসেবে পাঠিয়ে দিন। *খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে সংবাদদাতা হিসেবে আপনার পক্ষে সেটা খুবই প্রশংসার যোগ্য হবে।*

সু. চ. ব.

আর্থার রোড প্রিজন্
বম্বে, ভারতবর্ষ
৮.৪.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি এবং বাক্সগুলো খুলে দেখছি, আমার চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো আনতে ভুলে গেছি। মাদাম ভেক্‌সি (Mme.Vecsei)-র বাড়িতে যে বাক্সটা রেখে এসেছি সেটাতেই নিশ্চয় আছে। আপনি কি দয়া করে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আমার চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো সাধারণ রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠাতে পারবেন? এমন হতে পারে আমি যে ভুল করে ফেলে এসেছি সেটা দেখে আমার বাড়ির ঠিকানায় ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মাদাম ভেটার এবং মাদাম এফ. মিলার-কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। ওঁদের আমি আলাদা করে লিখছি না। চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো C/o সুপারিন্টেডেন্ট, আর্থার রোড প্রিজন্, বম্বে এই ঠিকানায় পাঠাবেন। কাগজপত্রগুলো যেহেতু বড় একটা গোছা কাজেই সেগুলো এয়ারমেলে পাঠাবার দরকার নেই। অসুবিধায় ফেললুম বলে আশা করি ক্ষমা করবেন। আন্তরিক প্রীতি নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

মিস্টার জেলার, আপনি যদি এই কাগজপত্রগুলো সেন্‌সর হয়ে পাশ করে দেবার পর এয়ারমেলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে বাধিত হব।

সু. চ. বসু

যারবেদা সেন্ট্রাল প্রিজন্
পুনা (বম্বে প্রেসিডেন্সি)
১১.৫.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত ৮ এপ্রিল আর্থার রোড প্রিজন্, বম্বে থেকে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা পেয়েছেন কি না বুঝতে পারছি না। সে চিঠিতে চিকিৎসার যে-সব কাগজপত্র আমি ভুল করে ফেলে এসেছি তা দয়া করে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন বলে অনুরোধ করেছিলাম। বম্বে পৌঁছোবার ঠিক আগেই ধরা পড়লো আমি ভুল করে ফেলে এসেছি। কাজেই প্রথম সুযোগ পেয়েই বম্বেতে আপনাকে লিখি এবং এয়ারমেলে চিঠিটা পাঠাই। মিসেস ভেক্সির কাছে যে বাক্সটা রেখে এসেছি তার মধ্যেই নিশ্চয় আমার চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো থেকে গেছে। আপনি যদি আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো কৃতজ্ঞ থাকবো। শেষ যে চিঠি আপনাকে লিখেছিলুম তারপর আমাকে পুনায় বদলি করে দিয়েছে। কাজেই আপনি C/o সুপারিন্টেডেন্ট, যারবেদা সেন্ট্রাল প্রিজন্, পুনা— এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। যদি ইতিমধ্যেই আর্থার রোড প্রিজন্, বম্বে-র ঠিকানায় চিকিৎসার কাগজপত্র পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমার কাছে এখানেই ওগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যথাসময়ে ওগুলো পেয়ে যাবো।

সম্ভবত আপনি এখন ভিয়েনার বাইরে গ্রামাঞ্চলে রয়েছেন। যদি তাই হয় তবে এখনই চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো পাঠাবার জন্যে ভাববেন না। শহরে ফিরলে পরে পাঠাতে পারেন। ইতিমধ্যে যদি আমার খুব দরকার হয় আমি ভিয়েনাতে অন্য কাউকে লিখবো। তবে মনে হয়, ভিয়েনাতে আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারবো।

এখন যেহেতু শীতের বিশ্রী দিনগুলো কেটে গেছে, আশা করি আপনি ইয়োরোপের বসন্ত ও গ্রীষ্ম উপভোগ করতে পারছেন। আমরা এখানে জুন মাসের সবচেয়ে খারাপ সময়টা কাটাচ্ছি। আমি বম্বে থেকে ১৩ এপ্রিল এসেছি। তারপর থেকে গরমটা ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এখানে কীরকম গরম তা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। যখন ইয়োরোপ ছেড়ে আসি তখন বাডগাসটাইনের চারদিকের জমাট বরফের কথা প্রায়ই ভাবি।

আমার চিঠি থেকে বুঝতেই পারছেন, আমি জেলে রয়েছি। আমি বম্বেতে ৮ এপ্রিল নামার পর থেকেই বন্দি হয়েছি। ফলে এখান থেকে খুব কমই আপনাকে লিখে জানাতে পারি। আমি এখনও লোকজনের (আত্মীয়স্বজনের) সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। কেবল আমার পরের ছোট ভাই আর তার স্ত্রী দু সপ্তাহ আগে দেখা করতে এসেছিল। বোধহয় শুনে আপনি কৌতূহলী হবেন যে যেখানে মহাত্মা গান্ধীকে কিছু দিন আগে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেই একই জেলে একই ইয়ার্ডে আমাকে রাখা হয়েছে।

আপনাকে বিরক্ত করছি (চিকিৎসার কাগজপত্র পাঠাবার ব্যাপারে) বলে দুঃখিত। তবে বিরক্ত করতে সাহস পাচ্ছি এই জন্যে যে আপনি কিছু মনে করবেন না। ভিয়েনা থেকে আমার চিঠিপত্র যথারীতি পাঠানো হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। ইতিমধ্যেই কিছু চিঠি এবং পত্রপত্রিকা ভিয়েনা থেকে রিডাইরেকটেড হয়ে ভারতে এসেছে।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি নেবেন। আপনার বোনকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সবাই কেমন আছেন জানান।

আমি এখনই ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া-তে পড়লুম পনেরো বছর বয়সের ইন্‌স্‌ব্রাক [Innsbruck]-এর একটি বালিকা অসাধারণ ছবি আঁকছে। তাকে অসাধারণ প্রতিভার শিল্পী

মনে করা হচ্ছে এবং ভিয়েনার শিল্পী মহলে সে সাড়া জাগিয়েছে। তার নাম রোসুরিঠা বিটারলিখ [Rosuritha Bitterlich]। আপনি কি ওর সম্পর্কে পড়েছেন ?

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

শ্রীমতী ই. শেঙ্কল্
ভিয়েনা,
সেন্সর করে পাশ করা হয়েছে

C/o দি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং (বাংলাদেশ)
২২.৫.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

চিকিৎসার যে কাগজপত্রগুলো ভুল করে ভিয়েনায় ফেলে এসেছিলুম সেগুলো পাঠাবার জন্যে যে অসুবিধা ভোগ করতে হলো সেজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ওগুলো পেয়েছি। সঙ্গে আপনার চিঠিও পেয়েছি। তখনও পর্যন্ত আমি পুনাতে ছিলুম। তখনই আপনাকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাতুম কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে এখানে বদলি করে আনার নির্দেশ পেলাম। জায়গাটা দার্জিলিং-এর কাছে। অবশ্যই জানি আপনি জায়গাটার নাম কখনো শোনেনি। যাই হোক, ম্যাপে দার্জিলিং খুঁজে পাবেন সম্ভবত। জায়গাটা বাংলাদেশের একেবারে উত্তরে।

চিকিৎসার কাগজপত্রগুলো পেতে দেরি হচ্ছিল বলে ভাবছিলুম গ্রীষ্মকালে আপনি গ্রামাঞ্চলে গেছেন। তাই পুনা থেকে আবার লিখেছিলুম যে শহরে না ফেরা পর্যন্ত ওগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। ওই চিঠি ছেড়ে দেবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার চিঠি ও কাগজপত্র পেয়েছি।

আমি এখন আর জেলে নেই। আমি এখন একটি 'বাংলো' (ছোট বাড়ি)-তে 'অন্তরীণ' (শব্দটার মানে আপনি জানেন বলে মনে হয় না) হয়ে আছি। বাংলোটি আমার এক ভাইয়ের। কার্শিয়াং-এর কাছে দার্জিলিং যাবার পথে পড়ে। দার্জিলিং প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচু— অর্থাৎ প্রায় ২৩০০ মিটার উঁচু। আর এই জায়গাটা ৫০০ ফুট উঁচু— অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ মিটার উঁচু। যদিও আমি এখন ঠিক মুক্ত মানুষ নই তবু পুনার বন্দিজীবন থেকে এই পরিবর্তন অনেক ভালো। পুনার এপ্রিল-মে মাসের গরমটা বড়ই কষ্টকর। সে তুলনায় চমৎকার ঠাণ্ডা এখানে আর বাড়ি থেকে সমতলের দৃশ্যটিও চমৎকার।

ভিয়েনা ও প্রাগের বন্ধুদের আমার কথা মনে করিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝেই যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান তাহলে আপনার খবর পেলে অবশ্যই খুশি হবো। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, আপনাকে আন্তরিক প্রীতি, আর আপনার ছোট বোনের জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার একান্ত অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

গিড্ডাপাহাড়
কার্শিয়াং
জেলা দার্জিলিং
২২.৫.৩৬

সেন্‌সর করে পাশ করা হয়েছে

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং (বাংলাদেশ)
১১ জুন, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেক্‌ল,

আপনার ২৬ মে লেখা দীর্ঘ চিঠির জন্যে কৃতজ্ঞ। চিঠিটা পেয়েছি এ মাসের ৯ তারিখে। চিঠিটা আমার বীভৎস জীবনে একটা ছেদ এনেছে, এবং কিছুক্ষণের জন্যে আমার ভাবনাচিন্তা ভিয়েনায় নিয়ে গেছে। সম্প্রতি আমাদের কাগজে অস্ট্রিয়ার প্রচুর খবর বেরিয়েছে— বিশেষ করে আপনাদের চ্যান্সেলার (কেন্‌জ্‌লার?) এবং প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলারের মধ্যে যে লড়াই চলছে সে সম্পর্কে। অবশ্য এ সব খবরই অস্ট্রিয়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আর আমার মনে হয়, আপনি রাজনীতিতে তেমন আগ্রহী নন। যদি আগ্রহী হনও তাহলেও রাজনীতির ব্যাপারে কিছু তো আমি আপনাকে লিখতে পারি না।

রুডল্‌ফিনার হউস [Rudolfiner House]-এর নার্সরা যে আমাকে মনে রেখেছেন সে তাঁদের মহানুভবতা। যদি ওঁদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, দয়া করে ওঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। সিস্টার এলভিরা-র অসুখ শুনে দুঃখিই হলাম। যখন ওখানে ছিলুম তখন প্রায়ই আমার মনে হতো উনি অতি-পরিশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত। ওঁকে দেখে খুব ভালো মনে হতো না। প্রায়ই ভাবতুম উনি যখন সচ্ছল অভিজাত পরিবার থেকেই এসেছেন তখন নার্সিং-এর কাজ নিলেন কেন। বোধহয় নার্সিং ওঁর কাছে নেশা কিংবা মানুষের সেবায় উনি আনন্দ পান। যাই হোক, ওঁর সেবার জন্যে চিরকাল ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

নির্দয় নার্স সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। যে ওয়ার্ডে আমি ছিলাম সেখানে মোটাসোটা সিস্টার-ইন-চার্জ যিনি ছিলেন সে তো উনিই না?

আমার এখন দুঃখ হয় ভেবে যে, প্রতিভাময়ী মেয়েটি, রোসুরিঠা বিটারলিখ-এর আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখতে পেলুম না। সিস্টার এলভিরা যে প্রদর্শনীর খুব প্রশংসা করেছিলেন এটা কি সেই একই প্রদর্শনী? আপনি নিজে কি প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন?

এটা কিছু আশ্চর্যের নয় যে বুডাপেস্ট আপনার ভালো লেগেছে। এমন লোক বোধ হয় নেই যে ওই শহরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়নি। সত্যিই শহরটা 'ডানিয়ুবের রানি'। গ্রেট ব্রিটেন থেকে যে ভ্রমণকারীরা আসে বুডাপেস্ট তাদের কাছে খুবই প্রিয়। ভিয়েনা আরামপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু বুডাপেস্ট এমনকি প্রাগ-এর সঙ্গে তুলনা করলেও মনে হবে শহরটাকে তার অতীত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু বুডাপেস্ট, এমনকি প্রাগও এখনও সমৃদ্ধিশালী ও আনন্দোচ্ছল মনে হয়।

নিজের সম্পর্কে লেখার বিশেষ কিছু নেই। আমি জার্মান শেখায় তেমন এগোতে পারিনি বলে দুঃখিত। কখনো কখনো দু-চার পাতা ওলটাই। কিন্তু প্রত্যেক দিন বসতে আমার কুঁড়েমি আসে। দেখুন, এখনও জার্মান ব্যাকরণটা আয়ত্ত করতে পারিনি। এবং পড়ার পক্ষে ওইটেই সবচেয়ে বিরক্তিকর। একটা গুরুগম্ভীর বই নিজে নিজে আয়ত্ত করার মতো [ভাষাটা] যথেষ্ট শিখিনি। আপনি জার্মান সাহিত্যের বই পাঠাতে চেয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন এই অবস্থায় ওগুলো আমার খুব একটা কাজে লাগবে না। যখন একলা থাকি তখন জার্মান ব্যাকরণের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় কিছু পড়তে ভালো লাগে।

ফরাসি শেখায় আপনি এগিয়েছেন জেনে ভালো লাগছে। কাজেই খুবই তাড়াতাড়ি আপনি নিজের ভাষাটা ছাড়া আরো দুটো ভাষা শিখে যাবেন। স্প্যানিস কতদূর এগোলো?

আশা করি শহরের বাইরে যাবার আগেই এই চিঠি পেয়ে যাবেন। যাই হোক, এই চিঠিটা এয়ারমেলেই পাঠাচ্ছি। অনেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাইরে গেলে চিঠিপত্র তাদের কাছে পাঠানো হোক, এটা চায় না। আপনিও কি এই নিয়ম মেনে চলেন?

এই জায়গাটা ১৫০০ মিটার উঁচুতে এবং হিমালয় পর্বতমালার ওপরে দার্জিলিং যাবার পথে পড়ে, আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা এবং চমৎকার। নীচের সমতলের তুলনায় একেবারেই আলাদা। বছরের এই সময়টায় এত কম তাপমাত্রা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। পুনাতে ৪৩° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উঠে গিয়েছিল ঘরের মধ্যেই ছায়াতেই।

একদিক থেকে এখানকার আবহাওয়াটা ইয়োরোপের মতো— কেবল বছরের কয়েকটা মাস এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ছাড়া এখানে সব সময়ে কুয়াশা। প্রতি মিনিটেই এখানে আবহাওয়ার বদল হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে রোদ্দুর ওঠে। আর তখনই রোদ্দুরটাকে ভালো করে উপভোগ করা যায়— ইয়োরোপের মতো। সমতলভূমিতে সারা দিন আগুনের মতো গরম— একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া। ফলে আমরা সূর্যের তেমন ভক্ত নই, বরং একটু বেশি ঠাণ্ডাই ভালো লাগে।

এখানে আমার বড় দাদার একটা ছোট বাড়ি আছে— যে বাড়িতে আমি অন্তরীণ (মনে হয়, শব্দটার কী মানে আপনি জানেন না।) হয়ে আছি। যদিও এখানে নানা বিধিনিষেধ, তবু আসল জেলখানার চেয়ে অনেক ভালো। সবচেয়ে যেটা খারাপ সেটা হলো, সব সময় একলা থাকতে হয়, তবু এ অবস্থায় সকলেরই অভ্যাস হয়ে যায়। সম্প্রতি আমার দাদাকে আমার সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে সরকারি অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমার পক্ষে সেই পরিবর্তনটা খুবই ভালো লেগেছিল। আমাকে এখনও বাইরে বেড়াতে যেতে দেওয়া হয় না। তবে ব্যাপারটা সরকার বিবেচনা করছেন।

আপনি যে মিসেস হারগ্রোভ-এর সঙ্গে দেখা করেছেন সেটা জেনে আমার আগ্রহ হচ্ছে। হ্যাঁ, খুবই রুচিসম্পন্না মহিলা উনি এবং মানুষ ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উনি খুবই সচেতন। আবার বেশ একটু আধ্যাত্মিক প্রবণতাও আছে। ওঁর অ্যামেরিকান বন্ধু মিস্ গ্রিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কি ? উনিও আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন।

তাহলে আপনি এখনও স্ট্যাম্প সংগ্রহ করছেন ! আমি ইয়োরোপ অন্তত মধ্য-ইয়োরোপে এমন আগ্রহ কখনো দেখিনি। হোটেল-মালবাহী, বাড়ির কাজের লোক, পোস্ট অফিসের ক্লার্ক, হাসপাতালের নার্স, রেলের অফিসার, অভিজাত মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, বৃদ্ধা—কেউই এই উত্তেজক আগ্রহ থেকে মুক্ত নয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ অপরিচিতরা আমার কাছে এসে ভারতীয় স্ট্যাম্প চেয়েছেন। সামান্য সেই স্ট্যাম্প দিয়ে কাউকে যে এমন খুশি করা যায় তা ভাবতে বেশ মজা লাগে। পার্কারসডরফ্-এ • স্যানাটোরিয়াম এক ভিয়েনিজ বৃদ্ধা রোগী ছিলেন। প্রথম দিন আলাপেই তিনি কিছু স্ট্যাম্প চেয়ে ফেলেন। আমি যখন কিছু স্ট্যাম্প দিলাম দেখলাম তখন ওঁর খুশির শেষ নেই। পরে অন্যদের খুশি করার জন্যে আমিই স্ট্যাম্প-সংগ্রাহক হয়ে গেলুম। আমাদের দেশে এই আগ্রহ এখনও ছড়ায়নি— কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ধীরে ধীরে এ আগ্রহ আসবে। ভারতবর্ষের অল্পবয়সীদের মধ্যে স্বাক্ষর-সংগ্রহ ইতিমধ্যেই নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রীষ্ম আসাতে আপনি ভালো বোধ করছেন জেনে খুশি হয়েছি। আমাদের দেশে ঠিক উলটো। আমরা শীতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকি। গ্রীষ্ম চলে গেলে খুশি হই। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনার বোনটিকে অনেক অভিনন্দন।

প্রত্যেক বারই দীর্ঘ চিঠি লিখবেন এটা আশা করতে পারি না। কারণ এখন আমার হাতে যে রকম সময় আপনার হাতে সে রকম সময় থাকে না। তবু যখন অন্য ভালো কিছু করবার নেই তখন দু-চার লাইন আমাকে লিখতে পারেন। আশা করি এই দীর্ঘ তুচ্ছ কথায় ভরা চিঠি পড়বার সময় পাবেন। সব বন্ধুদের আন্তরিক স্মরণ করে এবং আপনাকে আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : প্রায় এক সপ্তাহ হলো টাইমস পাচ্ছি না। ৩ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বোধহয় ভিয়েনায় আমার পুরোনো ঠিকানা থেকে এখানে পাঠানো হয়নি। পরেকার কপিগুলো ঠিক ঠিক পেয়েছি। যদি আপনি কোনো ফরাসি জার্নাল পড়তে চান তাহলে ভেন্‌দ্রেদি [Vendredi] পড়ে দেখুন। ইংল্যান্ডে স্পেক্‌টেটর, নিউ স্টেটসম্যান-এর যে মর্যাদা, এই পত্রিকারও তাই।

সু.চ.ব.

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং, বাংলাদেশ
ভারতবর্ষ
২২.৬.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ৯ জুনের এয়ারমেলের চিঠি গতকাল পেয়েছি। আপনি আবার আমাকে লিখতে বলেছেন। আমি খুশি হয়েই লিখতে পারি। কারণ এখনকার অবস্থায় আমার পক্ষে এটা কোনো ঝামেলাই নয়। সত্যি কথা বলতে কি, চিঠি লেখাটা (আমাকে যতটুকু অনুমতি দেওয়া হয় তার সীমার মধ্যে) অনেক সময় আমার সময় কাটাতে সাহায্য করে। বিশেষত সময় যখন আমার কাটতে চায় না। একঘেয়ে কোনো বই পড়ার চেয়ে চিঠি লেখা অবশ্যই অনেক বেশি ভালো লাগে। তবে আমার চিঠিগুলোর উত্তর দেবার জন্যে আপনার ভাবনার কিছু নেই। যখন আপনার সময় এবং ইচ্ছে থাকবে তখনই লিখবেন। (আমার হয়তো লেখা মাঝে মাঝে একটু খারাপই হচ্ছে বলে আপনি আমার লেখা পড়তে পারছেন কি না কে জানে।)

আমার কাছে কোনো ভালো স্ট্যাম্প আছে কি না জানতে চেয়েছেন। যেহেতু আমার চিঠি লেখা আগের চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, বিদেশী চিঠিপত্র তো প্রকৃতপক্ষে বন্ধই হয়ে গেছে। আমি এখন ভাল স্ট্যাম্প পাই না বললেই হয়। যাই হোক, আপনার স্ট্যাম্পে আগ্রহ আছে মনে রাখবো। ছবির কথা যদি বলেন তা হলে বলি, যদিও চার পাশের জায়গাটা খুব সুন্দর তবু এখনও পর্যন্ত আমি কোনো ছবি তুলিনি। কিছু ছবি তুলবো ভাবছি। যদি ভালো হয় তাহলে সানন্দে কিছু ছবি পাঠাবো। তবে সন্দেহ হচ্ছে, ভালো ছবি তুলতে সফল হবো কি না। একে তো আমি ভালো ফটোগ্রাফার নই, তার ওপর এখানকার আবহাওয়াটা ছবি তোলার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। বেশির ভাগ সময়েই ধোঁয়াটে আর কুয়াশাচ্ছন্ন, প্রায়ই বৃষ্টি হয়। মাঝে-মধ্যে কয়েক ঝলক রোদ্দুর পাওয়া যায়। আবহাওয়াটা পরিষ্কার না হলে পাহাড়ি দৃশ্যের ছবি তোলা সম্ভব নয়। আপনি এটা ভালোই জানেন, কারণ আপনার নিজের ছবি তোলার অভ্যাস আছে বলে।

যদি ভিয়েনায় এখনও বিক্রি হয়ে থাকে তাহলে ওই শিল্পী-মেয়েটির কিছু ছবি (ফটো-তোলা) পেলে অবশ্যই খুশি হবো। কিন্তু যদি ছবিগুলোর দাম বেশি হয় তো এ ব্যাপারে খরচা না করতেই অনুরোধ করবো।

আপনার চিঠিতে জানতে পারলুম, আমাদের দেশের কোনো মানুষ ব্রাতিস্লাভায় অভদ্র আচরণ করেছে। কাগজের খবরে যা পড়েছেন তাতে নাম পেয়েছেন কি ?

আপনার শেষ এয়ারমেলের চিঠিটা এয়ারমেলেই উত্তর দিয়েছি। সে তো প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেছে। আশা করি সে চিঠিটা যথাসময়ে পেয়ে যাবেন।

চিঠিতে আপনি জানিয়েছেন ইদানীং আপনি পড়াচ্ছেন। আগে যে শহর ছেড়ে বাইরে স্টিরিয়াতে যাবেন ঠিক করেছিলেন তার বদলে পড়াবার জন্যে শহরে থাকতে বাধ্য হবেন কি না জানি না। যদি শহরে থাকতে থাকতে এ চিঠি পান তাহলে একটা উপকার করবেন ? আমি শেষ যেখানে ভিয়েনার ঠিকানা— ২০ আলসের স্ট্রাস-এ ছিলাম সেখানে কিছু বই ফেলে এসেছি। আপনি কি মিসেস ভেক্‌সি-কে জিগ্যেস করবেন বইগুলোর মধ্যে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া (বা বিশ্বেশ্বরায়া)-র লেখা 'প্ল্যানড্ ইকনমি' বইটা আছে কি না ? যদি এই বই ওই বইগুলোর মধ্যে পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি যেন দয়া করে বুকপোস্ট পাঠিয়ে দেন। এখনই বইটা আমার দরকার। খুব সম্ভবত আমি ইয়োরোপে এক কপি কিনেছিলাম। তাহলে আমাকে আবার কিনতে হয় না। যদি ওখানে থাকে তো বইটা তাড়াহুড়ো করে পাঠাবার দরকার নেই। যদি ভিয়েনার বাইরে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে মাথা ঘামাবেন না। পরে আমি মিসেস ভেক্‌সি-কে লিখতে পারি— যদি অবশ্য লেখার দরকার পড়ে।

এখানে আমাদের কাগজে দেখছি সম্ভবত প্রিন্‌স অটো [Prince Otto] ভিয়েনাতে ফিরছেন। তাহলে আপনারা আবার একজন সম্রাট পাচ্ছেন এবং ভিয়েনার খালি প্রাসাদগুলো জীবনের স্পন্দনে ভরে উঠবে।

হ্যাঁ একটা কথা। ইংরিজিতে 'Kaffee' শব্দটা Cafe এই বানানে লেখা হয়। আর যেটা আমরা পান করি তাকে ইংরিজিতে লেখে Coffee। আশা করি এইভাবে সংশোধন করলে আপনি কিছু মনে করবেন না।

যদি আপনি Mandalay বা Das Letzte Fort (শেষ দুর্গ) ফিল্‌ম দেখে থাকেন— তাহলে দয়া করে জানান কেমন লেগেছিল। সম্ভবত কলাকৌশলটা খুব ভালোই হবে।

সরকার আমার দুটি ভাইপোকে পনেরো দিনের জন্যে এখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। ওরা এখন এখানে আছে। ফলে আমি খানিকটা সঙ্গ পেয়েছি। এ মাসের শেষে ওরা সমতলে নেমে যাবে। আমার নিজের এই যা খবর তা আপনাকে জানিয়ে দিলুম।

আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। ভিয়েনা ও প্রাগের বন্ধু-বান্ধবদের কারো সঙ্গে দেখা হলে অনুগ্রহ করে আমার কথা বলবেন। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনাকেও। বোনকে অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং, বাংলা দেশ
১৫ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেক্ল্,

২৭ জুনের আন্তরিক চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ১১ জুন চিঠিটা হাতে পেয়েছি। সঙ্গে রোসুরিঠা বিটারলিখ্-এর ছবিগুলোও পেয়েছি। ভিয়েনার অধ্যাপক সাইজে [Cizek]-এর আর্ট স্কুলের শিশুদের ছবিগুলোর কথা মনে পড়লো। জানি না আপনি ওই স্কুলটায় গেছেন কি না। যদি না গিয়ে থাকেন তো অবশ্যই দেখবার মতো। মিসেস হারগ্রোভ এবং মিসেস ভেটার দুজনেই অধ্যাপক সাইজেক-এর উৎসাহী ভক্ত। ওঁরাই আমাকে নিয়ে গিয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এই বিনয়ী ও সাদাসিধে বৃদ্ধ মানুষটি এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। মিসেস হারগ্রোভ সম্প্রতি ইংরিজিতে লেখা সাইজেক-এর Child Art বইটা পাঠিয়েছেন। বইটা সম্প্রতি বেরিয়েছে।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, আপনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটু বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। এটা কি মিসেস হারগ্রোভের সংস্পর্শে? ভারতবর্ষে কোনো তরুণ আধ্যাত্মিক-প্রবণ হয়ে পড়লে লোকে ভয় পেয়ে যায়। পাছে সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

যাই হোক, এখন আপনি গরম আবহাওয়া পাচ্ছেন। আশা করি গ্রামাঞ্চলে এখন ভালোই সময় কাটবে এবং শরীরটা সারিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ফুসফুসের কষ্ট হচ্ছে জেনে দুঃখিত হলাম। আশা করি এই অবস্থায় আপনি কষ্টটাকে অবহেলা করবেন না। এখন চিকিৎসা করলে সহজেই সেরে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ বেশি দিনের প্লুরিসি এবং যে সর্দি-কাশি অবহেলা করা হয় তার থেকেই হয়। এইভাবে সাবধান করার জন্যে ক্ষমা করবেন। কিন্তু যা বলছি যে কোনো ডাক্তারই তা সমর্থন করবেন। আমি নিজেই ওই রোগে ভুগছি এবং ব্যাপারটার সম্পর্কে কিছুটা জানি। ফুসফুসের অসুখের চিকিৎসার যতগুলো ভালো জায়গা আছে তার মধ্যে ভিয়েনা একটি। এবং এটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে যদি আপনি অবহেলা করে ভিয়েনাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফুসফুসের রোগের একজন খুব বিখ্যাত চিকিৎসককে আপনি ওখানে পাবেন— অধ্যাপক নিউমান (Neumann)। ওঁর চিকিৎসার অধীনে আমি বেশ কয়েক মাস ছিলাম।

না, মিসেস ভেটারের কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। যদিও এপ্রিলে পুনা থেকে ওঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু উত্তর পাইনি বলে আবার দিন দশেক আগে লিখেছি। ভাবছিলাম, কেন উত্তর দিলেন না। এখন আপনার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারছি, প্রায় আট সপ্তাহ আগে উনি চিঠি দিয়েছেন— কিন্তু সে চিঠি পাইনি। আপনার চিঠি থেকে জানতে পারছি, মিসেস মিলার এখন ভিয়েনায় রয়েছেন। ভেবেছিলাম উনি আগেকার ইচ্ছেমতো লন্ডনে চলে গেছেন। ওঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন কি?

ভারতবর্ষে ভিয়েনা খুব জনপ্রিয় হয়েছে— বিশেষত চিকিৎসার দিক থেকে। মনে হয়, ভিয়েনার মানুষের উচিত আমাদের পত্রপত্রিকায় ভিয়েনা এবং অস্ট্রিয়া সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা— সঙ্গে থাকবে ভিয়েনার প্রাসাদ এবং আর্ট মিউজিয়মগুলোর ছবি। বাডগাসটাইনের মতো জায়গা— যে জায়গার আমি ভক্ত হয়ে পড়েছি ভারতীয় ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করবে যদি এখানকার লোকে জায়গাটার সম্পর্কে আরো জানতে পারে। আমার ইচ্ছে ছিল বাডগাসটাইন এবং ওখানকার গরম জলের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের কাগজে লেখা। কারণ ও জায়গায় দু'বার গিয়ে আমার উপকার হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের মতো অস্ট্রিয়াও যেহেতু ভ্রমণকারীদের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, সেই জন্যেই ভারতবর্ষকে অবহেলা করা উচিত হবে না।

এখানকার দৃশ্যের কোনো ভালো ছবি তুলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিছুদিন থেকে এখানে সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে। আর বৃষ্টি না থাকলেই কুয়াশা। যে-কটা ছবি তুলেছি সেগুলো ভালো আসেনি। এখান থেকে কাছেই একটা ঝরনা আছে তার নাম 'পাগলা ঝোরা' অর্থাৎ Mad Waterfall। ওটার ছবি তুলতে চাই। যদি কিছু ভালো ছবি ওঠে তো কিছু ছবি পাঠাবো। দার্জিলিং-এ যা দেখা যায় তার তুলনায় অবশ্য এখানকার দৃশ্য তেমন কিছু নয়। ওখান থেকে বরফে ঢাকা পুরো পর্বতমালাটা দেখা যায় যার মাঝখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গটা মাথা তুলে আকাশে ঠেকেছে। দৃশ্যটা তুলনাহীন ও পরম সৌন্দর্যময়। আর ওই বিশাল পাহাড় আর বরফের মাঝখানে নিজেকে বড়ই ছোট আর সাধারণ মনে হয়। জানি না, এখানে দার্জিলিং-এর ছবি পাওয়া যায় কি না। আমি অবশ্যই খোঁজ নেবো।

আবার আমি একা হয়ে গেছি। যে দুটি ভাইপো আমার সঙ্গে থাকার অনুমতি পেয়েছিল তারা চলে গেছে। একা থাকাটা যে খারাপ তা নয়, তবে মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত হয়ে পড়ি। আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে একটা গ্রামোফোন আছে। এখন দেখছি, আগের চেয়ে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত বেশি উপভোগ করতে পারি। কিছু ভালো রেকর্ডের নাম পাঠাতে

পারেন ? তাহলে কলকাতায় ওগুলোর জন্যে অর্ডার দেবো। এতদূর থেকে বেছে নেওয়া অসম্ভব যদি না রেকর্ডগুলো যে শুনেছে সে বেছে দেয়।

লন্ডন থেকে নিয়মিত কাগজপত্র এবং ম্যাগাজিন পাচ্ছি। তাতে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে সুবিধে হয়। তাছাড়াও ভারতীয় কাগজপত্র আমি পাই। কাজ না থাকলে কী যে করবো জানি না।

আপনার চিঠিতে কিছু বাক্য একেবারেই অস্ট্রিয়ান বলে সংশোধন করতে পারি। (১) আপনি লিখেছেন 'your letter *from* 11th'। এটা হবে 'of'। জার্মানে আপনারা von শব্দটা 'of' এবং 'from' দু অর্থেই ব্যবহার করেন। সেইজন্যেই ভুলটা হয়। (২) আবার আপনি লিখছেন 'She is looking forward with anxiety', আপনি বোধহয় 'anxiety'-র বদলে 'pleasure' বা 'eagerness' বোঝাতে চাইছেন। কারণ 'anxiety' শব্দটার ব্যবহার তখনই করা হয় যখন আপনি 'খারাপ' বা প্রতিকূল কিছুর আশঙ্কা করছেন। (৩) আপনি লিখেছেন '*an* neglected catarrh' ওটা হবে '*a* neglected catarrh (?)'। যদি পরের শব্দটা vowel দিয়ে শুরু হয়, তাহলে ওটা অবশ্যই হবে 'an'। যদি consonant দিয়ে শুরু হয় তাহলে অবশ্য শুরু হবে 'a' দিয়ে। এইটেই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। যেহেতু neglected শব্দটা consonant দিয়ে শুরু হচ্ছে সেজন্যে ওর আগে যে article বসবে তা 'a' হবে, 'an' হবে না। আর কিছু ভুল ধরবো না। কারণ এই রকম সংশোধন করার ব্যাপারটা আমার দিক থেকে অভদ্রতা হচ্ছে বলে আপনি ভাবতে পারেন। তাছাড়া আপনি মোটামুটি ভালো ইংরিজি লেখেন। আর আপনি যতটা ইংরিজি জানেন ততটা জার্মান জানলে আমি খুশি হতুম।

এই দীর্ঘ চিঠিতে আপনি অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। কাজেই এখানেই থামছি। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা। আপনাকেও। আপনার বোনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। কবে আপনি শহরে ফিরছেন ?

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
৩০ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্,

এ মাসের ১৩ তারিখে পোলউ [Pollau] থেকে লেখা আপনার দীর্ঘ ও আকর্ষণীয় চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। চিঠি পেয়েছি ২৪ তারিখে। আমার কাছে যে অস্ট্রিয়ার ম্যাপ রয়েছে তাতে পোলউ কোন্‌খানটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে আপনি যে বলেছেন— মোনিকারশেন [Monichkirchen]-এর ভেতর দিয়ে গেছেন সেটা বেশ ভালোই মনে আছে। ওখানে শীতের সময় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন ঘন বরফে ঢাকা ছিল এবং যারা স্কিইং করে তারা স্কি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মোনিকারশেন জায়গাটা সুন্দর এবং সেই হিসেবে বলতে পারি, পোলউ জায়গাটাও নিশ্চয় সুন্দর হবে। আপনি চমৎকার গ্রীষ্মের উষ্ণতা উপভোগ করছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। যে দেশে ভীষণ শীত সেখানে আপনার পক্ষে এটা খুব দরকার।

আপনি অস্ট্রিয়ান বিষয় নিয়ে যা লিখেছেন তা একটু দেরিতেই এসেছে। কারণ রয়টারকে ধন্যবাদ পরের দিনই আমরা পুরো খবরটা পেয়ে যাই। ওরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সঙ্গে-সঙ্গে

বেতারে ছড়িয়ে পড়ে— পৃথিবীর যে প্রান্তেই তা ঘটুক না কেন। কেবল কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোই অন্যদেশে পাঠানো হয় না।

অত্যন্ত ভিজে আবহাওয়া এখানে চলছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত এই রকম চলবে বা অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। মাঝে মাঝে একটু কষ্টই হয়, তবু যেন লোকে এইরকম [আবহাওয়ায়] অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাড়ির এক মাইলের চৌহদ্দির মধ্যে আমাকে বেড়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই বাড়ি থেকে এক মাইল পর্যন্ত হাঁটতে পারি। কিন্তু সেটা আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলেই সম্ভব। কিন্তু এই সময়ে সেটা সব সময়ে থাকে না। এখানকার লোকে বলে, যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটাই সবচেয়ে খারাপ সময়। তবে আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, সমতলের গরম থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। ওই গরমটা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

কিছু ছবি তোলার চেষ্টা করছি। আর যদি সেগুলো খুব খারাপ না হয় তো পরের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।

দেখছি, লন্ডন থেকে সোজাসুজি টাইমস চলে আসছে। টাইমস বুক ক্লাবকে যখন চাঁদা পাঠিয়ে আবার গ্রাহক হবার জন্যে লিখেছিলুম তখন আমার এই নতুন ঠিকানা পাঠিয়ে ছিলুম। নতুন ঠিকানাতেই ওরা পাঠাচ্ছে।

যদি কোনো ভারতীয় কাগজপত্রে (অবশ্যই ইংরিজিতে প্রকাশিত) আপনার আগ্রহ থাকে তবে আমাকে জানাবেন। আমি কাউকে বলে আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি। সাপ্তাহিক কাগজপত্রের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বম্বে থেকে প্রকাশিত 'টাইমস অব ইন্ডিয়া ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'। আর মাসিক কাগজের মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মডার্ন রিভিয়্যু' সবচেয়ে ভালো। এই দুটোই আমার ভালো লাগে এবং নিয়মিত তা পাই।

আপনার ইংরিজি ভাষা চর্চার উন্নতির জন্যে কি কোনো ইংরিজি কাগজ বা জার্নাল পড়েন ? না কি ভাবেন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জানা হয়ে গেছে, বরং ফরাসিটাই একটু চর্চা করা দরকার ?

জার্মান ভাষায় Uhr শব্দটার মানে 'ঘড়ি' (এবং সময়-ও) এবং শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। তাহলে আপনারা vor eine Uhr না লিখে vor ein Uhr (before one o'clock ১টার আগে) লিখছেন কেন ? আমার জার্মান ব্যাকরণে এই নিয়মটা দেখলুম। এটা কি ছাপার ভুল, না কি সত্যিই আপনারা জার্মানে লেখেন vor ein uhr?

রম্ লান্ডো খুবই দক্ষ ও আকর্ষক লেখক। সাধারণত উনি জীবনী লেখেন। আমি ওঁর [a book *of* his, not *from* him] পিলান্ড্‌সকি-র ওপর লেখা একটা বই পড়েছি। একটু অবাক্ হলাম দেখে, উনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এখন লিখছেন। পিলান্ড্‌স্‌কি-র জীবনী পড়ে আমার মনে হয়েছিল উনি একজন মরমী সাধক। ওই বইটা পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। কারণ আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই অনেক আছে।

ভাবছিলুম মিসেস ভেটারকে খানিকটা দার্জিলিং-এর চা পাঠাবো। কারণ উনি ভারতীয় চায়ের খুব ভক্ত। এবং আমার মনে হয় দার্জিলিং-এর চা-ই সবচেয়ে ভালো জাতের ভারতীয় চা। কিন্তু ভয় হচ্ছে, কাস্টম্‌স্ ডিউটি বোধহয় খুব বেশিই হবে— এবং তাহলে পার্সেলটার গ্রাহক একটু ঝামেলাতেই পড়বেন। আমি জানি অস্ট্রিয়ান কাস্টম্‌স্ এক সময় আমার কাছে নিয়েছিল... [দুষ্পাঠ্য] শুল্ক হিসাবে অস্ট্রিয়ান শিলিং প্রতি পাউন্ডে (½ কিলোগ্রামে)। যদি সম্ভব হয়, একটু খোঁজ নেবেন নমুনা পার্সেল হিসেবে ছোট পার্সেলে ডিউটি নেবে কিনা ½ কিলো বা ১ কিলো পার্সেলের জন্যে। হোটেলের বা কাফের মালিকরা বলতে অবশ্যই পারেন, কেননা ওঁরা সব সময়েই চা এবং কফি কিনছেন। এটাও খোঁজ নেবেন, অস্ট্রিয়াতে চায়ের ওপর সাধারণ ডিউটি কতো ? 'per sample post' এই কথাটা জার্মানে কীভাবে বলে— bei muster pst—না অন্য কিছু ? আপনাকে ঝামেলায় ফেলছি বলে দুঃখিত।

কারণ মিসেস ভেটারকেই খানিকটা চা পাঠাতে চাই, একথাটা ওঁকে লিখতে পারছি না।

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় নাট্যকার ও কবি কালিদাসের সংস্কৃতে লেখা একটা নাটক আছে— শকুন্তলা। প্রায় হাজার বছর আগে উনি বেঁচেছিলেন। জার্মান কবি গ্যয়টে এটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং এটির প্রশস্তি করে একটি কবিতা লেখেন। আমি তার থেকে (ইংরিজি অনুবাদ) কয়েক লাইন পাঠাচ্ছি এবং আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, যদি ভিয়েনায় ফিরে কবিতাটির মূল জার্মান এবং তার সম্পূর্ণ অনুবাদ আমায় পাঠান।

'যদি আপনি যৌবনের পুষ্পোচ্ছ্বাস ও পরিণত বয়সের ফল পেতে চান
এবং সব কিছু— যাতে আপনার মন মুগ্ধ, উল্লসিত এবং তৃপ্ত হয়,
যদি আপনি একই নামে স্বর্গ-মর্তের মেলবন্ধন চান
তাহলে, হে শকুন্তলা, আমি তোমারই নাম বলবোই এবং তাতেই সব কথা বলা হয়ে যাবে।'

যদি এ রচনা গ্যয়েটে-র না হয় তাহলে সোপেনহাওয়ের-এর মতো অন্য কোনো জার্মান লেখকের হবে— তবে এটা অবশ্যই গ্যয়টে-রই রচনা।

আমি মোটামুটি ভালোই আছি। শরীরের ভেতরে একটু কষ্ট আছে, এবং গলাতে ইনফেক্শন আছে বলে মনে হচ্ছে। গলার ইনফেক্শনের ব্যাপারে ডাক্তার আমার জন্যে একটা অটো-ভ্যাক্সিন তৈরি করছেন। আপনি জানেন ব্যাপারটা কী ? আমি এর জার্মান প্রতিশব্দটা জানি না। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনার বাবা মাকে এবং আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। বিশেষ করে আপনার জন্যে অভিনন্দন।

সেন্সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
৩.৮.৩৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১৫ জুলাই-এর চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। চিঠিটা পেয়েছি ২৯ জুলাই।

আমি খুশি হলাম জেনে যে আপনি প্রতিভাময়ী ছোট একটি রজউইথ [Roswith] রিটারলিখ্-এর ছবিগুলো পেয়েছেন। হ্যাঁ মিসেস হারগ্রোভের কাছেই অধ্যাপক সাইজেক-এর স্কুলের কথা আমি শুনেছি। উনি যে বইটা আপনাকে পাঠিয়েছেন সেটা আমাকে দেখিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ওই স্কুলটাতে আমি যাইনি, কিন্তু যখন ভিয়েনার ফিরবো এবং মিসেস হারগ্রোভও ফিরবেন তখন নিশ্চয় যাবো। যাবো এবং স্কুলটা দেখবো।

আপনি ভাবছেন মিসেস হারগ্রোভের সংস্পর্শে এসেই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছি। না। মোটেই না। এ ব্যাপারে আমার কৌতূহল ১২-১৩ বছর বয়স থেকে। তবে যা বুঝতে চেয়েছি তা বুঝিনি বা বিষয়টার ভেতরে গভীরভাবে প্রবেশও করিনি, তবে আগ্রহটা ছিল। যে মানুষটি এই ব্যাপারে আমার চেতনাকে জাগিয়েছিলেন তিনি আমার 'গুরু' (ভারতীয়রা যা বলে ব'লে আমার মনে হয়) হান্‌স স্টার্নেডার [Hans Sterneder]। তাঁকে জার্মান লেখকদের মধ্যে আমি সবচেয়ে পছন্দ করি। মনে হচ্ছে, আপনাকে ওঁর সম্পর্কে একবার বলেছিলাম। কিন্তু এ সব কথা বলার মানে এই নয় যে আমি সন্ন্যাসী হবার পথে চলেছি বা ওই রকম গভীরভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এমন মগ্ন হয়ে গেছি যাতে সম্পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করতে পারি। প্রথমত, আমি মনে করি সংসার ছেড়ে গেলে ভালো হয় না। কেননা, কর্মময় জীবনে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যদি সন্ন্যাসী বা ওই রকম ধরনের কিছু হয় তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সাধারণভাবে গোটা জগৎটাই আরো

গভীর আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার মতো এখনও পরিণতি পায়নি।

হ্যাঁ, আবহাওয়া মোটের ওপর চমৎকার। অল্প কিছুদিনের জন্যেও তাপটা কমে গিয়েছিল। তাতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বলতে গেল এখন বেশ একটু ভালোই আছি। অল্প কয়েকদিন আগে আবার সময়ে গলব্লাডারে যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু খুব কম খেয়ে এবং একেবারেই মাংস না খেয়ে এখন পর্যন্ত যন্ত্রণাটাকে আটকে রেখেছি। সাধারণভাবে মদ্যপান আমি করি না। কেবল গতকাল খেয়েছি, কারণ বাবার ষাট বছরের জন্মদিন পালন হলো। আমাদের পরিবারের সকলে বেশ কিছু তরুণ এবং এমনকি কিছু পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়েছিল। এটা বলতেই হবে যে, রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতরা খুবই বৈষয়িক মানুষ, বিশেষ করে এখানে। একজন আছেন যিনি রাতের পর রাত হোটেলে কিংবা কাফেতে বসেন, মেয়েদের সঙ্গে নাচেন, গান করেন। আর একজন আছেন যিনি প্রকাশ্যে নাচেন না, তবে খুবই খোশ-মেজাজি মানুষ। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দ্বিতীয় মানুষটি ধৈর্যের রীতিনীতির ব্যাপারে খুবই নিয়মনিষ্ঠ। একবার ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে বলতে একবার বলেছিলাম অনেক বছর আমার চার্চে যাওয়া হয়নি। এখন উনি আমাকে ওঁদের চার্চে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু ইনি কখনোই এ ব্যাপারে সফল হবেন না। তবে আরেকবার ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলবো এবং এ ব্যাপারে আমি কী ভাবি সেটাও ওঁকে বলবো।

না, আপনি আমাকে মোটেই ভয় পাইয়ে দেননি। কেননা আপনি তো আমারই স্বাস্থ্যের কথা বলেছেন। আমি সব সময়েই মন খুলে কথা বলার পক্ষপাতী এবং বন্ধুর খোলামেলা কথা পছন্দ করি। কাজেই দয়া করে আশঙ্কা করবেন না যে আমাকে আপনি ভয় দেখিয়েছেন বা আঘাত করেছেন।

মিসেস ভেটারের কাছ থেকে অনকেদিন কোনো খবর পাইনি। কিন্তু আমি আবার ওঁকে লিখবো এবং আপনি যে ওঁর চিঠি পাননি সে কথার জানাবো। মিসেস মিলার লন্ডনে ছিলেন। উনি ফিরে আসার পর ওঁর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়েছে। কিন্তু উনি লন্ডন এবং ওখানকার লোকজন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। মনে হয় প্রায় ছ' সপ্তাহ উনি ওখানে ছিলেন এবং আমাকে বলেছেন ইংরিজি চর্চায় উনি অনেকখানি এগিয়েছেন। ওঁর স্বামী বোধহয় এখন অ্যামেরিকা গেছেন। আমাকে উনি বলেছেন গরমের সময়ে ইটালির কোথায় উনি যাবেন— বোধহয় আব্বাসিয়া (Abbazia)-তে। তবে আসলে ওঁর কী পরিকল্পনা আমি জানি না। কেননা, আপনি জানেন, আমি কোনোদিনই ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি।

তাহলে, ভিয়েনার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষে বাড়ছে বলছেন। ভালো। তাতে আমারই খুশি হবার কথা। আপনি জানেন যে দেশে আমি সারাজীবন কাটিয়েছি সেই অস্ট্রিয়া সম্পর্কে যতটা ভালোবাসা থাকা উচিত তা আমার নেই। তবে প্রচারের কথা যে আপনি বলেছেন তা ঠিকই। অস্ট্রিয়া তার নিজের সৌন্দর্যকে কী করে ব্যবহার করতে হয় তা বোঝেনি। একেবারে সম্প্রতি অস্ট্রিয়া আগের চেয়ে একটু বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষত ইংল্যান্ডে।

আমি চারদিকের এই পরিবেশের কিছু ছবি তুলেছি। কিন্তু সেগুলো এখনও ডেভালাপ করা হয়নি। অন্য যা ছবি তুলেছি সেগুলো আমাদের পরিবারের। এবং আমি মনে করি না সেগুলো সম্পর্কে আপনার আগ্রহ থাকবে। আলাদা খামে সাধারণ ডাকে আপনাকে কিছু ছবি এবং এখানকার সচিত্র পোস্টকার্ড পাঠাবো। আমার মনে হয় দার্জিলিং-এর দৃশ্যপট চমৎকার। কয়েকদিন মাত্র আগে আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি যে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যেই আমি রয়েছি। কিন্তু দার্জিলিং নয়। তবে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গগুলোর কাছাকাছি কোনো উঁচু জায়গায়। স্বপ্নের সেই দৃশ্যপটে আমি এতো মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, ঘুম ভাঙতেই খুব খারাপ লাগলো আর সেই সুন্দর স্বপ্নটা চলে গেল। এখানকার দৃশ্যপটে বিরাট ও মহৎ বলে কিছু নেই, তবে খুবই সুন্দর আর চমৎকার শান্ত— যেন ঘুমন্ত কুমারী মেয়ের মতো। উঁচু

পাহাড়গুলোর সঙ্গে আমি সব সময়েই তুলনা করি এক তরুণ যুবকের যে আকাশের শিখরগুলোকে ঝড়ের বেগে গিয়ে স্পর্শ করবে।

আপনার একটা গ্রামোফোন রয়েছে জেনে খুব ভালোই লাগছে। ভিয়েনায় গেলে রেকর্ডের একটা লিস্ট আপনাকে নিশ্চয় পাঠাবো। কারণ ওখানে ঠিক ঠিক গানগুলো পাবো, এখানে যা অসম্ভব। কিন্তু অনুগ্রহ করে অবশ্যই জানাবেন কী ধরনের ইয়োরোপীয় সঙ্গীত আপনি পছন্দ করেন। আমার ধারণা, গানের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বিচারক হিসেবে আমি খারাপই। আপনি জানেন, আমি গুরুগম্ভীর সঙ্গীত মোটেই ভালোবাসি না। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। যেমন আমি বলতে পারি, ভাগনারের অপেরার ব্যাপারে আমাকে হটিয়ে দিতে পারে। হাল্‌কা গানই আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে ভিয়েনিজ গান। কিন্তু আমার চাষীদের গানও ভালো লাগে। এমনকি জ্যাজ সঙ্গীত।

আপনি কি মডার্ন রিভিয়্যু পাচ্ছেন ? যদি পান, এ বছরের জুলাই-এর সংখ্যাটা পাঠিয়ে দিন। আমি একটা ছোট প্রবন্ধ লিখেছি বুডাপেস্টের ওপর। সেটা বেরিয়েছে। একটা কপি পেয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁরা আমাকে একটা খারাপ কপি পাঠিয়েছেন। কারণ কিছু পাতা দুটো করে আছে, কিছু পাতা নেই। কিন্তু লেখাটা ছাপা হয়েছে কারণ প্রবন্ধের নামটা মলাটে ছাপা হয়েছে। কাজেই যদি সম্ভব হয় তাহলে দয়া করে একটা কপি পাঠান।

আমার ভুলগুলো শুধরে দিয়ে খুবই ভালো করেছেন, এবং ভবিষ্যতে এইরকম শুধরে দিন এই প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে বার্লিনে ওলিম্পিক খেলা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ? আমরা রেডিওতে ও খবরের কাগজে খেলাগুলোর ওপর নজর রাখছি। কয়েকদিন আগে বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেশন থেকে পাঠানো খবরে আমরা [অংশগ্রহণকারী] সব সদস্যদের মার্চ শুনলুম। যখন অস্ট্রিয়া প্রবেশ করলো তখন যদি আপনি শুনতেন তা হলে মনে হতো লোকে [যেন] 'গর্জন' করছে, আর আনন্দে চিৎকার করছে।

শোয়েস্টার এলভিরা কয়েক দিন আগে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং জানিয়েছেন তিনি এখানে দুদিনের জন্যে এসে থাকবেন। তাহলে খুব ভালোই হবে। উনি যদি গাড়িতে আসেন আমি ওঁকে অনেক বেশি দেখাতে পারবো। আগামীকাল এই তরুণ পুরোহিতটির সঙ্গে ওর মোটর সাইকেলে কাছাকাছি বেড়াতে যাবো। কাছেই একটা পাহাড় আছে। ওখানে গিয়ে চারপাশের কিছু ছবি তুলবো। যদি সেগুলো ভালো হয় তো আপনাকে কপি পাঠাবো।

এ মাসের শেষে আমরা ভিয়েনা ফিরবো। জিনিসপত্রের দামের দিক থেকে চিন্তা করলে এখানে থাকার পক্ষে অনেক সুবিধে। এত সস্তা জিনিসপত্রের জায়গা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমরা চারজন, বাবা-মা আমার বোন আর আমি, সাধারণত একসঙ্গে দুপুরের খাওয়াতে ৪ বা ৫ শেলিং-এর বেশি খরচা করতে পারি না। এটা কি সস্তা নয় ? এখানে ট্যাক্স-অফিসে কয়েকজন তরুণ, পুলিশ এবং আরো কেউ কেউ যে হোটেলে আমরা খাই সেখানেই খান। ওঁদের জিগ্যেস করেছি কত খরচা হয়। প্রাতরাশ, দুপুরের এবং রাতের খাওয়া মিলিয়ে অস্ট্রিয়ান দু শিলিং এবং প্রাতরাশ না খেলে ১.৮০ শিলিং খরচ হয়। থাকা এবং চারবার খাওয়া মিলিয়ে এখানে খরচ পড়ে ৪.৫০ শিলিং।

বাইরে হাঁটার জন্যে কি ইতিমধ্যে আপনার অনুমতি মিলেছে ? আশা করি তা মিলেছে। আর আপনার শরীর কেমন ? আশা করছি ভালোই আছেন। আমার বাবা-মা আর বোন আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। আর আপনার শরীর ভালো থাকুক এই শুভকামনা আমিও জানাই। আর জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
১২ আগস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

৩ তারিখের চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আজ সকালে চিঠিটা পেয়েছি। ক'দিন থেকে খুব মেঘ করে আছে আর বৃষ্টি পড়ছে। ফলে আমি বাড়ির মধ্যে বন্দি হয়ে আছি। সমতল ভূমিতে যে রোদ আমরা বড় বেশি পাই সেই রোদই এখন ইয়োরোপর মতো বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

যদি আপনি কিছু গানের রেকর্ড ও গায়কের নাম ইত্যাদি পাঠাতে পারেন তো কৃতজ্ঞ থাকবো। না, আমি খুব বেশি ক্লাসিক্যাল ও গুরুগম্ভীর সঙ্গীত চাই না—সে গানই হোক বা বাজনাই হোক। আমি হালকা গানই পছন্দ করি যেগুলোর রেকর্ড আপনি পাবেন। যদি আপনার শিক্ষা না থাকে তো ক্ল্যাসিক্যাল গান ভালো লাগা শক্ত। আমাদের গান সম্পর্কেও একটা কথা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ক্ল্যাসিক্যাল গান আমি একেবারেই বুঝতে পারতাম না। এখন খানিকটা পারি। যে সব গান আমরা সাধারণত পছন্দ করি সেগুলোকে বিশেষজ্ঞরা সঙ্গীতই মনে করেন না। আমার কাছে কিছু ভিয়েনিজ ওয়াল্‌জ্‌ সঙ্গীত আছে যেগুলো মোটামুটি ভালোই।

যদি আপনার দর্শনে আগ্রহ থাকে—বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনে তাহলে আপনিও ভগবদ্‌গীতার জার্মানি অনুবাদ পড়তে পারবেন—ওটাই আমাদের বাইবেল। প্রথম একটু শক্ত লাগবে, কিন্তু কিছু অংশ বুঝতে পারবেন। বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলো আমি এখনও বুঝি না। যদিও আমি ভারতীয় এবং দর্শনের ছাত্রও বটে। বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়ে কর্মযোগ অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে পূজা—(বা কর্মের মাধ্যমে যোগ)-র আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েকদিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সম্ভবত গলায় কোনও ইনফেক্‌শন হয়েছে যাতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সাধারণ ওষুধে কাজ হচ্ছে না বলে একটা অটো-ভ্যাক্‌সিন তৈরি করিয়েছি এবং তার ইনজেক্‌শন নিচ্ছি। এইভাবেই চিকিৎসা করেন ওঁরা। গলার ভেতর থেকে খানিকটা অংশ কেটে নেন, তারপর ল্যাবরেটরিতে তা পরীক্ষা করেন এবং কী ধরনের জীবাণু আছে খুঁজে বার করেন। সেই জীবাণু (ব্যাসিলি) থেকে অটো-ভ্যাক্‌সিন তৈরি হয়। ডাক্তারটা বলেন এটাই গলার ইনফেক্‌শন সম্পূর্ণ সারাবার উপায়। এই চিকিৎসায় কী ফল হলো তা আপনাকে জানাবো।

আমি জুলাই-এর মডার্ন রিভিয়্যুটা আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আশা করছি সময়মতো পেয়ে যাবেন। অন্য কোনও ভারতীয় ম্যাগাজিন নিতে চান কি না দয়া করে জানাবেন। তাহলে পাঠাবার চেষ্টা করবো।

পরের সপ্তাহে সাধারণ পোস্টে কিছু ছবি আপনাকে পাঠাতে পারবো। গত কয়েকদিন আমরা একটু রোদ্দুর পেয়েছিলাম তাই কিছু ছবি তুলেছি। সেগুলো ডেভেলাপ করতে দিয়েছি। যদি ভালো ওঠে তাহলে পাঠাবো, নইলে নয়।

আমার হাতের লেখাটা আজ খারাপ হলো। আশা করি কোনওরকমে পড়তে পারবেন।

হ্যাঁ, ওলিম্পিক খেলার কিছু খবর আমরা পাচ্ছি। ভারত অন্য বিষয়ে বেশ খারাপই করেছে। কিন্তু আশা করি অন্তত হকিতে চ্যাম্পিয়নশিপ রাখতে পারবে। দেখুন, এসবের জন্যে ভারতে তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণই হয় না—এবং অর্থাভাবও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

সিস্টার এলভিরার সঙ্গে দেখা হলে অনুগ্রহ করে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন।

ছোটখাটো কিছু গোলামাল থাকলেও আমার শরীর মোটামুটি ভালোই। এই বাড়ি থেকে এক মাইলের মধ্যে হাঁটবার অনুমতি আছে—কিন্তু এখনকার আবহাওয়া সেটা করতে দিচ্ছে না।

আজ আর লেখার মতো তেমন কিছু নেই। আশা করি ভালো আছেন। আপনার বাবা-মাকে আর আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনার বোনকে জানাই অভিনন্দন। ওখানকার সব বন্ধুদের আমার কথা বলবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
১৭ আগস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার...[দুষ্পাঠ্য] তারিখের চিঠি ১২ তারিখে পেয়েছি কিছুটা ছেঁড়া অবস্থায়। চিঠিটার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আমার চিঠিতে আপনি যে খানিকটা আগ্রহ বোধ করেছেন তাতে খুশি হয়েছি। যখন আগ্রহ বোধ করার মতো তেমন কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না তখন আগ্রহ তৈরি করার মতো কিছু লেখা ভারি শক্ত। আপনি নিশ্চয় আমার আগের চিঠিগুলো থেকে বুঝেছেন যে এখানে থাকাটা খুব একটা আকর্ষণযোগ্য কিছু নয়। গত দিন পনেরো হলো পরিবেশটা ভীষণভাবে পাল্‌টে গেছে। একটা চমৎকার দল আমরা পেয়েছি। প্রায় সকলেই এঁরা তরুণ। সপ্তাহে দুবার কি তিনবার একটা হোটেলে আমরা একজোট হই—সেখানে আমাদের 'ওলিম্পিক সেশান' বসে। নিছক বোকার মতোই নিজেরাই আমরা একটা 'ওলিম্পিক কমিটি' করেছি। ইতিমধ্যে চমৎকার দুটো ভ্রমণ আমাদের হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগে আমরা একটা পাহাড়ে উঠেছিলাম। সেজন্যে আমরা ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ি। অবশ্য আমাদের দলের তিনটি ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাই আসলে যাত্রা শুরু হল ছ'টায়। পাহাড়টার মাথায় উঠলাম ৮-১৫-তে। পাহাড়ে ওঠাটা খুব চমৎকার লেগেছিল। যতই ওপরে উঠেছি আর চারপাশের সৌন্দর্যদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে ততই দৃশ্যপটটা হয়ে উঠেছে অসাধারণ। সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে ইংরজিতে লেখা আমার পক্ষে সত্যিই শক্ত, কারণ নিজের ভাষায় অনেক ভালো অনেক স্পষ্ট করে বলতে পারি। পাহাড়ের মাথার ওপরে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম এবং খুব সুন্দর কেটেছিল। আবোল-তাবোল অনেক কিছু করা গেছে আর খুব রোদ্দুরে পুড়েছি। বিকেল চারটের সময় আমরা আবার বাড়ি ফিরতে শুরু করি। মাঝপথে অল্প সময়ে জন্যে আমরা থামতে বাধ্য হয়েছিলাম। সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরি। ফিরেছি কালো হয়ে—রোদে পুড়ে। এবং এই আশ্চর্য রঙের জন্যে অসম্ভব গর্বিত হয়ে।

দ্বিতীয়বার উঠলাম যেদিন সেদিনই আপনার চিঠি পেয়েছি। আমরা মোটে চারজন ছিলাম। আমার বোন, আমাদের দেশের একটি মেয়ে, সেই পুরোহিত ভদ্রলোক আর আমি। এবারকার ওঠাটা পাহাড়ের অন্য দিক দিয়ে। এই ওঠাটাও খুব ভালো হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর মাশরুম পাওয়া গেলো—আমরা সকলেই মাশরুমের ভক্ত। পাহাড়ের মাথায় উঠে আমরা ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ খুব জোর বৃষ্টি এসেছিল। কিন্তু তাতে আমরা মুষড়ে পড়িনি। গিটার নিয়ে গিয়েছিলাম, বাজাতে শুরু করি আর গান গাওয়া চলে। সময়টা আনন্দে ভালোই কাটে।

আপনি বলেছেন, আপনার ম্যাপে পোলউ দেখায়নি। আরে এটা তেমন বড় জায়গা কিছু

নয়। মনে হয়, বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার ম্যাপেই আপনি ওটা পাবেন। গ্রাজ [Graz]-এর প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তরে এই জায়গাটা। প্রাকৃতিক দিক থেকে পোলউ সত্যিই খুব সুন্দর জায়গা। আবহাওয়াটা যে অসম্ভব ভালো তা নয়, তবে খুব খারাপও নয়। প্রত্যেক দিনই বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে আর অনবরতই মেঘের গর্জন চলছে।

শুনে ভালো লাগছে যে আপনাকে বাইরে হাঁটতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এক মাইলের মধ্যে হাঁটতে অনুমতি দেওয়াটা এমন কিছু নয়। তবে মন্দের ভালো।

যদি আপনি মাঝে-মধ্যে ভারতীয় কাগজ বা ম্যাগাজিন পাঠাতে পারেন তো খুব ভালো হয়। এখনও আমি ইংরিজি চর্চা করছি কারণ আমার ইংরিজি ভালো করার পক্ষে ওইটেই একমাত্র সম্ভাব্য উপায়। কিংবা অন্তত যেটুকু শিখেছি তা যাতে ভুলে না যাই সেইজন্যে। মিসেস হারগ্রোভ ওম্‌মেন [Ommen] থেকে ফিরেছেন এখন। উনি টাইরল-এ রয়েছেন এবং ওখান থেকেই একটা চমৎকার চিঠি আমাকে লিখেছেন। উনি আমাকে কৃষ্ণাজির ছবিও পাঠিয়েছেন। যথারীতি একটা বড় চিঠি লিখেছেন, কিন্তু অনেকটাই আধ্যাত্মিক ভাবনায়।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই লিখেছেন। 'Die Uhr' স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ হলো 'হাত ঘড়ি' বা 'বড় ঘড়ি'। অর্থবিস্তারে তার থেকে মানে হয় 'সময়'। কিন্তু 'vor ein Uhr' বলাটা একেবারেই ঠিক। কেন ঠিক তা বলতে পারবো না। জার্মান ব্যাকরণের কিছুই আমি কখনই শিখিনি।

চায়ের ব্যাপারে খোঁজ করছি। কত ডিউটি দিতে হয় সে খোঁজও করবো। তবে ভিয়েনাতে ফিরে গেলেই সেটা করা সম্ভব। আমার অবশ্য আশঙ্কা, চায়ের ওপর ভয়ানক ডিউটিই দিতে হয়। আর ওই ডিউটি দিতে না হলে আমি অনেক আগেই ভারতীয় চায়ের একটা পার্সেল আপনার কাছ থেকে চেয়ে পাঠাতাম। এখানে যা চা পাওয়া যায় তা একেবারেই খাওয়ার যোগ্য নয়। নেহাতই জল—সঙ্গে একটু হালকা হলুদ রঙ। যাই হোক, আমি এখানে চা খাই না। সাধারণত কফি বা দুধই খাই। Sample post [ডাকে নমুনা পাঠানো] কথাটার জার্মান রূপান্তর 'Muster ohne Wert'।

শকুন্তলা সম্পর্কে কবিতার জার্মান পাঠটা আপনাকে পাঠাবো। কিন্তু এখানে কিছু করতে পারছি না, কারণ এখানে গ্যয়েটের [রচনা] কোনও কপি নেই। কার কাছে এখানে পাবো তাও জানি না। আমার ওই পুরোহিত বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবো। হয়তো ওর কাছে আছে। তবে আমার একটু সন্দেহ আছে।

আজ আমাদের বড়ই ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাদের একজন 'ওলিম্পিক' মেয়ে আমাদের ছেড়ে গেল। বেচারা গাড়ি চালাবার সময় কেঁদে ফেলল আর আমরা রুমাল নাড়লুম।

সম্প্রতি আমি দুটো পড়বার মতো বই পেয়েছি এক জার্মান প্রকাশকের কাছ থেকে। একটা খুবই সাম্প্রতিক বই, এই বছরই বেরিয়েছে—জেপেলিন সম্পর্কে। দ্বিতীয় বইটা একটু পুরনো। বুদ্ধের জীবন নিয়ে গল্প। এই পরের বইটা সম্পর্কে বিশেষভাবে আমার কৌতূহল রয়েছে। আমাকে এ-দুটো বই সমালোচনা করতে হবে, কাজেই বিনা পয়সায় পেয়েছি (নিয়মমতো যে ডিউটি অস্ট্রিয়ায় বই-এর ওপর দিতে হয় সেটা ছাড়া, ডিউটি মোটে ৮৫ গ্রসচেন)। আপনি কি আমাকে দয়া করে পরামর্শ দেবেন, ভারতের কোনও কাগজে কি এই বই দুটোর সমালোচনা পাঠাতে পারি ? সম্ভব হলে, কলকাতার কোনও কাগজে বা বম্বে ক্রনিকল্-এ।

আশা করি আপনার গলার ইনফেক্‌শনটা কমেছে। আমরা মোটামুটি বেশ ভালোই আছি। আমার এক জ্ঞাতি বোন গত সপ্তাহে এখানে এসেছে, কিন্তু তার শরীর ভালো নেই। গতকাল দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ওকে নিয়ে আমি মুশকিলে পড়েছিলাম। একজন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে ওকে বিছানায় শোয়াই, জামা খুলে দিই, তারপর জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করি। মহা ঝামেলার কাজ।

হয় এই সপ্তাহে নয়তো পরের সপ্তাহে একটা মোটর ভ্রমণে যাবো সেই পুরোহিতের সঙ্গে। ওর একটা চমৎকার মোটর সাইকেল আছে। ইচ্ছে আছে একটু বেশি দূর যাবো। তারপর কিছুটা হেঁটে পাহাড়ের মধ্যে কোথাও ঘুরতে যাবো। একটু সকাল-সকাল বেরতে চাই এবং রাত্রির আগে ফিরবো না। আশা করি আবহাওয়াটা পরিষ্কার থাকবে, বৃষ্টি খুব বেশি হবে না। বৃষ্টিতে হাঁটা খুবই খারাপ।

কিছুদিন আগে মিসেস ভেটার একটা পোস্টকার্ড লিখেছেন এবং লিখেছেন উনি এয়ারমেলে আপনাকে আবার লিখবেন।

মনে হয়, আপনি যখন আমার চিঠি পাবেন, তিনি হয়তো তার মধ্যে তাঁর কাছে লেখা চিঠি পেয়ে যাবেন।

আজকের মতো চিঠি শেষ করছি। এবার আপনাকে আর বলার কিছু নেই। পরের সাধারণ ডাকে পোলউ-এর কিছু চমৎকার ছবি নিশ্চয় পাঠাবো। আশা করি ঠিক-ঠিক পেয়ে যাবেন। চিঠির সঙ্গে একটা চারা গাছ পাঠাচ্ছি। (আমি জানি না এটাকে ইংরিজিতে কী বলে।) আমরা বলি Klee। আর যেহেতু গাছটার চারটে পাতা সেজন্যে এটা হল Glucksklee। আপনার পার্সে রেখে দেবেন। এটা আপনাকে শুভ ফল দেবে। আমরা বলি, যদি কেউ আপনাকে এরকম Glucksklee উপহার দেয়, তাহলে আপনার ভাগ্যে ভালো। কিন্তু যে আপনাকে উপহারটা দেবে তাকেই ওটা খুঁজে বার করতে হবে। আমিই ওটা খুঁজে পেয়েছি। কাজেই যেহেতু ওটা আমার নিজের ভাগ্য ভালো করবে না সেইজন্যে অন্যের ভাগ্য ভালো করার চেষ্টা করতে আমি বাধ্য। সেই শুভ ভাগ্যকে [প্রতীকটিকে] পাঠাচ্ছি। আশা করি, গাছটা সত্যিই আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে।

আমার বাবা-মা আর বোন আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

আশা করি, এ চিঠি যখন পাবেন তখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

পুনশ্চ : আমার অজস্র ভুলের জন্যে দয়া করে ক্ষমা করবেন। যেহেতু বেশ কয়েক রাত ঘুমোইনি (এতবার আমরা হোটেলে গেছি) সেজন্যে আমার মাথাটা একটু ধরে আছে। আমার ইংরিজি জ্ঞানটাও একটু ঝাপসা হয়ে গেছে। যদি আপনি ভুল ঠিক করে দেন তো বাধিত হব।

সেন্সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
১৮ আগস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

যখন এ চিঠি পাবেন তখন আগের ১৭ তারিখের চিঠি আপনি পেয়ে গেছেন। সৌভাগ্যবশত আমার বন্ধু সেই পুরোহিতকে ধরেছিলাম, আর সত্যিই ওর কাছে গ্যয়েটের রচনাবলির একটা কপি ছিল। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েও গেছি। এখানে কপি করে দিলুম :

Sakontala

Will ich die Blumen des frehen, die Frechte des spiteren Jahres,
Will ich, was reizt and entzeckt, will ich was sittigt und nihrt,
Will ich den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen;

Nen ich, Sakontala, dich, und ist alles gesagt.

আশা করি, ইংরিজি অনুবাদের সাহায্যে কবিতাটা বুঝতে পারবেন। Sahkuntala-কে গ্যয়টে লিখেছেন 'Sakontala'।

আমি পোলউ-এর কিছু পোস্টাকার্ডও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তা ছাড়া একটা ছবি পাঠাচ্ছি—আমি ছবিটা সন্ধে ৬-টার সময় তুলেছি। এই দৃশ্যপটটি আমার খুব ভালো লাগে। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের দূরত্বে। দেখছি ছবিটা অন্য ছবির তুলনায় ভালোই উঠেছে। আপনার কি তাই মনে হয় না? দেখুন, আমার তোলা অনেক ছবি আছে। বেশির ভাগই লোকজনের ছবি উঠেছে। আমাদের পরিবারের কিংবা এখানকার বন্ধুবান্ধবের। মনে হয় সেগুলো আপনার ভালো লাগবে না। তবে যদি পছন্দ করেন তো ছবিগুলো থেকে কিছু বেছে আপনাকে পাঠাতে পারি। কারণ কিছু কিছু ছবিতে দৃশ্যপট বেশ ভালোই উঠেছে।

এখন আশা করি এ চিঠি ঠিক পাবেন আর কার্ডগুলো আপনার একটু পছন্দ হবে।

আপনাদের আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকুক এই শুভেচ্ছা রইল।

আপনার অতি অন্তরঙ্গ<br>
ই. শেঙ্ক্‌ল্

পুনশ্চ : ...[দুষ্পাঠ্য] ডেমেলকে ভারতে ডেকে পাঠিয়েছে। আপনি কি ভারতীয় কাগজে এ ব্যাপারে কিছু পড়েছেন?

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ<br>
দার্জিলিং<br>
২৯ আগস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্,

আপনার ১৭ তারিখের চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটা কাল পেয়েছি। সঙ্গে সেই সৌভাগ্যের প্রতীক। দেখছি অস্ট্রিয়ার মানুষ গাছ, পাতা ইত্যাদিকে সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে ভাবতে বেশি পছন্দ করে। মনে পড়ছে মিসেস ভেটার গ্রীষ্মের ছুটিতে পাহাড়ে যেতেন তখন পাহাড়ি গাছ থেকে প্রচুর পাতা আমার জন্যে দিয়ে আসতেন। বিশেষ করে ওঁর পছন্দ ছিল শাদা গাছ Edel weiss। বোধহয় সব অস্ট্রিয়ানরাই ও গাছটা পচ্ছন্দ করে। ইয়োরোপের অন্য জায়গায় অন্য ধরনের সংস্কারও দেখেছি—যেমন ঘোড়ার ক্ষুর, কালো বেড়াল ইত্যাদি—যেগুলো সৌভাগ্য নিয়ে আসে বলে লোকের ধারণা। আমাদের ভারতবর্ষেও এমন সংস্কার ঝুড়ি ঝুড়ি। ফলে আমি কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের বাইরে সংস্কার নেই, যত সংস্কার সব আমরা ঝুড়ি ভরতি করে রেখেছি। যাই হোক, একটা দেখে মজা লাগছে যে আপনারও সংস্কার আছে। যদি আপনার মনে কোনো আঘাত করে থাকি তাহলে কঠোর হওয়ার জন্যে ক্ষমা করবেন।

গত কয়েকদিন ধরে আমাদের কাগজ রোমহর্ষক মামলার খবরে ভরে আছে। প্রায় তিন বছর ধরে শুনানি হবার পর বিচারক মামলার রায় দিয়েছেন। মামলার ঘটনাগুলো এমন চমকপ্রদ যে লোকে বলতেই পারে, সত্যি ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চেয়েও বিস্ময়কর। যেহেতু আপনি প্রবন্ধ লেখায় অভ্যাস করেছেন তাই আপনাকে কিছু কাটিং পাঠাচ্ছি যার থেকে প্রবন্ধ লেখার তথ্য পেয়ে যাবেন। আমার বিশ্বাস, Das Magazin, Wiener Magazin, এমনকী

Neue Frei Presse বা Wiener Tagblatt-এর মতো কাগজের রবিবারের সংস্করণগুলোও 'মোহময় প্রাচ্যে'র এই ঘটনাকে বিনোদনের উপকরণ হিসেবে সাদরে গ্রহণ করবে। আমি আপনাকে (১) দি স্টেটসম্যান (২) অ্যাডভান্স (৩) অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে কাটিং পাঠাচ্ছি। স্টেটসম্যান এবং অ্যাডভান্স কাগজের কাটিং-এ লাল দাগ দেওয়া অংশে ঘটনাটা পেয়ে যাবেন। আর অমৃতবাজার পত্রিকার কাটিং-এ বিচারকের রায়ের সারাংশ পাবেন। ঘটনাটা বোঝবার পক্ষে বিচারকের রায় পড়ে দেখার দরকার নেই। তথ্যসূত্রের ইঙ্গিত দিতে পারে বলেই পাঠাচ্ছি। আসলে মামলার ঘটনার সবটা না জানলে বিচারের রায়টা ধাঁধার মতো মনে হবে। আমি কিছু কিছু শব্দের অর্থ বলে দিচ্ছি যেগুলো বিবরণের মধ্যে প্রায়ই পাবেন। (১) ভাওয়াল হচ্ছে বাংলাদেশে ঢাকা জেলার একটি জায়গার নাম। (২) রাজার ছেলে হলো 'কুমার'। (৩) রানি হলো রাজা বা রাজকুমারের স্ত্রী। (৪) 'সন্ন্যাসী' হলো সংসার ছেড়ে যাওয়া সাধু [monk]। (৫) Rupee হলো ভারতীয় মুদ্রা। R/ $3\frac{1}{2}$= প্রায় কুড়ি অস্ট্রিয়ার শিলিং। (৬) Plaintiff হচ্ছে এমন একজন লোক যে কোর্টে আরেকজনের বিরুদ্ধে মামলা আনে। (৭) Defendant হচ্ছে এমন লোক যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এবং যাকে তার সম্পর্কে আনা অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। (৮) Naga এক জাতের সন্ন্যাসী। নানা ধরনের সন্ন্যাসী ভারতে আছে যাদের ধ্যান বা যোগের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। (৯) Lac (or Lakh) = 100,000।

ব্যাপারটা জটিল না করে ভালোভাবে বুঝতে গেলে আগে স্টেটসম্যান পড়ুন, তারপর অ্যাডভান্স (লাল দাগ দেওয়া অংশ)। বিচারের রায় অমৃতবাজার পত্রিকায় আছে এবং অ্যাডভান্সের কাটিং-এর উল্টোদিকেও আছে। তবে ওটা একেবারে না পড়লেও চলবে। আমি আপনাকে আরো কিছু তথ্য দিচ্ছি যাতে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়।

যে মামলায় জিতেছে সেই অভিযোগকারী বলছেন, তিনি ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র (Kumar)। ১৯০৯ সালে দার্জিলিং-এ তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয় এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তাঁকে খোলা আকাশের নীচে শ্মশানে রাত্রেই সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর যখন ঝড় আসে, তখন লোকজন আশ্রয়ের জন্যে দৌড়ে চলে যান এবং কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীরা এসে দেহটি সরিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। কিন্তু অভিযোগকারী দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় জ্ঞান ফিরে আসার পর স্মৃতিভ্রষ্ট হন। ফলে তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই থেকে যান। [ওদিকে] তাঁর বাড়িতে তাঁর নিজের লোকজনেরা ওই রাত্রেই আর এক মৃতদেহ নিয়ে আসেন এবং পরের দিন সকাল বেলা শোকযাত্রা করে শেষকালে ওই অন্য মৃতদেহটিই সৎকার করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় কুমার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায় এগারো বছর ঘুরে বেড়ান। ১৯২০ সালে স্মৃতি ফিরে পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন—তখনও সন্ন্যাসী—পরনে কৌপীন, লম্বা চুল, সারা শরীর ছাইমাখা। তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন তাঁকে তখনই চিনতে পারেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সেই জমিদারি ফিরে পাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জমিদারির কর্তৃপক্ষ বলতে থাকেন, তিনি একজন প্রবঞ্চক। শেষকালে ১৯৩৩ সালে তিনি কোর্টে মামলা শুরু করেন। সে মামলায় তিনি এখন জিতেছেন।

যাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় তিনি বলেন, 'অভিযোগকারী যে একজন প্রবঞ্চক তার প্রমাণ আসল কুমার ১৯০৯ সালেই মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন, মৃতদেহটি সেদিন রাত্রে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পরের দিন সকালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যথারীতি তা দাহ করা হয়। সৎকারের সার্টিফিকেটও কোর্টে দেখানো হয়।' যাঁর বিরুদ্ধে মামলা তিনি হলেন অভিযোগকারীর স্ত্রী রানি বিভাবতী দেবী। সন্ন্যাসী যে তাঁর স্বামী—ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার তা তিনি অস্বীকার করেন। বিচারকের মতে রানি বিভাবতী দেবী দুর্বল মনের মানুষ।

তাঁর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় রাহাদুর বা হোফরাত) তাঁকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছেন। বিচারক আরও বলেন, ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় কুমার যখন অন্তর্ধান করেন এই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর ভগ্নিপতির সম্পত্তি তাঁর নিজের বোন রানি বিভাবতী দেবীর মাধ্যমে উপভোগ করে আসছেন। আর রানি ১৯০৯ সাল থেকেই বিধবা হিসেবে স্বীকৃত। বিচারকের মতে, সন্ন্যাসী কুমার যে তাঁর সম্পত্তি এতদিন ফিরে পাননি কারণ আড়াল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধতা করে যাচ্ছেন। যাঁর বিরুদ্ধে মামলা—সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বোন রানি বিভাবতী দেবী—সেই রানির পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ছেন সত্যেন্দ্রনাথই।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তিনটি ছেলে—অভিযোগকারী হচ্ছেন দ্বিতীয়। কাজেই এখন সমস্ত সম্পত্তির বাৎসরিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ পাবেন তিনি। তার মোট পরিমাণ ৮ লাখ টাকা (লাখ = একশো হাজার)। কাজেই অভিযোগকারীর বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে ৫০০,০০০ অস্ট্রিয়ার শিলিং-এর কিছু বেশি। তিনবছর ধরে মামলা চলার সমস্ত খরচাও পাবেন—সে টাকার পরিমাণটাও বেশ বেশিই হবে।

আশা করি গল্পটা এখন আপনার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

শেষ যে চিঠিটা আপনাকে লিখেছি সেটা ১৩ আগস্টে। জানি না সে চিঠিটা পাবেন কি না। কেননা যে প্লেনটা ডাক নিয়ে যাচ্ছিল সেটা এথেন্সের কাছে ভেঙে পড়েছে। ডাকের কিছু অংশ রক্ষা করা যায়নি। যদি আপনি এয়ারমেলে চিঠি পাঠান, দয়া করে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজে পাঠান। ওলন্দাজ ও ফরাসি এয়ারওয়েজ করাচি অবধি ডাক পৌঁছে দেয়। কিন্তু ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কলকাতা অবধি ডাক পৌঁছে দেয়। করাচি থেকে ট্রেনে কলকাতায় একটা চিঠি আসতে ৩ বা ৪ দিন লেগে যায়।

আমার চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে এখানেই আমি থামবো। আপনি যখন ভিয়েনায় ফিরবেন তখন মিসেস ভেক্সি-কে অনুরোধ করবেন আমার বাক্সগুলো খুলে জামাকাপড়গুলোতে হাওয়া লাগাতে। নইলে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বা পোকামাকড়ে জামাকাপড়গুলো নষ্ট করে দেবে।

যদি আপনি জার্মান বই সমালোচনা করতে চান, বম্বে ক্রনিকল্ (বোম্বাই-এর) বা মডার্ন রিভিয়্যু বা অমৃতবাজার পত্রিকা বা কলকাতার অ্যাডভান্স পত্রিকায় চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ওই পত্রিকাগুলিতে ইংরিজি ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকাশিত বইয়েরও সমালোচনা করে। মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজে সাহিত্যের সাপ্তাহিক সমালোচনা বেরোয়। এই সব নামকরা কাগজের ঠিকানার দরকার নেই, কেবল শহরের নাম দিলেই চলবে।

'অ রেভোয়া' বরং বলা উচিত 'আবার দেখা হবে'—যেমন জার্মানে বলা হয়। আন্তরিক প্রীতি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্সর করে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে

সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং

ভিয়েনা
৮.৯.৩৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আমি যখন এ মাসের ৫ তারিখে ভিয়েনা পৌঁছোলুম, তখন আপনার ১২ আগস্টের লেখা চিঠি পেয়েছি। কোনও ভুলের জন্যে চিঠিটা দেরিতে এসেছে। দার্জিলিং-এ চিঠিটা ১৩ আগস্ট দার্জিলিং-এ পোস্ট করা হয়েছে। ভিয়েনায় এসেছে ২৯ আগস্ট। তারপর গ্রামাঞ্চলে যেখানে ছিলাম সেখানে পাঠানো হয়নি। কাজেই এই দেরি।

যাই হোক, আমরা ফিরে এসেছি। কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না। চারদিকে খোলামেলা প্রাকৃতিক দৃশ্যপটটার অভাব বোধ করি। চারদিকে বাড়িঘরের মধ্যে বন্দির মতো মনে হয়। ন' সপ্তাহ ধরে গ্রামাঞ্চলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শহরে এসে খারাপ লাগে। তা ছাড়া আপনি তো জানেন, ভিয়েনা এখন ভিখিরিতে ভরে গেছে। এতটা দারিদ্র্য একসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে চোখে পড়ে না, যতটা শহরে চোখে পড়ে। আরও কিছু দিন পোলউ-তে থেকে আসার ইচ্ছে আমাদের সকলেরই ছিল। কিন্তু স্কুল খুলে যাচ্ছে ১৫ তারিখে ; আর বাবা আমার বোনকে কী পড়াবেন এখনও ঠিক করতে পারেননি তাই আমাদের ফিরতে হলো অন্যান্য স্কুলের খবরাখবর নেওয়ার জন্যে। এতদিন পর্যন্ত আমার বোন রিয়েলজিমন্যাসিয়াম-এ (হাই স্কুলে) ছিল। কিন্তু বাবা-মা ওখান থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছেন এবং যাদের হোস্টেলে আছে এমন স্কুলে বা ওই জাতীয় সুবিধে আছে এমন স্কুলে দেওয়া ভালো মনে করেছেন। সেটা করতে গেলে একটু ভাবনা-চিন্তা করতে হয়।

গ্রামোফোন রেকর্ড খুঁজবার জন্যে শহরে যেতে পারিনি। এখানে এসে অবধি অনেক কাজ করতে হচ্ছে। প্রথমে অনেক কাগজ জমে গিয়েছিল সেগুলো সব নষ্ট করতে শুরু করেছিলাম। এখন আমার ড্রয়ারগুলো একটু খালি করতে পেরেছি এবং আবার নতুন 'আবর্জনা' জমাবার জায়গা করেছি। তা ছাড়া সমস্ত ফটোগুলো অ্যালবামে আটকাবার জন্যে গুছিয়ে রাখছি। কারণ দু'বছর একাজ করা হয়নি। এবছর আমি প্রায় ৬০টা ফটো তুলেছি। তার মধ্যে কিছু খুব ভালো ছবি আছে।

এখনও আপনার শরীর ভালো হয়নি জেনে খারাপ লাগছে। ডাক্তাররা কি গলার ইনফেক্শনটা সারাতে পেরেছেন ? যে জোলো আবহাওয়ার কথা আপনি লিখেছেন সে জন্যেও হতে পারে। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, শীতের সময়ে আবহাওয়া যখন স্যাঁতসেঁতে আর জোলো থাকে তখন সহজেই গলায় ইনফেক্শন হয়ে যায়। কিন্তু পোলউ-তে আমার বিশ্রী কাশি হয়েছিল তাড়াতাড়ি আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে। এখনও সুস্থ নই, তবে মোটামুটি আগের চেয়ে ভালো আছি।

মর্ডান রিভিয়্যু পাঠাবেন জেনে আনন্দ হলো। আমি এখনও অবশ্য পাইনি। না, ধন্যবাদ, এই মুহূর্তে ভালো লাগার মতো ম্যাগাজিন নেই। কেননা আমি জানি না, কোনটা ভালো হবে। তবে পুরনো কাগজের পাঠাবার মতো বেশি কপি যদি থাকে এবং মনে হয় আমার ভালো লাগবে তাহলে দয়া করে পাঠাবেন। কৃতজ্ঞ থাকবো। যে ছবি তোলার কথা লিখেছিলেন সেগুলো কি ভালো হয়েছে ? মনে হয়, ভালো ক্যামেরা থাকলে খারাপ আবহাওয়াতে ছবি উঠবে। আমি ছবিগুলো অন্য একটা ক্যামেরায় তুলেছি। সেটা আমি দোকান থেকে ধার করেছিলাম। ছবিগুলো কিন্তু ভালো উঠেছে। আমার ক্যামেরাটা বদলে

একটা কোডাক পেতে চাই। কারণ সেগুলো ব্যবহার করতে সুবিধে এবং সস্তা। প্যাকফিল্ম-এর চেয়ে রোল ফিল্ম সস্তা। (আমার যেটা আছে সেটা প্যাকফিল্ম)

সোয়েসটার এলভিরা-র সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি সাল্জবার্গ গেছেন এবং এ মাসের মাঝামাঝিই উনি ফিরবেন। ভিয়েনাতে কোনও বন্ধুর সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। পরের সপ্তাহে দেখা হবে আশা করি। মিসেস হারগ্রোভ ভিয়েনায় ফেরেননি। মনে হয় তিনি গাসটিন্স্-এ আছেন। মিসেস ভেটারকে ফোন করেছিলাম কিন্তু ওর স্বামীকেই বাড়িতে পেলাম। মিসেস মিলার মনে হয় বাড়িতে নেই, কারণ ফোনে যোগাযোগ হলো না। সেন সারাদিনই বাড়ির বাইরে থাকেন। একবারই ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি।

যতদূর মনে পড়ে, আপনি বলেছিলেন যে আপনি বাংলায় দুটো বই লিখেছেন। নামগুলো ভুলে গেছি। বইগুলো কি দার্শনিক বিষয়ের নয় ? আমার প্রস্তাব, আপনি বই দুটো ইংরিজিতে অনুবাদ করুন, বাংলাদেশের বাইরের মানুষ যাতে পড়তে পারে। আমার তো বই দুটো পড়ার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু আমি তো মোটে তিনিটি বাংলা শব্দ জানি (কেমন আছেন, ভালো দিন, আপনার নাম কি)। মনে হয় আপনার বই আমি কোনওদিনই পড়তে পারব না। বিশ্বাস করুন, আপনি কাজটা করলে খানিকটা সময় আপনার কাটবে। আপনি কী মনে করেন ?

আমার সামনে একটা খুবই বাজে কাজ রয়েছে—চাকরি খোঁজা। মা আমার কাছে সারাদিন গজগজ করছেন, কারণ তাঁর ধারণা চাকরি না থাকার জন্যে আমিই একমাত্র দায়ী। যেন এখনকার কালে চাকরি রাস্তায় পাওয়া যায়। যাই হোক, আমার মন এখন বিশ্রাম পেয়েছে। কাজেই এখন চাকরির জন্যে লড়াই শুরু করা যেতে পারে। যখন পোলউ যাই তখন আমার মনটা বিমর্ষ ছিল, কিন্তু ওখানকার নির্মল হাওয়া আর রোদ্দুরে আমার খুব উপকার হয়েছে।

আপনি শুনে অবাক হবেন যে এ বছর আমি পাহাড়ে কয়েকবার ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এ বছর আমি পাহাড়ে চড়তে গিয়ে মোটেই ক্লান্তি বোধ করিনি। আবার আমার ওজন কমে গেছে। এবং সেইজন্যেই মনে হয় পাহাড়ে চড়াটা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে।

এখনই সোয়েসটার এলভিরা ফোন করেছিলেন। আজই সকালে ফিরেছেন। আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং আপনার গলার ইনফেক্শন হয়েছে জেনে দুঃখ করলেন।

পোলউ থেকে সাধারণ ডাকে আলাদা খামে যেসব পিকচার পোস্টকার্ড ও ছবি পাঠিয়েছিলাম তা কি পেয়েছেন ?

আমার বন্ধু এলা-র কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। আপনার কথা জানতে চেয়েছে এবং আপনাকে ওর কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছে।

বাবা-মা আর ছোট বোনটির (ইতিমধ্যে সে বেশ বড় হয়ে গেছে) আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

আমার অভিনন্দন নিন। আপনার শরীর ভালো হোক এই আন্তরিক শুভেচ্ছাও এই সঙ্গে রইল।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

পুনশ্চ : পরের চিঠিতে চায়ের ওপর শুল্কের ব্যাপারে খবর দিচ্ছি। আর যে বইটা পাঠাতে বলেছেন সে বইটারও খোঁজ নিচ্ছি। যদি আর কিছু আপনার জন্যে করার থাকে তো জানান, যথাসম্ভব সানন্দে তা করবো।

ই.শ.

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ১৮ আগস্টের চিঠি এবং তার সঙ্গে চারটে পিকচার-পোস্টকার্ড ও দুটো ছবির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। পোস্টকার্ডগুলো এবং আপনার ছবিগুলো বেশ ভালোই। আমার মতো সখের ফটোগ্রাফারের পক্ষে ছবিগুলো মোটামুটি ভালোই। আশপাশের এবং দার্জিলিং-এর কিছু ছবি আপনাকে পাঠাতে পারবো। আমার ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এবং তার ওপর আমি ক্যামেরাটাকে (না ভাঙলেও) নষ্ট করেছি। না সারালে আর এখানে কিছু করা যাবে না। তার ওপর আবহাওয়াটা যতটা খারাপ হতে পারে ততটাই খারাপ। ১২ দিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর দুদিন ধরে দারুণ চমৎকার রোদ্দুর উঠেছিল। তারপর আবার এই তিন দিন ধরে জঘন্য বৃষ্টি হচ্ছে আর ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। এখন আমরা আশা করছি, এ মাসের শেষে আবহাওয়াটা পরিষ্কার হবে। তার আগে কিছু আশা করতে পারি না। যদি এ-ক'দিনের মধ্যে আপনাকে কিছু পোস্টকার্ড পাঠাতে পারি তাহলে আগে থেকে আপনাকে সাবধান করে দেবো, আপনি ওখানে যেমন পোস্টকার্ড পাবেন, তার চেয়ে এখনকার পোস্টকার্ডগুলো খারাপই হবে। কেননা ভারতে এখনও ফটোগ্রাফিক আর্ট তেমন এগোয়নি।

গ্যয়টে শকুন্তলা সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুঁজতে গিয়ে আপনি যে কষ্টটুকু করেছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞ। জার্মানের ইংরিজি অনুবাদটা বেশ ভালোই হয়েছে মনে হচ্ছে।

আমি ইতিমধ্যে আপনার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে জুলাই মাসের মডার্ন রিভিয়্যু পাঠিয়েছি রেজিস্ট্রি ডাকে। যথারীতি আপনার কাছে পৌঁছোবে। আমি জানি না আমার ১২ (বা ১৪) আগস্টে লেখা এয়ারমেলের চিঠি পাবেন কি না। যে প্লেনে ওই ডাকটা যাচ্ছিল সেটা গ্রিসের কাছে ভেঙে পড়েছে এবং ডাকের কিছু অংশ নষ্ট হয়েছে। যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে চিঠিটা থেকে থাকে তো সেটা আপনার কাছে পৌঁছোবে না। পরের চিঠিটা আমি সাধারণ ডাকে ২৯ আগস্ট ফেলেছি। তাতে একটা রোমহর্ষক ঘটনার কাটিং পাঠিয়েছিলাম। তাতে একটি রাজার ছেলের—যে ১৯০৯ সালে মারা গেছে বলে মনে করা হয়েছিল—সে হঠাৎই ১৯২১ সালে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে এবং তার জমিদারির প্রাপ্য অংশ ফিরে পেতে চায়। এবং তিন বছর মামলা চলার পর কোর্ট রায় দেয় যে দাবিদার আসল কুমার (রাজার ছেলে) এবং সে প্রবঞ্চক নয়।

ভিয়েনায় ফিরে এসে যদি সময় পান তাহলে ভিয়েনিজ হাল্‌কা গানের কিছু ভালো রেকর্ডের নাম পাঠান। তারপর কলকাতায় সেগুলো পাওয়া যায় কি না দেখবো।

মিসেস ভেটার-কে লেখা চিঠির কোনও উত্তর পাইনি। অন্য দিকে, আমাকে লেখা মিসেস হারগ্রোভের দুটো চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। ভিয়েনায় ফিরে সময় পেলে চায়ের কাস্টম্‌স্‌-ডিউটি (zoll) সম্পর্কে খবর নেবেন এবং কাস্টম্‌স্‌-ডিউটি লাগবে না (zoll-frei) এমন নমুনা হিসেবে কিছুটা পাঠানো যায় কি না খবর নেবেন।

আজকে আর তেমন কিছু লেখার নেই। কাজেই এখানেই শেষ করি। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতি জানাই এবং আপনাকেও। আপনার বোনের জন্যে অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ। মিসেস ভেক্‌সিকে দয়া করে জিগ্যেস করবেন আমার ফেলে-আসা কোনও একটা বাক্সের মধ্য থেকে এই দুটো বই পাঠাতে পারবেন কি না :

(১) স্টেটস্‌ম্যান ইয়ার বুক

(২) বিশ্বেশ্বরায়া-র প্ল্যানড ইকনমি

সু.চ.ব.

সেন্‌সর করে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে

C/o সপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
২৬.৯.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ৮ তারিখে লেখা আন্তরিক চিঠিটি আমার কাছে ২২ তারিখে পৌঁছেছে। দেখছি আপনি আমার ১২ আগস্ট তারিখের চিঠিটি পেয়েছেন—যদিও দেরিতে পৌঁছেছে। দেরি হয়েছে তার কারণ এয়ারোপ্লেনটা এথেন্‌সের কাছেই ভেঙে পড়ে এবং ডাকের কিছুটা অংশ হারিয়ে যায়। কিন্তু ডাকের বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা হয়েছে এবং একটু কষ্ট করেই বিলি করা হয়েছে। তবু ইংরিজিতে যেমন বলে, 'বেটার লেট দ্যান নেভার' [একেবারে না হওয়ার (এখানে পাওয়ার) চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো।]

শকুন্তলা সম্পর্কে জার্মান দুইটি ছত্র গায়টের রচনা থেকে [খুঁজে বের করে] পাঠানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আগের একটা চিঠিতে এটা পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি আগের কোনও চিঠিতে প্রাপ্তি স্বীকার করেছি কি না মনে পড়ছে না।

ইতিমধ্যে আপনি আমার ২৯ আগস্টে লেখা (সাধারণ ডাকে) চিঠি এবং ১২ সেপ্টেম্বরের এয়ারমেলের চিঠি নিশ্চয় পেয়ে থাকবেন। যে জুলাই সংখ্যার মডার্ন রিভিয়্যু আপনি চেয়েছিলেন সেটা সুপারিন্টেডেন্ট যথারীতি আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং যথাসময়ে আপনি পেয়ে যাবেন।

এক বা দু সপ্তাহের মধ্যে দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং-এর কিছু পিকচার পোস্টকার্ড পাঠাতে পারবো। ওগুলো সাধারণ ডাকে পাঠাবো।

গ্রামাঞ্চলে আপনি যে ভালো কাটিয়েছেন এবং এখন যে নতুন করে তাজা হয়ে এসেছেন তা জেনে ভালো লাগছে।

আপনার সুবিধেমতো গ্রামোফোন রেকর্ডের সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। তাড়াহুড়ো কিছু নেই।

আমি যে আপনার পাঠানো পোলউ-এর পিকচার পোস্টকার্ড (চারটে) এবং ছবি (দুটো) পেয়েছি সে কথাটা ইতিমধ্যে জানিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

মিস এলা-র (ওঁর উপাধিটা ভুলে গেছি বলে দুঃখিত, দয়া ক'রে ওঁকে বলবেন না) খবর পেয়ে ভালো লাগলো। দয়া করে ওঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাবেন। সিস্টার এলভিরাকেও জানাবেন। ফ্রান্‌জেন্সবাড-এ চিকিৎসার পর শ্রীমতী এলভিরা আগের চেয়ে একটু ভালো বোধ করছেন আশা করি। ফ্রান্‌জেন্সবাড ছোট্ট সুন্দর জায়গা। তবে মারিয়েনবাড বা কার্লসবাড-এর মতো ফ্যাশনদুরস্ত নয়। তবে এখানে অনেকগুলো খনিজ পদার্থ মেশানো উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

পরশুদিন ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। ওখানে আধঘণ্টা ছিলাম। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং গাড়িতে দেড়ঘণ্টা, পাহাড়ি রেলগাড়িতে গেলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। প্রাকৃতিক দৃশ্যটা খুব উপভোগ করতে পারিনি, কেননা বেশ কুয়াশা-ঢাকা ছিল। তবু

পরিবর্তনের পক্ষে মোটরভ্রমণটা ভালোই ছিল। ইদানীং শরীরটা ভালো লাগছিল না। গত সপ্তাহে আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল—জার্মান ভাষায় আপনারা যাকে grippe বলেন।

এ বছরটা ভারতবর্ষে অস্বাভাবিক বর্ষা গেছে। এখানে বৃষ্টিটা অস্বাভাবিক বেশি হয়েছে। সমতলভূমিতে দু-তিনটে প্রদেশে (বাংলাদেশ, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে) বন্যা হয়ে গেছে। এখন আমরা আশা করছি, অক্টোবর মাস থেকে জঘন্য বৃষ্টি আর মেঘের হাত থেকে রেহাই পাবো।

ওখানকার সব বন্ধুদের আমার কথা দয়া করে বলবেন। বাবা-মা ও আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতি জানাই। বোনকে অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

C/o সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং
৯.১১.৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১ অক্টোবর লেখা আপনার চিঠি পেয়েছি ১৬ অক্টোবর। উত্তর দিতে দেরি হলো বলে ক্ষমা করবেন। ইতিমধ্যে ভিয়েনা থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যাটালগ এবং স্টেটসম্যান ইয়ারবুক পেয়েছি। এই সমস্ত কিছু পাঠানোর জন্যে আমার ধন্যবাদ নিন। আমার শেষ চিঠি (এয়ারমেলে) ২৭ সেপ্টেম্বর লেখা। আর ১৩ অক্টোবর সাধারণ ডাকে (রেজিস্টার্ড) দার্জিলিং-এর কিছু পিকচার পোস্টকার্ড ও কিছু ছবি পাঠিয়েছি।

ইতিমধ্যে ওখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে নিশ্চয়। ওঃ, বরফের জন্যে আমি যে কতখানি ব্যাকুল। এইখানে শীতে আমরা বরফ দেখতে পাই না। এখানটা ততটা উঁচু নয়। কিন্তু দূরের পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে বরফের টুপি পরে নিচ্ছে। দূর থেকে হলেও বরফ দেখতে ভালো লাগে।

মিসেস ভেটারের কাছ থেকে কোনও খবর পাইনি—যদিও ওঁকে আবার আমি লিখেছি। আপনার চিঠিতে সোয়েস্টার এলভিরার কয়েক লাইন লেখা পেয়ে খুশি হয়েছি। দয়া করে ওঁকে আমার অভিনন্দন জানাবেন। এবং আমার 'herzlich Grusse'।

মন্ত্রী পানের [Paner]-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখিত হলাম। আমার বন্ধু মিস্টার ফলটিস-এর মাধ্যমে এক শোকবার্তা পাঠাবো ভাবছি।

আমার কিছু আত্মীয়-স্বজনকে এখানে এসে আমার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ থাকতে দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কয়েকজন অল্পবয়সী ছাড়া আর সবাই চলে গেছে। ওরাও শীঘ্রই চলে যাবে। আবার আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো।

আপনার ফরাসি-চর্চা কতদূর এগোলো ? ভিয়েনা কাফেতে কত হাসি ঠাট্টাই না এখন চলছে। সাধারণত একমাত্র মিসেস হারগ্রোভ-ই সদ্য সদ্য যে-সব রসিকতা শোনেন তা আমাকে লিখে পাঠান।

কিছুদিন ধরে আমার শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না। এই শীতে আপনি কি রকম আছেন ? আবার কি কাশি হয়েছে ?

যদি মিসেস হারগ্রোভের সঙ্গে দেখা হয় তো বলবেন ওঁর বন্ধু অ্যামেরিকার মিস গ্রিন আমাকে চিঠি লিখেছেন। শীঘ্রই আমি তাঁর চিঠির উত্তর দেবো। আর, আমার বন্ধু ডঃ সেনের ২০/১৫ আলসের স্ট্রাস্-এর বাড়িতে ফোন করে কি বলবেন যে তাঁর এয়ারমেলের

চিঠি পেয়েছি ?

আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব—দুর্গাপূজা সবে শেষ হয়েছে। আত্মীয় বন্ধুদের এই উৎসবের পরে 'বিজয়ার অভিনন্দন' জানানোটা প্রথা। এর পেছনের ধারণাটা এই, মাতৃদেবীর পূজার পর তাঁর সমস্ত সন্তানরা স্নেহভালোবাসায় মিলিত হবে। কাজেই আপনাদের সকলকে কি 'বিজয়ার অন্তরঙ্গ অভিনন্দন' জানাতে পারি ? আপনারা সব কেমন আছেন ?

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ
দার্জিলিং

ভিয়েনা
৪.১২.৩৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

গত মাসের ৯ তারিখে লেখা আপনার চিঠি ২৩ তারিখে পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে অনেকদিন ধরেই আমার চিন্তা হচ্ছিল, কারণ আপনার কাছ থেকে অনেকদিন কোনও খবর পাইনি আমি। পিকচার পোস্টকার্ড এবং চারটে ছবি পেয়েছি। তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ছবিগুলো খুবই সুন্দর। দেখে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে, কারণ ভারতবর্ষ কেমন দেখতে সে সম্পর্কে এখন একটু ধারণা হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালা নিশ্চয় আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। কিন্তু দার্জিলিং তো বেশ আধুনিক, দেখতে ইয়োরোপের মতো। ভেবেছিলাম ভারতীয় রীতির ভারতীয় বাড়ি-ঘরদোর আরও থাকবে। কিন্তু ইয়োরোপীয় প্রভাব স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায়।

হ্যাঁ, ভিয়েনার আবহাওয়াটা হঠাৎ পাল্‌টে গেছে। প্রায় দিন চারেক আগে বেশ কিছুটা বরফ পড়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত, বেশিক্ষণ পড়েনি। তাছাড়া আবহাওয়াটা মোটের ওপর খুবই খারাপ এবং ঠাণ্ডা। এই ধরনের আবহাওয়াটা তো আপনি জানেন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জঘন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়া। যথারীতি আমার বাৎসরিক সর্দিকাশি চলছে। কাশিও আমাকে ছাড়েনি ; কাজেই শীতের নিয়মমাফিক সঙ্কটের ভেতর দিয়েই চলেছি। তা ছাড়া মোটের ওপর ভালই আছি। আমার গলব্লাডার এখন চুপচাপ হয়ে গেছে। আমাকে খুব একটা বিরক্ত করে না। ইচ্ছে হলে খেতে বা পানীয় কিছু গ্রহণ করতে পারি। যন্ত্রণার ভয় এখন নেই। এইটুকুই এই কষ্টের জীবনে কিছুটা সান্ত্বনা। কিছুদিন থেকে আমার ওজন কমে যাচ্ছে। তাতে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। মোটা হলে বড়ই অস্বস্তি।

ইদানীং আমাদের কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কেবল ডঃ সেনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। অবশ্য তার কারণ, বড়দিন-এর জন্যে অনেক কাজ করতে হচ্ছে। সোয়েস্টার এলভিরা বড়দিনের উপহারের জন্যে আমাকে বেশ কিছু অর্ডার দিয়েছেন। উপহারগুলো ওঁর বন্ধুদের উনি দিতে চান। কাজেই ওই ব্যাপারে বেশ কিছু কাজ করবার রয়েছে। কিন্তু কিছু রোজগার তো হচ্ছে, এবং এই ধরনের কাজ আমার ভালোই লাগে। সোয়েস্টার এলভিরা আপনার 'herzlihe Grusse' পেয়ে খুব খুশি। উনিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যখন আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি সেই সময়ে আপনার চিঠি পেলাম। কাজেই একেবারেই টাট্‌কা খবরই ওঁকে দিয়েছি।

কিছু আত্মীয়স্বজন যে আপনার সঙ্গে থাকার অনুমতি পেয়েছেন তা শুনে খুশি হলাম। কাজেই আপনি একেবারেই একা নেই। কথা বলার জন্যে কেউ আছেন। ছোটদের নিয়েও আপনার একটু সময় কাটবে। মনে হয়, অন্য সময়টুকু আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন।

ফরাসি চর্চাটা বন্ধ করতে হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত। আমি কোনও রোজগার করছি না, কেউ আমাকে বিনা পয়সায় শেখাবে না। এটা দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু কিছু করবার নেই। কাগজে অজস্র ঘোষিত চাহিদার উত্তরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অনেক আবেদন করেছি, কিন্তু উত্তর কখনোই পাইনি। একবার উত্তর পেয়েছিলাম, চাকরিটা পাইনি। আরেকবার আমি উত্তর পেয়েছিলাম, কিন্তু চাকরিটা নিইনি। কারণ চাকরিটা বাজে। সাত বছরের একটি ছেলের দেখাশোনা করতে হবে। থাকা খাওয়ার খরচনা লাগবে না, মাইনেটা মাসে ২৫ শিলিং। তাছাড়াও আমার ঘরটা আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে এবং বাড়ির কাজেও আমাকে সাহায্য করতে হবে। এ কাজটা আমি নিতে পারিনি। কারণ আর যাই হোক, আমি চাকরানি নই।

আপনি কিছু রসিকতার নমুনা চেয়েছেন। দেখুন, এটা খুব শক্ত ব্যাপার। কারণ ইদানীং কাফেগুলোতে প্রায় যাই না। একটামাত্র রসিকতা যে শুনেছি তা এই :

'আমরা অস্ট্রিয়াতে নতুন শিলিং পাচ্ছি, রবারের তৈরি। (কেউ একজন জিগ্যেস করলেন, কেন ?)

'দেখুন, কারণ ওগুলো আপনি খুশিমতো [টেনে] বাড়াতে পারেন (টানতে পারবেন)। আর যদি শিলিং পড়ে যায় তো পড়ার শব্দও শুনতে পাবেন না।' রসিকতার উৎস হচ্ছে এই যে, শোনা যাচ্ছে শিলিং-এর দাম পড়ে যাবার কিছুটা সম্ভাবনা আছে।

আপনার পাঠানো অভিনন্দনের খবরটা আমি ডঃ সেনকে জানিয়ে দিয়েছি। উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আপনাকে ওর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এবার আমি আপনাকে একটা খবর দেবো যাতে সম্ভবত আপনি আগ্রহ বোধ করবেন। সেন আবার হিন্দুস্থান অ্যাকাডেমিকাল অ্যাসোসিয়েশন গঠন করবার চেষ্টা করছেন। এখন পর্যন্ত ভিয়েনাতে ২৫ থেকে ৩০ জন ভারতীয় আছেন। অনেক গণ্ডগোলের পর নিজের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে গাইরোলা সভাপতি হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন সেন। কাজেই আলি আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং গাইরোলাকে সেক্রেটারির পদটি দিয়ে মিটমাট হয়েছে। এখন ওঁরা হোটেল দ্য ফ্রান্সে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার একত্র হচ্ছেন। আলি খুবই উৎসাহ দেখাচ্ছেন। সেন যদিও কমিটি বা কোনোকিছুতে নেই তবু উনি এটাকে দাঁড় করাতে সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। আশা করা যায় অ্যাসোসিয়েশনটি ভালোই চলবে। ত্রিবেদী সব কটি পরীক্ষায় পাস করে গেছেন এবং সেন ওঁকে অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য করে নিয়েছেন। হখ্‌সুল ফ্যুর বোডেনকুলটুর (Hochschule fur Bodenkultur)-এর অধ্যাপক ওল্‌ব্রিখ্ তাঁর কিলিম্যানজারো পর্বতারোহণের ব্যাপারে একদিন একটা আকর্ষক বক্তৃতা দিলেন। সভায় প্রায় একশো লোক হয়েছিল—যদিও অবহাওয়াটা যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব ততটাই খারাপ ছিল। আমরা অন্তত পাঁচশো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলাম।

আমি ও বাবা-মা সানন্দে আপনার বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করেছি। তাঁদের ও আমার অভিনন্দন নিন। (যদি অবশ্য একজন অহিন্দুর পক্ষে বিজয়ার শুভেচ্ছা পাঠানো সম্ভব হয়।)

আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবটি শীঘ্রই আসছে—এ মাসের ২৫ তারিখে। গত বছর আপনি তখনও ভিয়েনায় ছিলেন এবং দেখেছেন কীভাবে এই উৎসব পালিত হয়। গত সপ্তাহে আপনাকে রেজিস্টার্ড স্যাম্পল্ পোস্টে একটা ছোটখাটো বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছি। আমার, বাবা-মার এবং আমার বোনের তরফ থেকে সকলেরই শুভেচ্ছার সঙ্গে দয়া করে উপহারটি গ্রহণ করবেন।

আশা করি আপনার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভালো। আবার তাড়াতাড়ি চিঠি লিখবেন। পরিবারের সকলের এবং আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

পুনশ্চ : আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনার সব বাক্স গুছিয়ে সব জামাকাপড়ই পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা বড় ট্রাঙ্কে সব একসঙ্গে গুছিয়ে একটা ইটালিয়ান ফার্মের (আপনার ভাইপো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।) মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

যে-সব জিনিস আপনার দরকার নেই বলেছিলেন সেগুলো সবই দিয়ে দিয়েছি ভিন্‌জার্গ [Vinzerg]-কে (পেনশন কসমোপোলাইটের কর্মী)। কারণ ও বলেছিল জুতো ওর ভীষণ দরকার। আপনার ভাইপোর সঙ্গে পরামর্শ করে স্কিইং বুটজোড়া সিং-এর কাছে রেখেছি। স্কেট সুদ্ধ স্কেটিং বুট্স আপনাকে পাঠিয়েছি। বাক্সর মধ্যে তিনটি বইও পাঠিয়েছি—(১) জার্মান ব্যাকরণ অভিধান, (২) কান্টারভিল ঘোস্ট [Cantervill Ghost] (দ্বিভাষিক গ্রন্থমালা) এবং (৩) ইম্‌মারস্ [Immers] (দ্বিভাষিক গ্রন্থমালা)।

এখনও কিছু জামাকাপড় আমার কাছে রয়ে গেছে। আপনার ভাইপো সেগুলো পাঠাতে বারণ করেছেন। বিশেষত কালো রেনকোটটা যেটা ঠিক গায়ে হয় না বলে আপনি কোনোদিনই পরেননি। ওটাকে নিয়ে কী করবো ? তা ছাড়া আছে কিছু আচকান, একজোড়া ঘোড়ায় চড়ার প্যান্ট (ব্রিচেস) আর একটা ইয়োরোপিয়ান স্টাইলের কোট। এই তিনটি একই কাপড়ে তৈরি (মোটা ভারতীয় কাপড়)। দয়া করে জানান এগুলোকে নিয়ে কী করা উচিত। এছাড়াও যে চিঠিতে আমি চায়ের শুল্কের কথা লিখেছিলাম সে চিঠি পেয়েছিলেন কি না লেখেননি। চার পাউন্ডের (আধ কিলো) জন্যে আপনাকে প্রায় অস্ট্রিয়ার দশ শিলিং দিতে হবে। অস্ট্রিয়ার দশ ডেকা (১০০ গ্রাম) শুল্ক-মুক্ত।

পুনরায় আমার অভিনন্দন
ই. শেঙ্কল্

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

দয়া করে এই ঠিকানায় উত্তর দিন
১ উডবার্ন পার্ক
এলগিন রোড পোঃ
কলকাতা

কার্শিয়াং, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

এ মাসের ৪ তারিখের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। চিঠিটা আজ সকালে পেলাম। মনে হচ্ছে আমার ২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠিটা পাননি। অন্তত আপনি ওটার উত্তর দেননি, যদিও পরের ৯ নভেম্বরে লেখা চিঠির উত্তর দিয়েছেন। অক্টোবর মাসে (মাসের মাঝামাঝি) আমি আপনাকে যে পিকচার পোস্টকার্ডগুলো পাঠিয়েছিলাম সেগুলো যথারীতি পৌঁছেছে। আমি ১৬ অক্টোবর আপনার শেষ চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা ১ অক্টোবর লেখা। প্রায় ছ'মাস হলো আপনার কোনও খবর পাইনি বলে ভেবেছিলাম আপনি হয়তো অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। এখন তা নয় জেনে খুশি হলাম। আপনার শেষ চিঠিটার উত্তর দিতে প্রায় এক মাস দেরি হয়ে গেছে বলে দুঃখিত। আমার শরীরটা মোটেই ভালো ছিল না। আবহাওয়াটা খুবই খারাপ।

মাসের শেষের দিনটাতে আবহাওয়াটা ভালো হয়েছে এবং আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন এসে কাছে ছিল বলে ব্যস্তও ছিলাম। এখন ভাবছি, আমার ২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠিটার কী হলো। চিঠিটা ঠিকমতো দার্জিলিং-এই পোস্ট করা হয়েছিল, এই জন্যে বলছি যে, যদি কোনও চিঠি পাশ করা না হয় তো আমাকে সরকারি ভাবে জানানো হয়।

এ চিঠির যখন উত্তর দেবেন তখন দয়া করে বাড়ির ঠিকানায় লিখবেন। আমাকে বদলি করে দেবার নির্দেশ এসেছে। তবে আমি জানি না কোথায় আমি যাবো। কাজেই যদি বাড়ির ঠিকানায় লেখেন তাহলে যেখানে থাকবো, এঁরাই পাঠিয়ে দেবেন। প্রায় দু মাস আগে আমি বদলি চেয়েছিলাম, কারণ এখানকার আবহাওয়াটা আমার শরীরের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। দু-একদিনের মধ্যেই এ জায়গাটা ছেড়ে যাবো।

সপ্তাহখানেক আগে একটা বড়দিনের কার্ড আপনাদের জন্যে পাঠিয়েছিলাম সাধারণ পোস্টে। তবে জানি না জার্মান প্রথা অনুযায়ী ঠিক ঠিক সম্বোধন করেছি কি না। আশা করি অজ্ঞতার জন্যে ক্ষমা করবেন। সে কার্ডটা বড়দিনের মধ্যেই পাবেন। আনন্দময় বড়দিনের জন্যে শুভেচ্ছা নিন এবং একই রকম সুখী ও সমৃদ্ধ নববর্ষ কামনা করি। পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানান। বাবা-মাকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলুম গত বছর এই বড়দিনের সময়টা কোথায় ছিলাম আর এ বছর কোথায় থাকবো! মানুষের জীবন কী পরিবর্তনশীল আর অনিশ্চিত।

আপনি ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়েছেন জেনে খারাপ লাগছে—যদিও গলব্লাডারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়াটা অনেক বেশি ভাল। তাই বলে দ্বিতীয়টা সম্পর্কে অবহেলা করবেন না। ওটা কখনোই সারে না, আর যখনই খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয় তখনই ঝামেলাটা মাথা চাড়া দেয়। আমার বৌদি—অশোকের মা ইদানীং খুব ভুগছেন এবং যখনই খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করেন, তখনই আবার গণ্ডগোল হয়। এ অভিজ্ঞতা আমারও। আমি ওঁকে অস্ত্রোপচার করবার জন্যে বোঝাচ্ছি। কিন্তু অন্য সকলেই অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে।

বড়দিনের সপ্তাহে হয়তো আপনার সঙ্গে সোয়েস্টার এলভিয়ার দেখা হবে। ওঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন, বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানালাম।

আমার ভাই লিখেছেন, মিসেস ফুলপ মিলার এখন প্রাচ্যে ভ্রমণ করছেন এবং ভারতে এসে পৌঁছেছেন। উনি কলকাতায় পৌঁছোলে আমার ভাই ওঁকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। হ্যাঁ, চায়ের শুল্কের ব্যাপারে আপনার দেওয়া খবর পেয়েছিলাম। তারপরে আমি ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের চা পাঠাবার পরিকল্পনাটা ছেড়ে দিয়েছি। এক পাউন্ড চায়ের জন্যে ১০ শিলিং শুল্ক দেওয়ার ব্যাপার সাদরে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে জিগ্যেস করি, ওখানে চায়ের দাম কীরকম?

আপনি যে বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছেন সেটা পাবো ভেবে আগাম আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। পাঠিয়েছেন সে আপনার অনুগ্রহ।

যে জামাকাপড়ের বাক্সটা আমি তাড়াহুড়োতে ভিয়েনাতে ফেলে আসি সেটা ভারতে পাঠিয়েছেন জেনে খুশি হয়েছি। দয়া করে জানান, কত ভাড়া লাগলো এবং কে খরচটা দিল। তাহলে সে টাকাটা পাঠবার ব্যবস্থা করি। অন্য যা কাপড়চোপড় রইলো তা আপাতত রেখে দিলেই চলবে। যদি কেউ দেশে আসার পথে ভিয়েনা হয়ে আসে তো তাঁকে জিনিসগুলো আমার জন্যে নিয়ে আসার অনুরোধ করা যেতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। মনে হচ্ছে, পেনশন কসমোপোলাইটে দুটো ওভারকোট ফেলে এসেছি। একটা হাল্‌কা ছাই রঙের, আর একটা গাঢ় (একটু কালোই) রঙের। হাল্‌কা ছাইরঙের কোটটা কি বাক্সয় দেওয়া হয়েছে? গাঢ় রঙেরটা আমার দরকার নেই। ওটা কোনও গরিব লোককে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

গত কয়েকমাস ধরে আমার ভাইপো জার্মানিতে প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং-এর জন্যে ছিল। জানি না ও ভিয়েনা যেতে পেরেছে কি না।

আবার আন্তরিক প্রীতি জানাচ্ছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে
[দুষ্পাঠ্য]

ভিয়েনা
১.১.১৯৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬-এর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। চিঠিটি আমি ২৮ ডিসেম্বর বিকেলবেলা পেয়েছি। ওই দিনই সকালে আমরা আপনার সাধারণ ডাকে পাঠানো বড়দিন-নববর্ষের কার্ডও পেয়েছি। এখানকার সকলেই খুব খুশি হয়েছেন এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন।

তাহলে পুরনো বছরটা কেটে গেল আর নতুন বছর শুরু হলো। এই নতুন বছর কী আনবে? বিশ্বের পরিস্থিতির কি কিছু উন্নতি হবে, না কি আরও খারাপ গণ্ডগোলে আরও গভীরে আমরা তলিয়ে যাবো? কেউ জানে না।

হ্যাঁ, ২৬ সেপ্টেম্বরের এয়ারমেলের চিঠি পেয়েছিলাম। উত্তরও দিয়েছি। হতে পারে চিঠিটা রাস্তাতেই হারিয়ে গেছে। না, আমি অসুখে পড়িনি। কেবল যথারীতি শীতের সর্দিকাশিতে ভুগেছি। এরাই আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। ওরা আমাকে এতই ভালোবাসে যে প্রত্যেক শীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং সারা শীতটা কাটিয়ে যায়। আর আপনার শরীর ভালো নেই জেনে আরও খারাপ লাগছে। কিন্তু আশা করি ইতিমধ্যে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং আপনি আবার ভালো বোধ করছেন।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের উপহার নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রত্যেকদিনই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছি। তবে কাজটা যে শেষ করতে পেরেছি, সেইটেই ভালো হয়েছে। ইতিমধ্যে আপনাকে কি অন্য জায়গায় বদলি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কোথায়? দয়া করে ওই নতুন জায়গাটা সম্বন্ধে একটু জানান। কারণ, আপনি তো জানেন, আমার কৌতূহল ভীষণ বেশি।

এ বছরের বড়দিন খুব ভালই কেটেছে। অনেক জিনিস পেয়েছি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে—বেশির ভাগই প্রয়োজনীয় জিনিস। বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু শখের জিনিসও পেয়েছি। কয়েকদিন আগে আয়ারল্যান্ডের এক বন্ধু চমৎকার একটি বই পাঠিয়েছে: Irwin-এর লেখা Basson's Flying Column। বইটার সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? মিসেস হারগ্রোভও আমাকে একটা নতুন বই পাঠিয়েছেন: Die Minnesinger und ihre Matern (The Minstrels and Their Painters, চারণ কবিগোষ্ঠী ও তাদের চিত্রশিল্পীরা)। এতে চব্বিশটা খুব পুরোনো জার্মান ছবি ছাপা হয়েছে। এই বইটা আমার খুব পছন্দ। এর মধ্যে মধ্যযুগের জার্মান ভাষায় কিছু কবিতা আছে। ২৬ ডিসেম্বর মাস্টার (উনি এখন উইন-এ [Wein] ছুটি কাটাতে গেছেন) এবং সেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি আমার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং চমৎকার একটি বিকেল আমরা কাটিয়েছি। আমরা খ্রীস্টের প্রদীপ [Christ Lamp] জ্বালিয়েছিলাম এবং সেন পিয়ানোতে ভারতীয় সঙ্গীত বাজিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, সেন কয়েকমাসের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন এবং সম্ভবত একটি বাড়তি ট্রাঙ্ক চাইছেন। উনি বলেছিলেন, যদি আপনার একটা ট্রাঙ্ক ওঁকে ধার দিতে

পারি। ভাবছি, ওঁকে এই কালোটা দেব। আশা করি, কিছু মনে করবেন না। গতকাল উনি আমাকে বললেন যে আপনি ওঁকে একটা ভারতীয় গানের রেকর্ড দিতে বলেছেন। কিন্তু উনি দুটো নিয়ে গেছেন। কোন্ দুটো নিলেন আমি জানি না, কারণ বাংলা অক্ষর তো চিনি না।

এ বছর সিলভেস্টার কাটালাম খুবই একঘেয়েমির সঙ্গে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সারকিউনা [circuna] গিয়েছিলাম এবং এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে এসেছি। তারপর সকলে একটু চা খেলাম, মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এবং তারপর পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালাম। তারপরে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলাম। দুটি বাচ্চা নিয়ে উনি একলাই ছিলেন। পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালাম। তারপর হঠাৎ বোকার মতো Bleigiessen-এর ধারণাটা এলো। ব্যাপারটা এইভাবে করতে হলো। একটা চামচেতে খানিকটা ধাতু (সিসে) গরম করতে হয়। গলে গেলে ঠাণ্ডা জলে ফেলে দিতে হয়। তখনই ওটা শক্ত হয়ে গিয়ে একটা আকার নিয়ে নেয়। আর সেই আকার অনুযায়ী আপনি—যে ওই গলানো পদার্থটি ঢেলেছে—তার ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আমি ঢালাতে একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। গলিত পদার্থটা ভারতের মানচিত্রের আকার নিলো। প্রায় দুটোর সময় শুতে গেলাম এবং সকালবেলা যখন জেগে উঠলাম তখনও ঘুম ঘুম ভাব রয়েছে।

সোয়েস্টার এলভিরা ১৫ ডিসেম্বর রুডলফিনেরহউস গেছেন। উত্তর অস্ট্রিয়ায় উনি ওঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। ওখানে উনি প্রায় ৩ মাস থাকবেন। তারপর হয় উইন রুডলফিনেরহউসে ফিরবেন, নয়তো কয়েকমাসের জন্যে আবার ইংল্যান্ডে যাবেন। উনি বলেছেন, আমি যখন আবার চিঠি লিখবো তখন যেন ওঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাকে জানাই। আর আমার বন্ধু এলাও একটা চমৎকার চিঠি লিখেছে আমাকে এবং ১৯৩৭ সালের জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা পাঠাতে বলেছে আপনাকে।

মিসেস ফুলপ মিলার যে ভারতবর্ষে যাচ্ছেন সেটা আমি জানতুম। কিন্তু আমি আপনাকে লিখিনি কারণ উনি কাউকে না জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। যখন এশিয়া ভ্রমণ করতে পারছেন তখন নিশ্চয় মহিলার অনেক টাকাপয়সা আছে।

কাউকে চা পাঠানো ঠিক হবে বলে মনে করি না। কারণ শুল্ক বড় বেশি। এখানকার চায়ের দাম একেবারে আলাদা। এক ডেকা (১০ গ্রাম) চা আপনি পাবেন ২০ গ্রসচেন থেকে ৭০ বা ৮০ গ্রসচেন দামে। বিশেষ করে MEINL প্রতিষ্ঠানটি—যার সঙ্গে প্রাচ্যদেশের সম্পর্ক রয়েছে—[মালিকের] স্ত্রীর মাধ্যমে—ভালো চা রাখে। এই শুল্ক ব্যবসাটি মারাত্মক। খ্রিস্টোৎসবের জন্যে আমি জার্মানিরই এক বন্ধুকে হাতে তৈরি রাত-কাপড় পাঠিয়েছিলাম। খুবই মোটা সুতোর তৈরি রাত-কাপড়টি বলকান-স্টাইলে তৈরি। দুঃখের বিষয়, ওতে ৪·৫০ মার্ক শুল্ক দিতে হয়েছে। অস্ট্রিয়ান শিলিং-এ ৯ শিলিং-এর মতো। ও যখন লিখলো আমাকে, তখন খুব খারাপ লেগেছিল। আপনাকে যে বড়দিনের উপহারটি পাঠালাম তাতেও কি কোনও শুল্ক দিতে হয়েছে ?

ভিয়েনা থেকে ভারতে যে বাক্সটা পাঠিয়েছি তার পাঠানোর খরচা আমি দিইনি। আপনার ভাইপো অশোকই সব ব্যবস্থা করছেন। আমি শুধু বাক্সটা গুছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ওঁকে বলেছিলাম, যে জিনিসগুলো কাজে লাগবে না সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। অন্য জামাকাপড়ের সঙ্গে হাল্কা ছাইরঙের কোটটা পাঠিয়েছি। ঘন ছাই রঙের (কালোই বলা যেতে পারে) কোটটা রেখে দিয়েছি। যার সত্যিই খুব দরকার তাকে দিয়ে দেবো। আর একটা কোট (ইয়োরোপিয়ান স্টাইলের) ভারতে যাচ্ছেন এমন এক ভদ্রলোকের হাতে পাঠিয়েছি। উনি আপনার ভায়ের হাতে দিয়ে দেবেন। আপনার ভাইপো এখনও জার্মানিতে রয়েছেন। আপনার জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যাপারে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন কয়েকবার ওঁর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উনি ভিয়েনায় আসতে পারেননি। যদিও, এলে খুশি হতাম। কারণ সব জিনিসপত্র পাঠানোর ঝামেলা সামলানো আমার পক্ষে কঠিনই ছিল। হয়তো উনি ভিয়েনায়

আসতে পারেন। অনেকদিন ওঁর কাছ থেকে কোনও খবর পাইনি।

২৫ ডিসেম্বর থেকে এখানে শীতের আবহাওয়া শুরু হয়েছে। ২৫ তারিখে এখানে তুষার-ঝড় হয়ে গেছে। কিন্তু বরফ খুব বেশি পড়েছে। তারপর থেকে কুয়াশার আবহাওয়া চলছে। গাছপালায় টেলিফোনের তার ইত্যাদিতে কুয়াশা জমছে, জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। তাতে গাছপালাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে সাদা পাউডারে ভরে গেছে—চিনির মতো। খারাপ লাগছে, [ওই রকম] একটি গাছ তুলে ওই রকম সাজানো অবস্থাতে আপনাকে পাঠাতে পারছি না। দেখতে ভারি সুন্দর।

কাজেই সবই বলে ফেললাম। এখন যাবো শহরে এবং বুরপ্লাজ-এ টেলিগ্রাফিক পোস্ট অফিসে চিঠিটা ফেলবো। তারপর যাবো কাফে বাস্‌টেস-এ। ওখানে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

নতুন বছরের জন্যে আরেকবার আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠাই। আমার পরিবারের সকলেও আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ওঃ, ভুলে যাবো, তাই বলে রাখি। মাঝে মাঝে কিছু ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন কি ? বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল আমরা কোনও কাগজই পাচ্ছি না।

প্রত্যাশায় ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি।

আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ<br>
ই. শেঙ্ক্‌ল্

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল<br>
কলকাতা<br>
১০ জানুয়ারি, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্,

আপনি ও আপনার পরিবারের সবাই আমার শুভ নববর্ষের প্রীত ও শুভেচ্ছা নেবেন। (Gluckliches neues jahr—আপনি যেমন জার্মানে বলবেন)।

আপনার ১ জানুয়ারির লেখা চিঠি গতকাল আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি কার্শিয়াঙ থেকে আপনাকে শেষ চিঠি লিখি, তারপরে আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। আমি এখন হাসপাতালে আছি, অবশ্যই বন্দি অবস্থায়। গত ১৭ ডিসেম্বর এখানে আসার পর থেকে ডাক্তাররা আমার সব কিছু পরীক্ষা করে দেখছেন। চিকিৎসার যে সাহায্য আমি পাচ্ছি তা ছাড়াও আমি এখানে অন্য কারণে আসতে পেরে খুশি হয়েছি। এখন এখানকার আবহাওয়া খুবই ভালো। এখানে সূর্যের আলো প্রচুর, পাহাড়ে যেটার ভীষণ অভাব—কিন্তু আবার আরামদায়ক ঠাণ্ডাও। আবার, সরকার আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত ডাক্তাররা রোগ-নির্ণয় করতে পারছেন না—তারা কেবল বলছেন, আমি সেপ্‌টিক টনসিলে ভুগছি। অন্য যা কিছু রোগ-নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত আমি এখন অপেক্ষা করছি।

আমি এখনও জানি না, আমাকে এখানে কতদিন ধরে থাকতে হবে, এবং এও জানি না, কোথায় আমাকে এখান থেকে পাঠাবে। কিন্তু আমি এখানে বেশিদিন থাকতে চাইছি না। সেজন্যে আপনি যদি আবার আমাকে চিঠি লেখেন, আমার বাড়ির ঠিকানায় লিখবেন—১ উডবার্ন পার্ক, এলগিন রোড পোস্ট অফিস, কলকাতা। আমার নতুন ঠিকানায় চিঠিটা

যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বড়দিনের উপহার দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ছবিগুলি খুবই সুন্দর এবং স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও চমৎকার। কার্শিয়াঙ-এ থাকার সময় আমি এই উপহার পাই। পোস্ট অফিস আমার কাছ থেকে কোনও শুল্ক আদায় করেনি। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে যেমন লাগে আমাদের এখানে তেমন কোনও শুল্ক লাগে না।

আমি জানি না এয়ারমেলের চিঠির জন্যে কেন তারা আপনার কাছ থেকে Ish. 70g. আদায় করেছে। সধারণত তারা Ish 30g. আদায় করে। আমি খুবই অবাক হয়েছি ইদানীং কেন তারা এত হার বাড়ালো।

শ্রীমতী হারগ্রোভ বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন গাছের চারার ছবিসহ একখানা সুন্দর বই পাঠিয়েছেন। এরপর একজন অস্ট্রিয়ার সুন্দর ছবি দেওয়া বইয়ের আকারে ১৯৩৭ সালের ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছেন। বইটি উইনার ব্যাঙ্ক ভেরিন প্রকাশ করেছে।

ইতিমধ্যে আপনি যে বরফ উপভোগ করছেন সেজন্যে আমি কেবল আপনাকে ঈর্ষাই করছি। এখানে এই সমতলে, আমরা বরফের কথা ভাবতেই পারি না।

আপনি কি আমাকে দয়া করে বলতে পারেন, সমগ্র ইয়োরোপ মহাদেশ কেমন করে বড়দিন পালন করল ? আপনি কি ২৪ অথবা ২৫ ডিসেম্বর গাছে আলো দেন এবং উপহার বিতরণ করেন ? যতদূর মনে আছে, ২৫ তারিখের সন্ধেবেলায় ওটা হয়। সেক্ষেত্রে, ২৫ তারিখের পরে ও সন্ধেবেলায় গাছে আলো দিয়েছিলেন ? অথবা ২৫ তারিখ কেটে গেলে আপনি গাছ ভেঙে ফেলেছেন ? আমার স্মৃতিশক্তি যদি ঠিক হয় ইংল্যান্ড ২৫ তারিখের সন্ধেবেলায় বড়দিন পালন করে।

আপনি আমার নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন এবং তার সঙ্গে সিস্টার এলভিরা ও মিস এলাকে জানাবেন—যদি ইতিমধ্যে জানিয়ে না থাকেন।

বেশ কয়েকমাস বাদে আমি এখন শহরে রয়েছি এবং প্রথমটা এই পরিবর্তন আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু ভেতরে এবং বাইরে এখানে খুবই আওয়াজ হয়। বাইরের আওয়াজ—বাস, ট্রামগাড়ি এবং বিভিন্ন যানবাহনের জন্যে। ভেতরের আওয়াজ—রোগীদের। তারা যন্ত্রণায় খুবই চেঁচায়। এই হাসপাতাল সারা ভারতের অন্যতম বড় এবং কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বড়। এটা আবার ভারতের মধ্যে প্রাচীনতম এবং শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। জেনারেল ওয়ার্ড থেকে ঘরগুলো একেবারে আলদা নয়—এবং সেইজন্যে আমি খুবই আওয়াজ পাই যখন কোনও রোগী যন্ত্রায় চিৎকার করে। যাই হোক, অনেকদিন ধরে এক জায়গায় থাকার পর চিৎকার করলেও মানুষের সান্নিধ্য ভালোই লাগে।

এখানে আর বেশি কিছু লেখার নেই। আশা করি এই ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আপনি আপনার শরীর ভালো রাখবেন।

ডাক্তাররা আমার টনসিল ভালো করার চেষ্টা করছে—না হলে আমি অস্ত্রোপচার করে কেটে দিতে বলবো।

ভিয়েনার শ্রীমতী ফুলপ মিলার এখন কলকাতায়। আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে তিনি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন। এবং ভারতবর্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুবই আনন্দিত। উনি বলেছিলেন যে, উনি ওঁর ভ্রমণ খুবই উপভোগ করছেন।

আপনার বাবা-মাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আপনি ও আপনার বোন আমার শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
**সুভাষ চ. বসু**

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা
২৬ জানুয়ারি, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ১৪ জানুয়ারির চিঠির জন্যে ধন্যবাদ জানাই। চিঠিটা ২৫ তারিখে (গতকাল) আমার আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। মনে হয়, আমার ১০ জানুয়ারি লেখা চিঠি আপনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। আপনার শুভেচ্ছার জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আপনার আত্মীয়-স্বজনদের আমি শুভেচ্ছা জানাই।

এখন কলকাতায় ঠাণ্ডা খুবই সামান্য—এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম এ বছর ঘটেনি। কিন্তু ভারতের কোনও কোনও অংশে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। কার্শিয়াঙ-এ অবশ্যই অনেক বেশি ঠাণ্ডা এবং তার সঙ্গে কুয়াশাও থাকে। ওখানে থাকার সময়ে আমি এত কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া পেয়েছি যে আমি এখানে এখন সূর্যের আলো খুবই উপভোগ করছি। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করছি যে এখানকার লোকেরা রোদ্দুর পছন্দ করে না যতটা আমি পছন্দ করছি। এটা খুবই স্বাভাবিক।

আমি কলকাতার হাসপাতালে এখনও আছি। মোটামুটি আমি আগের চেয়ে একটু ভালো আছি। এখন আমার গলার কষ্ট এবং যকৃতের চিকিৎসা চলছে। আমাকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা আগে থেকে বলতে পারছি না। তবে আমাকে যে কোনও দিন যে কোনও জায়গায় বদলি করে দিতে পারে। সেইজন্যে আপনি যদি লেখেন বা যখন লিখবেন সেইজন্যে দয়া করে আমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখবেন—(১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা)। বাড়িতে আমার চিঠিপত্র সেন্‌সর কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দেবে।

আমি আপনাকে তেমন কিছু লিখতে পারছি না যাতে আগ্রহ বোধ করবেন। কলকাতায় থাকার সময় আমি আমার মায়ের সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন বাড়িতে গিয়ে দেখার অনুমতি পেয়েছি। এই চিঠির সঙ্গে সিস্টার এলভিরাকে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন।

আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রীতি নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হল
[দুষ্পাঠ্য]

ভিয়েনা
২৮.১.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১০ তারিখের লেখা চিঠি ১৯ তারিখে পেয়েছি। অনেক ধন্যাবাদ। আমার পরিবার ও আমি আপনার শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কেবলই আশা করবো এই শুভেচ্ছা সার্থক হোক, এবং আমরাও একই শুভেচ্ছা আপনাকে জানাচ্ছি।

আপনার শরীর ভালো যাচ্ছে না জেনে খুবই দুঃখ পেলাম। এবং আমি কেবলই আশা করবো আপনি আবার তাড়াতাড়ি সেরে উঠে সুস্থ হোন। কারণ অসুস্থ থাকার চেয়ে আর

খারাপ কিছু নেই। আমার মনে হয় বিশেষ করে হাসপাতালে তো এটা খুবই ভয়াবহ। আপনি কি এখন আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নতুন কোনও খবর পেলেন ? অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

তাহলে ভারতবর্ষে আপনি প্রচুর সূর্যের আলো পাচ্ছেন। আমরা এখানে কিছুই পাই না। এক সপ্তাহ হলো আমাদের এখানে খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে (১০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে গেছে) এবং স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বরফই পড়েছে। বরফ পড়াটা সত্যিই সুন্দর, কিন্তু ঠাণ্ডাটা নয়। কাজেই যতটুকু সম্ভব ঠিক ততটুকুই আমি বাইরে বেরোচ্ছি এবং কখনও কখনও আমি তিন চারদিন বাইরে বেরোচ্ছি না। কারণ যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে খুবই সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

ছবি সম্বন্ধে আপনি কি লিখছেন ? বড়দিনের উপহার আমি আপনাকে পাঠিয়েছি—নীল রঙের সুতোর নক্শা করা এবং নীল সিল্কের কাপড় দিয়ে লাইনিং করা বইয়ের কভার। আপনি কি সেটা পাননি ? যাই হোক, আমি আপনাকে ছবি পাঠাইনি। কোনওভাবে ওটা ভুল বুঝেছেন।

আমার শেষ চিঠিটার জন্যে আমার কাছ থেকে মাত্র ১.৩০ শিলিং নিয়েছে। পোস্ট অফিসের বোকামির জন্যে খামের ওপরে ১.৭০ শিলিং লিখে ভুল করেছে। মনে হয় পোস্ট অফিসের বোকা লোকটা Sylvester খেয়ে তখনও মত্ত ছিল।

আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি এখানে বড়দিন কীভাবে উপভোগ করেছি। প্রথমে, আমরা আমাদের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে উপহার কিনেছি। ২৪ তারিখে বড়দিনের গাছটিকে সাজানো হলো (মিষ্টি, মোমবাতি, কাচের জিনিসপত্র ইত্যাদি দিয়ে)। ২৪ তারিখে রাত সাতটা-আটটা নাগাদ মোমবাতিগুলো জ্বালানো হলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো দিনের গান "Stille Nacht, Heilige Nacht" পরিবারের সভ্যদের দিয়েই গাওয়ানো হয়। উপহারগুলো গাছের নীচে রাখা হয়েছিল। তারপর প্রত্যেকে তাদের উপহারগুলো নেয় এবং একে অন্যকে ধন্যাবাদ জানায় ইত্যাদি। যারা খুবই ধার্মিক তারা মধ্যরাতে চার্চে যায় 'Mette' অথবা 'Christmette'-এর জন্যে (আমি কখনওই করিনি)। ২৫ তারিখ হচ্ছে ছুটির দিন। হয় আপনার কাছে কোন অতিথি আসবে অথবা নিজে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বা বাড়িতে একাই থাকবেন। ২৪ তারিখের পর যখন খুশি বড়দিনের গাছে আলো জ্বালানো যেতে পারে। যখন কোনও অতিথি আসবে তখন তাদের দেখানোর জন্যে আপনি গাছে আলো জ্বালাতে পারেন। নববর্ষের দিন অথবা ৬ জানুয়ারি গাছটাকে ভেঙে দেওয়া হয়। এই দুটো দিনেই যে ভাঙতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিস্টার এল্‌ভিরা এখানে ছিলেন। আমরা আপনাকে পোস্টকার্ডে চিঠি দিয়েছি এবং আশা করি আপনি সেটা পেয়েছেন। কিন্তু উনি আবার উত্তর অস্ট্রিয়ায় চলে গেছেন।

আমরা এখন একটা রেডিও (ওয়ারলেস) পেয়েছি। এটা খুবই কাজের জিনিস, কারণ আপনি ভিয়েনা, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, ইটালি, পোলান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং এমনকি ইংল্যান্ডের [খবর ইত্যাদি] শুনতে পাবেন। ইংল্যান্ডেই বেশির ভাগ সময়ে খুবই বিরক্তকর অনুষ্ঠান হয়, তার ওপর ইংল্যান্ড পেতেও খুব কষ্ট হয়। বাবা অবশ্যই ভীষণ চটে যান এবং সারাদিন ধরে গজগজ করেন এই বলে যে, বাড়িতে শান্তি নষ্ট হচ্ছে। উনি যতই গজগজ করেন ততই আমরা রেডিও চালাই।

আপনি কি জানেন কবে শ্রীমতী ফুলপ মিলার দেশে ফিরবেন ? তাঁর যে ভারত ভ্রমণ ভালো লেগেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

যে সব জিনিসগুলো আমি ভিয়েনা থেকে পাঠিয়েছি সেইগুলো কি আপনি পেয়ে গেছেন (জামাকাপড় সমেত বড় চামড়ার বাক্স ইত্যাদি) ? আপনি কি এখনও জার্মান ভাষা অভ্যাস

করছেন ? কেবল বিষণ্ণ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা ছাড়া কাজের কিছুই করি না। কেবল পাগলের মতো একটা অফিস থেকে আর একটা অফিস ছুটে বেড়াই। নিজের পরিচয় দেওয়া, চিঠি লেখা ইত্যাদি করি। অবশেষে ফল হচ্ছে—শূন্য। ব্যাপারটা এতই হতাশার যে আমি ঠিক করে আপনাকে বোঝাতে পারছি না । কখনও ভাবি, কী জন্যে বেঁচে রয়েছি। বাঁচার কোনও মানেই হয় না, অথচ জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো ভীরুতার কাজও আর নেই।

মনে হচ্ছে, Hindusthan Academical Association তাদের কাজকর্ম আবার বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ Hotel de France-এ আমি এক সময়ে গিয়েছিলাম গাইরোলা-কে একটা খবরের কাগজ ফেরত দেবার জন্যে। দারোয়ান বলল, তাঁরা এখানে খুবই অনিয়মিত সভা করেন। সমস্ত ব্যাপারটাতে কোনও নিয়মনীতি নেই। সেন কয়েক মাসের জন্যে ভিয়েনার বাইরে গেছেন। অন্যেরা কাজের কিছুই করছে না। আজকে মিঃ টিমারের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি আমাকে আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন এবং আপনাকে ওঁর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে বলেছেন।

আপনি কি এখন কোনও মনের মতো বই পড়ছেন ? আমি পড়ছি না, কারণ সিস্টার এলভিরার জন্যে কিছু করাব জন্যে আমার সমস্ত সময়টাই কেটে যায়। এবং এটাই ভালো, কারণ তাতে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করাটা ভুলে থাকা যায়।

আপনাকে আর কিছুই লেখার নেই। জানাবার মতো কিছুই ঘটেনি। আমরা সবাই ভালো আছি। ভাবছি আপনাকে কলকাতা থেকে কোথায় দিয়ে যাওয়া হলো আবার, অথবা, যদি আপনি এখনও ওখানে থাকেন তো দয়া করে আমায় জানান।

আমার পরিবারের আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এবং আমার তরফ থেকে আপনাকে আর একবার আপনার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই এবং অন্তরঙ্গ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্ক্ল্

পুনশ্চ : আমি একটা জিনিস প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। মিঃ জেন্নি সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন। উনি আপনার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন এবং আপনার কোনও খবর রাখি কি না জিগ্যেস করেছেন। এছাড়া আপনাকে তাঁর ও আপনার জেনিভার বন্ধুদের হয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ই.এস.

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা
১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

আপনার ২৮ জানুয়ারির চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। চিঠিটা আমি গত ৮ তারিখে পেয়েছি। আপনি আমার ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি এখনও হাসপাতালেই রয়েছি। আমার ভবিষ্যতের গতিবিধি এখনও অনিশ্চিত এবং অজানা।

আপনার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে আপনি আমাকে বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওটা এখনও পর্যন্ত আমার কাছে এসে পৌঁছোয়নি। আপনি কি ওটা রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছিলেন (ein schreiben) ? আমি এখনই দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে খোঁজ নেওয়ার জন্যে লিখেছি। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে

হয় ওটা খুঁজে পাওয়ার কোনো আশাই নেই। যাই হোক, আপনার অনুগ্রহের জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এখানে এখন অল্প অল্প গরম পড়ছে—যদিও সকালবেলায় কখনও কখনও কুয়াশা থাকে। তবু অল্পদিনের মধ্যেই রোদ্দুর আর সহ্য করা যাবে না। আমি আপনাকে কেবলই হিংসা করি এই ভেবে যে, আপনি ওখানে এখন বরফ উপভোগ করছেন। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে আপনি শীতের খোলাধুলোয় যোগ দিচ্ছেন না। যোগ দিলে আপনার পক্ষে খুবই উপভোগ্য হতো।

ইতিমধ্যে কলকাতাতে বাক্স সমেত আমার জামাকাপড় এসে গেছে এবং কষ্ট করে পাঠানোর ঝামেলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যে আপনার পাঠানো জোড়া পোস্টকার্ড আমি পেয়ে গেছি এবং তার উত্তর আমি এয়ারমেলে দিয়েছি।

ভিয়েনার মিসেস ফুলপ মিলার জানুয়ারি মাসে এখানে এসেছেন তা আমি আপনাকে লিখেছি কি না মনে করতে পারছি না। তাঁরা পনরো দিন কলকাতা-বাসের সময় আমার ভাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন। এখন উনি বেড়াচ্ছেন—এবং মার্চের (আগামী মাসে) শেষ সপ্তাহে তিনি বম্বে থেকে পাড়ি দিচ্ছেন।

যখন আমি কার্শিয়াঙে ছিলাম তখন আমি কয়েকটা জার্মান বই মাঝে-মধ্যে উল্‌টে পাল্‌টে দেখেছি। এখানে আসার পর থেকে আমি তাও দেখিনি। আজকে আমি শ্রীযুক্ত ফলটিসকে জার্মান ভাষায় লিখতে চেষ্টা করছি। আশা করবো তিনি আমার ভুলে-ভরা জার্মান বুঝতে পারবেন, যদি অবশ্য চিঠিটা তাঁর কাছে পৌঁছোয়।

মনে হয়, আপনি ফরাসিটা চর্চা রাখলে ভালোই করতেন। ছেড়ে দিলেন কেন ? পরে ওই চর্চাটা খুবই কাজে লাগত।

কলকাতায় আসার পর আমি আগের চেয়ে একটু ভালো আছি। তা ছাড়া, সরকার আমায় কিছু সুযোগসুবিধা দিয়েছিল যা সাদরে গ্রহণযোগ্য। সপ্তাহে দুদিন আমি মাকে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেতাম। আজ থেকে প্রতিদিনই তাঁকে আমি দেখতে যেতে পারব। সকালে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে গাড়ি করে বাইরে যাবার অনুমতি পেলাম। বিকালবেলায় কোনও কোনও সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন এমন নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অন্যান্য সময়ে বই পড়া, কাগজ পড়া ও চিঠিপত্র লিখে সময় কাটে। কলকাতায় সময় কাটানোর বিশেষ কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু কার্শিয়াঙে থাকার সময়টা ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর ও সময় সময় ক্লান্তিকর ছিল।

আপনি যখন মিঃ জেন্নিকে চিঠি লিখবেন তখন আমার কথা লিখবেন আর মিঃ টিমারের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকেও বলবেন। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইলো। আমার ঠিকানা আগের মতনই রয়েছে—১, উডবার্ন পার্ক। এই ঠিকানায় আমার চিঠি ওরা পাঠিয়ে দেবে। আমার আন্তরিক প্রীতি নেবেন এবং বাবা-মাকে জানাবেন। আপনি কেমন আছেন ?

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হলো
[দুষ্পাঠ্য]

১২.২.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ২৬ জানুয়ারির চিঠি ৩ তারিখে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। সঙ্গে সঙ্গেই এলভিরাকে লেখা আপনার চিঠি পাঠিয়েছি এবং তিনিও আমাকে পত্রপাঠ উত্তর দিয়েছেন। তিনি খুবই খুশি হয়েছেন এবং আপনাকে ওঁর ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে বলেছেন। উনি ব্যস্ত থাকায় আপনাকে এখনই লিখতে পারলেন না। অবসর সময়ে উনি আপনাকে উত্তর দেবেন।

কয়েকদিন আগে আমি শ্রীমতী ভেটারের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। উনি আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি আপনাকে একটা বড় চিঠি দিতেন কিন্তু ওঁর মেয়ে আজ একমাস ধরে অসুস্থ, সেজন্যে উনি আপনাকে লিখতে পারেননি।

এখন আমার একটা ছোট্ট খবর আছে। এমাসের ২ তারিখ থেকে আমি একটা সামান্য কাজ করছি। বিকলাবেলায় একটি ভারতীয় শিশুকে দেখাশোনা করতে হয়। এটা বেশ মজার না? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে যদিও শিশুরা আমার পেছনে সব সময়ে লেগে থাকে আমি কিন্তু অতশত ওদের সঙ্গে পেরে উঠি না। এই শিশুটি মাত্র ১৭ মাসের, আর খুব সুন্দর। যখন ওর বাবা-মা থাকে না তখন ও খুবই ভালো থাকে। কিন্তু যখনই ওর মা অথবা বাবাকে দেখবে এখনই ওর দুষ্টুমি বেড়ে যায়, কারণ ও ভালো করে জানে সে ওঁদের সঙ্গে যা খুশি তাই করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে, শিশুটি প্রথম সন্তান আর ওর মা স্বীকারই করেছেন যে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। এরা সুন্দর একটি কাশ্মিরি পরিবার। এখন যখন আমার রোজগারের সুযোগ হয়েছে তখন আবার আমি ফরাসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছি। আর দেখুন, যদিও আমি কয়েকমাস এসব পড়িনি, কিন্তু কিছুই ভুলিনি। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি।

হ্যাঁ, তাহলে আপনার এখন রোদ্দুর ভালো লাগছে। আমার আজ মনে পড়ছে যে যখন আমি শীতকালে রোদ্দুরের আশা করতাম তখন আপনি আমাকে খুব ঠাট্টা করতেন। এখন অবশ্য অত সূর্যের আলো পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে আশ্চর্য সুন্দর শীতের আবহাওয়া পাচ্ছি, কিন্তু যখনই বরফ গলতে শুরু করে তখনই সব সৌন্দর্য মিলিয়ে যায়। এখন বাইরেটা খুবই কদর্মাক্ত এবং স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু কিছুদিন থেকে রোদ্দুর পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল আমি শিশুটিকে নিয়ে Trkenschanzpark-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয় দেখে থাকবেন, বৃষ্টির পর ঠিক ছোট ছোট পোকামাকড়ের মতোই, লোকেরা বাড়ি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে। সকলেই রোদ্দুরে বসে আছে আর রোদে-ঝলমল রাস্তা খুঁজছে।

আপনার শরীর কেমন আছে? আশা করি ভালোই। মনে হয় দার্জিলিং-এর ভিজে আবাহাওয়াতে আপনি সেপ্‌টিক টনসিলে ভুগছিলেন। আমি অবশ্যই বলতে পারি যে এই শীতকালে আমি খুবই ভালো আছি। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার একদম সর্দি-কাশি নেই। কেবল কখনও কখনও খুব ঠাণ্ডার সময়ে আমার বাঁদিকের ফুসফুসে ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু এটা সহ্য করা যায়। ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম। উনি আমায় বললেন, আমি যেন সব সময় নিজেকে গরম রাখি, এবং কুয়াশার সময় যেন বাইরে না যাই আর যতটা সম্ভব যেন রোদ লাগাই।

আপনার যকৃতের ব্যথা কেমন? ওটা কি সারবার মতো? যদি ভারতে তা না হয়, তবে ইয়োরোপে আসুন আবার, এবং কার্লস্‌বাড-এ চেষ্টা করুন। আপনি তো জানেন জায়গাটা [চিকিৎসার পক্ষে] কত ভালো।

আমি শুনে খুবই খুশি হলাম যে আপনি কলকাতায় থাকার সময় মাকে দেখতে পাচ্ছেন।

এটা আপনার ও আপনার মায়ের পক্ষে খুবই সুখের কথা, কারণ মা তো তাঁর সন্তানকে দেখতে সব সময়ে উদ্‌গ্রীব হন। আর আপনিও তো আপনার মাকে দেখে খুবই খুশি হবেন। আপনার ভাইপো কি ইতিমধ্যে ভারতে পৌঁছে গেছেন? উনি আমায় লিখেছিলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ভারতে যাবেন। আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওঁকে আমি চিঠি দিতে ভুলেই গেছি।

শ্রীমতী হারগ্রোভ-এর কোনও খবর পেয়েছেন কি? যদিও আমরা একই শহরে বাস করি তবু গত বড়দিনের পর থেকে তাঁর কোনও খবরই পাইনি। আমি এখন খুবই কম বাইরে যাই। তা ছাড়া অনেক লোক ভিয়েনা থেকে চলে গেছেন। সেন এখনও ইংল্যান্ডে। সম্প্রতি উনি আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, এখন উনি হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত। মাস্টার এখনও জার্মানিতেই আছেন। আর অন্যান্যদের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তাই আমি সব দিক দিয়েই বিচ্ছিন্ন। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিংহল সম্পর্কে বক্তৃতা হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি, কারণ সন্ধে ৬টার সময় আরম্ভ হয়েছিল আর আমি রোজ সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আমার বাবা-মা গিয়েছিলেন। বক্তৃতাটা নিশ্চয়ই খুবই ভালো ছিল।

আপনি জার্মান ভাষায় চিঠি লিখেছেন বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। চিঠিটা খুবই ভালো লিখেছেন। আমাকে সংশোধন করে পাঠানোর সুযোগ দিন। আশা করি আপনি এতে কিছু মনে করবেন না। যদি আপনি মাঝে মাঝে জার্মান ভাষায় কোন অনুবাদ বা চিঠি পাঠান তো সেটা আপনার পক্ষেও ভালো। আমি তাহলে সংশোধন করে আপনাকে সহজেই পাঠাতে পারি।

আমাদের পরিবারের সকলের আন্তরিক এবং আমার আন্তরিক অভিনন্দন নিন।

ই. শেঙ্কল্

ভুল সংশোধন

Liebe Schwester Elvira

Danke vielmals fr Ihren Brief ven 14, Januar den ich gesters bekommen habe und fr Ihre freundliche Erinnerung und Glckwilnsche. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe es geht Ihnen jetzt viel besser bach der Kur in Franzensbad. Sind Sie noch im Rudolfinerhaus? Sie haben gefragt wann ich nach Wien kommen werde. Leider, ich kanr nicht getzt nach meiner Wilnscher fahren eder arbeiten—so milssen Sie selbst mach Indian kommen.

Zuerst habe ich sic bewundert, als ich Ihren englischen Brief Ias. Dach spter habe ich gedacht, dass Sic mit Fr. Schenkl diesen Brief geechrieben haben. Bitte sagen Sie mir die Wahrhoit ich. Ich biz jetzt in einem grossen Spital in der Hauptstadt Kalkutta. Momentan fhle ich mich etwas besser als frher. Aber ich habe nicht hier die ich im Rudolfinerhaus in wien in Jahre 1935 hatte. Jedoch kann ich mich hier mit meinen Verwanden treffen und besprechen. Ich weiss nicht bestimmt wie lange ich werde hier bleiben, aber wahrascheinlich muss ich in einigen Tagen von hier anduswe hien gehen.

Diesen deutschen Brief schreibe ich allein, daher bitte seien Sie so freundlich meine Fehler zu entschuldigen. Herzliche Grsse.

Ihr Grgebener

সেন্‌সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা
২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ১২ তারিখের চিঠি আমি পেলাম ২৩ তারিখে। তার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আগে আপনাকে জানিয়েছিলাম যে আমি কমারজিয়ালরাট ফলটিসকে জার্মান ভাষায় চিঠি দিয়েছিলাম। আশা করি আমার দুর্বল জার্মান ভাষা উনি বুঝতে পারবেন। ইয়োরোপ থেকে যে সব চিঠি পেয়েছিলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে এ বছর ওখানে শীতটা একটু কম। অবশ্য কলকাতায় শীত খুবই কম। এমনকি ভারতের তুলনাতেও। এবং এই বছরও তার ব্যতিক্রম নেই। জীবনে এই প্রথম আমি শীত ও কুয়াশা থেকে দূরে থাকার জন্যে খুবই খুশি এবং দূরে থাকাটা আমি খুবই পছন্দ করি।

আমার ওপরের ঠিকানা থেকে বুঝতেই পারছেন যে আমি এখনও কলকাতায় আছি এবং এখানে এতদিন থাকা বাস্তবিকই আমার প্রত্যাশার অতীত। যখন আমি এখানে প্রথম আসি, তখন দিন-পনেরোর বেশি এখানে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আজ আড়াই মাস হলো আমি এখানেই আছি। যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে শিগগিরই আমি অন্য কোথাও চলে যাবো—যদিও এখনও ঠিক নেই কোথায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইজন্যে সব চাইতে ভালো হয় যদি বা যখন আপনি লিখবেন তখন আমার ১, উডবার্ন পার্ক-এর বাড়ির ঠিকানাতেই লিখবেন।

আমার জার্মান ভাষা সংশোধনের জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। সংশোধনের জন্যে মনে তো করিনি, বরং আপনার এই ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়ার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।

আপনার পছন্দ মতো লেখার কিছুই নেই। শ্রীমতী ফুলপ মিলার মার্চে বম্বে ছাড়বার আগে এদেশ এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার ভাইপো জার্মানিতে পড়াশুনা করত, সে অনেক বছর পর দেশে ফিরে এসেছে। আরও এক ভাইপো উচ্চশিক্ষার জন্যে অল্পদিনের মধ্যে ইংল্যান্ড যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি বাড়ি গিয়ে মাকে দেখার অনুমতি পেলাম। এই সুযোগ আমাদের দুজনের পক্ষেই আনন্দের। কলকাতা থেকে চলে গেলে এ সুযোগও আমি হারাবো।

মোটের ওপর আমার শরীর ভালো। কিন্তু অসুখের কোনও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমাকে যে ডাক্তার দেখেন তিনি মনে করছেন, এর জন্যে আমায় হাসপাতালে থাকতে হবে না এবং অন্য যে-কোনও জায়গায় চিকিৎসা হতে পারে।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন নিন এবং বাবা-মাকে জানান।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ভিয়েনা
২৬. ২. ৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

*আপনার ১০ তারিখের লেখা চিঠি আমি ১৯ তারিখে পেলাম। তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।*

*হ্যাঁ, অবশ্যই আমি বড়দিনের উপহার আপনাকে রেজিস্টার্ড স্যাম্প্‌ল পোস্টে*

পাঠিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে রসিদটা আমার কাছে আছে। আপনার কাছ থেকে খবর পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষায় থাকব। তারপরে আমি তাদের জিগ্যেস করব। তারপরে আমি খোঁজ নেবো জিনিসটা কোথায় গেছে ?

হায় ভগবান, এখানে আবহাওয়াটা আবার খুবই ঠাণ্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং জোলো হয়ে আসছে। আমি ইতিমধ্যে খুবই নিরাশ। আমার সত্যিই ঈর্ষা হচ্ছে আপনাদের রোদ্দুর আর গরম আবহাওয়ার জন্যে। আমরা অদল-বদল করে নেবো। আপনি ভিয়েনাতে আসুন, আর আমি ভারতে যাই।

আপনি শ্রীমতী এফ. মিলারের কলকাতায় থাকার কথা লিখেছেন। উনি নিশ্চয়ই এখন দেশে ফেরার কথা ভাবছেন। আমার মনে হয় আবার ফিরে আসতে ওঁর কষ্ট হবে। সম্ভবত উনি ভিয়েনায় এলে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো। কারণ ওঁর একটা বই আমার কাছে আছে, ওঁকে ফেরত দিতে হবে।

এটা তো দুঃখের ব্যাপার যে, আপনি আবার জার্মান ভাষা শেখা বন্ধ করেছেন। এলভিরাকে যে চিঠি আপনি লিখেছেন তাতে বেশ বুঝতে পারলাম আপনি এই ভাষায় চমৎকার দক্ষতা অর্জন করেছেন। যদি সেই চিঠিটা—আপনি যেটা শ্রীযুক্ত ফলটিসকে লিখবেন বলে ঠিক করেছেন—সেটাও যদি ওইরকম ভালো হয় তাহলে বুঝতে হবে জার্মানে আপনার খুবই সাফল্য এসেছে। আগের ডাকে আমি আপনার চিঠি সংশোধন করে পাঠিয়েছিলাম এবং মনে হয় সেটা ইতিমধ্যেই ঠিক ঠিক পেয়ে গেছেন।

এখন আপনাকে আমি বলতে পারি যে, আমি ফরাসি ভাষা আবার আরম্ভ করেছি, কেননা, একটা ছোট কাজ আমি পেয়েছি। আমি খুবই আনন্দিত। সত্যিই, আমার ঘরের কাজ ভালো করে শেখার সময় অল্পই পাই।

গত রবিবারে আমি শ্রীমতী হারগ্রোভের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উনি খুবই ব্যস্ত। মিস গ্রীন ইটালিতে কৃষ্ণজির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেখানে একটা সভা করবেন। উনিও আপনাকে আবার লিখবেন।

খুবই আনন্দের কথা যে, আপনি আপনার মাকে রোজই দেখতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে, আপনার মা-র দিক থেকে এটা খুবই ভালো, কারণ আপনার মা এখন বৃদ্ধা এবং একা থাকেন এবং সেইজন্যেই তিনি যতটা সম্ভব আপনাকে দেখতে চান। হ্যাঁ, আপনার স্বাস্থ্য কেমন ? আশা করি ভালোই। ডাক্তাররা কি আপনার টনসিলটা বাঁচাতে পেরেছে ? আপনার যকৃতের অসুখের খবর কি ? গলব্লাডারের ঘা কি শুকিয়েছে ? মনে হয়, এখন অস্ত্রোপচারের পরে আপনার আর কোনও জটিলতা নেই। আমার গলব্লাডারটা মোটামুটি ঠিক আছে। গত ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে শেষবার আক্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর থেকে আর কিছুই নেই। আজকে শ্রীমতী লোউই-র চিঠি পেলাম। তিনি আপনাকে তাঁর অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আপনি কি মর্ডার্ন রিভিয়্যু-এর একটা কপি দয়া করে আমাকে পাঠাতে পারেন ? অথবা, অন্য কোনও কাগজ বা পত্রিকা ? এখন এই কাজটা ছাড়া কোনও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কাজেই আমি আমার পরিবারের সঙ্গে রোজই দেখা করি। এই আর কি।

এই সপ্তাহে ভিয়েনা খুবই জমজমাট। গত সোমবার জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ভি. নিউরাটেন এখানে এসেছেন। সকালে তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধে পর্যন্ত নাৎসীরা নির্বাচনের জন্যে চেঁচামেচি হই-হট্টগোল শুরু করল। আমি অবশ্য যাইনি, কারণ আমি সব সময় জনসাধারণের এই সমস্ত ব্যাপার এড়িয়ে যাই। আমরা খুব সহজেই এই সব উপদ্রবের মধ্যে সরলভাবেই জড়িয়ে যাই।

এই ছোট কাজটা পেলেও আমি আর একটা ভালো কাজের চেষ্টায় আছি। কিন্তু হতাশ হয়ে আছি। আপনার কোনও ধারণা নেই, অস্ট্রিয়ার অবস্থা কত সঙ্গীন। প্রত্যেকেই অন্য

দেশে চলে যেতে চায়, কারণ তার ৬.৫ লক্ষ মানুষকে অস্ট্রিয়ার কাজ দেবার সামর্থ্য নেই। অবস্থা আরও খারাপ হবে। এই সঙ্কটের জন্যে জন্ম-হার ক্রমাগতই কমছে। তার মানে দু-তিন বছরের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার কোনও কোনও জায়গায় কয়েক বছরের জন্যে আর স্কুলের দরকার হবে না। তাহলে শিক্ষকরাও কর্মহীন হয়ে পড়বেন। ভিয়েনাতে অনেক স্কুল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ স্কুলে যাবার মতো যথেষ্ট সংখ্যার শিশু নেই।

আমাদের পরিবারের সকলে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আর আমার তরফ থেকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

সেন্সর করে পাশ করে দেওয়া হয়েছে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কলকাতা
১৫ মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২৫ ফেব্রুয়ারির চিঠি আমি এ মাসের ১১ তারিখে পেলাম। তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আপনাকে শেষ চিঠি লেখার পর দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট আমায় জানান যে, আমার নামে কোনও পার্সেল তাঁর অফিসে আসেনি। আসলে আমি যখন অভিযোগ জানাই তখন আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে পার্সেলটা পাওয়া যাবে না। যাই হোক, আপনি যদি আমার রসিদটা পাঠান তাহলে পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারি। আপনি অবশ্য ওখানকার পোস্ট অফিসে একটা অভিযোগ করতে পারেন, যদি আপনার ইচ্ছে হয়, কিন্তু আপনার রসিদটা অভিযোগের সঙ্গে না দিয়ে রসিদের নম্বর, তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করুন। আপনি যদি আমাকে রসিদটা পাঠান তাহলে এখানকার পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষের পার্সেলটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে সুবিধে হবে।

ওপরের ঠিকানা দেখে বুঝতেই পারবেন যে, এখনও পর্যন্ত আমি কলকাতার হাসপাতালেই আছি। তিনমাস ধরে আমি এখানেই আছি, যদিও আমি যখন ডিসেম্বর মাসে এখানে এসেছিলাম তখন মনে হয়েছিল দুই-তিন সপ্তাহের বেশি এখানে থাকতে হবে না। এখন খুব গরম পড়ছে। অবশ্য দিনের বেলায় গরম, কিন্তু রাতটা বেশ আরামদায়ক। আমার মনে আছে গত বছর মার্চ মাসের শেষে যখন বাডগাসটাইন ছাড়লাম তখন ওখানে খুব বরফ পড়ছিল। এখানে বরফের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। কারণ জ্ঞানত আমরা জীবনে কখনও বরফ দেখিনি। আর দূর থেকে বরফে-ঢাকা হিমালয় দেখে মনে কোনও রেখাপাতই করে না।

আনন্দের কথা যে, আপনি আবার ফরাসি ভাষা শিখছেন। আমার মনে হয় অন্য ভাষাগুলো শেখা খুবই ভালো। কারণ এতে হৃদয় ও বুদ্ধির ঔদার্য বাড়ে। যখন আমি এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে শুরু করবো তখন আবার জার্মান ভাষাটার চর্চা শুরু করবো। এখানে এত গণ্ডগোল যে একটানা পড়াশুনা করা মুশকিল। আর তাছাড়া আমি বিকেলবেলায় বাড়ি যাই আর সকালবেলায় গাড়ি চালাই (যেহেতু আমি নজরবন্দি তাই সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার থাকে)।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলছেন, টনসিল আমার অসুখের মূল কারণ নয়। পিত্তকোষের ঘা ভালো অবস্থায় আছে। আর তার জন্যে কোনও কষ্ট নেই। এ ব্যাপারে ডাক্তারদের মতভেদ

আছে— আমার আসল গণ্ডগোল যকৃতে না ফুসফুসে। লেঃ কর্নেল ভের হজ যিনি আমার চিকিৎসা করছেন তাঁর মতে, আমার রোগ যকৃতে, ফুসফুসে নয়। আমার মনে হয়, তিনিই ঠিক। কেননা রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা যদি ঠিক থাকে তাহলে এই রোগটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার পরিবারের লোকেরা কী গরমকালে গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেশে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক দেরিতে গ্রীষ্ম আসে।

শ্রীমতী লাউই-কে পরে যখন চিঠি দেবেন তখন আমার কথা জানাবেন। যে কাগজের কথা আপনি লিখেছিলেন আমি বুঝতে পারছি না কোন্ ধরনের কাগজ আপনার ভালো লাগবে— সাপ্তাহিক, না মাসিক, নাকি পাক্ষিক। যাই হোক, আমি যখন ঠিক করবো তখন আপনাকে কাগজটা পাঠাবো। আমি জানি না 'মডার্ন রিভিয়্যু' আপনার ভালো লাগবে কি না, কারণ এতে কেবল প্রবন্ধই থাকে। মনে হয় কোনও সচিত্র ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি আপনার অনেক ভালো লাগবে।

আশা করি আপনি ভালোই আছেন। আপনি ও আপনার বাবা-মা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ বসু

ভিয়েনা
১৮.৩.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার গত মাসের ২৬ তারিখে লেখা চিঠি এ মাসের ৮ তারিখে পেলাম। সেজন্যে আমার ধন্যবাদ নিন। আপনি কোমারজিয়ালরাট ফলটিস [Kommerzialrat Faltis]-কে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখেছেন জেনে ভালো লাগলো। আমি নিশ্চিত যে তিনি ঠিক ঠিক সব বুঝেছেন। আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়নি, কারণ আমি এত ব্যস্ত যে, সপ্তাহখানেক শহরে বেরোইনি।

হ্যাঁ, আমাদের এখানে এ বছর শীত খুবই কম। যদিও যাঁরা আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে সাহসী তাঁরা বলেছিলেন, এবার নাকি খুব শীত পড়বে। কিন্তু ওঁরা যেটা আপনাকে ঠিক বলবেন তার উল্টোটাই ঘটবে বলে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। এখন আমাদের এখানে আস্তে আস্তে বসন্তকাল আসছে। এখন ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে আবহাওয়া খুবই পরিষ্কার। এমনকী ইতিমধ্যেই কিছু ফুল ফুটেছে। এখনও গাছের ঝোপে পাতা নেই। এখনও একমাস বা আরও কিছু সময় লাগবে নতুন পাতা আসতে। যেহেতু আমি এখন একটি শিশুর দেখাশোনা করছি সেজন্যে আমাকে রোজই বিকেলবেলায় তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেই হয়। এটা আমার এবং শিশুর দুজনের পক্ষেই ভালো কারণ কেউ আমাকে জোর না করলে বা কোন কিছুর জন্যে বাধ্য না হলে আমি বাইরে কখনই বেড়াতে যাই না।

সম্প্রতি আমি কলকাতার কাগজে শ্রীমতী ফুলপ মিলার-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখলাম। আপনিও কি ভাগ্যক্রমে ছবিটা দেখছেন? ২১শে ফেব্রুয়ারির 'দি ওরিয়েন্ট'-এ ছবিটা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁকে এই ছবিতে একটু বেশি উস্কখুস্ক দেখাচ্ছিল দেখে আমি সত্যিই আঘাত পেলাম। কারণ ভিয়েনাতে তাঁকে এরকম দেখিনি কখনও।

আপনি কলকাতায় এখনো আছেন কিনা ভাবছি। মনে হচ্ছে আপনার পক্ষে কলকাতার আবহাওয়াটা উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। এবং একটু ভালোই হয় যদি আপনি একটু উঁচুতে পাহাড়ি জায়গায় কোথাও থাকেন। শুনে খুবই খুশি হলাম যে আপনার শরীর একটু ভালোর

দিকে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আপনার শরীর আরও ভালো হবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি।

যে বই রাখার কভারটা হারিয়ে গেছে সে ব্যাপারে কি নতুন কোনো খোঁজ পেলেন ? দয়া করে আমাকে জানান, কারণ যদি না পান তো আমি ভিয়েনা থেকে খোঁজ করবো এবং আমি ঠিক খোঁজ করে বলতে পারবো ওটা কোথায় গেছে। এবং যদি না পাই তাহলে ডাক বিভাগ আমাকে অবশ্যই জরিমানা দেবে।

সোয়েসটার এলভিরা আবার এখন ভিয়েনায় এসেছেন। সম্প্রতি আমি রুড্‌লফাইনার-হাউস-এ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে আগের থেকে ভালোই দেখাচ্ছে। যাই হোক, উনি অনেকদিন বিশ্রাম পেয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালের আবহাওয়ায় ওঁর শরীর আবার খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। উনি আপনাকে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে বলেছেন। আপনাকে উনি লিখতেন এবং আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদও জানাতেন। কিন্তু উনি এখন হাসপাতালে সাংঘাতিকভাবে ব্যস্ত। কারণ, সব-কটা ঘরই দখল হয়ে গেছে, কাজেই নার্সদের প্রচুর কাজ বেড়ে গেছে।

আমার মনে পড়ছে না আপনাকে লিখেছি কি না— ভিয়েনার হোহেনস্ট্রাস [Hohenstrasse]-এর দ্বিতীয় ভাগ এখন শেষ হয়েছে। আপনার মনে থাকতে পারে, আমরা এটা একবার দেখেছিলাম। আমরা ট্রামগুমটি থেকে ৩৮ নম্বর ট্রামে করে কোবেনজেল-এর দিকে গিয়েছিলাম সেখান থেকে নতুন তৈরি রাস্তা ধরে কাহ্‌লেনবার্গ গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা গেল, রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। এবং তখন আমরা লিওপোল্ডসবার্গের দিকে একবার হেঁটেছিলাম একটা পুরোনো ফুটপাত ধরে। এখন ওরা রাস্তাটাকে কাহ্‌লেনবার্গ থেকে লিওপোল্ডসবার্গ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। ওখানে নিজে কখনও যাইনি। কিন্তু কাগজে ছবি দেখেছি ও পড়েছি। এখন সরকার পুরানো রাস্তা সারাবার ও নতুন রাস্তা বানানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। এটা খুবই ভালো হবে। কারণ অস্ট্রিয়ার রাস্তাগুলোকে কোনও ভাবেই ভালো রাস্তা বলা যাবে না। এবং অটোর পক্ষে তো রাস্তাগুলো সাংঘাতিকভাবে খারাপ। এবং এখন এতো বিদেশি তাদের গাড়ি করে অস্ট্রিয়ায় আসছে যে তাদের জন্যেই নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আপনি কি জার্মান ভাষা একটু একটু অভ্যাস করছেন ? এটা আপনার পক্ষে খুবই ভালো। আমি আবার ফরাসি ভাষা শিখছি এবং শিখে আমি সত্যিই আনন্দিত। দুর্ভাগ্যবশত আমার ফরাসি শিক্ষক মে মাসের গোড়ায় গরমের জন্যে চলে যাবেন। কিন্তু আশা করি, হেমন্তকালে আমি আবার চর্চা শুরু করতে পারবো। কারণ, আমি এখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাই। যদি আবার বন্ধ করে দিই তো খুবই দুঃখের হবে।

যখন আপনি সময় পাবেন এবং ভালো লাগবে তখন দয়া করে দু-চার লাইন লিখে আমাকে জানাবেন। আজ তবে এই পর্যন্ত থাক। কারণ বিকেলের কাজের জন্যে আমাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে। আশা করি, এখন আপনার শরীর ভালো আছে।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

আমার বাবা-মা ও বোন আপনাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
১৮.৩.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, গতকাল রাত্রিবেলায় আমি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেছি। হাসপাতাল থেকে রাত্রি ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরেছি।

স্বভাবতই আমি এখন খুবই ব্যস্ত এবং আগামী সপ্তাহে আপনাকে লিখবো। আমার এই মুক্তির মানে আমি যে কোনও জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবো এবং *সরকারিভাবে* আমার চিঠিপত্রগুলো সেন্‌সর করা হবে না— যদিও, অবশ্যই গোপনীয়ভাবে সেন্‌সর হবে।

আশা করি আপনি ভালোই আছেন। অনুগ্রহ করে ওখানকার সব বন্ধুদের খবর জানাবেন। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

২৪.৩.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

কয়েকদিন আগে খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম যে আপনি ছাড়া পেয়েছেন। আমার অভিনন্দন। শ্রীমতী এলভিরা এবং আমি আজকে আপনার সুস্বাস্থ্যের কামনা করে পান করছি। এবং তার সঙ্গে ইস্টার উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

[সিস্টার এলভিরার সঙ্গে যৌথভাবে পাঠানো কার্ড]

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
২৫.৩.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত সপ্তাহের ১৮ তারিখে আমি তাড়াতাড়ি এয়ারমেলে যে চিঠি লিখেছি সেটা ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। আমি ছাড়া পেয়ে পুরোনো বাড়িতে আমার মায়ের সঙ্গেই রয়েছি— বাড়িটা আমার দাদার বাড়ি থেকে খুবই কাছে। রাত দিন আমার সঙ্গে লোক দেখা করতে আসে। ফলে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং ক্লান্তি আসে। যাই হোক, জায়গা বদলের জন্যে আমি কলকাতা ছেড়ে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবার চেষ্টা করছি। আজকে আমি সাধারণ ডাকে আমার জেল থেকে ছাড়ার খবর বেরিয়েছে এমন কিছু খবরের কাগজ পাঠাচ্ছি। আমি এর সঙ্গে আর একটা ছোট কাটিং পাঠাচ্ছি। আমার শরীর খুব ভালো নেই। আমার ছাড়া পাওয়াটা আমাদের সকলের কাছে কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ভবিষ্যতে আমি আপনাকে সাধারণ ডাকে লিখবো এবং প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু না কিছু লেখার চেষ্টা করবো। সবদিক দিয়েই আমি এখন বেশ মুক্ত, যদিও আমার চিঠিগুলো গোপনভাবে পুলিশ সেন্‌সর দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে ? ওখানে এখন আবহাওয়াটাই বা কীরকম ? এখন এখানে অল্প গরম। শ্রীমতী ফুলপ মিলার বম্বে থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। তাতে জানিয়েছেন যে ২৫ তারিখে (আজকে) বম্বে থেকে তিনি যাত্রা করছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভিয়েনার বন্ধুদের পাঠানোর মতো কোনও খবর আছে কি না। তাঁকে জানিয়েছি, পাঠাবার মতো আমার বিশেষ কোনও খবর নেই, কিন্তু ওখানকার সমস্ত বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা অবশ্যই জানাতে বলেছি।

আপনি কিছু ভারতীয় কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি আপনাকে সাপ্তাহিক সচিত্র একটা পত্রিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আপনি কি সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক সংবাদপত্র চান ? যদি চান, তাহলে আমি সহজেই সেগুলোর মধ্যে যে-কোনও একটা পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবো। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনি দৈনিক কাগজ পড়ার সময় পাবেন কি না। এবং প্রত্যেক দিনের দৈনিক ভারতীয় কাগজের খবরাখবর সম্ভবত আপনার বোধগম্য হবে না। অনুগ্রহ করে আপনি কী চান আমাকে জানান। শ্রীমতী ভেটার কেমন আছেন ? উনি আমাকে নিয়মিতভাবে চিঠি দেন না। আপনি কি কোনও ভারতীয় ভাষা শিখছেন ? একটা কোনও ভাষা শিখতে চেষ্টা করুন না ? আপনার বাবা-মা'কে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনি ও আপনার বোন আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

২৬.৩.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার দুটো চিঠি (১৫ ও ১৮ তারিখের) গতকাল রাত্রিবেলায় একই সময় আমার হাতে এলো! অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে সোমবারেই আপনার হঠাৎ ছাড়া পাওয়ার খবর জানতে পারলাম। আপনি কল্পনা করতে পারেন আপনার এই ভালো খবরটা পেয়ে আমরা কী রকম আনন্দিত হয়েছি। যতটা সম্ভব আমি বন্ধুদের জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন যেহেতু আমি সবসময় ব্যস্ত, প্রত্যেক বন্ধুকে অবশ্য লিখতে পারিনি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই লিখবো।

অনুগ্রহ করে আমি ও আমার পরিবারের এই আনন্দের শুভেচ্ছা নেবেন এবং আপনি মুক্ত থাকুন এই কামনা করি।

যে পার্সেলটা হারিয়ে গেছে, তার জন্যে আমি ডাকঘরে এই চিঠিটা ফেলার আগে খোঁজ নেবো যে অভিযোগের সঙ্গে রসিদটা পাঠানো দরকার কি না। আর যদি তা দরকার না হয় আমি তাহলে আপনার সুবিধের জন্যে ভারতে পাঠিয়ে দেবো।

আমি বুঝতে পারছি, আপনার এখন অনেক কাজ করার আছে। যাই হোক, চিঠি লিখতে ও লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আপনার অনেকটা সময় যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখেছেন সেজন্যে আমার খুব ভালোই লাগছে। ছাড়া পাওয়া আপনার পক্ষে খুবই ভালো হবে, কারণ এখন গরমকাল আরম্ভ হচ্ছে, গরমের উত্তাপ থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। ভিয়েনাতে এখনও অতটা গরম আমরা পাইনি। কখনও দুই বা তিনদিন কিংবা পরে একদিনের জন্যে গরম পড়ে। পরের দিন আবার ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি পড়ে। আজকে দিনটা খুবই সুন্দর। দুর্ভাগ্যবশত আমাকে আজ দুপুরে শহরে যেতে হবে যাকে আমি দেখাশোনা করি সেই ছেলেটি ও তার মায়ের সঙ্গে। নাকের অসুখের জন্যে শিশুটিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। খুবই অস্বস্তিকর কাজ। বেচারা শিশুটি এত চিৎকার করে যে আমাকে অসুস্থ করে দেয়। ইস্টারে আমরা বুড়াপেস্টে যাওয়ার কথা, কিন্তু শিশুটির

অসুস্থতার জন্যে যাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, আমি আবার ফরাসি চর্চায় ভালোই এগিয়েছি। আমার খুবই ভালো লাগে, কারণ, এই ফরাসি চর্চার ব্যাপারে আমার খুবই আগ্রহ আছে। যদি আমি আরও সময় ও টাকা পয়সা পাই তাহলে অন্যান্য ভাষাও শিখতে পারি।

গত মঙ্গলবার আপনার ভালো স্বাস্থ্যের কামনায় শ্রীমতী এলভিরার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় পান করতে বেরিয়েছিলাম। আমরা আপনাকে একটা পোস্টকার্ড লিখেছি, আশা করি আপনি সেটা পেয়ে যাবেন।

আপনি আমাকে কাগজ পাঠাতে চান জেনে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। আপনি যেটা সবচেয়ে ভালো বুঝবেন সেটাই ঠিক করে নিয়ে পাঠাবেন। স্বভাবতই পড়ার জন্যে এখন আমি খুবই অল্প সময় পাই কিন্তু যে করে হোক আমি সুযোগ করে নেবো। কারণ, পড়াশুনা ছাড়া আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব।

যখন আপনি সময় পাবেন তখন সবকিছু বিস্তারিতভাবে যদি আমাকে জানান তো আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যখন সময় পাবেন কেবল তখনই লিখবেন। আমি আর বেশি কিছু লিখছি না। কারণ সময় খুবই অল্প আর আজকের ডাকেই চিঠিটা ফেলতে চাই।

আশা করি, আপনি কোন যকৃতের সমস্যাতেই ভুগছেন —অন্য কিছু নয়। যদি আপনার কোনও প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।

আমাদের পরিবারের সকলে আপনাকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

আমি রসিদটা চিঠির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি, কিন্তু যদি জিনিসটার খোঁজ না পাওয়া যায়, তাহলে দয়া করে রসিদটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ভিয়েনা থেকে চেষ্টা করবো। আমাকে বলা হয়েছে, রসিদ ছাড়া কিছুই হবে না।

শ্রদ্ধাবনত
ই. এস.

১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
৫ এপ্রিল, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত সপ্তাহে আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি বলে খুবই দুঃখিত— সেজন্য এয়ারমেলে আপনাকে আমি এ সপ্তাহে লিখছি। ভবিষ্যতে সাধারণ ডাকেই লিখতে পারি। আমার শরীর খুব একটা ভালো নেই— তাই জায়গা বদলের জন্যে আমি তাড়াতাড়ি কলকাতা ছাড়বো। হ্যাঁ, এখন আমি সব দিক থেকেই স্বাধীন, কেবলমাত্র আমার সমস্ত চিঠিপত্র রোজ গোপনে পুলিশে সেন্সর করে। দিন পনেরো আগে আমি আপনাকে আমার ছাড়া পাওয়ার সম্পর্কে কিছু কাটিং পাঠিয়েছিলাম। আগামীকাল আমাকে জনসভায় সংবর্ধনা দেবে এবং বেশ বড় জমায়েত হবে। ডাক্তাররা আমাকে কেবল একটা সভাতে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছে— তারপর আমি হাওয়া বদলের জন্যে বাইরে যাবো এবং কোনো পাহাড়ি এলাকা থেকে হাওয়া বদল করে না আসা পর্যন্ত কোনও জনসভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করবো না। আপনি দয়া করে

আপনার শরীরের সমস্ত খবরাখবর জানাবেন।

১৮ই মার্চ ও ২৬শে মার্চের এয়ারমেলের চিঠির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ছাড়া পাবার খবর মিঃ ফলটিসকে দয়া করে জানাবেন। এবং বার্লিনের আর এক বন্ধুকেও জানাবেন— শ্রীমতী কিট্রি কুরটি, মমসেন স্ট্রিট, ৬৯, বার্লিন— চার্লোটেনবার্গ। আশা করি এই সমস্যার আপনি কিছু মনে করবেন না।

কলকাতার সাপ্তাহিক কাগজ, অমৃতবাজার পত্রিকা আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ছবিওয়ালা কাগজ, ওরিয়েন্ট যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে দয়া করে জানাবেন।

ডাকে রসিদটি পাওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। হারানো পার্সেলটার সম্বন্ধে আমি ডাক বিভাগকে লিখবো। যদি আমি ব্যর্থ হই, রসিদটি পাঠিয়ে দেবো।

ওখানকার সমস্ত বন্ধুদের বিশেষ করে শ্রীমতী এলভিরাকে আমার কথা জানাবেন।

আপনি আপনার ফরাসি ভাষায় উন্নতি করেছেন জেনে আমি খুবই খুশি হলাম।

জার্মান ভাষায় 'Familie'র উচ্চারণ আপনি কি করেন ? Familee অথবা Familiay?

শ্রীমতী এলভিরা এবং আপনি যে পোস্টকার্ড চিঠিটা লিখেছেন সেটা আমি এখনও পাইনি। আশা করি আগামী সপ্তাহে আমি পেয়ে যাবো। আমার সম্বন্ধে এত চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দয়া করে নতুন কোনও পার্সেল পাঠাবার জন্যে কষ্ট করবেন না— সেগুলো যদি আমার কাছে না পৌঁছয় তাহলে আগেকার মতনই হবে।

আপনার শরীর কেমন আছে ? আপনার বাবা-মা'কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি ও আপনার বোন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষচন্দ্র বসু

৫.৪.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

২৫ তারিখে লেখা আপনার এয়ারমেল চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সেটি গত ১লা তারিখে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনার প্রথম চিঠি অনুযায়ী, আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার পর, যতটা সম্ভব ভিয়েনার অনেক বন্ধুদের জানিয়েছি, কিন্তু ভিয়েনার বাইরে আমি কাউকেই লিখে উঠতে পারিনি। ওই কারণে আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু নিশ্চয়ই আমি এই সপ্তাহে করবো।

আমি অবশ্যই কল্পনা করতে পারি যে দর্শনার্থীরা আপনাকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখে। কারোরই এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না, কারণ একজনের সময় ও শক্তি দখল করে নেওয়ার ভয়ঙ্কর কৌশল মানুষের আছে। কিন্তু আমি মনে করি, যখন আপনি আপনার শরীরের জন্যে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকার সুযোগ পেয়েছেন, আপনি সেটা প্রথমেই করবেন তারপর নতুন করে ড্র্যাগনের (দর্শক) সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আচ্ছা, এখন কী ধরণের কষ্ট আপনার হচ্ছে ? ডাক্তাররা কি আপনার রোগের নতুন কোনও কারণ খুঁজে পেল ? যাই হোক, আশা করি এটা আপনার যকৃতের কষ্ট, ফুসফুসের নয়। কারণ ফুসফুসের হলে রোগটা অনেকদিন ভোগাত। কিন্তু আপনার শরীর তো বেশ সবল, কাজেই নিশ্চয়ই এতদিনে রোগটা দূর করতে পেরেছেন। এখন যেহেতু আপনি স্বাধীন সেজন্যে এখন অনেক সহজেই তা করতে পারবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে স্বাধীন নই এবং নিজের ইচ্ছামত ঘোরাঘুরি করতে পারি না— সারাক্ষণ এই রকম চিন্তায় একজনের স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে।

আপনি যে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা আমাকে পাঠাবেন সে আপনার অনুগ্রহ। হ্যাঁ, সাপ্তাহিক পত্রিকা পেলে আমার পক্ষে খুবই ভালো হবে, কারণ দৈনিক কাগজ পড়ার মতো এখন আমার আর সময় নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ব্যস্ত থাকি। বাড়িতে বেশির ভাগ সময়ে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরি, কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করি না। কারণ বেশি কাজ ও দায়িত্ব পড়লে, তাড়াতাড়ি আমার শক্তি ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়। আমার শরীর মোটামুটি, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে দেখা ও যত্ন করার সময় নেই, সেজন্যে আমি খুব একটা বেশি কষ্ট পাই না। কিছুদিন যাবৎ হলো আমি আবার পিত্তকোষের ব্যথায় যে কষ্ট পেয়েছি আমি সত্যিই উপেক্ষা করতে পারিনি। সেই কারণে আমার ওজন আবার কমে গেছে। কিন্তু সেটাতে কিছু যায় আসে না। এ ছাড়া আমি ভালোই আছি এবং এই মুহূর্তে উৎসাহে ও আনন্দে রয়েছি।

ভিয়েনার আবহাওয়া ভয়াবহ। ইস্টার থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি, অবিরাম বৃষ্টি পাচ্ছি। বাইরে বেরোনো খুবই ক্লান্তিকর, অথচ ভেতরে সব সময় থাকলে ভালো লাগে না।

মনে হচ্ছে এই মাসের মাঝামাঝি শ্রীমতী মিলার ভিয়েনাতে আসতে পারেন। তিনি আমাকে ফোন করবেন কি না আমি জানি না। ভারতে থাকাকালীন তিনি আমাকে একটা লাইন পর্যন্ত লেখেননি, যদিও তিনি আমাকে লিখবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই যদি হয় তাহলে একজন মহিলার ওপর নির্ভর করা যায় !!!

আপনার চিঠি আসার দিনই আমি শ্রীমতী ভেটারকে ফোন করেছিলাম এবং তাঁকে আপনার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছি। তিনি আপনার খবর পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন। তিনিও সব সময় খুবই ব্যস্ত এবং বেশি চিঠির লেখার সময় পান না এবং নিয়মিত ব্যবধানেও পারেন না। সেইজন্য তিনি আপনাকে তাঁর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে বলেছেন। একই ভাবে আমি শ্রীমতী হারগ্রোভের হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি। উনি আমাকে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন। তিনিও এখন সব সময় ব্যস্ত কারণ আগামী আগস্ট মাসে হল্যান্ডে যাবার জন্যে তিনি বিশেষভাবে ধ্যান শুরু করেছেন। মনে হচ্ছে, এই বছরে কৃষ্ণমূর্তি আবার ক্যাম্প করবেন। যেখানে তিনি যোগ দিতে চাইছেন। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন যে সেখানে তিনি আমাকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে এই সময় যাওয়টা আমার পক্ষে সঠিক নয় কারণ দর্শন ও ধর্মের উপর বক্তৃতায় আমি মনোনিবেশ করতে পারবো না। এখন কাজের সময়। যখন আমার বয়স বাড়বে তখন আমার মনোযোগ আসবে। এখন আমি কাজ চাই।

না, এই মুহূর্তে আমি কোনো ভারতীয় ভাষা শিখছি না। এই সময়ে এটা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আমি ফরাসি ভাষাচর্চাটা চালিয়ে যাচ্ছি। ওটা আমি খুবই পছন্দ করি। আমি অবশ্যই বলবো আমি খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছি। যেটার অভাব সেটা হচ্ছে কথোপকথনের অভ্যাসের অভাব। যাই হোক, এখন আমি পাঠ নিচ্ছি। আমি জার্মানি শেখাতে চাই। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তাহলে আমাকে আবার অবসর সময় খুঁজে নিতে হবে। সেটা এখন খুবই সীমিত। একটাই দিন সেটা রবিবার— সেদিন আমার কোনো কাজ থাকে না। এবং তখন হয় আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই নয়তো কেউ দেখা করতে আসে। এবং তখনও আমরা চুপ করে বসে থাকি না, দুজনে বসে সেলাই করি অথবা যে আসে তাকে গীটার বাজাতে শেখাই।

এখন আমরা গরম কালের কথা ভাবতে শুরু করেছি। আমরা আবার পোলউ যাবো। খুবই সুন্দর জায়গা। তাছাড়া ওখানে আমাদের প্রচুর বন্ধু আছে এবং সেজন্যে আমাদের যথেষ্ট চিত্ত বিনোদনও হবে।

এখন ভাবছি আমি নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট বলেছি এবং আপনার খবর আরো নেওয়া দরকার। এই সময়ে আপনি কি করছেন ? আপনি কি কোনো নতুন বই লিখতে চান ? যে

পার্সেলটা হারিয়ে গেছে তার রসিদটা কি আপনি পেয়েছেন ? অনুগ্রহ করে আপনি না পারেন তো ওটা আমাকে পাঠিয়ে দিন। দিলে আমি এখান থেকে খোঁজ নেবো, হতে পারে তখন আমি সফল হবো।

কিছুদিন হলো আমি ফোনে ডিরেক্টর ফলটিসের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনি আপনার জার্মান চিঠি পেয়েছেন। চিঠিটা তাঁকে খুবই অবাক করে দিয়েছে। এটা খুবই ভালো লেখা হয়েছে এবং প্রায় কোনো ভুলই নেই। আপনি অবশ্যই এই ভাষাচর্চা চালিয়ে যান। ছেড়ে দিলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। আমি বলছি আপনার খুব সুন্দর উন্নতি হয়েছে।

যাই হোক, আপনি আবার একবার ইয়োরোপে আসার সুযোগ পাবেন এবং তখন আপনার এই ভাষাটা জানা থাকলে খুবই ভালো লাগবে। যদি আপনাকে কোনোরকমভাবে সাহায্য করতে পারি তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি আনন্দের সঙ্গে করবো।

আমার বাবা-মা এবং আমার বোন আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অনুগ্রহ করে আপনার ভবিষ্যতের জন্যে আমার শুভকামনা নেবেন। এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

পুনশ্চ : আপনি প্রায়ই যে আমাকে চিঠি লেখার চেষ্টা করেন সেজন্যে কৃতজ্ঞ। আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। কাজেই প্রত্যেক সপ্তাহে সাধারণ ডাকে আপনাকে আমি লিখবো এবং যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে আমি তাহলে এয়ারমেলে লিখবো।

১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
৮.৪.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনি কি শ্রীযুক্ত গাইরোলাকে সঙ্গের চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে পারবেন ? আমি জানি না তিনি এখনও পর্যন্ত আলসার স্ট্রিট ২০/১৫-এ রয়েছেন কি না। যদি না থাকেন, তাহলে দয়া করে তাঁকে খুঁজে বের করবেন। Hotel de France-এর লোকেরা তাঁর ঠিকানা হয়তো জানতে পারে। আমি চিঠিটাতে গাইরোলাকে যা করতে অনুরোধ করেছি তিনি করতে পারবেন কি না জিজ্ঞাসা করবেন। গাইরোলা যদি ভিয়েনাতে না থাকেন, দয়া করে সিংকে অথবা কোনো ভারতীয় ছাত্রকে— আমার চিঠি গাইরোলাকে যা করতে বলেছি তা করতে বলুন।

আমি আপনাকে আজকের সাধারণ ডাকে গত ৬ই তারিখের এখানকার জনসভার কিছু কাগজের কাটিং পাঠাচ্ছি। গত বছরে আপনি বাংলা অভিধানটা পেয়েছেন ?

আপনি এখন কেমন আছেন ? আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

১ উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল,

আপনার ১৮ ও ২৬ মার্চের লেখা এয়ারমেলের চিঠিগুলো এবং ২৪শে লেখা আপনার পোস্টকার্ড (এস. এলভিরা ও আপনার কাছ থেকে পাওয়া) পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। এই সবগুলোর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এখন এখানে খুবই গরম পড়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় ছাড়বো।

শ্রীমতী এলভিরাকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন অনুগ্রহ করে জানাবেন। আমি আলাদা করে আর লিখছি না।

না, এখন আমার আর জার্মানি পড়ার সময় নেই। কিন্তু যখন আমি কলকাতা ছাড়বো, আমি আবার চেষ্টা করবো।

আমার শরীর আগের মতোই আছে। অবশ্যই, স্বাধীন মানুষ হয়ে— কিন্তু অসংখ্য দর্শকদের চাপের জন্যে আমি বেশি উন্নতি করতে পারিনি। আশা করি পাহাড়ে সহজেই সময় পাবো।

আশা করি আপনার ফরাসি চর্চা ভালোই এগোচ্ছে। হ্যাঁ, চর্চাটা চালিয়ে যাবেন— যেভাবেই হোক।

আপনার গলব্লাডারের ব্যথার খবর পেয়ে খুবই দুঃখ পেলাম। দয়া করে যতটা পারেন খাওয়া-দাওয়ার ওপর খেয়াল রাখবেন।

আমি আপনার একটি চিঠিগুলোর মধ্যে পার্সেলের রসিদটি পেয়েছি কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি।

আপনার ৫ তারিখের (এপ্রিল) এয়ারমেলের চিঠি পিয়েছি। আপনি কবে দেশে যাচ্ছেন (পোলউ)?

আমার শরীর আগের মতনই রয়েছে— আমার গলা, যকৃত ও ফুসফুসে কিছু হয়তো গোলমাল হচ্ছে— কিন্তু আশা করি যদি আমি ৬ মাস বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনে যাই তাহলে আমার শরীর ভালো হবে। ডাক্তারেরা সেই কথাই বলছেন।

আপনার সবাই কেমন আছেন? আপনার বাবা-মা'কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনি ও আপনার বোন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চন্দ্র বসু

১ উডবার্ন পার্ক অথবা
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
২২ এপ্রিল, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল,

তাড়াতাড়ি আমি আপনাকে কয়েকটা লাইন লিখছি। এই সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়ে যাচ্ছি। যদি আপনি চিঠি লেখেন, দয়া করে নীচের ঠিকানায় লিখবেন :

C/o ডাঃ এন. আর. ধরমবীর
ডালহৌসি
পাঞ্জাব
ভারতবর্ষ

আপনি কেমন আছেন ? আমার শরীর আগের মতনই রয়েছে। এখন এখানে বেশ গরম পড়েছে এবং খুবই ক্লান্ত লাগে। আপনি কবে গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছেন ? আপনি কি করে সময় কাটাচ্ছেন অনুগ্রহ করে জানাবেন। আপনি কি ফরাসি ভাষা শিখছেন ? শ্রীমতী ফুলপ মিলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কী ?

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

লাহোর
শনিবার, ১.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১৪ তারিখে লেখা এয়ারমেলের চিঠির জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চিঠিটা আমি কলকাতায় পেয়েছি। ২৫ তারিখে আমি কলকাতা ছেড়েছি এবং কংগ্রেস পার্টির সভায় যোগ দিতে আমি চারদিনের জন্যে এলাহাবাদে নেমেছি। সকালবেলায় এখানে এসে পৌঁছেছি। আমার ঠিকানা অবশ্যই আগের মতনই হবে : C/o ডাঃ এন. আর. ধরমবীর, ডালহৌসি (পাঞ্জাব)। আমি কয়েক মাস ডালহৌসিতে থাকতে চাইছি (যা প্রায় ২,০০০ মিটার উঁচু)।

যদি আপনি ইলাস্ট্রেটেড 'ওরিয়েন্ট' এবং সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা পেয়েছেন কি না অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

আপনার সম্বন্ধে শ্রীমতী ফুলপ মিলারের সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি। আমি ভাবছি ওখানকার বন্ধুদের সম্বন্ধে তিনি আমার কাছ থেকে শুনতে চাইছেন, কিন্তু আমি কেবল তাঁকে সকলের জন্যে শুভেচ্ছা জানাতে বলেছি।

এই সপ্তাহে আমি আপনাকে সাধারণ ডাকে চিঠি লিখতে পারবো না— সেজন্যে আমি আপনাকে এয়ারমেলে লিখছি।

পেনশন কসমোপোলাইট বিক্রি হয়ে গেছে জেনে দুঃখ হলো। আপনি দয়া করে আমাকে শ্রীমতী ভেক্সি-র ঠিকানা জানাবেন। আমার বাক্সগুলোর কী হলো ?

আপনাকে কে বলেছে আমি জার্মান ভাষায় উন্নতি করেছি ?

অনুগ্রহ করে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যত্ন নেবেন। আমি জেনে দুঃখ পেলাম যে আপনি আবার ব্যথায় ভুগছেন। এটা ভুল খাবারের জন্যেই হয়েছে।

এখন সেন কোথায় ? এবং মাথুরই বা কোথায় ?

আমি আপনাকে আগেই লিখেছি যে, আমার পক্ষে আবার ইয়োরোপে যাওয়া অসম্ভব। আমি আশা করছি যে ডালহৌসিতে হাওয়া বদলের জন্যে গেলে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবো। আপনি আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত দেখে খুশি হলাম।

আমি পুরী (সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত) যাওয়ার চিন্তাটা ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমার পক্ষে পাহাড়ি এলাকা বেশি ভালো।

আমি দু-এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু ছবি আপনাকে পাঠাবার চেষ্টা করবো।

দীর্ঘ চিঠি লেখার জন্যে আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদিও আমি নিজে দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারি না। আপনি জানেন যে আমি আমার বন্ধুদের কখনোই ভুলতে পারি না এবং

সব সময়ে তাদের চিঠি পেলে ভালো লাগে। গত বছরে আপনি কি করে সময় কাটালেন— অনুগ্রহ করে সময় পেলে বড় করে আমাকে জানাবেন। আমি জানি না আমি এখান থেকে আপনাকে বালা পাঠাতে পারবো কি না— কিন্তু আপনি ইয়োরোপ থেকে কিনছেন না কেন? আপনি কি ধরনের বালা পছন্দ করেন? কাচের বালা চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপান থেকে আমদানি হয়।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ভিয়েনা
৪.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার দুটো চিঠি (১৫ই এপ্রিলের সাধারণ মেল এবং ২২শে এপ্রিলের এয়ারমেল) এই মাত্র হাতে পেলাম। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি জেনে খুশি হলাম যে আপনি এখন হাওয়া বদলের জন্যে পাঞ্জাবে যাচ্ছেন এবং আশা করি আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সম্ভবত, ডালহৌসিতে প্রচণ্ড গরমের জন্যে আপনি আর কষ্ট ভোগ করবেন না। সমস্ত এপ্রিল মাসে আমরা খুব খারাপ আবহাওয়া পেয়েছি। প্রত্যেকদিন বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। গত ১লা থেকে পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং এখন খুবই সুন্দর। বাগানের সব কিছুই সবুজ এবং গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে। সত্যই একটা চমৎকার পরিবেশ।

হ্যাঁ, ফরাসি ভাষাচর্চা ভালোই চলছে, কিন্তু বাড়িতে অভ্যাস করার জন্যে খুবই অল্প সময় পাই। সকালেবেলায় আমি বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকি এবং সারা দুপুর যে বাচ্চাটিকে দেখছি তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সন্ধ্যাবেলায় আমার অনেক কাজ করার থাকে। এখন বই পড়া আমার কাছে বিলাসিতা। সেজন্যে আমাকে garderobe নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, কাজেই আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন যে আমার কীরকম অফুরন্ত সময় আছে— প্রায় কিছুই থাকে না। কিন্তু অন্তত আমি কিছু গ্রসচেন রোজগার করেছি, আমার পড়ার জন্যে কিছু দিতে পারি। কিছু আমার জামা-কাপড় কিনতে এবং আমার যাতায়াতের জন্যে কিছু দিতে পারি। কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিছু টাকা জমাতে চেষ্টা করছি কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব।

আমার শরীর মোটামুটি। আমি এখন প্রায়ই পিত্তকোষের ব্যাথাতে কষ্ট পাই। যতটা সম্ভব আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু সব সময়ে থাকতে পারি না, কারণ আমার লোকেরা প্রায়শই মাংস খায়, Kalbsfleisch, যেটা আমি সহজেই খেতে পারি, কিন্তু বাড়ির লোকে চায় না এবং Rindfleisch ও Schweinfleisch আমার পক্ষে খারাপ। তাছাড়া মাকে আলাদা করে আমার জন্যে রান্না করতে বলতে পারি না কারণ এটা খুবই খরচের, তাছাড়া প্রচুর সময় লাগে। আর একটুতেই মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন, তার জন্য তিনি অল্প বয়সের পক্ষে যা কাজ করা সম্ভব তা আর পারেন না।

মনে হয় ৫ তারিখ নাগাদ আমরা দেশে (পোলউ) যাবো। সময়টা হবে যখন স্কুল শেষ হবে তখন। আমার বোন স্কুলে পড়ে বলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এখন, দু সপ্তাহ হলো আমি এখন সাপ্তাহিক পত্রিকা পাচ্ছি, কিন্তু 'ওরিয়েন্ট'টা পাইনি।

হ্যাঁ, এর মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে আমি শ্রীমতী ফুলপ মিলারের সঙ্গে দেখা করেছি। ভারতের ব্যাপারে তিনি মুগ্ধ হয়ে আছেন এবং ভিয়েনাতে তিনি কিছুটা অসুখী। বেশি দিন হয়নি আমি পেনশন কস্‌মোপোলাইট থেকে বাক্সগুলো নিয়ে এসেছি, যেহেতু শ্রীমতী ভেক্সি

পেনশন বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি আগের একটি চিঠিতে এ ব্যাপারে আপনাকে লিখেছি।

যখন আপনি ডালহৌসিতে থাকবেন, তখন অনুগ্রহ করে কিছু ছবি তোলার চেষ্টা করবেন। আমি পোলউ-তে আবার চেষ্টা করবো, যদি ফিল্‌মের দাম বেশি না হয়।

শ্রীমতী হারগ্রোভকে আমি অনেকদিন হলো দেখিনি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে, তিনি এখন আন্তরিকতার সঙ্গে ধ্যান করছেন। পরে তিনি আমাকে টাইপ করার আরো কাজ দেবেন।

এছাড়া, ভিয়েনাতে সব কিছুই আগের মতো। বন্ধুরা ভালোই আছে ও তারা আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। সম্প্রতি শ্রীমতী কুরটি আমাকে একটা সুন্দর চিঠি লিখেছেন। তিনি আপনার ছাড়া পাওয়ার খবর শুনে খুবই খুশি হয়েছেন।

ক্ষমা করবেন, আমি এখানে শেষ করছি, কারণ আমি এইই সকালবেলায় খুবই ব্যস্ত আছি। বাড়িতে আমি একা, বাবা-মা তাঁদের বাগানে গেছেন এবং বোন স্কুলে। এখন আমার খাবার তৈরি করতে হবে, এক কাপ কফি সম্ভবত হবে, কারণ আমি রান্না করার ব্যাপারে খুবই অলস। আমি জমে যাওয়া চিঠির পরিমাণ কমাবার জন্যে চেষ্টা করছি। কীভাবে জমে গেছে ভাবলে খুবই অদ্ভুত লাগে।

আমাদের পরিবার আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। আমার কাছ থেকেও আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ<br>ই. শেঙ্কল্

লাহোর<br>৬.৫.৩৭<br>বৃহস্পতিবার

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত শনিবার এয়ারমেলে এখান থেকে আপনাকে লিখেছিলাম। এলাহাবাদ থেকে গত ১লা তারিখে আমি এখানে এসেছি। ওখানে আমি চার দিন থেকে এসেছি। আপনি এই জায়গাটা ম্যাপ দেখে বুঝতে পারবেন কি? চার-পাঁচদিন বাদে আমরা এখান থেকে 'ডালহৌসি' পাহাড়ে যাব। অনুগ্রহ করে আমাকে এই ঠিকানায় লিখবেন :

C/o ডাঃ এন. আর. ধরমবীর<br>ডালহৌসি (পাঞ্জাব)

আজকে আমার আর বেশি কিছু লেখার সময় নেই। যখন আমি এখানে প্রথম এলাম তখন এখানকার আবহাওয়া খুবই ভালো ছিল— কিন্তু এখন এখানে ক্রমশ গরম বাড়ছে।

আপনার গত এয়ারমেলে লেখা চিঠি পড়ে খুবই দুঃখ পেলাম যে আপনি পাপ্‌রিকা প্রভৃতি জিনিস খাচ্ছেন বলে আপনার ব্যথা আবার বেড়েছিল। আপনি কেন আপনার খাওয়া-দাওয়ায় যত্ন নিচ্ছেন না যখন আপনি জানেন বেঠিক খাওয়া-দাওয়া আপনাকে কষ্ট দেয়। আমার আশঙ্কা আপনি অত্যধিক পরিশ্রম করছেন— ঠিক তাই না? পরের চিঠিতে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন যে আপনি খাওয়া-দাওয়ায় যত্ন নিচ্ছেন। আমি এই ডাকে কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

আমি ডালহৌসিতে কয়েক মাস থাকার চেষ্টা করছি। আপনি কবে গ্রামাঞ্চলে যাবেন ?

আপনি ও আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। লোটে-র জন্যে শুভেচ্ছা।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

লাহোর
১১.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

ডালহৌসিতে আবার ফিরে এসে আপনার ৪ মে লেখা এয়ারমেলের চিঠি আজকে সকালবেলা পেলাম। আমি এখনও ডালহৌসি যাবার জন্যে লাহোর ছাড়িনি, আজকের রাত্রিতে যাত্রা করে আগামীকাল সেখানে পৌঁছোবো।

আমাকে আমার garderobe-টা খুঁজতে হবে—এর মানে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

আমি জেনে খুবই দুঃখ পেলাম যে আজকাল প্রায়ই আপনি ব্যথাতে কষ্ট পান।

আপনার বোন এখন কী পড়ছে ? আমার ধারণা এর মধ্যে সে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করে গেছে।

অনুগ্রহ করে বেশি কফি খাবেন না। যদি আপনি খান তবে যথেষ্ট বেশি দুধ দিয়ে খাবেন এবং কখনোই খালি পেটে খাবেন না। কালো কফি খালি পেটে খেলে পিত্তকোষের ব্যথা ভালোই বাড়াবে।

আজকে আমার আর বেশি কিছু লেখার নেই। অনুগ্রহ করে আপনি শরীরের দিকে নজর দিন। আপনি কি আমার পাঠানো ভারতীয় কাগজগুলো পেয়েছেন যে-সব কাগজে আমার ছাড়া পাওয়ার খবর (১৮ই মার্চ) এবং কলকাতায় (৭ই এপ্রিল) জনসভার কথা আছে ?

মাথুর ও সেনের সম্বন্ধে কোনো খবর আছে ?

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনার বাবা-মাকে দেবেন। কয়েক মাসের জন্যে আমার ঠিকানা হবে— C/o ডঃ এন. আর. ধরমবীর, ডালহৌসি, পাঞ্জাব।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ভিয়েনা
২০.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১লা তারিখের লেখা চিঠি গত সপ্তাহে আমার হাতে এল এবং তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিতে না পাওয়ার দরুন ক্ষমা চাইছি।

মনে হয় আপনি এখন ডালহৌসিতে আছেন। ওখানে আপনার এখন কেমন লাগছে ? এর মধ্যে আপনার শরীরের কি কোনও উন্নতি হয়েছে ? হয়েছে আশা করি।

আপনার এলাহাবাদে থাকার খবর আমি এই সপ্তাহের পত্রিকাতে পড়েছি। আমি পড়েছি যে আপনি মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করেছেন। নিশ্চয় খুবই কৌতূহলের ব্যাপার। আমি এখন নিয়মিতই পত্রিকা পাই, কিন্তু ইলাস্ট্রেটেড 'ওরিয়েন্ট' পাই না। আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ যে, আমি

একটা কাগজ পড়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে কী হচ্ছে তা একটু একটু জানতে পারছি।

আমি শ্রীমতী ভেক্‌সি-র নতুন ঠিকানা জানি না। কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে থিতিয়ে বসে আমাকে জানাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এখনো হয়তো তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনার বাক্সগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি এগুলোর সব বন্দোবস্ত করবো। যদি আপনি কিছু চান, তাহলে অনুগ্রহ করে জানাবেন এবং আমি ওগুলো (বইগুলো) পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো। এখন আপনি তাহলে আপনার সম্পূর্ণ বইএর তালিকা পেয়ে গেছেন। যখন আপনার ভাইপো ইয়োরোপে ছিল তখন তার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যতটা সম্ভব সতর্ক হয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সময়ে অল্প ব্যথা অনুভব করি। আপনার থাকাকালীন আমি যে রকম পেয়েছিলাম।

সেন এখন এডিনবার্গে আছেন এবং মাথুর জার্মানির কোনো জায়গায় আছেন, কিন্তু কোথায়, তা আমার কোনো ধারণা নেই। তাঁদের কারো কাছ থেকে আমি খবর পাই না। কেবল কাটিয়ার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং প্রায়ই তিনি চিঠি লেখেন। যদিও আমি বহুদিন ধরে তাঁকে উত্তরের অপেক্ষায় রেখে দিই। তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি যাবেন এবং শেষ চিঠিগুলোতে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্যে তিনি দিন ও ঘণ্টা গুনছেন।

গত বছরে আমি কীভাবে সময় কাটিয়েছি আপনি *সংক্ষেপে* জানতে চেয়েছেন। দেখুন, আপনি জানেন যে আমার কোনও কাজ নেই সেজন্যে আমি পুরোপুরিভাবে বাড়িতে ছিলাম। সকালবেলায় ঘরের কাজকর্ম করতাম, দুপুরবেলায় ফরাসি পড়া ও লেখা। জুন মাসে ফরাসি শেখা বন্ধ হল। কারণ (১) আমরা গ্রামে গেলাম এবং (২) টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল। এবং আমার হাত খরচ মাসে ৫ শিলিং বলে কিছুই করতে পারিনি। কখনো বা কাফেতে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে যেতাম, এবং কোনো সময় বা সিনেমায় যেতাম। (একটা টিকিটের দাম ৯০ গ্রসচেন)। হেমন্ত কালের শেষে বড়দিনের জন্যে সেলাই করতাম কেবল আমার নিজের লোকেদের জন্যে নয়, সিস্টার এলভিরার জন্যেও। উনি আমায় টাকা দিয়েছিলেন। সেজন্যে আমি আমার পরিবার ও কিছু বন্ধুদের উপহার দিতে পারছি। গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দুপুরবেলায় আমি একজন ভারতীয় শিশুকে দেখছি। কিন্তু এই মাসের শেষের দিকে ওই পরিবারটি চলে যাবে এবং তখন আমার আর কিছুই করার থাকবে না। এ ছাড়া গত বছরে লেখার প্রচুর আমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছিল। এখন আমি জামাকাপড়, ব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি তৈরি করে কিছু অবসর সময় কাটাচ্ছি। এই সব।

ইতিমধ্যে আমি আমাব বালাগুলোর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু সেগুলো এখানে পাচ্ছি না। অধৈর্য হবেন না, যদি আপনি সেগুলো পাঠাতে না পারেন তো কিছু এসে যাবে না। আমি কেবল নানা রঙের সাধারণ কাচের বালাই চেয়েছি।

আমি আজ শ্রীমতী ভেটারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি আমাকে অভিযোগ করলেন যে, আপনি তাঁকে একেবারেই চিঠি লেখেন না। শ্রীমতী এফ. এম-এর সঙ্গে প্রায় তিন সপ্তাহ হলো দেখা হয়নি। আমি আবার ফরাসি চর্চা ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমার শিক্ষক ইতিমধ্যে গরমের ছুটি কাটাতে চলে গেছেন। কিন্তু আমি তাঁর দুটো ফরাসি চিঠির অনুবাদও করছি ও ভালো করে পড়ে দেখছি। এবং তিনি আমাকে ভুল সংশোধন করে পাঠিয়ে দেবেন। গত সপ্তাহে আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে একটি চিত্তাকর্ষক বই পেয়েছি : জেম্‌স কনোলির লেখা 'Labour in Irish History'। আমি বইটা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি এবং কিছুদিনের মধ্যে পড়তে আরম্ভ করবো।

এখন আপনি কেমন আছেন আমাকে জানাবেন এবং যখন আপনি ছবি তুলবেন তখন আমাকে পাঠাবেন। আমার বাবা-মা ও বোন আপনাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আমার বন্ধু এলাও আপনাকে চিঠিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

ডাঃ ধরমবীর কি আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু অথবা তিনি কি স্যানেটোরিয়ামের মতো কিছু একটা চালান ?

ভিয়েনা
২৬.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার গত ৬ তারিখের লেখা চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। ২৬ তারিখে চিঠিটা আমার হাতে এসেছে। ওই দিনই অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস আমাকে ফোন করে টাকা সম্বন্ধে জানালো। টাকা পাঠাবার জন্যে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন নিন। আমি এটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসবো এবং এটা রাখবো যদি আপনি আমাকে দিয়ে কিছু কেনাতে চান অথবা আপনাকে কিছু পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হয়। যদি আমি কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ি তাহলেও ওখান থেকে কিছু টাকা নেবো। যাই হোক, আমি টাকাটা জমিয়ে রাখবো। আমি খুব ভালো দামে পেয়েছি—প্রতি পাউন্ড ২৬.২০ ডলারে। যদি আপনার মনে থাকে, গত বছর অথবা দু বছর আগে, ২৫ ডলারে নেমে এসেছিল।

আশা করি, আপনি এখন ডালহৌসিতে আছেন এবং বোধহয় লাহোরে যে পরিশ্রম গেছে তারপর আপনি বিশ্রাম নিতে পারছেন। অবশ্যই, আমি ম্যাপে সবকটি জায়গাই খুঁজে বের করতে পেরেছি। কিন্তু একটা ম্যাপ তো আপনাকে আসল জায়গাটার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই দিতে পারবে না। ডালহৌসি কেমন লাগছে ? ওখানে কী কী গাছপালা জন্মায় ? খুব সম্ভবত ওখানকার আবহাওয়া আপনার পক্ষে ভালোই। এখন ভিয়েনাতে খুবই গরম পড়েছে। কিন্তু আমি এটাই খুব পছন্দ করি। যখন খুবই গরম পড়ে তখন আমার খুবই ভালো লাগে এবং আমি ভালোই থাকি।

হ্যাঁ, আমি আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেবো— প্রতিজ্ঞা করছি, এবং যতটা সম্ভব ততটা খাওয়া-দাওয়াটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখছি।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ব্যাপারে আমার আর এত বাড়াবাড়ি হবে না, কারণ যে ভারতীয় পরিবার এতদিন ছিল তারা এক সপ্তাহের মধ্যে ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুঃখ হচ্ছে বাচ্চাটিকে হারাবো।

আমরা ৮ই জুলাই নাগাদ গ্রামাঞ্চলে ফিরে যাচ্ছি। আমার ঠিকানা হবে :

E. Schenkl,
Mrzgasse 112
Pollau b/Hartberg
(OST Steiermak) (Austria)

আপনি ভিয়েনার ঠিকানাতে চিঠি লিখতে পারেন, কারণ আমাদের সমস্ত ডাক রিডাইরেক্টেড হয়ে আসবে। খুব সম্ভবত ৬ অথবা ৮ সপ্তাহ আমরা পোলউ-তে থাকবো। আশা করি সুন্দর গ্রীষ্মকাল আমরা পাবো। তখন ঘাসের ওপর আমি সারাদিন শুয়ে থাকতে পারবো এবং সূর্যের উত্তাপ নিতে পারবো। আমি কিছু বই নিলাম পড়বো বলে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে খুবই অলস জীবন কাটাবো আর কেবলই নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখবো।

গত সপ্তাহে আমি শ্রীমতী ফুলপের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। যাদের বেশি কিছু করার নেই তাদেরই এরকম হয়। যদি কোনো মহিলার দুটি কি তিনটি সন্তান হয় তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত হবার কোনো সময় থাকে না। সম্ভবত আমার যখন কাজ থাকবে না তখন আমিও হয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবো। তখন আমি সমাজের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত হবো, কারণ, দেখছি, এইসব লোকই ভীত-সন্ত্রস্ত।

শ্রীমতী ভেটার সম্প্রতি আপনার খোঁজ নিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, অনেকদিন হলো আপনার কাছ থেকে কোনো খবর পাননি। আমি ওঁকে আপনার ডালহৌসির ঠিকানাটা দিয়েছি, সম্ভবত তিনি লিখবেন বলেছেন।

ফরাসি চর্চা আমি বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমার শিক্ষক গ্রামে চলে গেছেন। কিন্তু গরমকালে তাঁকে আমি লিখবো এবং তাঁকে কিছু কাজ পাঠাবো, তিনি সংশোধন করে দেবেন।

আমার আর বেশি কিছু লেখার নেই। আমার বাবা-মা ও লোটে (সে এখন আমার থেকে লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে) আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছে।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেক্‌ল্

পুনশ্চ : আমি এখন আপটন সিন্‌ক্লেয়ার-এর 'The Money Changers' বইটি পড়েছি। এই বইটার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? যদিও পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নিয়ে লেখা ও প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারিনি, তবু বইটা খুবই চিত্তাকর্ষক।

C/o ডাঃ এন. আর ধরমবীর
ডালহৌসি
পাঞ্জাব
২৭.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেক্‌ল্,

আপনার গত ২০ তারিখে লেখা এয়ারমেলে চিঠি পেয়ে অনেক ধন্যবাদ জানাই। চিঠিটা গতকাল আমি পেয়েছি। দু সপ্তাহ হল আমি আপনার কোনো খবর পাইনি। সে জন্যে খুবই উদ্বেগে ছিলাম। সম্ভবত আপনি ইতিমধ্যে জেনে থাকবেন যে, আমি ১২ মে তারিখে এখানে এসেছি। ডাঃ এবং শ্রীমতী ধরমবীর আমার বন্ধু, সেইজন্যেই তাঁদের অতিথি হয়ে আছি— পেনশনে থাকার মতো নয়। ভারতে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, যদিও ইয়োরোপে নয়।

১৩ এপ্রিলে অধ্যাপক ডেমেলের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, ওইদিনের খবরের কাগজে আমার ছাড়া পাওয়ার খবর তিনি পেয়েছেন। আপনি কি তাঁকে ২২ মার্চ জানিয়ে দিতে পারেননি— যখন আপনি প্রথম আমার ছাড়া পাওয়ার খবর শুনলেন ?

যদি আপনি প্রতি সপ্তাহে আমাকে সাধারণ ডাকে কয়েক লাইন চিঠি লেখেন তাহলে আমি খুবই খুশি হবো। যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন, তবে বড় করে চিঠি লিখতে হবে না, কেবল কয়েকটা লাইন লিখলেই হবে।

এখন আমি একটু ভালো বোধ করছি—কিন্তু বেশি কিছু উন্নতি হয়নি। ২,০০০ মিটার উঁচু পাহাড়ি এলাকার এই জায়গাটা শান্ত। একপাশে বরফে ঢাকা হিমালয় পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় এবং অন্য পাশে যতদূর সম্ভব সমতল ভূমি ও নদীগুলো দেখতে পাবেন। আবহাওয়া খুবই

পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

আমি এখন আপনাকে 'ওরিয়েন্ট' পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। প্রথমে বলা হয়েছিল যে, আমাকে কোনও চাঁদ দিতে হবে না—কিন্তু সত্যিই তারা চাইছে। সেজন্যে এখন আমি দিয়ে দিয়েছি, আপনি নিয়মিত কাগজ পাবেন।

হ্যাঁ, যে বইয়ের তালিকাগুলো আপনি পাঠিয়েছিলেন তা পেয়েছি।

যদি আপনি পছন্দ করেন, সামনের মাস থেকে আপনি কি করে সময় কাটাবেন সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে পারি। আমি জানি না, উপদেশের কিছু মূল্য আছে কি না। Haben Sie mich vergessen? Warum schreiben Sie so selten? Ich warte fur Ihren Brief—wissen Sie nicht? [অনুবাদ : আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন ? আপনি কেন এত দেরি করে চিঠি লিখছেন ? আমি আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকি—আপনি কি জানেন না !— সম্পাদক] যদি আপনি ফরাসি শেখা চালিয়ে যেতে চান তাহলে ফরাসিতে কথাও বলবেন।

লোউই-র এখনকার কোনো খবর জানেন ? হ্যাঁ, শ্রীমতী ভেটারের সঙ্গে এখন আমার আর কোনা নিয়মিত যোগাযোগ নেই এবং দুর্ভাগ্যবশত উনি খুবই স্পর্শকাতর।

যখন আপনি হাতে সময় পাবেন, আমার কিছু বই পড়বেন— যেগুলো ওখানে আছে। বইগুলোতে আপনাকে উৎসাহ দেবার মতো প্রচুর জিনিস আছে। আপনি কি ইদানীং পোস্ট অফিসে যান ?

এলাকে আমার কথা জানাবেন। আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং লোটেকে শুভেচ্ছা জানাবেন।

ডালহৌসিতে যখন আমি এসে পৌঁছেছি তার একটা ছবি আপনাকে এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমার বাঙালি পোশাক দেখে চিনতে পারবেন কি না ভাবছি।

আপনি কি এখন গলা ও ফুসফুসের কষ্টে ভুগছেন ? সোয়েসটার এলভিরাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। ইদানীং আপনার কি ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন ?

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আমার পুরোনো বন্ধু, শর্মা, কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনি পাঞ্জাব থেকে সরাসরি এসেছিলেন, এ তাঁর মহানুভবতা।

সু. চ. ব.

৩০.৫.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

রবিবার দুপুরবেলার রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। শ্রীমতী ফুলপ আর আমি Kobenzl Hotel-এর বারান্দায় বসে আছি ! ভিয়েনার এই জায়গাটা আপনার খুবই পছন্দ ছিল।

আশা করি ভালোই আছেন, শুভেচ্ছা নিন।

ইতি
ই. শেঙ্কল্

[হেডি ফুলপ মিলার-এর সঙ্গে কার্ড]

[তারিখ নেই, কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে ছাড়া পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র এই সব চিঠিগুলো বড় হরফে লিখেছিলেন, খুব সম্ভবত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসের শেষে। প্রথম চিঠিটি শ্রীমতী লোউই কার্লসবাড থেকে ১৯৩৭ সালের ১ জুন ডাকে ফেলেন।]

বেশ কিছুদিন পর আপনাকে চিঠি লিখবার ইচ্ছে হচ্ছিল—কিন্তু সহজেই বুঝতে পারছেন যে আমার অনুভূতিগুলো আপনাকে চিঠিতে লেখা কত কষ্টকর। আমি আপনাকে কেবল এইটেই জানাতে চাই যে, আমি আগে যা ছিলাম, এখনও ঠিক তাই আছি। আপনাকে ছাড়া আমি একটা দিনও যায় না যেদিন আপনার চিন্তা না করি ! সব সময়ে আপনি আমার সঙ্গে আছেন। এই পৃথিবীতে অন্য কারো কথা চিন্তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আপনার কথাগুলো জানতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। অনুগ্রহ করে আপনার নিজস্ব ভাষায় (সহজ ভঙ্গিতে) এয়ারমেলে আমাকে জানান—তাহলে আমি বুঝতে পারবো। আমি জানি না ভবিষ্যতে আমি কিছু কি করবো। এখনও আমি কিছু ঠিক করতে পারিনি। এই মাসকয়েক কীভাবে দুঃখে ও একাকিত্বে যে কাটিয়েছি তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কেবল একটা জিনিস আমাকে সুখী করতে পারে—কিন্তু আমি জানি না সেটা সম্ভব হবে কি না। যাই হোক, আমি দিনরাত এইসব চিন্তা করি আর ভগবানের কাছে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে প্রার্থনা করি। যখনই আমি জানতে পারি, আপনি ভালো নেই, আমার খুবই খারাপ লাগে। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিন তাহলে আমি যে করে হোক নিশ্চিন্ত হই। আমার হৃদয় ও আত্মা সব সময় আপনার সঙ্গে আছে।

গত সপ্তাহে আপনাকে লোউই-র ঠিকানায় লিখেছিলাম। সেই চিঠিটা কি পেয়েছেন ? আমি পোর্ট সৈয়দ ছাড়ার পর লিখেছিলাম এবং মাসাওয়া থেকে পোস্ট করেছিলাম।

ছেড়ে আসার পর, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসকে আপনাকে ৫ পাউন্ড দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। অবশ্যই সেটা গত বছর। আপনি কি টাকা পেয়েছিলেন ? আশা করি টাকাটা আপনাকে খানিকটা সাহায্য করবে।

আপনার সঙ্গে গত বারো মাসে লোকে (বাড়ি ও বাড়ির বাইরে) কেমন ব্যবহার করছে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নেন না জেনে দুঃখ পেলাম। আপনি আবার ব্যথায় ভুগছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন না, আপনার শরীরের জন্যে আমি কীভাবে উদ্বিগ্ন হই এবং সব সময়ে আপনার জন্যে কত চিন্তা হয়।

আপনার কাছে যেসব টাকা আছে সেগুলো সব কী খরচ করে ফেলেছেন ?

ইদানীং কি চিন্তা করছেন ? পুরোনো বন্ধুদের কি মনে আছে ?

ইদানীং আপনি কি প্রার্থনা করেন ? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী কী আশা আছে ?

অনুগ্রহ করে এয়ারমেলে আপনার নিজের ভাষায় খুব সহজ ভঙ্গিতে আমাকে জানান। আমি বুঝতে পারবো। অনুগ্রহ করে আমার নতুন ঠিকানা 'KURORT'-এ লিখবেন। আমার স্থায়ী বাড়ির ঠিকানায় নয়। *আপনার নাম সহি করবেন না।*

আমার শরীর সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। আগের থেকে অনেক ভালো আছি। বহুদিন ধরে আমি একজিমাতে ভুগছি এবং কোনও ডাক্তারই আমাকে ভালো করতে পারেনি। তখন আমি এইভাবে ভালো হয়ে গেছি। একজিমার জায়গাটাকে ঘষেছি যতক্ষণ না চামড়া বেরিয়ে আসছে। তারপর ওই জায়গায় আমি আয়োডিন (Jod) দিয়েছি। প্রথমে খুব জ্বালা করছিল, কিন্তু কিছুদিন পর ভালো হয়ে গেছে। যখন আপনার একজিমা হবে তখন আমার ওষুধ

লাগাতে চেষ্টা করবেন। এখনও কী কাশি আছে ?

আমি আপনার বন্ধু এম.-এর (হপ্স্টাড-এ) সঙ্গে এপ্রিল মাসে দেখা করেছি—কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নয়। তাঁকে সাবধানে লিখবেন কারণ তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেছেন। যখন আমাকে লিখবেন তখন ভুলবেন না যেন যে আমার বন্ধুরা সব সময়ে আমার চিঠি পড়ে। শ্রীমতী এফ. এম কী বলেন ?

ভিয়েনা
১.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

আপনার ১১ মে-র লেখা চিঠি গতকাল সকালবেলায় আমার হাতে এসে পৌঁছোল। অসংখ্য ধন্যবাদ।

রবিবার, ৩০ মে শ্রীমতী ফুলপ মিলার-এর সঙ্গে কোবেনজ্ল-এ গিয়েছিলাম। আমরা আপনাকে একটা পোস্টকার্ডে লিখেছিলাম এবং আশা করি এই চিঠিটার সঙ্গে সেটা একই ডাকে পাবেন। এই বিকেলটা খুবই সুন্দর ছিল, খুবই রৌদ্রোজ্জ্বল এবং আমরা বারান্দার সামনে বসে ভিয়েনার অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করেছি। আপনি এই জায়গাটা খুবই পছন্দ করতেন। তারপর একটু ঠাণ্ডা পড়লে আমরা হোটেলের ভেতর চলে গেলাম এবং সেলুনের মধ্যে বসে পড়লাম। লোকজন দেখতে খুবই মজা লাগছিল। সমাজের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওখানে জমায়েত হলো। আমরা ইজিপ্টের রাষ্ট্রদূতকে দেখলাম আর কিছু ফিল্মের লোক আর কিছু বিদেশি। শ্রীমতী হেড্ডি তাঁর ভারত ভ্রমণের কথা আমাকে বলেছিলেন এবং সেজন্যে তাড়াতাড়ি করে সময় কেটে গেল।

আজ থেকে আমি আবার বেকার হয়ে গেছি, কারণ আজই ভিয়েনা থেকে ইটালি যাত্রা করলো পরিবারটি। আমি বাচ্চাটির অভাব বোধ করছি, তাই বড়ই দুঃখ পেয়েছি। ওই বাচ্চাটির সঙ্গ পেয়ে এতোই অভ্যস্ত হয়ে যাবো ভাবতে পারিনি বলে আরও দুঃখ পাচ্ছি।

'আমার garderobe-এর খোঁজ করতে হবে—'। —মানে হচ্ছে, আমার জামাকাপড় ঠিক করতে হবে, অনেক জিনিস সেলাই ও ইস্ত্রি করতে হবে, ইত্যাদি। আমি এখন হিসেবি হয়ে পড়েছি, এবং যতটা সম্ভব নিজেই করি, জামাকাপড় তৈরির ব্যাপারে যাতে খরচা করতে না হয়, ইত্যাদি।

আমার বোন উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেনি। সে ওখানে কেবল পাঁচ বছরের জন্যে গিয়েছিল (সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে আট বছর নেয়)। আমার বাবা-মারা ধারণা হয়েছে যে তার পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করে কিছু হবে না। এখনকার দিনে চাকুরি পাওয়া যায় না, এমনকী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও। ল্যাটিন ও অঙ্ক নিয়ে সে সমস্যায় পড়েছে, সেজন্যে তাঁরা গত বছর তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই সে house-holding school-এ পড়াশোনা করছে। সেখানে সে রান্না করা, সেলাই জামা কাপড় কাচা, ইস্ত্রি—ঘরের কাজে যা কিছু লাগে এই সবই শিখছে। জুলাই মাসে এই কোর্সটা শেষ হবে। তারপর তাকে দিয়ে ওঁরা যে কী করবেন এখনও ঠিক নেই। সম্ভবত তাকে টাইপ ও শর্টহ্যান্ড শিখতে হবে। তার পক্ষে একটাই সমস্যা যে সে আর বিদেশি ভাষা শিখতে চাইছে না। এক বছর সে ইংরেজি শিখেছিল, কিন্তু তাকে আপনি কথা বলাতে পারবেন না। অদ্ভুত রকমের মাথা-মোটা, সেজন্যে ও আমার কাছে মারও খেয়েছে।

এখন আমার শরীর ভালোই আছে, কিছুদিন হলো আমার আর কোনও ব্যথা নেই। যতটা সম্ভব আমি যত্ন নিচ্ছি। কিন্তু কফির মধ্যে বেশি পরিমাণে দুধ দিয়ে খেতে পারি না। বরং আমি কফি ছেড়েই দেবো।

হ্যাঁ, আপনার মুক্তি পাওয়ার পর আপনার পাঠানো ভারতীয় পত্রিকাগুলো পেয়েছি। আমি আপনাকে এই সম্বন্ধে লিখেওছি। আমি এখন প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক এ. বি. পত্রিকা পাচ্ছি। গতকাল শেষ সংখ্যাটা এসেছে। আমি পড়ে জানতে পারলাম যে আপনার অল্প শারীরিক উন্নতি হয়েছে। আমি জেনে খুবই খুশি হয়েছি এবং আশা করি, এখন তাড়াতাড়ি আপনার শরীরের উন্নতি হবে। অনুগ্রহ করে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন এবং আপনার অভ্যাসমত রাত তিনটি অবধি পড়ে পরিশ্রম করবেন না। যখন ভালো হয়ে যাবেন তখন আবার কাজ করতে পারবেন। এবং তখনো আবার শরীর নষ্ট করবেন না, কারণ ভালো করে যত্ন নিলে আরো ভালো করে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

মাস্টার অথবা সেন সম্বন্ধে আমার কাছে কোনো খবর নেই। লেখার ব্যাপারে দুজনেই খুব অলস।

আপনার সম্বন্ধে শ্রীমতী ভেটার গতকাল আমার কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন এবং বললেন যে এখনও পর্যন্ত তিনি আপনার কোনও খবর পাননি। অনুগ্রহ করে ওঁকে দু-এক লাইন লিখবেন, তিনি খুবই খুশি হবেন।

সাধারণ ডাকে গত সপ্তাহে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং আশা করি এর মধ্যে পেয়ে গেছেন।

ডালহৌসির কোনও ছবি ইতিমধ্যে কি তুলেছেন ? জায়গাটা কী রকম ? ডাঃ ধরমবীর কি সেই ভদ্রলোক যাঁর স্ত্রী জার্মান ? আমার মনে আছে যে একবার আপনি এক পাঞ্জাবি ডাক্তার ও তাঁর জার্মান স্ত্রীর ছবি দেখিয়েছিলেন, পরনে পাঞ্জাবি জামাকাপড় পরা ছিল। তাঁদের একটা ছোট্ট শিশু ছিল। ওঁরাই কি সেই পরিবার ?

আমার বাবা-মা আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

আমি চার মাস যাকে দেখাশোনা করেছি সেই ছোট্ট ছেলেটির ফটো পাঠাচ্ছি। সত্যিই মিষ্টি না ? ওর জন্যে আমি ওর বাবা-মাকে ঈর্ষা করি।

C/o ডাঃ এন. আর. ধরমবীর
ডালহৌসি

৩.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আশা করি আপনি নিয়মিত আমার চিঠি পাচ্ছেন যদিও আমি সর্ব সময় আপনার চিঠির উত্তর পাই না।

গত সপ্তাহে আমি আমার নিজের একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম ঠিক যখন আমি এখানে এসে পৌঁছোই।

এই চিঠির সঙ্গে কিছু স্ট্যাম্প পাঠাচ্ছি। আপনি কি এখনও ওগুলো জমান ? যদি জমান, আমি আরও পাঠাবো। এখনও কি সিস্টার এলভিরার সঙ্গে দেখা হয় ? তাঁর শরীর এখন কেমন আছে ? আপনার বোন এখন কি করছে ? সে কি এখন ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার জন্যে তৈরি হবে ?

অনুগ্রহ করে সিং-কে মাঝেমাঝে আমাকে লিখতে বলবেন। তিনি Bennogasse 9/5-এ

মনে হয় (B-45-1-73U)-এ থাকতেন।

কবে আপনারা সবাই গ্রামে যাচ্ছেন ? যদি আপনার কিছু ফটো থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন। এখন আপনি লোউই-এর কাছ থেকে কোনও খবর পান ?

আমার মনে হয় আপনি ফরাসি ভাষায় কথোপকথনের চর্চা চালিয়ে যান ? কেন আপনি ফরাসি কথোপকথন ক্লাবে যোগ দেননি ? গত বছরে যে সব টাকা আপনি রোজগার করেছিলেন তার সবটাই কী খরচ করে ফেলেছেন ? আপনার শরীর এখন কেমন আছে ? আমি আশা করি যে গরম আবহাওয়া আপনার ফুসফুসে কোনো কষ্ট দেবে না। আপনার একজিমার অবস্থা কেমন আছে ? এখনও কি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে ? গত বছরের গরমকালে আপনার শরীর কেমন ছিল (১৯৩৬)—এপ্রিল, মে এবং জুনে ?

আবার আমি গলার কষ্টে ভুগছি এবং প্রায় ১০ দিন আমি অসুস্থ ছিলাম—কিন্তু এটাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখন আমি ভালো আছি।

কয়েক মাস হলো আমি জার্মান ভাষা পড়তে পারিনি, কিন্তু আমি আবার পড়তে চাইছি। Gnadiges Fraulein, was wollen Sie in Zukunft tun? [অনুবাদ : ভদ্রমহোদয়া, ভবিষ্যতে আপনি কি করবেন ?—সম্পাদক] আপনি কি আপনার ফরাসি ভাষায় লেখালেখি চালিয়ে যাবেন ? আজকে আমার আর বেশি কিছু লেখার নেই। তাহলে এইখানেই শেষ করি। আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ

আপনার অন্তরঙ্গ<br>
সুভাষ চ. বসু

C/oডাঃ এন. আর. ধরমবীর<br>
ডালহৌসি

১০.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আশা করি আপনি নিয়মিত আমার চিঠিগুলো পাচ্ছেন। আমি প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে লিখছি। এই সপ্তাহে আমি এয়ারমেলে লিখছি।

আমার শরীর এখন একটু ভালো। দিন পনেরো আগে আমি গলার কষ্টে ভুগছিলাম। এটা কমে গেছে এবং এখন বাইরে বেরোতে পারি। যদি আমি এখানে কয়েকমাস থাকি—যা আমি ভাবছি—আশা করি তাহলে ভালো হয়ে যাবো এবং তখন ফিরে গিয়ে আমি কাজ করতে পারবো।

এই লোকটি কে—যার কাছে আপনি কাজ করছিলেন ? আপনি কি তার নাম ও ভারতের ঠিকানা জানেন ?

গত সপ্তাহে আমি বলেছিলাম যে ফরাসি ভাষায় কথোপকথনের পাঠ আপনার নেওয়া উচিত। অনুগ্রহ করে এটা বিবেচনা করবেন, এটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। যদি আপনি চালিয়ে যাবার সামর্থ্য রাখেন তবে এটা খুবই কাজের হবে। যদি পছন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে কীভাবে আপনি ভবিষ্যতে সময় কাটাবেন। কোনো কাজ যদি হাতে না থাকে, তাহলে আমার মতামত ভেবে দেখতে পারেন।

আপনি কি আজকাল পোস্ট অফিসে যান ? আমি হঠাৎই সেনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি এখন তাঁর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে (এডিনবার্গ, মনে হয়) আছেন। আরো শিক্ষালাভের জন্যে আবার ভিয়েনাতে যেতে পারেন জুলাই মাসে—পরীক্ষা শেষ হবার পর। প্রসঙ্গত বলি, আপনি কি তাঁর বন্ধু ট্র্যুড উইস্ সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীমতী ভেটার আমাকে লিখেছেন যে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভিয়েনার ইহুদিরা খুবই ভয় পেয়ে গেছে এবং তারা আমেরিকা চলে যাওয়ার কথা ভাবছে।

আপনি আপনার শরীর সম্বন্ধে কী করছেন? Gestern habe ich Ihern Brief bekommen und alles verstanden. [অনুবাদ : গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছি এবং সব কিছুই বুঝতে পেরেছি। —সম্পাদক] আধাডাক্তারের মতো, আমি আপনাকে যে উপদেশ দিয়েছি সে সম্বন্ধে আপনি কিছু মনে করবেন না। Pleurisy জন্যে এখনও কি আপনার ফুসফুসে ব্যথা হয়? গলব্লাডার কি আপনাকে কোনো যন্ত্রণা দিচ্ছে? আপনি কি ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করতে পারেন? Ich kann nicht sagen wie glucklich ich bin, Ihren Brief zu lesen. [অনুবাদ : আপনার চিঠি পড়ে আমি যে কী আনন্দিত হয়েছি তা আপনাকে বলতে পারবো না। —সম্পাদক] যদি আপনার কোনো চর্মরোগ হয়, যেমন হাজা, তাহলে আপনি আমাকে লিখতে পারেন।

সম্প্রতি আপনি কি সিস্টার এলভিরার সঙ্গে দেখা করেছিলেন? যদি দেখা হয়, তাহলে আমার কথা বলবেন ও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। Franzenstad-এ চিকিৎসা করে আসার পর তাঁর শরীর কি এখন ঠিক আছে? Es freut mich dass Ihre Hoffnung ist noch grosser geworden. [অনুবাদ : আপনি ভীষণ আশাবাদী হয়েছেন বলে আমি খুবই খুশি। —সম্পাদক] এলার কাছ থেকে কি এখন কোনো খবর পান? তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

আপনার বোন এখন কী পড়ছে? আপনার বাবা-মা-কে ও আপনার বোনকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনার শরীরকে যত্নে রাখবেন। সঙ্গে রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আপনি আমাকে শ্রীমতী ভেকসির ঠিকানা জানাবেন—যদি আপনি জেনে থাকেন। শ্রীযুক্ত ফলটিসকে লেখা একটি চিঠি এর সঙ্গে দিয়ে দিলাম।

ভিয়েনা
১৫.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

গতকাল সকালবেলায় ২৭ তারিখে লেখা ছবিসহ চিঠি পেলাম। দুটোর জন্যই অসংখ্য ধন্যবাদ। যাই হোক, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না কেবল আপনার পোশাকের জন্যে নয়, আপনাকে ভীষণ রোগা দেখাচ্ছে বলে। কি লজ্জার বিষয়! আপনাকে এখন খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং বেশি পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া, তাহলে আপনি একটু উন্নতি করতে পারবেন, নইলে আমি খুবই দুঃখ পাবো।

না, আমি নিজে গিয়ে ডেমেলকে আপনার মুক্তি পাওয়ার কথা জানাইনি—ছেলেরা যেমন করেছে।

আপনি অবশ্যই জানেন যে, ডাঃ বি. সি. রায় এখন ভিয়েনায়। সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃবধূ ও তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের দলে আছেন কলকাতা থেকে একজন খ্রিস্টান বৃদ্ধা মহিলা কুমারী হারমান্ এবং একজন তরুণী ভারতীয় মহিলা কুমারী হাতি সিং (অথবা ওইরকম একটা কিছু হবে)। ওই মহিলাদের ভিয়েনা শহর একটু ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে এবং প্রয়োজন হলে ডাঃ রায়কে সাহায্যের জন্যে গাইরোলা আমাকে দিয়েই করাচ্ছেন।

গতকাল সারাদিন ধরে তাঁর জন্যে আমি টাইপ ও অনুবাদ করে গেছি। আমি অবশ্যই বলবো তাঁরা সবাই চমৎকার মানুষ। ডাঃ রায় আজকে আমাকে বললেন যে প্রফেসর ডেমেল বিভিন্ন ক্লিনিক প্রভৃতি ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে কত কষ্ট করছেন। আমি কেবল এলাচ ও পান চিবিয়ে গেছি—যা ডাঃ রায়ের কাছ থেকেই এক টিন ভর্তি পেয়েছি। আপনি জানেন যে এই মশলাগুলো আমি কী ভীষণ পছন্দ করি এবং এগুলো আপনি এখানে পাবেন না। রেণু (কুমারী রায়) ও আমি এই সকলবেলা কী সুন্দর হাঁটলুম এবং সকলেই আমরা খুব আনন্দ করেছি। এরপর আমরা আমাদের বাড়িতে গেলাম ও সেখানে দুপুরের খাওয়া হলো। রেণু এখন কিছু ভিয়েনিজ রান্না শেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিনের মধ্যেই তারা ফিরে যাবে।

আপনি এখন ভালো আছেন বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আশা করি খোলা হাওয়া আপনার পক্ষে খুবই ভালো হবে। ওখানকার ছবি তুলতে কখনোই ভুলবেন না। কারণ আপনি তো জানেন আমি ছবি কত ভালোবাসি।

আমি এখন 'ওরিয়েন্ট' ও সাপ্তাহিক 'পত্রিকা'—দুটোই পাচ্ছি। এটা সত্যিই আপনার জন্যেই হয়েছে। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে দামটা জানাবেন, কারণ এগুলোর সব দাম আপনি দিতে যাবেন কেন!

এই মাসের পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। যতটা সম্ভব, আমি পরামর্শ অনুযায়ী চলবো। কেবল ফরাসি চর্চাটা শক্ত, কারণ কথোপকথনের জন্যে কাউকেই পাচ্ছি না, এবং নিজের সঙ্গে কথা বলাটা কাজের নয়।

হ্যাঁ, আমি লোউই-র কাছ থেকে খবর পেয়েছি। আমি অবশ্য এখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছি। শ্রীমতী ভেটার-এর সঙ্গে আজকে আমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে লিখেছেন।

যখন আমি গ্রামাঞ্চলে যাবো তখন অবশ্যই কিছু বই পড়বো। কিন্তু এখন এটা অসম্ভব। অনুবাদ করার জন্যে গত রাত্রিতে একটা পর্যন্ত বসে থেকেছি। তখন আর কিছু পড়তে পারি না কারণ সকাল সাতটা নাগাদ আমাকে উঠতে হয়।

হ্যাঁ, সিস্টার এলভিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক খুব একটা ভালো নেই। আমি বুঝতে পারছি না কেন তিনি আমাকে এড়াবার জন্য খুবই মজার এক উপায় বের করেছেন। এবং কখনোই আমি ওঁর ওপর জোর করতে চাই না, কখনোই না।

কয়েকমাস বাদে আমার ছোট্ট বন্ধুটিকে গতকাল আবার আমি দেখেছি। সে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা পাঠাচ্ছে। খুব সম্ভবত এলাকে আমি এই মাসের মধ্যেই লিখবো। কয়েক সপ্তাহ হলো ওর একখানা চিঠি পেয়েছি।

আমার ফুসফুস গলা এবং গলব্লাডার এই মুহূর্তে খুবই ভালো, তারা গণ্ডগোল করছে না।

শর্মা যেখানে থাকেন সেই জায়গারই কাছাকাছি কি আপনি এখন আছেন? যদি আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। সম্প্রতি কাটিয়ার আমাকে লিখেছেন যে, খুব সম্ভবত জুনের শেষ সপ্তাহে তিনি এখানে আসবেন, কিন্তু যদি আমি ওখানে থাকি। দেখছেন, পুরনো ভালোবাসা এখনও অটুট।

আজ রাত্রে আমি একজন ভারতীয় মহিলা ও গাইরোলার সঙ্গে 'Heuriger'-এ যাবো। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাবো।

আপনার অন্তরঙ্গ<br>
ই. শেঙ্কল্

পুনশ্চ: আমার বাবা-মা এবং লোটে (যে আমার থেকে লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে) আপনাকে অভিনন্দন পাঠাচ্ছেন। আপনি যেসব ছবি আমাকে পাঠিয়েছিলেন সে সব ছবিই আমার মা-র

ভালো লেগেছে, আমি তাঁকে কাচের নীচে এগুলো রাখতে অনুরোধ করবো। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলছি। নাইট গাউনের মতো শার্টের হাতা একটু বেশি লম্বা। ওগুলো একটু ছোট করিয়ে নেবেন। শ্রীমতী ধরমবীর অবশ্যই আপনাকে উপদেশ দিতে পারেন—আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমি সব সময়ে খোলাখুলি কথা বলাই পছন্দ করি।

১৬.৬.৩৭

এই চিঠি পাঠানোর আগে, আপনাকে বলতে চাইছি যে গতকাল আমরা সত্যিই 'Heurigen'-এ গিয়েছিলাম। কী আনন্দে যে কেটেছে! ওখানে কিছু ভারতীয় ও কিছু ভিয়েনীজ মহিলা ছিল। প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের জন্যে পান করেছিলাম। তারপর গান গেয়েছি। শ্রীমতী হাতি সিং কিছু ভারতীয় গান গাইলেন, দু'জন মহিলা ইটালীয় গান এবং আমি ভিয়েনীজ গান গাইলাম। আমরা সকাল সকাল বাড়ি চলে এসেছি। আজকে আমি একেবারে পরিশ্রান্ত। কারণ সকালবেলায় শ্রীমতী ও কুমারী রায়ের সঙ্গে বেলভেডিয়ার-এ গিয়েছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবির গ্যালারিতে থাকলে ক্লান্ত লাগে! দুপুর ১·৩০ নাগাদ আমরা বাড়ি ফিরলাম এবং তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে নেবার পর ডাঃ রায়ের জন্যে কিছু টাইপ শুরু করলাম। তারপর তাড়াতাড়ি কটেজ স্যানিটোরিয়ামে গেলাম। তাহলে এখন এই চিঠি শেষ করছি। রাতের খাবার খেয়ে আমি ঘুমোতে যাবো কারণ সত্যিই আমি চোখ দুটো আর খুলে রাখতে পারবো না।

আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

১৭.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২৬ মে লেখা চিঠি ১৩ জুন পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। ইতিমধ্যে ডালহৌসি থেকে লেখা আমার চিঠিগুলো অবশ্যই পেয়ে গেছেন। এই জায়গাটা ২,০০০ মিটার উঁচু—অথবা আরও বেশি। এখান থেকে আমরা দূরের বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো দেখতে পাই। অন্যদিকে, আরো দূরের সমতল ও নদীগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এটা শান্ত পাহাড়ী শহর—ঠিক যেমনটি আমি পছন্দ করি, সেজন্য আমাকে বিরক্ত করার খুব বেশি দর্শক নেই। গরমের থেকে রেহাই পেয়ে আমি খুশি হয়েছি।

আশা করি আপনি গ্রামাঞ্চলে সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন। মনে হচ্ছে গরমের দেশ আপনার পক্ষে সুবিধেজনক—আপনি সূর্যকে দেখতে পাচ্ছেন! যাই হোক, আমি আশা করি আপনি ওখানে ফরাসি পড়ার প্রচুর সময় পাবেন এবং সময়টাকে ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের জীবন এতই দরকারি যে আমরা কখনো সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সব সময় দরকারি কিছু শেখা উচিত।

শ্রীমতী এফ. এম.-এর ব্যাপারে বলি। যখন লোকে বলছে যে তারা খুবই উদ্বিগ্ন—বিশ্বাস করবেন না যে তারা সত্যিই উদ্বিগ্ন। কিছু লোক তো দেখনোর জন্যেই বলে করে। তারা দেখাতে চায় যে তারা সত্যই উদ্বিগ্ন—সুন্দর পোশাক পরার মতন। অবশ্যই ইয়োরোপীয় মহিলাদের মধ্যে বেশি উদ্বেগ আছে, কারণ তারা বেশি পরিমাণে মদ খায় ও ধূমপান করে এবং

নিয়মিত রাত্রিবেলা ঘুমোয় না। তারপর একটা সময় আসবে যখন তারা ঘুমোতে পারবে না, এমনকী যখন তারা ঘুমোতে চাইবে তখনো পারবে না। যখন এটা ঘটে সত্যই তা উদ্বেগজনিত। আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কবে আপনি ধূমপান ছাড়বেন ? দিনে আপনি কটা সিগারেট খান ?

ভালো হয় আপনি যখন পোলউ-তে থাকবেন তখন যদি কিছু সঙ্গীত চর্চা করেন। সময় কাটানোর ব্যাপারে এটা আপনাকে খুবই সাহায্য করবে, কারণ আপনি এখানে তেমন সঙ্গী পাবেন না। প্রতি সপ্তাহে সময় করে আমাকে যদি লিখতে পারেন, তাহলে এয়ারমেলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি খোঁজ নিচ্ছি এখানকার সচিত্র পোস্টকার্ড পাওয়া যায় কি না। যদি আমি কিছু দেখতে পাই, আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। অবশ্যই লাহোরের গৃহকর্তা ও গৃহিণীর একসঙ্গে ছবি পাঠাবো। যদি সেগুলো পেয়ে যাই, পরের ডাকে পাঠিয়ে দেবো।

ভবিষ্যতের জন্যে আমার এই উপদেশগুলো এই : (১) আপনার শরীর ঠিক রাখবেন, রোজ ব্যায়াম করবেন। ভিয়েনাতে আপনি জিমন্যাস্টিক স্কুলে ভর্তি হতে পারেন, আমি যেমন ভর্তি হয়েছিলাম। (২) ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে বলে—গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি (বাড়ির কাজ) প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা নেবেন। (৩) উপযুক্ত সেক্রেটারি হবার জন্যেও শিক্ষা নেবেন। এর জন্যে বুক-কিপিং, একটু হিসাবশাস্ত্র শিক্ষা এবং কী করে ফাইল ঠিক রাখতে হয় সবই জানা প্রয়োজন। (৪) কিছু গান শিখুন—কিছু বাদ্যযন্ত্র বাজানোসুদ্ধ—তাহলে আপনি নিজেকে এবং এক সময়ে আপনার পরিবারকেও তৃপ্তি দিতে পারবেন। (৫) যতগুলো সম্ভব ভাষা শিখবেন, কথা বলার জন্যে এটা আরো প্রয়োজন। (৬) আপনি কিছু সেলাই, বোনা, এমব্রয়ডারি প্রভৃতির কাজও শিখুন। (৭) যে বিষয়গুলি আপনাকে পড়তে হবে—ভবিষ্যতের কাজে লাগবে বা যেটা ঠিক মনে করবেন সেই বিষয়টা বেছে নেবেন। এগুলো ছাড়াও, আপনাকে অল্প করে দর্শনশাস্ত্র পড়তে হবে।

এতগুলো অপ্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যা বলতে চাইছি তার অনেকটাই আপনি সম্ভবত ভালোই জানেন। আসল ব্যপার হচ্ছে যে, এই সকালবেলায় অযাচিত উপদেশ দেওয়ার সঠিক মেজাজটা এসেছে। এখন এখান থেকে বৃহস্পতিবার ও সোমবারের এয়ারমেলের চিঠিগুলো ফেলতে হবে। আপনি ওখানে কবে ডাকে ফেলেন ? বৃহস্পতিবার সাধারণ চিঠিগুলো আমরা ডাকে ফেলি।

বিনিময়ের জন্যে ভালো দাম পেয়েছেন জেনে খুশি হলাম। আপনার পছন্দ মতন টাকা খরচ করতে পারেন।

গত বছরের মতন আপনি বেড়াতে চান কি ? মনে হয়, গত বছর আপনি সিস্টার এলভিরার সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন। আপনি কি এখনও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার আপনার একই নামের বন্ধুর সঙ্গে ? আপনি কি আজকাল বেশি খরচ করছেন ? গতবছর যা রোজগার করলেন তার থেকে কি খরচ করেছেন না ওর থেকে কিছু জমিয়েছেন ? পোলউ-তে আশা করি আপনি সুন্দর আবহাওয়া পাচ্ছেন। কখনো-সখনো জার্মান ভাষা শিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভুল হওয়ার জন্যে আমি ভয় পাই। তাহলে আমি....(দুষ্পাঠ্য)

ডালহৌসি
২৪.৬.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেক্‌ল্,

আপনার ১.৬.৩৭-এ লেখা চিঠি ও ছবি পাঠানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কোবেনজল

হোটেল থেকে আপনার পোস্টকার্ডও পেয়েছি। এপ্রিল মাসের শেষে শ্রীমতী ভেটারকে এয়ারমেলে চিঠি লিখেছিলাম এবং আজকেও লিখছি। তিনি খুবই রেগে গেছেন, আমি অন্যান্য লোকদেরকে চিঠি লিখি কিন্তু তাঁকে লিখি না—সেটাই হচ্ছে মূল কারণ।

Drueksach-Einschreiben-এর সাহায্যে এখানকার কিছু সচিত্র পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছি—আলাদা খামে। ওগুলো একই সময়ে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

যখন আপনি সময় পাবেন, ভগবদ্‌গীতা (জার্মানভাষায়) পড়বেন এবং গার্নারের ইংরিজি বইও। আপনার জ্ঞান বাড়াতে এগুলো আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। গত সপ্তাহে (এয়ারমেলে) প্রচুর উপদেশ পেয়েছি—অনুগ্রহ করে সে ব্যাপারে বিরক্ত হবেন না। যখন আমার কিছুই ভালো লাগছিল না তখনই আপনাকে লিখেছি।

ছবিতে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না আপনার ওজন কমেছে। এখন আপনার ওজন কত ?

না, যাঁর ছবি আপনি আগে দেখেছিলেন ডাঃ ধরমবীর সে লোক নন। তাঁর ইংরেজ স্ত্রী—খুবই চমৎকার মহিলা। আমি তাঁদের অনেকদিন ধরেই জানি।

আশা করি আপনি ভালোই আছেন। আমি একরকম আছি। আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার বাবা-মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি
পাঞ্জাব
১.৭.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আশা করি আপনি আমার চিঠিগুলো নিয়মিত পান। গত সপ্তাহে আমি আপনাকে এখানকার 'Drucksache'-এ কিছু ছবির পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলাম। আশা করি আপনি ঠিক সময়ে ওগুলো পেয়েছেন। অনুগ্রহ করে যে জায়গাগুলোতে আপনি যাচ্ছেন সেখানকার একটা-দুটো ফটো আমাকে পাঠাবেন।

এই সপ্তাহে আপনাকে আর কিছুই লেখার নেই, এখন আমি ভালোই আছি—এখানে আসার পর থেকে কিছুটা ভালো। কিন্তু উন্নতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

আপনি কেমন আছেন ? আপনার বাবা-মাকে অনুগ্রহ করে আমার অভিনন্দন জানাবেন। আপনি ও আপনার বোন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

C/o ডাঃ এন. আর ধরমবীর
ডালহৌসি
পাঞ্জাব
৮.৭.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ১৫ জুনের লেখা চিঠি ৪ জুলাই পেলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ সম্ভবত আপনি

এখন পোলউ-তে।

এখন আমি রোগা হচ্ছি। আমি বেশি মোটা হতে আর চাই না। কিন্তু অবশ্যই আমি ভালো আছি। আপনার ওজন এখন কত হয়েছে আমাকে জানাবেন।

আপনি কেন ফরাসিতে করেসপণ্ডেন্স কোর্স করছেন না ? যখন আপনি ঠিকানা পাননি তখন তো খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন আপনার কাছে কিছু ফরাসি ঠিকানা রয়েছে, অথচ কিন্তু আপনি যোগাযোগ করছেন না !

শ্রীমতী ভেটার যদি শোনেন আমি অন্যদের চিঠি লিখি কিন্তু তাঁকে আমি লিখি না তাহলে তিনি খুবই রেগে যাবেন। অনুগ্রহ করে এটা মনে রাখবেন।

সিস্টারের আপনার প্রতি পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণটা আপনি কবে বুঝলেন ? কারণটা কি অনুমান করতে পারেন ? সম্ভবত এটা মহিলাদের পরিবর্তনশীলতা অথবা খামখেয়ালিপনা হতে পারে।

না, শর্মা এখান থেকে অনেক দূরে থাকেন—কিন্তু তিনি আমাকে লিখেছেন যে, আমার সঙ্গে দেখা করবেন। যখন আমি দেশে ফিরি তখন কলকাতায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। আমার মনে হয় কাটিয়ার বাড়ি ফিরতে চায় না।

আমার শার্টের হাতাগুলো ছোট করা যাবে না—কারণ এটা ভারতীয় রীতি। এটা কোর্টের ভেতরে পরার শার্ট নয়, এটা 'কুর্তা' অথবা যাকে বলে কোট।

ডাঃ রায়ের জন্য আপনাকে কী কাজ করতে হলো ? এই কাজের জন্যে আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক পেয়েছেন ?

কটেজ স্যানাটোরিয়ামে কে আছে ? ডাঃ রায়ের দলের কোনো লোক ?

এখন এই পর্যন্ত। আশা করি, আপনি ভালোই আছেন। আমি মোটামুটি ভালো আছি। আপনার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনিও আমার ভালোবাসা নেবেন।

সঙ্গে কিছু স্ট্যাম্প দিয়ে দিলাম।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

C/o ডাঃ এন. আর ধরমবীর
ডালহৌসি
পাঞ্জাব
ভারত
১৫ই জুলাই, ১৯৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২৩ জুনের লেখা চিঠি ১১ জুলাই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। অজস্র ধন্যবাদ। দেখছি আপনি আপনার চিঠিগুলো টাইপ করে দেননি। এর কারণ কি আপনার টাইপ মেশিন খারাপ হয়ে গেছে ?

আপনার পাঠানো ছবিগুলো পেয়েছি—কিছুদিন আগে যেগুলো বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে তুলেছিলেন। কিন্তু এটা দেখে আমি খুশি হইনি। আমি বুঝতে পারছি, বাচ্চাটা এখন তার বাবা-মার সঙ্গে চলে গেছে বলে আপনি দুঃখ পাচ্ছেন।

অনুগ্রহ করে শ্রীযুক্ত ফলটিসের খবর আমাকে জানাবেন। আপনি কি জানেন তাঁর সংগঠন এখন কেমন চলছে ?

যদি আপনি চান তাহলে আরো কিছু স্ট্যাম্প আপনাকে পাঠাতে পারি। গত সপ্তাহে কিছু পাঠিয়েছিলাম। আপনি কি জানেন সেলিগ্ কোথায় ও কেমন আছে ?

আশা করি, আমার পাঠানো সচিত্র পোস্টকার্ডগুলি (ডালহৌসির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য) এর মধ্যে পেয়ে গেছেন।

ডাঃ রায় আদৌ কিছু জার্মান ভাষা জানেন নাকি ? অথবা কিছুই জানেন না হয়তো।

আপনি এখন ভালো আছেন জেনে খুবই খুশি হলাম। আগের থেকে আমি ভালো আছি। আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনার বোনকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

এই চিঠি লেখার পর, মিঃ ফলটিসের কাছ থেকে একটা বড় চিঠি পেলাম।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

C/o ডাঃ এন. আর. ধরমবীর

২২.৭.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

ভেনিস-এর পোস্টকার্ড ও জেনোয়া থেকে আপনার চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আজকে আপনাকে বড় করে চিঠি লিখতে পারছি না, কারণ আমার দেরি হয়ে গেছে এবং মেল ধরার জন্যে যা পারি, দু-চার লাইন লিখছি। আমি এখন ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন ? আপনি নিশ্চয়ই এখন গ্রামাঞ্চলে আছেন। জেনোয়াতে আপনি কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ? আপনার ভ্রমণের কথা বিস্তারিতভাবে আমাকে লিখবেন—যদি আপনি এখনও না লিখে থাকেন।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি

ভারত
২৯.৭.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ৬ জুলাই তারিখের লেখা চিঠি গত ২৫ তারিখে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। যখন আপনি দেরি করে চিঠিগুলো পাবেন তখন অনুগ্রহ করে আমাকে খামগুলো পাঠাবেন। এয়ারমেলে লেখা চিঠিগুলো সাধারণ মেলে পৌঁছচ্ছে দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি। আমি পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করছি।

আপনার শরীর ঠিক আছে জেনে খুবই খুশি হয়েছি। আমি হলফ করে বলতে পারি, কাটিয়ার আপনার ফুসফুস পরীক্ষা করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ফুসফুসে কিছু নেই দেখে আমি খুবই খুশি। অনুগ্রহ করে গলব্লাডারকে অবহেলা করবেন না। যখন আপনি আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানে রয়েছেন তখন আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

আগের থেকে আমি ভালো আছি—কিন্তু কখনও কখনও আমার পেটের গণ্ডগোল হয়। আশা করছি এটা যথাসময়ে সেরে যাবে। আমি ভাবছি বাডগাসটাইনে একমাস থাকলে আমি ভালো হয়ে যাবো—কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আপনি ধূমপান একটু কমিয়েছেন বলে আমি খুশি হয়েছি—ভবিষ্যতে আপনাকে আরও কমাতে হবে। হঠাৎ করে এটা করবেন না—ধীরে ধীরে করবেন। তখন আপনি সফল হবেন।

আমি মনে করি, যতটা সম্ভব আপনি অনেক কিছু শিখে ফেলার চেষ্টা করুন। একজন নারী অথবা পুরুষ যত বেশি জ্ঞানার্জন করবে, ভবিষ্যতের জীবনে ততই তার ভালো হয়।

গাইরোলা কীভাবে পরীক্ষায় সফল হলো তা জেনে খুবই অবাক হলাম। সে সত্যিই ওষুধের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

আগামী সপ্তাহে আমি আপনাকে জার্মানে চিঠি লিখতে চেষ্টা করবো।

আমি আপনাকে আরও সচিত্র পোস্টকার্ড পাঠাবো। কিন্তু আমি সঠিকভাবে জানতে চাই যে, যেটা আমি পাঠাচ্ছি সেটা সত্যিই আপনার কাছে পৌঁছোচ্ছে কি না।

হ্যাঁ, কয়েক সপ্তাহ আগে আপনি যে ছবিগুলো পাঠিয়েছিলেন সেগুলো আমি পেয়েছি। আপনার ওজন এখন কত ?

আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ<br>
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি<br>
পাঞ্জাব<br>
৫.৮.৩৭

Liebes Fraulein!

Es hat mich gefreut Ihre Briefe ans Venedig, Genua und Pollau (vom 6 und 13 Juli) zu erhalten. Ich mochte wissen wer Ihre Reise nach Genua arrangiert hat. Wer was der Herr der Sie nach Genua gerufen hat? Ich glaube dass war ein Inder—nicht wahr? Waren Sie nochmal in Venedig auf Ihrer Reise nach Wein zuruck? Was haben Sie in Venedig gekauft? Wer was der Herr fur denselben Sie einige Monate in Wien gearbeitet haben? Was sagte Herr Katyar? Ist er glucklich dass er nach Indien zuruck kommt oder ist er traurig? Was hat er so lange in Rom gemacht?

Ich freue mich dass Sie sich jetzt so gut fuhlen. Sie mussen sich immer errinern dass Sie Gallen Krank-heit haben und darum mussen Sie immer vorsichtig sein.

Von dem Postant in Bengal habe ich endlich gehort dass Ihr Packet—so wie alle andere Briefe—von letzem Dezember wurde in dem zug auf dem Weg gebrannt.

Ich war erstaunt zu lernen dass zwei Flugpost Briefe von mir waren mit der gewohnlichen Post Angekommen. Wenn mein Brief zu spat nach Wien ankommt bitte schicken Sie mir den Umschlag weil ich hier klagen mochte—oder bitte klagen Sie selbst in Wien.

...[illegible] die Judische Leute? Sind sie nicht von Gott auch geboren, wie

die andere Leute? Studiet Franzi Weiss in Wien oder in London? Sen hat mir geschreiben dass er nach Wien fahren wird. Vielleicht er ist schon in Wien. Er wird einige Monate in Wien studien und arbeiten. Lebt Frau Vecsei noch in Pension Cosmopolite? Ihre Pension ist vielleicht jetzt geschlossen.

Es ist nicht gut dass Sie Cigaretten rauchen. 'Die deutsche Frau raucht nicht'? Ich weiss genau dass Sie ohne Cigaretten leben Konnen wenn Sie wollen. Sie mussen sich nicht zausen—scien Sie geduldig and ruhig und Sie worden Cigaretten nich branchen. Was machen Sie jetzt? Es ist besser wenn Sie fun Ihr kunftiges Leben alles vorbereiten. Man muss immen arbeiten.

Wollen Sie nich deutsche Bhagavad Gita studien? Das is nich so schwen fur Sie.

Ich weiss nich wie Gairola alle seine Prufungen abgelegt had. Wissen Sie?

Garner order Gettel (ich weiss nicht genau) Sie haben bei Ihren in Wien. Das ist ein Buch uben Politik. Ich hatte dieses Buch fur Sie gebracht von Indien als ich in Wien war. Vielleicht Sie haben sohou vergessen.

54.5 kilos sind fur Sie zu wenig. Sie haben zu viel abgenommen. Sie mussen sich ungefahr 57 kilo wiegen. (1 Kilo=2.2 pfund)

Wenn Sie sind in Jahre 1910 ge boren—Sie sind sehr jung. Ich bin zu alt, weil ich im vorigen Jahrhundert geboren bin.

Ich fuhle mich yetzt viel bėsser als fruher aber ich bin noch nicht ganz gesund. Das Wetter hier ist gut obgleich es regnet obt. Die Temperatur is ungefahr 20 oder 21C. Bei Tag und Nact ich esse, trinke, schlaffe, studie und manchmal gehe spazieren—aber selten lerne ich Deutsch.

Ich hoffe das Wetter in Pollau ist jetzt besser und Sie Konnen Ausflug machen. Wie weit Konnen Sie yetzt zu Fuss gehen?

Bitte grussen Sie Ihre Eltern herzlich von mir. Wie ist Lotte—bitte geben Sie ihr meine besten Wunschen.

Mit herzlichen Grussen
verbleibe icht

Ihr stets ergebener
Subhas C. Bose.

PS Bitte entschuldicgen Sie meine Fehler.

## অনুবাদ

প্রিয় শ্রীমতী,

ভেনিস, জেনেয়ো এবং পোলউ থেকে (৬ এবং ১৩ জুলাই) লেখা চিঠিগুলো পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি, জেনোয়াতে যাবার আয়োজন কে আপনাকে করে দিল ? এই ভদ্রলোকটি কে—যে আপনাকে জেনোয়াতে ডেকেছেন ? মনে হয় উনি

একজন ভারতীয়—কী ? তাই তো ? ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পথে আপনি কি আবার ভেনিসে গিয়েছিলেন ? ভেনিসে আপনি কী কিনলেন ? এই ভদ্রলোকটি কে—যার জন্যে আপনি কয়েকমাস ভিয়েনাতে কাজ করেছিলেন ? মিঃ কাটিয়ার কী বললেন ? ভারতে ফিরছেন বলে তিনি কি আনন্দে আছেন, নাকি দুঃখিত হয়েছেন ? এতদিন ধরে রোমে তিনি কি করলেন ?

আপনি এখন ভালো আছেন জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনি মনে রাখবেন, আপনার গলব্লাডারের সমস্যা আছে এবং সে ব্যাপারে অবশ্যই আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে।

অবশেষে আমি বাংলাদেশের পোস্ট অফিস থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আপনার পার্সেল ও অন্যান্য সব চিঠিপত্র গত ডিসেম্বরে ট্রেনে আগুন ধরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আমি জেনে খুবই অবাক হয়ে গেছি যে, আমার লেখা দুটো এয়ারমেলের চিঠি সাধারণ ডাকে এসে পৌঁছেছে। যদি ভিয়েনাতে আমার চিঠি অত্যন্ত দেরি করে পৌঁছোয়, তবে অনুগ্রহ করে যদি খামটা পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি এখানে অভিযোগ করতে পারবো—অথবা ভিয়েনাতে আপনি নিজে অভিযোগ জানাতে পারেন।

...[দুষ্পাঠ্য] ইহুদি লোকেরা ? তারাও কি অন্যান্য জাতের মতো ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় ? ফ্রানজি উইস কি ভিয়েনা অথবা লন্ডনে পড়াশুনা করছে ? সেন আমাকে লিখেছেন, তিনি ভিয়েনাতে যাবেন। সম্ভবত ইতিমধ্যে উনি ভিয়েনাতে গেছেন। ভিয়েনাতে উনি কয়েক মাস পড়াশুনা করবেন এবং তার সঙ্গে কিছু কাজও করবেন। পেনশন কসমোপোলাইট-এ শ্রীমতী ভেক্‌সি কি এখনও বসবাস করছেন ? তাঁর পেনশন সম্ভবত এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনি যে সিগারেট খান তা ভালো নয়। 'জার্মান মহিলারা কখনোই ধূমপান করে না।' আমি অবশ্যই জানি যে যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাহলে আপনি সিগারেট ছেড়ে দিতে পারবেন। আপনি উত্তেজিত হবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ও ধৈর্য ধরুন। তাহলে আপনার আর কোনো সিগারেটের দরকার হবে না। আপনি এখন কী করছেন ? যদি আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যেই সবকিছু প্রস্তুত করেন তাহলে সেটাই ভালো হবে। সব সময়েই কাজকর্ম করতে হয়।

জার্মান ভাষায় আপনি কি ভগবদ্‌গীতা পড়তে পছন্দ করেন না ? এটা আপনার পক্ষে খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

গাইরোলা কী করে সমস্ত পরীক্ষায় সাফল্য পেল, জানি না। আপনি কি জানেন ?

গার্নার অথবা গেটেল (আমি ঠিক জানি না) আপনার কাছে ভিয়েনাতে আছে। এটা একটা রাজনীতির বই। যখন আমি ভিয়েনাতে গিয়েছিলাম তখন আপনার জন্যে এই বইটি ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সম্ভবত এর মধ্যে আপনি ভুলে গেছেন।

৫৪·৫ কিলো আপনার পক্ষে খুবই কম। আপনার ওজন কমে গেছে। আপনার ওজন হওয়া উচিত প্রায় ৫৭ কিলো (১ কিলো=২ ২ পাউন্ড)।

যদি আপনি ১৯১০ সালে জন্মে থাকেন, তাহলে আপনি তরুণী। আমি এখন খুবই বৃদ্ধ, যেহেতু আমি আগের শতাব্দীতে জন্মেছি।

এখন আমি আগের থেকে অনেক ভালো আছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি। এখানকার আবহাওয়া সুন্দর, যদিও মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয়। এখানকার তাপমাত্রা প্রায় ২০ অথবা ২১° সেন্টিগ্রেড, দিন রাত আমি খাই, পান করি, ঘুমোই, পড়াশুনো করি এবং কখনও কখনও হাঁটতে যাই—কিন্তু জার্মান কমই পড়ি।

আমি আশা করি, পোলউ-তে এখন আবহাওয়া ভালোই এবং আপনি বেড়িয়ে আসতে পারেন। আপনি এখন পায়ে হেঁটে কতদূর যেতে পারেন ?

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। লোটে কেমন আছে—তাকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ। আমার ভুলের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডালহৌসি
১২.৮.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্,

আপনার ২০ জুলাই লেখা চিঠি গত ৮ তারিখে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আপনি লিখেছেন গত সপ্তাহে আপনি আমার চিঠি পাননি, কিন্তু আমি নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আপনাকে লিখি। যদি কোনো চিঠি দেরি করে আপনার কাছে পৌঁছোয় অথবা যদি এয়ারমেলের চিঠিগুলো সাধারণ মেলে যায়—অনুগ্রহ করে খামগুলো রেখে দেবেন এবং সেগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে আমি এখানে অভিযোগ করতে পারবো। এয়ারমেলের চিঠিগুলো যে সাধারণ মেলে যায় তার জন্যে ইতিমধ্যে আমি অভিযোগ জানিয়েছি! তারা খামগুলো চাইছে, কিন্তু আমি সেগুলো দেখাতে পারিনি। মিসেস ভেটারও আমার চিঠিগুলো দেরিতে পাওয়ার জন্যে অভিযোগ জানিয়েছেন। অনুগ্রহ করে তাঁকে লিখুন এবং তাঁর কাছ থেকে আমার পাঠানো সব খামগুলো চেয়ে নিন, তাহলে আমি এখানে অভিযোগ জানাতে পারবো। তাঁকে বলবেন যে, আমি আগামী সপ্তাহে তাঁকে লিখবো। ইংরিজিতে আপনি কখনওই 'boil tea' অথবা 'make tea' অথবা 'cook tea' লিখবেন না। লিখবেন 'prepare tea'। আপনি 'boil' করতে পারেন কিন্তু চা নয়—কারণ আপনি উনুন থেকে জল নামানোর পর চা দেন।

এখানে আর বেশি কিছু লেখার নেই। এখন বর্ষাকাল এবং ইদানীং আমরা প্রায়ই বাইরে যেতে পারি না। কিন্তু এ মাসের শেষে বৃষ্টি চলে যাবে।

গত সপ্তাহে আমি আপনাকে জার্মান ভাষায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। আশা করি ওটা আপনি দেরিতে পাবেন না।

মিরাবেন হচ্ছেন কুমারী স্লেড—মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজ শিষ্যা, তিনি এখানে হাওয়া বদলের জন্য এসেছেন। তাঁর ম্যালেরিয়া হয়েছিল এবং যখন তিনি এখানে আসেন তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ ছিল। এখন ভালো আছেন এবং শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধীর কাছে ফিরে যাবেন। আমি চেষ্টা করে দেখবো যদি তাঁর সঙ্গে একটা যৌথ ছবি তোলা যায়। তাহলে পাঠিয়ে দেবো।

এখন আমার গলা ভালো আছে—কিন্তু লিভার ও হজমের গোলমাল এখনও চলছে। যাই হোক, আমি এখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

আপনি কিছু ভারতীয় বই সম্বন্ধে আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন। কিন্তু আমি জানি না বইগুলো পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে কি না। যে বইগুলো আপনার কাছে আছে সেগুলোই পড়ুন না। মনটাকে গম্ভীর ছাঁচে না ফেললে কখনোই পড়তে পছন্দ করবেন না। ভিয়েনায় আপনার কাছে অনেক বিষয়ের বই আছে—কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি সত্যিই ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখছেন।

আশা করি আপনার এখন সুন্দর সময় কাটছে এবং শরীর স্বভাবতই ভালো আছে। আমি মোটামুটি আছি।

আপনি ও আপনার বাবা-মা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন এবং লোটেকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি
১৯.৮.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২৭ জুলাই তারিখের চিঠি গত ১৫ তারিখে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমি জানি না, আমার (১ জুলাইয়ের) একটা চিঠি মেলে কেন হারিয়ে গেল ? আমার যে সব এয়ারমেলের চিঠি সাধারণ মেলের মতন যাচ্ছে অথবা যেগুলো দেরি করে বিলি হচ্ছে সেই সব চিঠির খামগুলো দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ইতিমধ্যে স্থানীয় পোস্ট অফিসে অভিযোগ জানিয়েছি এবং তারা এখন আমার কাছে খামগুলো চাইছে। যদি খামগুলি ভবিষ্যতে আমাকে পাঠিয়ে দেন তাহলে কিছু অনিয়ম হলেই তখনই আমি অভিযোগ জানাবো। এখন আপনার চিঠিগুলো নিয়মিতভাবে পেতে চাই।

এই মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি সম্ভবত চলে যাবে এবং তখন আমরা সুন্দর আবহাওয়া পাবো। মোটের ওপর সারাদিন কিন্তু খুব বেশি আর্দ্রতা থাকে না— যেমন দার্জিলিং-এর দিকে থাকে। আমার ওজন এখন ১৫৪ lbs. (১ কিলো=২.২ lbs). সেজন্যে আমি তুলনামূলকভাবে অন্তত lbs). কমাতে পেরেছি, গত বছর ইয়োরোপ ছেড়ে আসার সময়ে যেমনটি ছিলাম। কিন্তু যদি আমি আবার সুস্থ-সবল হতে পারি তাহলেও ওজন সম্পর্কে আমার উদ্বেগ থাকবে না।

এই জায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখার নেই। আমি খুব বেশি লোকের সঙ্গে দেখা করি না। আমার গৃহকর্তা খুবই কঠোর এবং বিশেষ কাজ ছাড়া কোন দর্শককেই অনুমতি দেন না। এই ভারতবর্ষে যখনই কারোর নাম হয়ে যায়, বহু লোক আসে কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার মানে অকারণে আমার সময় নষ্ট হওয়া। মোটামুটিভাবে অতিথি এখানে কম, কারণ এই জায়গাটা একটু দূরে। গত সপ্তাহে.ডঃ শর্মা আমাকে দেখতে এসেছিলেন এবং সম্ভবত আগামী সপ্তাহে ডঃ কাটিয়ার এখানে আসবেন।

গত মেলে আপনার পাঠানো আইরিশ কাগজ পেলাম।

নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীরের পক্ষে খুবই ভালো— তাহলে আপনি পেশীতে কোনো ব্যথা অনুভব করবেন না। এখন আপনি কি ধরনের সেলাই করছেন ? আপনি কি পিয়ানো অথবা বেহালা বাজান ? একটা কথা বলি, আপনি কেন বেহালা বাজাতে শিখছেন না ?

জেনে আবার দুঃখ পেলাম, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার জন্যে আপনি আবার কষ্ট ভোগ করছেন।

আমি আপনাকে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখতে পারি, কিন্তু তাতে আমার বেশি সময় নেয়। কিন্তু আপনি তো সহজ জার্মান ভাষায় লিখতে পারেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ডেমেলকে জার্মান ভাষায় চিঠি দিয়েছি এবং জার্মান ভাষাতেই আমি উত্তর পেয়েছি।

আপনাকে ও আপনার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানাই ও আপনার বোনকেও অভিনন্দন জানাই।

আপনারই অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি
পাঞ্জাব
২৭.৮.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১৩ আগস্টে লেখা আপনার চিঠি পেয়ে আমি আনন্দির্ত হয়েছি। আমার কাছে চিঠিটা গত ২২ তারিখে এসে পৌঁছেছে। ছবিগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। ওগুলো আমার কাছে ভালো করেই এসেছে। যখন কুমারী স্লেড (মিরাবেন) এখানে ছিলেন তখনকার তোলা গ্রুপ ছবি আজকে Enechreiben-এ (রেজিষ্ট্রি করে) পাঠাচ্ছি। এখানে দু মাস কাটানোর পর যেখানে গান্ধী থাকেন সেই আশ্রমে ফিরে গেছেন। সব সময় তিনি ভারতীয় পোশাক পরেন এবং ভারতীয় নাম নিয়েছেন। ছবিতে তিনি পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পোশাক পরে আছেন— পরে আছেন ঢিলে পায়জামা, ঢিলে শার্ট এবং একটা ওড়না।

আপনি আবার ফরাসি ভাষা শিখছেন জেনে খুবই খুশি হলাম। দয়া করে জার্মানি ভাষায় আপনি আমাকে লিখবেন— সহজ ভঙ্গিতে। আমি বুঝতে পারবো। কিন্তু জার্মানি ভাষায় লিখতে গেলে আমার অনেক বেশি সময় লাগে।

শারীরিক ব্যায়াম আপনার কেমন লাগছে? নিয়মিত আপনাকে এটা করতেই হবে— নইলে আপনার পেশীতে টান পড়বে কিংবা ব্যথা লাগবে।

যদি আপনি শ্রীযুক্ত জেন্নিকে চিঠি লেখেন, তাহলে অনুগ্রাহ করে আপনি বলে দেবেন, কিছুদিন হলো আমি ওঁর চিঠি পেয়েছি এবং খুবই শীঘ্রই আমি ওঁকে লিখবো। হোরাপ যখন ভিয়েনাতে ছিলেন তখন কি আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিংবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁকে চেনেন।

আমি আপনাকে নিয়মিত লিখছি। কোন্ তারিখে আপনি আমার চিঠি পাচ্ছেন এবং আমার চিঠিগুলোর তারিখ কী কী, আমাকে সব সময় জানাবেন। সাধারণ চিঠিগুলো আসতে ১৮ দিন সময় লাগে এবং এয়ারমেলের চিঠিগুলো ৭ দিন সময় নেয়। যদি পেতে কোনো সময় দেরি হয়, দয়া করে খামগুলো রেখে দেবেন এবং ওগুলো আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে আমি অভিযোগ করতে পারবো।

আমি আপনাকে আর কোনো বই পাঠাতে চাই না যতক্ষণ না পড়ার ব্যাপারে আপনি মন দিয়েছেন।

আপনি যে প্রথম ছবিটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেটা যেমন ভালো ছিল না। ছবিটা মোটামুটি ভালো এসেছে— aber Ihr Gesicht war nicht so schon in Foto. [অনুবাদ : কিন্তু আপনাকে পছন্দটা তেমন কিছুই ভালো দেখাচ্ছে না। — সম্পাদক]।

ডঃ সেলিগ কি সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন? নইলে তিনি আশ্রমে যাবেন কেন?

যদি দুধ আপনার সহ্য না হয় তাহলে আপনি কেন দই খাচ্ছেন না। দই খুবই হাল্কা, এবং সহজেই আপনি বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। প্রসঙ্গত, আপনি কি ছানা তৈরি করতে জানেন? না জানলে আমি আপনাকে বলতে পারি। এক চিমটে (খুব্ অল্প পরিমাণে) দই অথবা ক্রীম চীজ অথবা লেবুর রস (citroen) নেবেন এবং সেটা অল্প গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন এবং সারা রাত রেখে দেবেন। সকাল বেলায় আপনি দই পেয়ে যাবেন। যদি এটা খুব ঠাণ্ডা হয়, তাহলে দুধটা সারারাত রান্নাঘরে রেখে দিন।

আমি এখন মোটামুটি ভালো হচ্ছি। আমি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত থাকবো। যদি আপনি পছন্দ করেন, সব সময়ে জার্মানি ভাষায় চিঠি লিখতে পারেন। কিন্তু আমার

পছন্দ মতন সময় করে আমি উত্তর দেবো। আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনি ও লোটে আমার শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

Gnadiges Fraulein,

Ihren Brief von 10 August (und den Artikel auch) habe ich dankend erhaltem. Diese Woche schreibe ich mit der Luftpost. Sie Konnen mir allezeit deutsch schreiben wenn Sie wollen. Ich schicke hiermit einen Brief fur Herr Sen der wieder Wien ist. Ich weiss nicht genau wo er wohnt, aber ich gláube dass er in Alser Strasse wohnt—vielleicht in Nummer 18/15 oder in Nummer 20/15. Er hat mich geschrieben dass in Nummer 18/15 wohnen wird—aber ich meine dort wohnen die Familie Weiss. Fruher wohnte er in Nummer 20/15, wie Sie wissen. Bitte luerst versichem Sie sich wo er ist und dann schicken Sie ihm diesen Brief. Ich freue mich dass Sie haben nach Graz einen Ausflug gemacht. Ich habe gehort Graz eine sehr schone Stadt ist, aber ich bin leider niemal dort gewesen. Die Bilder von Graz (die Sie gescickt haben) habe ich noch nicht erhalten.

Wann Kommen Sie nach Wien zuruck?

Wie is das Wetter jetzt in Pollau—und wie viele Floh haven Sie schon ermordert? Konnen Sie bei nach ruhig schlafen?

Ich habe immer viele Briefe zu antworten und viele Artikel zu schreiben. Auch lese ich einige Bucher. Hier auf dem Berg habe ich keine Sekratarin bei mir. Die Wirthin, die sehr freudlich ist, tippt manchmal fur mich.

...[illegible] darum mussen Sir eine Nonne werden.

Ich weiss nicht was ich mit diesen Artikel tun soll. Vielleicht ich werde zu dem Redakteur (vom Interessante Blatt) klagen. Wissen Sie wer der Schreiber, Manzooruddin Ahmed, ist? Von welcher Nummer und welche Datum ist dieser Artikel? Sie mussen immer die Nummer und das Datum schreiben.

Ich glaube Sie schon in Wien sind. Was wollen Sie dort jetzt machen? Bitte, treffen Sie Herm Faltis und Prof. Demel und grussen Sie die beiden Herren von mir. Ich habe so lange von Frau Hargrove nich gehort. Bitte fragen Sie sie, wie es Ihr geht. Von Wien bitte schicken Sie ein gutes Bild von Ihnen. In Alser strasse 23, wohnt ein guter Photograph (sein Name habe ich vergessen), zu demselben ich einmal ging. Dort Konnen Sie gehen wenn Sie wollen. Haben Sie gehort dass Prof. Demel am 30 August nach Indien fahren wird?

Ich habe letzte Woche einen Ausflug gemacht. Wir gingen ungefahr achtzehh kilometer spazieren. Jetzt fuhle ich mich viel besser, aber die Leber

und die Verdauung sind noch nicht ganz gut. Bitte schreiben Sie was Sie in Wien machen. Wollen Sie nicht unsere Sprache vom Herrn Sen lernen? Grussen Sie Ihre Eltern von mir. Ich grusse Sie herzlich.

Ihr stets Ergebener
Subhas C. Bose.

অনুবাদ

মহোদয়াসু,

১০ আগস্টের চিঠির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি (প্রবন্ধ সমেত)। এই সপ্তাহে আমি এয়ারমেলে চিঠি লিখছি। যদি আপনি চান, সব সময়ে জার্মান ভাষায় আমাকে চিঠি লিখতে পারেন। আমি এখান থেকে শ্রীযুক্ত সেনকে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। উনি আবার এখন ভিয়েনাতে গেছেন। আমি ঠিক জানি না কোন্ ঠিকানায় উনি থাকেন। কিন্তু মনে হয় তিনি আলসারস্ট্রসে আছেন— সম্ভবত নম্বরটা হচ্ছে ১৮/১৫ অথবা ২০/১৫। উনি আমাকে লিখেছিলেন, তিনি ১৮/১৫ নম্বরে থাকেন— কিন্তু মনে হয় ওখানে Weiss পরিবার থাকেন। আপনি জানেন, বোধহয়, আগে উনি ২০/১৫ নম্বরে থাকতেন। অনুগ্রহ করে আপনি প্রথমে ঠিক করে জেনে নেবেন এখন উনি কোথায় আছেন এবং তারপর ওঁকে এই চিঠিটি পাঠাবেন। আপনি গ্রাজ থেকে বেড়িয়ে এসেছেন জেনে খুবই খুশি হয়েছি। আমি শুনেছি যে গ্রাজ খুবই সুন্দর শহর। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ওখানে যেতে পারিনি। আমি এখনও গ্রাজের ছবিগুলি পাইনি (আপনি যেগুলো পাঠিয়েছিলেন)।

আপনি ভিয়েনাতে কবে ফিরছেন ?

পোলউ-এর আবহাওয়া এখন কী রকম এবং এর মধ্যে কতগুলি মশা মারলেন ? আপনি কি রাত্রি বেলায় শান্তিতে ঘুমোতে পারেন ?

উত্তর দেবার জন্যে বহু চিঠি ও বহু প্রবন্ধ লেখার জন্যে জমে গেছে। আমি কিছু বইও পড়ছি। এখানে, অর্থাৎ পাহাড়ে, আমার সঙ্গে কোনো সেক্রেটারিও নেই। গৃহকর্ত্রী আমার খুবই বন্ধু। মাঝে মধ্যে তিনি আমাকে টাইপ করে দেন।

...[দুষ্পাঠ্য] তাহলে, আপনাকে সন্ন্যাসিনী হতে হবে। এই প্রবন্ধটার ব্যাপারে কী করতে হবে আমি জানি না। সম্ভবত আমি সম্পাদকের (Interessante Blatt-এর) কাছে অভিযোগ করবো। মনসুরউদ্দিন আহ্‌মেদ নামের লেখককে আপনি জানেন ? এই প্রবন্ধটি কোন সংখ্যার এবং কোন তারিখের ? আপনি অবশ্যই সব সময়ে সংখ্যা ও তারিখ লিখবেন।

মনে হয়, আপনি এরমধ্যে ভিয়নাতে এসেছেন। আপনি ওখানে এখন কী করতে চাইছেন ? অনুগ্রাহ করে শ্রীযুক্ত ফল্‌টিস ও অধ্যাপক ডেমেল-এর সঙ্গে দেখা করবেন এবং দু'জনকেই আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। অনেকদিন শ্রীমতী হারগ্রোভের খবর পাইনি। উনি কেমন আছেন অনুগ্রহ করে একটু খোঁজ নেবেন। ভিয়েনাতে তোলা আপনার একটা সুন্দর ছবি আমাকে পাঠাবেন। আল্‌সারস্ট্রাস ২৩-এ একজন ভালো ছবি তোলার লোক আছেন (তাঁর নাম ভুলে গেছি)। ওঁর কাছে এক সময়ে গিয়েছিলাম। যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাহলে ওখানে যেতে পারেন। অধ্যাপক ডেমেল ৩০ আগস্ট ভারত ভ্রমণে যাবেন তা কি আপনি শুনেছেন ?

গত সপ্তাহে আমি একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রায় ১৮ কিলোমিটার গিয়েছিলাম। এখন আমি অনেক ভালো আছি। কিন্তু লিভার ও হজমের গোলমাল পুরোপুরি ভালো হয়নি। ভিয়েনাতে আপনি কি করছেন সে সম্বন্ধে লিখবেন। মিঃ সেন-এর কাছ থেকে

আপনি কি আমাদের ভাষা শিখতে চাইছেন না। আপনার বাবা-মাকে আমার অভিনন্দন জানাবেন। আপনার জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনারই সব সময়ের অন্তরঙ্গ
সু চ. বসু

ডালহৌসি
পাঞ্জাব
৯.৯.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্‌ল্‌,

আপনার ১৭ আগস্টের লেখা পোস্টকার্ড গত ৫ তারিখে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি বুঝতে পারছি না যখন আপনি চিঠি লিখেছেন কেন তখন আমার চিঠিগুলো পাননি। আমার ডায়েরি দেখেছি যে আমি আপনাকে লিখেছি। আসল কথা হচ্ছে যে, আমি কোনো ডাক নষ্ট করতে দিই না। যদি বা নষ্ট আমি করে থাকি, পরের ডাকেই আপনাকে জানিয়ে দিই। যখনই, কোনো চিঠি পেতে দেরি হবে, অনুগ্রহ করে তার খামটা পাঠিয়ে দেবেন, সেই মতো এখানে অভিযোগ জানাতে পারবো। এবং যখন কোনো চিঠি খুলবেন, দেখবেন যেন ডাক-চিহ্নটা না ছেঁড়ে, কারণ পোস্ট অফিসে অভিযোগটা ফলপ্রসূ হবার জন্যে ওগুলো দরকার।

সম্ভবত আপনি এখন Wien-এ ফিরে এসেছেন। গ্রামাঞ্চলে হাওয়া-বদল করে আপনার কী রকম লাগল ? Ich Werde noch zwei Monate hier bleiben. [অনুবাদ : আমি আরও দু মাস এখন থাকব। — সম্পাদক] এখানে অক্টোবরে রৌদ্রোজ্জ্বল ও শুকনো আবহাওয়া হবে— এবং সেপ্টেম্বরেও হবার কথা— যদিও বছরে পুরোপুরি বৃষ্টি হচ্ছে। Wie viel wiegen Sie sich? [অনুবাদ : আপনার ওজন কত ? সম্পাদক] ২৬ তারিখে আমি আপনাকে Drucksache Einschreiben পাঠিয়েছি [অনুবাদ : রেজেস্ট্রি করা বুকপোস্ট। — সম্পাদক] এখনও পর্যন্ত দুটো চিঠি আমি জার্মান ভাষায় লিখেছি। আমার জার্মান ভাষা সম্বন্ধে আপনার কী মনে হচ্ছে তা আপনার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি। সমস্যা হলো এই যে জার্মান ভাষায় শব্দের চিন্তা করতে আমার প্রচুর সময় লাগে এবং ব্যাকারণগতভাবে সেগুলো ঠিক করতে হয়— যা ইরিজিতে আমি সহজে লিখতে পরি। আপনি কি এখনও স্ট্যাম্প জমাচ্ছেন ? চিঠির সঙ্গে আপনাকে কিছু পাঠাচ্ছি— কারণ আমি কিছু সংগ্রহ করিনি এবং আর সোজা ফেলে দিয়েছি।

গ্রাজ থেকে আপনি আমাকে লেখেননি— কিন্তু পোলউ থেকে আপনি গ্রাজে এসেছেন, সম্ভবত ১০ই আগস্ট। গ্রাজ থেকে আপনি যে পিকচার পোস্টকার্ডগুলো পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ— সেগুলো খুবই সুন্দর। ছবিগুলো কাগজে মোড়া (ছিল কি ?) ছিল যাতে আপনি লিখেছেন— ২০টা ছবি এবং একটা খাম। আমি ২০টা ছবি ঠিক ঠিক পেয়েছি— কিন্তু সেখানে কোনো খাম ছিল না। খামের মধ্যে কি কোনো চিঠি ছিল ? যদি হয়, তাহলে এটা অবশ্য চুরি হয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে সময়মত আমাকে জানাবেন। তাহলে আমি অভিযোগ জানাতে পারবো। এটা দেখা যাচ্ছে যে, আপনার চিঠিগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, যদিও আমি আমার দিক থেকে কেন এরকম হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

**Bitte schreiben Sie deutsch was Sie mit den Bildern geschrieben haben. In Wien Konnen Sie nicht unsere Sprache lernen?**

[অনুবাদ : যখন আপনি ছবিগুলো চিঠির সঙ্গে দেবেন অনুগ্রহ করে তখন আমাকে জার্মান ভাষায় লিখবেন। ভিয়েনাতে আপনি কি আমাদের ভাষা শিখতে পারেন না? —সম্পাদক]

আমার শরীর মোটামুটি ভালোই আছে। Wir haben einen Schonen Ausflug gemacht. [অনুবাদ : আমাদের একটা খুব সুন্দর ভ্রমণ হয়েছে। ।—সম্পাদক]। আপনি Wien-এ যখন আসবেন, ওখানকার বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দেবেন।

আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনি আমার প্রীতি নেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ডালহৌসি
পাঞ্জাব
১৬.৯.৩৭

Liebes Fraulein,

Vielen dank fur Ihren Brief vom 25 August den ich am 12 September erhalten habe. Es hat auch hier stark geregnet und darum der September Monat dieses Jahr ist nicht schon gewesen. Ich werde wahrscheinlich noch zwei Monate aus dem Kalkutta bleiben, weil der Arzt sagt dass ich nach nicht ganz gesund bin. Wenn Sie genug zeit in Wien haben und dass moglich ist und Sie einen Lehrer haben, bitte lernen Sie unsere Sprache. Haben Sie das Englische Buch uber Regierungs Wissenschaft von Gettel (nicht Garner) dass ich Ihness gegeen habe? Wenn Sie es haben, dam konnen Sie jetzt studien.

Ich habe yede Woche Ihnen geschrieben. Wenn Sie nicht yede Woche meinen Brief nicht erhalten haben bitte schreiben Sie mir und wenn Sie den Brief zu spat bekommen haben bitte schicken Sie mir den umschlag.

Ich danke fun die Bilder von Ihnen aber diese sind nicht so gut.

Was macht die Indische-Gesellschaft? Nun in Wien mussen Sie Franzosich lernen zu sprechen.

Ich freue mich dass Sie mochten zu spinnen. Haben Sie ein Spinnrad? Von wo haben Sie es bekommen? Hier spinnen yeden Tag der Herr Doktor und seine Frau. Ich habe Ihren Faden erhalten (mit Ihren Briefe). Dieser Faden ist nicht von Baumwolle, wie unserer.

Sie mussen etwas straker sein—ungefahr 57 kilo, wie fruher, nicht wahr?

Glauben Sie dass ich schreibe Deutsch besser als in Europa? Bitte grussen Sie Ihre Eltern und auch Lotte von mir. Mit besten Wunschen fun Sie, verbleibe ich.

Ihr stets Ergebener
Subhas C. Bose

PS Ich mochte meinen Freund einen Rucksack beschenken. Bitte schreiben Sie was Kostet ein sehr guter Ruehsack. Konnen Sie einen mit Prof. Demel

oder Sen fur mich Schicken. Demel fahrt von Wein am 30 Oktober ab. Wissen Sie wann fahrt Sen ab?

S.C.B.

অনুবাদ

প্রিয় শ্রীমতী,

আপনার লেখা ২৫ আগস্টের চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চিঠিটি আমি ১২ সেপ্টেম্বর পেয়েছি। এখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে এবং সেজন্যে এই বছরের সেপ্টেম্বর মাস খুব সুন্দর নয়। আমি খুব সম্ভবত দু মাসের জন্যে কলকাতায় চলে যাব কারণ ডাক্তাররা বলছেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। যদি ভিয়েনাতে আপনার যথেষ্ট সময় থাকে এবং যদি সম্ভব হয়, এবং যদি আপনি একজন শিক্ষক পান, তাহলে আপনি আমাদের ভাষা শিখে নিন। গেটেল-এর (গার্নারের নয়) The Art of Governance'র ইংরাজি বইটা কি আপনার কাছে আছে, যেটা আপনাকে দিয়েছিলাম? যদি বইটা আপনার কাছে থাকে, তাহলে আপনি এখন এটা পড়তে পারেন।

আমি আপনাকে প্রতি সপ্তাহে লিখছি। যদি প্রতি সপ্তাহে আপনি আমার চিঠি না পান, তখন আপনি আমাকে লিখবেন এবং যদি আপনি বেশি দেরি করে পান, তাহলে, অনুগ্রহ করে খামটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আপনার নিজের ছবিগুলোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু ছবিগুলো খুব একটা ভাল নয়।

Indian Association কি করছে? এখন ভিয়েনাতে অবশ্যই আপনাকে ফরাসি ভাষা বলা শিখতে হবে।

আপনি চরকা কাটা পছন্দ করেন জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার কি কোনো চরকা আছে? যদি থাকে তো আপনি কোথা থেকে ওটা পেয়েছেন? এখানে ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিদিন চরকা কাটেন। আমি আপনার সুতো/উল (আপনার চিঠির সঙ্গে) পেয়েছি। এই সুতোটি আমাদের দেশের তুলোর মতো নয়।

এখন আপনার ওজন মোটামুটিভাবে ৫৭ কিলো। এবং আগের মতোই কিছুটা সুস্থ-সবল বোধ করছেন, কি ঠিক তাই তো?

আপনি কি এখন মনে করেন ইয়োরোপে যেমন শিখতাম তার থেকে জার্মান ভাষা এখন ভালো লিখছি? আপনার বাবা-মাকে আমার অভিনন্দন জানাবেন এবং লোটেকেও। আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।

সবসময়ের আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ: আমি আমার বন্ধুকে পিঠে-ঝোলানো ব্যাগ উপহার দেবো। একটা ভালো পিঠে-ঝোলানো ব্যাগের দাম কত আমাকে জানাবেন? অধ্যাপক ডেমেল অথবা সেনের মারফৎ আমাকে একটা পাঠিয়ে দিতে পারেন। ৩০শে অক্টোবর ডেমেল ভিয়েনা ছাড়বেন। সেন কবে ছাড়ছেন আপনি কি জানেন?

Den 22 September 1937

Geehrtes Fraulein Schenkl !

Vielen dank fun Ihren Brief vom 31 August den ich am 19 September erhalten haben. Ihr freund Katyar war kurzlich hier und ist gestern nach Hause gefahren. Ich suche ihn helfen um eine Stellung zu bekommen.

Die Juden in Europa haben so viele Stellungen erreichen, weil sie sehr geschickt sind und die Arier sehr dumm sind— anders wie Konnen die Auslander in Europe solche Fortschritte machen?

War der Brief vom 29 Jul., den Sie am 31 August erhalten haben, deutsch oder Englisch?

Warum sind Sie so nervous? Sie sind so Jung ! Was wollen Sie werden wenn sie vierzig Jahre alt Sind, wie ich?

Mit grossem Vergnugen habe ich gehort dass Sie sehr viel arbeiten und besonders sehr viel lisen. Was fun Artikel schreiben Sie uber H.A. Verein und fur wen.

Sie haben gesagt class Sie sehr Klein sind. Warum sind Sie so niedrig ? Wie hoch sind Sie genau ? Ich-bin einig dass wenn man dick ist, wird man faul Darum mochte ich mager sein.

Wenn es Ihren moglich ist, bitte antworten Sie deutch.

Es hat mich gefreut dass Sie jetzt gesund sind aber Sie mussen gut schlafen. Ich glaube dass Sie zu viel denken und sich Kummern. Nicht wahr? Sie mussen immer ganz ruhig sein obgleich Sie mussen nach einer Stellung suchen.

Das Wetter hier ist momentan schon und sonnig. Wir werden gleich einen Ausflug zu Fuss machen. Es ist falsch was Sie uber Meinen Diet gesagt haben. Ich esse nur was mein Arzt (und Wirt) erlaubt and er ist sehr straff.

Es ist sehr gut wenn Sie spinnen Konnen. Spinnen Sie noch jetzt? Was fur Wolle haben Sie? Hier spinnt man meistens mit Baum wolle.

Treffen Sie noch andere Inder? Ungefahr wie viele Inder sind dort and wie viele kommen zum klub?

Dreimat haben Sie die Bilder mir geschickt and alle habe ich erhalten. Vielen dank fur Sie.

In Indien vierzig Jahre alter Mann ist schon alt-Wissen Sie?

Ich weiss nicht genau wie lange ich hier bleiben soll—Der Arzt meint dass ich muss biss 15 November auf dem Berg wohnen—hier oder anderswo. Momentan beratschlage ich meine Verwandte und spater werde ich entschdien.

Bitte grussen Sie Herr Timer von mir und andere Freunde auch.

Bitte sagen Sie mir was fun Traum Sie haben. Vielleicht ich kann er Klaren, weil ich Traum-pschologie etwas—studiert habe.

Ich habe nucht die Quittung Von Ihren Paket Von letzlein Dezember.

Bitte unbermitteln Sie Ihrem Eltern meine herzlich Grusse.
Mit den besten Empfehlungen bin ich stets.

Subhas C. Bose

### অনুবাদ

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ৩১ আগস্টে চিঠি লেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটা ১৯ সেপ্টেম্বর আমি পেয়েছি। আপনার বন্ধু কাটিয়ার কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন এবং গতকাল বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি তাঁকে একটি চাকরি দেবার জন্য চেষ্টা করছি।

ইয়োরোপের ইহুদিরা এতরকম পদে দখল নিচ্ছে, কারণ তারা খুবই পারদর্শী এবং আর্যরা খুবই বোকা— তা না হলে কীভাবে ইয়োরোপে বিদেশীরা এত উন্নতি করতে পারে?

২৯ জুলাইয়ের চিঠি যেটা আপনি ৩১শে আগষ্ট পেয়েছেন— সেটা কি জার্মানি ভাষায় লেখা ছিল না কি ইংরিজিতে?

আপনি এত ভয় পেয়ে গেছেন কেন? আপনার বয়স এত কম। আমার মতন ৪০ বছর বয়স হয়ে গেলে আপনি কী করবেন?

আমি শুনে ভীষণ আনন্দ হলো যে আপনি প্রচুর কাজ করছেন এবং বিশেষ করে প্রচুর পড়াশুনা করছেন। এইচ. এ. ভেরিন সম্বন্ধে আপনি কি ধরনের প্রবন্ধ লিখছেন এবং কার জন্যে?

আপনি বলেছিলেন যে আপনি বেশি ছোটখাটো মানুষ। আপনি নিজের সম্বন্ধে এত নীচু ধারণা করছেন কেন? আপনার সঠিক উচ্চতা কত? আমি এ ব্যাপারে একমত যে, একজন যখন মোটা হয় তখন সে অলস। সেই কারণে আমি সব সময় রোগা হতে পছন্দ করি।

যদি সম্ভব হয়, জার্মানি ভাষায় উত্তর দেবেন।

আমি খুশি হয়েছি কারণ আপনার এখন স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ভালো করে ঘুমোতে হবে। মনে হয়, আপনি বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন ও উদ্বিগ্ন হন। আপনি যখন কোনো চাকরি খুঁজবেন তখনও আপনাকে অত্যন্ত শান্ত থাকতে হবে।

এই মুহূর্তে এখানকার আবহাওয়া খুবই সুন্দর ও রৌদ্রোজ্জ্বল। আমরা শীঘ্রই পাহাড়ে চড়বো।

আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ভুল। আমার ডাক্তার (এবং গৃহকর্তা) যা অনুমোদন করেন কেবল সেইটুকুই আমি খাই এবং এ ব্যাপারে তিনি খুবই কঠোর।

আপনি যদি চরকা কাটতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হবে। আপনি কি এখনও চরকা কাটেন? কি ধরনের সুতো আপনার আছে? এখানে তুলো দিয়ে বেশির ভাগ সুতো কাটে।

আপনি কি অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করেন। মোটামুটিভাবে ওখানে কতজন ভারতীয় আছেন, এবং কতজন অ্যাসোসিয়েশনে আছেন?

তিনবার আপনি আমাকে ছবি পাঠিয়েছেন এবং সেগুলোর সবই আমি পেয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ।

ভারতে চল্লিশ বছর বয়স্ক মানুষ মাত্রেই বুড়ো— সেটা কি আপনি জানেন?

আমি ঠিক করে জানি না যে কতদিন ধরে আমি এখানে থাকবো। ডাক্তার মনে করেন যে আমার ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত থাকা উচিত— হয় এখানে নতুবা অন্য কোনো জায়গায়। এখন আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করছি এবং এ ব্যাপারে পরে আমি ঠিক করবো।

শ্রীযুক্ত টিমার এবং অন্যান্য বন্ধুদেরও আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।
কী ধরনের স্বপ্ন আপনার আছে আমাকে বলুন। সম্ভবত আমি ব্যাখ্যা দিতে পারি, কারণ স্বপ্নের ওপর কিছু মনস্তত্ত্ব পড়েছি।
আপনার গত ডিসেম্বরের পার্সেলের রসিদ আমার কাছে নেই।
আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।
আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ

আপনার সব সময়ের
সুভাষ চ. বসু

Dalhousie
den 30 September 1937

Sehr geehrtes Fraulein !

Vielen dank fur Ihren Brief vom 8 September den ich am 27 September erhalten habe ; und auch fur die Berichtigungen? Ihr Freund Katyar was Kurzlich hier ; er sah sehr gut aus. Er hat noch nicht entschilden was er tun wird und ich suche ihn zu helfen um eine Stellung zu bekommen.

Vielleicht fahre ich in einer Woche nach Hause, aber weiss ich nicht genau. Sie Konnen daher zu meinem Hause schreiben. Das Wetter in Oktober hier ist schonstes, aber leider kann ich nicht langer bleiben. Der Wirt und seine Frau mussen mach Lahore fahren und ich mochte, auch nach Hause zuruck kehren.

Ich hore die Leute in dem Verein immer streiten. Ich glaube dass Gairola ein selbstsuchtiger mensch is und fur das Geld Geiz hat (bitte sagen Sie ihn nicht). Dennoch ist er sehr tatig. Sen ist grossmutigaber kann nicht so viel arbeiten wie Gairola, weil er studiert, Es ist besser wenn Sie zu den versammlungen nicht gehen.

Im vorhergehenden Briefe habe ich geschrieben, 'Sie mussen sich nicht zausen.' Das Wort 'zausen' bedeutet 'worry'. Bitte ubersetzen Sie 'you must not worry.'

Wenn Sie meine Fehler berichtigen bittle schreiben Sie nur die Worter.

Haben Sie das Buch von Gettel uber Regierungs-wissenschaft schon gefunden? Wollen Sie es nicht lesen?

Wie fuhlen Sie sich? Mir geht es ziemlich gut.

Ich bille Sie Ihren Eltern herzliche Grusse zu ubermitteln.

Mit den besten Empfehlungen bin ich.

Ihr sehr ergebener
Subhas C. Bose.

PS Antworten Sie immer deutsch. Wenn Sie den Umschlag zuruckschicken, bitte schicken Sie mit den Brief marken.

Ich schicke hiermit einige Brief marken.

S.C.B.

প্রিয় শ্রীমতী,

আপনার ৮ সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটা ২৭ সেপ্টেম্বর আমি পেয়েছি। ভুল সংশোধনের জন্যেও ধন্যবাদ। আপনার বন্ধু কাটিয়ার কিছুদিন এখানে ছিলেন। তাঁকে দেখে ভালোই লাগলো। তিনি কি করতে চান সে সম্বন্ধে এখনও ঠিক করেননি এবং তাঁর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

বোধহয় এই সপ্তাহে আমি বাড়ি যেতে পারি, তবে আমি ঠিক জানি না। সুতরাং আপনি আমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। অক্টোবরে এখনাকার আবহাওয়া সব থেকে ভালো, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি এখানে বেশিদিন থাকতে পারবো না। আমার গৃহকর্তা ও তাঁর স্ত্রী লাহোরে অবশ্যই চলে যাবেন এবং সেই সঙ্গে আমিও বাড়ি ফিরতে চাই।

আমি শুনেছি যে সমিতির লোকেরা সব সময় ঝগড়া করছে। আমি মনে করি যে গাইরোলা একজন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি এবং তিনি অর্থলোভী (অনুগ্রহ করে তাঁকে বলবেন না)। তবু তিনি খুবই কর্মঠ। সেন উৎসাহী এবং উদার, কিন্তু তিনি গাইরোলা-র মতো বেশি কাজ করতে পারেন না, কারণ তিনি পড়াশুনা করছেন। ভালো হয় যদি আপনি সভাগুলোতে না যান।

আগের চিঠিটিতে আমি লিখেছিলাম 'Sie mussen sich nicht zausen'. 'Zausen' কথাটির মানে হচ্ছে 'উদ্বিগ্ন হওয়া।' অনুগ্রহ করে অনুবাদ করবেন, "আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না।"

যখন আপনি আমার ভুল সংশোধন করবেন, অনুগ্রহ করে শব্দগুলো লিখবেন।

গেটেল্-এর The Art of Governance বইটি কি আপনি এর মধ্যে পেয়েছেন ? আপনি কি বইটি পড়বেন না ?

আপনি কেমন আছেন ? আমি ভালোই আছি।

আপনার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবেন।

শুভেচ্ছাসহ

আমি সব সময় আপনারই অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : সব সময় জার্মানি ভাষাতে চিঠি দেবেন। যখন আপনি খাম পাঠাবেন, দয়া করে স্ট্যাম্প সহ পাঠাবেন। আমি এখানকার কিছু স্ট্যাম্প পাঠাচ্ছি।

সু.চ.ব.

ভিয়েনা
৩০.৯.১৯৩৭

প্রিয় শ্রীযুক্ত বসু,

গত বুধবার যখন আমি সাধারণ মেলে চিঠি পাঠিয়েছি তখন সমিতির জন্যে আপনার একটি বিশেষ খবরের ব্যাপারে খোঁজ নিতে ভুলে গেছি অথচ খোঁজ করবো এখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি এয়ারমেলে চিঠি লিখছি এবং যদি সম্ভব হয় এয়ারমেলে উত্তর দেবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা জাতীয় পতাকার নিয়ম-কানুন জানতে চাই।

[পতাকার ছবি]

এখন, কোন্ আকৃতিটি সঠিক ? কাগজগুলিতে বলা হয়েছিল যে 'ক' হচ্ছে ঠিক। কিন্তু ভিয়েনাতে একটি ভারতীয় পতাকা আছে যেন 'খ'-এর আকৃতির মতন চরকার ছবি আছে। এখন তারা আমাকে দিয়ে তাঁদের ব্যবহারের জন্যে দুটি পতাকা আঁকিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু কোনটা সঠিক তা কেউই জানে না। তারা এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন (আমি সত্যি করে বুঝতে পারছি না যে কেন এতে গোলমালের ব্যাপার)। অনুগ্রহ করে খুঁজে বের করুন এবং আমাকে জানান নতুবা এই সব লোকেরা আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। যেন পতাকাগুলি রঙ-করা এবং সেলাই করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

তাছাড়া আরো আছে ! আমি জানি এটা ঔদ্ধত্য হবে, তবু আমি আপনাকে সাহস করে অনুরোধ করছি, সমিতির জন্য অল্প কিছু দান করুন। নতুবা আপনার কয়েকজন বন্ধুরাও এখানে কিছু দান করতে পারেন। দেখুন, অনেক কিছু জিনিসই কেনার আছে এবং হাতেও বেশি টাকা নেই। যেমন ডাঃ বি. সি. রায় ৬ মাসের জন্য একটা কেরানি রাখার জন্যে টাকা দেন। কিন্তু আমি অবশ্যই জানি, যে ছেলেদের ঘর ভাড়া, খবরের কাগজ ইত্যাদি রাখার জন্যে টাকা খরচ করতে হয়েছে। তারা আপনাকে অনুরোধ করার জন্যে ভয় পায় না, সেজন্যে তাদের অজ্ঞাতে আমি ভালো না লাগলেও কাজটা নিয়েছি। এবং আপনি তাদের জন্য দুটো তিনটে বই লাইব্রেরির জন্য দয়া করে পাঠাতে চেষ্টা করবেন, লাইব্রেরিটা তারা আরম্ভ করতে চাইছে।

আপনি এখন বুঝতে পারছেন, কত জিনিস আমাকে চিন্তায় ফেলছে। ভাবা যায় না ! যদি সমিতিকে সাহায্য করার ব্যাপারে তারা কি করতে চাইছে এই সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা থাকে তা আমাকে লিখে জানাবেন।

আমি আশা করি আপনাকে এই সমস্ত ঝামেলায় ফেলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, যদিও আমি ভালো করেই জানি যে আপনি কতো ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সত্যিই তাদের সাহায্য দরকার।

আমি এই সপ্তাহের পত্রিকাতে ভবিষ্যতে ইয়োরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার একটি ভয়ঙ্কর লম্বা প্রবন্ধ পড়লাম। একজন এইরকম বড় প্রবন্ধ কি করে লেখে। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক, যদিও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না। এটা পড়তে আমার প্রায় দু' ঘণ্টা সময় লেগেছে। আপনি আমার ১৯৩৫ সালে জন্মদিনে যে বইটি উপহার দিয়েছিলেন সেই বইটি এখন পড়ার চেষ্টা করছি : কে. হানসোফার-এর 'Welt Politik von Heute'। এটা খুবই কায়দা করে লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখার ভঙ্গিটা মারাত্মক। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি বোকা বলে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আজকে আমার বাবা বইটি নিলেন এবং একই কথা বললেন, তিনিও দু'তিনবার পড়ে মানে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।

আপনার শরীর কেমন আছে ? লিভারের সমস্যাটা কি এখনও আছে ? আমার খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, কিন্তু তবে মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। আমার মা গত সপ্তাহে গলব্লাডারের ছবি তোলাতে গেছেন এবং তাতে দেখা গেলে গলব্লাডার বেড়েছে। সেই কারণে আমি সম্পূর্ণ একা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইদানীং আমার আর কোনো ব্যথা হয় না।

আমি একজন সাংবাদিকের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লিখতে চাই এবং সেগুলো অস্ট্রিয়ার কাগজে দেবো। কোথা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবো সে সম্বন্ধে আপনি কিছু হদিস দিতে পারেন ? আমি এই সব জিনিসগুলো লিখতে চাই : পারিবারিক জীবন, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

আমার এখন এতদিনে মনে হচ্ছে যে শারদীয় উৎসব নিশ্চয় হয়ে গেছে। সেই সূত্রে আপনাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

আপনার জন্যে আর কি কিছু আছে যা করতে পারি ? যদি থাকে, অনুগ্রহ করে আমাকে

বলতে দ্বিধা করবেন না। আমি আনন্দের সঙ্গে আমার যথাসাধ্য করবো।

আপনি কি আপনার কোনো বই চান, যেগুলো ভিয়েনাতে পড়ে আছে? আপনি আবার কাজ করছেন বলে আপনার কিছুই লাগবেই। আমি ওগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু যদি কেউ ভারতে যায় তাদের সঙ্গে আমি ওগুলো পাঠাবো না। ডাকে পাঠাবো। কারণ আপনি জানেন, এই ব্যাপারে একজনকে একটুও বিশ্বাস করা যায় না। তারা এই বইগুলোর ব্যাপারে স্রেফ ভুলে যাবে।

আর একবার এইসব কষ্ট দেওয়ার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আপনারই অন্তরঙ্গ
ই. শেঙ্কল্

৭.১০.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত সপ্তাহে আপনার আন্তরিক চিঠি পেলাম। এখন আমি কলকাতা যাবার পথে এবং চলন্ত ট্রেনে বসে লিখছি। কয়েক ঘণ্টার পর আমি কলকাতায় পৌঁছোব। একদিন অথবা দুদিন বিশ্রামের পর, আমি কার্শিয়াঙ্-এ (দার্জিলিং-এর কাছে) রওনা দেবো। ওখানে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটাবো। অনুগ্রহ করে আমার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।

ডালহৌসি থেকে আমি ডাকযোগে (Drucksache) 'Asia' নামে একটি পত্রিকা আপনাকে পাঠিয়েছি এবং রেজেস্ট্রি ডাকে (Einschreiben)—দুটো বই। আশা করি ঠিক সময়ে আপনি ওগুলো পেয়ে গেছেন। আমি ভালোই আছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন।

শ্রদ্ধাসহ

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

কার্শিয়াং, ডি এইচ রেলওয়ে
বাংলাদেশ
১৩.১০.৩৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২১ সেপ্টেম্বর সাধারণ মেলের চিঠি এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের এয়ারমেলের চিঠি দুটোই আমার হাতে এসেছে। আমি হঠাৎই গত ৫ তারিখ ডালহৌসি ছেড়ে এলাম এবং কলকাতা হয়ে এখানে এলাম। এখানে আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। গত সপ্তাহে আমি আপনাকে ট্রেন থেকে চিঠি লিখেছি এবং আশা করি এই চিঠিটিও ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।

আমি এই চিঠির সঙ্গে অধ্যাপক ডেমেল-কে লেখা একটি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি— দয়া আপনি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁকে একটা ফোন করবেন এবং তাঁকে বলবেন যে যদি দরকার হয় তাঁর জন্যে চিঠি অনুবাদ করে দেবেন।

আমি তাড়তাড়ি এই চিঠিটি লিখছি এবং পরবর্তী সাধারণ ডাকে বড় করে লিখবো। আমি এখানে সঠিক পতাকা ও রঙগুলো আপনার চাহিদা মতন দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যখন ব্রিস্টল

হোটেলে ছিলাম তখন পতাকা নিয়ে কী হয়েছিল ?

আমি দুঃখিত সমিতির জন্যে কোন চাঁদা দিতে পারলাম না যতক্ষণ না জানি তারা কী করছে। এখনও পর্যন্ত আমি তাদের ব্যাপারে খুবই হতাশা হয়েছি। আমি মনে করি না তাদের জন্যে সময় এবং কর্মশক্তি নষ্ট করে কোনো লাভ আছে। আমি দিতে চাই না [এই চিঠির শেষের কিছু পংক্তি হারিয়ে গেছে]

[এই চিঠিটি সুভায চন্দ্র বসু জার্মান ভাষায় বড় বড় হরফে নিজে হাতে লিখেছিলেন। নীচে বাঁদিকেব কোণায় যে আক্ষরিক চিহ্ন দেওয়া আছে তা থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ১৯৩৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর এটা লেখা হয়েছিল। —সম্পাদক]

GNADIGES FRAULEIN,

VEILEICHT (sic) ICH FAHRE NACH EUROPA AM MITTEL NOVEMBER. YETZT (sis) BIN ICH NICHT SICHERLICH. ICH WERDE IHNEN NACHSTE WOCHE BESTIMMT SCHREIBEN. ICH MOCHTE 4 ODER 5 WOCHE IN BADGASTEIN FUR KUR BLEIBEN. DANN KOMME ICH AM MITTEL DEZEMBER NACH HAUSE ZURUCK BITTE SCHREIBEN SIE KURHAUS HOCHLAND, BADGASTEIN, UND FRAGEN SIE OB DORT ICH (UND SIE AUCH) BLEIBEN KANN. ICH MUSS DORT IN EINEN MONAT EIN BUCH SCHREIBEN, WIE IN 1934 FRAULEIN REICHHART IST YETZT. (sic) FRAU HELMIG (WIR THIN VON KURHAUS HOCHLAND) BITTE SCHREIBEN SIE IHR UND FRAGEN SIE WAS MUSS ICH ZAHLEN. IN 1936 HABE ICH ZEHN SCHILLING BEZALHT (INCLUSIVE) MIT KURTAXE UND GEMEINDE TAXE. ICH WERDE VIELLEICHT IN AEROPLANE FAHREN BITTE ANTWORTEN SIE MICH NICHT. WENN ICH FAHRE, WERDE ICH IHNEN TELEGRAPHIERE WANN KOMME ICH NACH NAPOLI. VON NAPOLI KOMME ICH IN EINEM TAG NACH BADGASTEIN. SIE MUSSEN NACH BADGASTEIN KOMMEN VOR MIR UND MUSSEN SIE 'RECEIVE' MICH AUF DEM BAHNHOF. ICH WERDE IHNEN AUF DEM WEG TELEGRAPHIEREN—(CARE POSTE RESTANTE, BADGASTEIN) WANN KOTIME ICH NACH BADGASTEIN. SIE KONNEN DANN AUF DEM BAHNHOF FUR MICH ERWARTEN

BITTE SAGEN SIE DIESE NACHRICHT NUR IHR ELTERN.

ANTWORTEN SIE MICH NICHT UND ERWARTEN SIE MEINEM NACHSTEN LUFT POST BRIEF (ODER TELEGRAMM) YETZT (sic) BIN ICH NICHT SICHERLICH UBER MEINE REISE 4 11/37.

## অনুবাদ

তরুণী মহোদয়াষু,

সম্ভবত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি ইয়োরোপে ঘুরতে যাবো। যদিও আমি এখনও নিশ্চিত নই। আমি নিশ্চিত হয়ে আমি আগামী সপ্তাহে আপনাকে লিখে জানিয়ে দেবো। আমার ইচ্ছা আছে বাডগাস্টাইনে চার অথবা পাঁচ সপ্তাহ হাওয়া বদলের জন্যে কাটাবো। তারপর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ বাড়ি ফিরবো। অনুগ্রহ করে KURHAUS

HOCHLAND, BADGASTEIN-এ লিখবেন এবং খোঁজ নেবেন আমি (এবং আপনিও) ওখানে থাকতে পারব কি না। ওখানে এক মাসে আমি অবশ্যই— ১৯৩৪ সালের মতো বই লিখব। মিস রাইখহার্ট এখন হয়েছেন মিসেস হেলমিগ্ (কুরহাউস হক্‌ল্যান্ড-এর স্বত্বাধিকারিণী)। অনুগ্রহ করে আপনি ওঁকে লিখবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে কত টাকা দিতে হবে। ১৯৩৬ সালে স্বাস্থ্য কর এবং থাকার কর সমেত (সবসুদ্ধ) ১০ শিলিং দিয়েছিলাম। আমি সম্ভবত বিমানে ভ্রমণ করবো। আমার চিঠির উত্তর এখন দেবেন না। যদি আমি এখানে আসি তাহলে যখন নোপোলিতে আসবো তখন আপনাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো। নোপোলি থেকে একদিনে আমি বাডগাস্টাইনে চলে আসবো। আমি আসার আগে অবশ্যই আপনাকে বাডগাস্টাইনে পৌঁছতে হবে এবং অবশ্যই আমাকে রেলওয়ে স্টেশনে নিতে আসবেন। যখন আমি বাডগাসটাইনে আসবো আমি আপনাকে যাওয়ার পথেই টেলিগ্রাম করে দেবো (CARE POSTE RESTANTE, BADGASTEIN)।

অনুগ্রহ করে এই খবরটি কেবল আপনার বাবা-মাকেই দেবেন।

চিঠির উত্তর দেবেন না এবং আমার আগামী এয়ারমেলের চিঠির (অথবা টেলিগ্রামের) জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি এখনও আমার এই ভ্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। ৪/১১/৩৭

টেলিগ্রাম, তারিখ ১৬.১১.৩৭

রেডিওগ্রাম
জি এল পি/কে. জি. ১১৫০
ডব্লুউ ১০ কলকাতা ৩১ ১৫ ১১২৫=
ডি এল টি শেঙ্কল্ ফেরোগেস ২৪ ১৮ ভিয়েনা=

বিমানে যাত্রা করলাম ২২ তারিখে বাডগাস্টাইনে পৌঁছোচ্ছি থাকার বন্দোবস্ত করুন এবং আমার সঙ্গে স্টেশনে দেখা করুন, টেলিগ্রাম করবো বাডগাস্টাইন থেকে ২১ তারিখে নোপোলি থেকে কোন সময়ে বাডগাস্টাইনে পৌঁছোচ্ছি।

=বসু

রোম থেকে টেলিগ্রাম তারিখ ২১.১১.৩৭

টেলিগ্রাম
শেঙ্কল্
POSTERESTANTE

সোমবার ভিলাখে পৌঁছোচ্ছি ১৪/২৬ পরের ট্রেন ধরবো।

বসু

৮.১.৩৮

আমি এখন মিউনিখ স্টেশনে কিছু ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে কফি খাচ্ছি। সব ভালো। সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা জানাই।

সুভাষ চ. বসু

অ্যান্টওয়ার্প
১০.১.৩৮ সকাল ৮টা

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

এক লাইনে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে আমি এই মুহূর্তে লন্ডন ছাড়ছি। অস্টেণ্ড-এ আমি ট্রেনে করে যাচ্ছি না। আমার বন্ধুরা তাদের গাড়ি করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে আমি এখান থেকে দেরিতে যাত্রা করতে পারছি— নয়তো খুব তাড়াতাড়ি যাত্রা করতাম।

মিউনিখ-এর ট্রেনে খুবই ভিড় ছিল— ইংরেজ যাত্রী অনেক ছিল। আমি ঠিক আছি।

আয়ারল্যান্ড সম্বন্ধে Parnell নামে যদি কোন ফিল্ম্ আপনি পান— অনুগ্রহ করে দেখবেন— খুবই ভালো। আমরা গতকাল রাত্রিবেলায় এটা দেখেছিলাম। আশা করি সব ভালো চলছে। শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

আর্টিলারি ম্যানসন্স
৩ এম ফ্ল্যাট
ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট
লন্ডন এস. ডব্লু ১
সোমবার রাত্রি ১১টা
[১১.১.৩৮—সম্পাদক]

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

আমি এখানে আজ বিকেল ৫-২০-তে এসেছি এবং স্টেশনে একটা সুন্দর অভ্যর্থনা পেয়েছি। সমুদ্র খুব একটা রুক্ষ নয়। এই সন্ধ্যাবেলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার ছিল। যতদিন আমি থাকবো ততদিন আমি খুবই ব্যস্ত থাকবো। সাল্জবার্গ থেকে মিউনিখ পর্যন্ত আমার যাত্রাটা খুবই সুন্দর ছিল। মিউনিখ থেকে ব্রাসেলস পর্য্যন্ত খুবই ভিড় ছিল এবং আমি ঘুমোতেই পারিনি। অ্যান্টওয়ার্কে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে একটা সুন্দর সময় কাটিয়েছি এবং অস্টেন্ড-এ তারা গাড়ি করে আমাকে নিয়ে এসেছে। এবং তারপর সমুদ্র পার হয়ে আমি এখানে এসেছি। আপনি কেমন আছেন? আমি ভিয়েনাতে থাকতে পারবো— কিন্তু আপনি এখন কাউকে কিছু বললেন না।

খারাপ হাতের লেখার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি কি এটা পড়তে পারবেন?

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

আর্টিলারি ম্যানসন
ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট
লন্ডন এস, ডব্লুউ. ১
১৬.১.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

এই ক'টা দিন আমি ভয়ানকভাবে ব্যস্ত ছিলাম, সেজন্যে আমি লিখতে পারিনি। আমি আপনার দুটো চিঠি পেয়েছি—অনেক ধন্যবাদ।

দয়া করে দুটো স্টিলের ঘড়ি কিনুন যেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলেন—ডিপ্লোম্যাট নম্বর সি.কে. ১২৪ এবং ডক্টরস ওয়াচ নম্বর 651 স্কোয়ার—দুটোই ওমেগা। আমি বুঝতে পারছি—মহিলাদের ঘড়ি (Longines) আপনি ওখানে পাবেন না। আগামীকাল এয়ারমেলে আপনাকে আমি টাকা পাঠিয়ে দেবো। অনুগ্রহ করে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস থেকে টাকাটা তুলে নেবেন এবং ঘড়িগুলো কিনবেন এবং বিমানবন্দরে চলে আসবেন। আমি সকাল ৮·৪০ মি. ভিয়েনায় পৌঁছোব এবং আবার সকাল ১০·৩০ মি. অথবা ১১টায় চলে যাব। আমি আর কাউকে লিখছি না। আমি ১৯ তারিখে প্রাগ্-এ পৌঁছব এবং ওখানে রাত্রি কাটাবো। ২০ তারিখে আমি ছেড়ে চলে যাবো। [চিঠিটির শেষের অংশটি হারিয়ে গেছে।]

[প্রাগ্ থেকে তার, তারিখ ১৯.১.৩৮]

টেলিগ্রাম
শেঙ্কল্
ফেরোগাস
২৪ ইয়েন

দুটো ঘড়ি কিনে বিমানবন্দরে দেখা করুন।

হোটেল কুইরিনেল
রোম
২০.১.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

নেপল্স থেকে আমি আপনাকে লিখবার কোনো সময় পাবে না, সেজন্যে আমি এখানেই দু-চার লাইন লিখছি। আমি সাবধানে পৌঁছেছি। আমরা ভেনিস-এ থামিনি। কিন্তু এমন বিমান বন্দরে থেমেছিলাম যেখানে কোথাও দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত ছিল না। সেটাই ছিল একমাত্র অসুবিধে। এখানে সব কিছু ঠিক ছিল। আমি এখন নেপল্স যাত্রার মুখে। একটু ক্লান্ত আছি, তবে ঠিক আছি।

আশা করি আপনি ভালোই আছেন। আপনার বাবা-মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

Hotel Grande-Bretagne
Le Petit Palais
Athenes
২১.১.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি এয়ারমেলে রোম থেকে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম এবং এর মধ্যে নিশ্চয় চিঠিটা পেয়ে গেছেন। আমি এখন যাবার পথে আপনি ঠিকানা দেখে বুঝতেই পারছেন। নেপল্‌স এবং এথেন্সের মধ্যে আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। জোরালো হাওয়া আমাদের মুখোমুখি বইছিল। আমরা এখানে দেরি করে পৌঁছেছি এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে এগোতে পারিনি—যেমন পরিকল্পনা ছিল। ক্যাপটেন বলছেন যে, ভারতে পৌঁছবার সময় এতে হেরফের হবে না—কারণ তিনি সময় ঠিক পূরণ করে দেবেন। আজকে আমি আবার আপনাকে লিখছি কারণ হাতে অল্প সময় পেয়েছি এবং যখন ভারতে পৌঁছবো তখন আর হাতে কোনও সময় পাবো না। আশা করি কিছু মনে করবেন না—যদি আমি ভবিষ্যতে নিয়মিত আপানাকে লিখতে না পারি। অনুগ্রহ করে কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না এবং আপনার শরীরের দিকে যত্ন নেবেন।

আন্তরিক প্রীতি—আপনার বাবা-মাকেও।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

আগামীকাল ২২ তারিখ রাত্রিবেলায় বসরা (ইরাক)—২৩ তারিখ রাত্রিবেলায় যোধপুর—২৪ তারিখ সকালবেলায় (দুপুর ) কলকাতায়।

মিস্টার ফলটিসকে আমার এই সংবাদটা জানিয়ে দিন এবং বাড...(দুষ্পাঠ্য] ব্যুরো। আশা করি আপনি ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত হোল্‌ম্-কে জানিয়ে দিয়েছেন।

সু. চ. ব.

আপনি যে আমার কাছ থেকে খবর পাচ্ছেন সব সময় লোকেদের বলার প্রয়োজন নেই।

সু. চ. ব

[টেলিগ্রাম তারিখ ২৪. ১.৩৮
কলকাতা থেকে]

রেডিওগ্রাম

৪০+কলকাতা ৬.৫ ২৪ ১৫০৫ ইএমপি এম সি আই
এল সি = শেঙ্কল্ FRANCEHOTEL ভিয়েনা =
নিরাপদে পৌঁছেছি।

[টেলিগ্রাম তারিখ ২৪.১.৩৮
কলকাতা থেকে]

রেডিওগ্রাম

১১৭ কলকাতা ৮.৭ ২৪ ১৭৪০ ইএমপি
= এল সি = SCHENKL FRANCEHOTEL WIEN
= আন্তরিক সমবেদনা = বসু +

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
অথবা ১ উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
২৫.১.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গতকাল আমি এখানে ঠিকভাবে এসে পৌঁছেছি এবং হঠাৎই একটা ভিড়ের জীবনে এসে পড়েছি। আমি গতকাল এইভাবে একটা টেলিগ্রাম আপনাকে পাঠিয়েছি—'নিরাপদে পৌঁছেছি', পরে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি—'আন্তরিক সমবেদনা'।

আপনার বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়েছি। হঠাৎ কী ঘটলো অনুগ্রহ করে পত্রপাঠ আমাকে জানাবেন। এটা খুবই হঠাৎ করে ঘটলো! খুবই আশ্চর্যজনক! এটা কি কোনো দুর্ঘটনা অথবা হঠাৎ কিছু অসুস্থতার জন্যে? অনুগ্রহ করে আমার গভীর এবং আন্তরিক সমবেদনা জানবেন এবং পরিবারের সবাইকে জানাবেন।

আমি এখান থেকে কিছু ইটালির টাকা পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে অস্ট্রীয় টাকা বদল করে ব্যবহার করবেন। আমি আপনাকে L1/ও পাঠাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি করলাম, তবু আপনার শোকে আন্তরিক সমবেদনা রইলো।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

১ উডবার্ন পার্ক
বা
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
৮.২.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি ২৪ জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছেছি এবং পৌঁছেই অজস্র কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যে কী মর্মাহত হয়েছি তা আপনাকে বলতে পারবো না। আমি ভেবেছিলাম আপনি বিস্তারিতভাবে আমাকে লিখবেন—কিন্তু আপনি তা করেননি। এমন মর্মান্তিক ঘটনা হঠাৎ ঘটলো কী করে পত্রপাঠ জানান। সম্ভবত অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্যে আপনি আমাকে লিখতে পারছেন না।

প্রাদেশিক সভার জন্যে আমাকে কলকাতা থেকে যেতে হয়েছিল ২৮ তারিখে। আমি ৩১ তারিখে ফিরে ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি (Party Executive)-র সভায় যোগ দেওয়ার জন্যে আবার ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ছেড়েছি। গতকালই কেবল আমি ওখান থেকে ফিরেছি। ওয়ার্ধাতে আমি মহাত্মা গান্ধী, নেহরু এবং সব বড় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। ১১

তারিখে হরিপুরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে আবার আমি কলকাতা ছাড়ছি। এখন আমি আমার বক্তৃতা লেখার জন্যে সময় করে নেবার চেষ্টা করছি।

২৪ জানুয়ারি আমি এখান থেকে দুটো টেলিগ্রাম আপনাকে পাঠিয়েছি—একটা আমার পৌঁছানোর খবর এবং আর একটা আপনার বাবার মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে। আমি এর পর ২৫ জানুয়ারি (অথবা সম্ভবত ২৬ জানুয়ারি) রেজেস্ট্রি চিঠি আপনাকে লিখেছিলাম। আপনি কি চিঠিটা ঠিক-ঠিক পেয়েছেন ? দয়া করে এয়ার মেলে আমাকে জানাবেন।

আপনি এখন কী করছেন এ সম্বন্ধেও আমাকে লিখে জানাবেন।

আশা করি আপনি নিয়মিত পত্রিকা পান। আপনি কি 'ওরিয়েন্ট চান' ?

১৩ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত আমি কংগ্রেস-এ থাকবো। ওখান থেকে আমি বম্বেতে যাবো এবং তারপর *এই মাসের শেষে আমি কলকাতায় ফিরবো।*

যতটা নিয়মিত পারেন আমাকে লিখবেন—যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়। আপনি কেমন আছেন ? আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনার জন্যে রইলো প্রীতি। লোটেকে শুভেচ্ছা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আমার বম্বের ঠিকানা হবে C/o বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, বম্বে। আপনি আমার কাছ থেকে লন্ডন হয়ে টাকা পাবেন আশা করি।

সু. চ. ব.

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
হরিপুরা কংগ্রেস
১৬.২.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

সংক্ষেপে আপনাকে বলছি যে আমি এখন হরিপুরা কংগ্রেস-এ—খুবই ব্যস্ত। আশা করি এপর্যন্ত খুব ভালোই আছেন। আমি আপনার কাছ থেকে লেখা এয়ারমেল-এর একটাই চিঠি পেয়েছি—এয়ারমেল পোস্টকার্ড এসে পৌঁছোয়নি—আমি জানি না কেন।

ফেব্রুয়ারির মডার্ন রিভিয়্যুতে আপনার বাডগাসটাইনের ওপর প্রবন্ধটা বেরিয়েছে। যদি আপনি না পেয়ে থাকেন আমাকে জানাবেন। ২৩ তারিখে বম্বে যাবার জন্যে আমি এ জায়গা ছাড়ছি। ওখান থেকে এক সপ্তাহ বাদে আমি কলকাতায় চলে যাব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ওয়ার্ধা
৬.৩.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

৪.২ এবং ১৮.২ তারিখের চিঠিগুলোর জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। ২৩ ফেব্রুয়ারি আমি হরিপুরা ছেড়েছি এবং বম্বেতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। বম্বে আমাকে এক চমৎকার

সংবর্ধনা দিয়েছে। গতকাল আমি বম্বে ছেড়েছি এবং এখন আমি কলকাতা যাবার পথে। আমি ৩ সপ্তাহ কলকাতায় থাকবো এবং তারপর আবার ঘোরাঘুরি আরম্ভ হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারির লেখা আপনার চিঠি বম্বেতে আমি পেয়েছি।

আমি আপনার এয়ারমেল কার্ড এবং ২৬শে জানুয়ারির সাধারণ পোস্টের চিঠি পাইনি। সম্ভবত আগেরটা হারিয়ে গেছে এবং শেষেরটা হয়তো কলকাতায় পড়ে আছে। ওখান থেকে আমার চিঠিপত্র রিডাইরেক্টেড হয়ে আসেনি।

যদি আপনার মা কোনো পেনসন পাবেন কি না আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। যদি পান আপনার বাবা যা পেতেন তাই কি তিনি পাবেন।

কলকাতা থেকে আমি আপনাকে বড় করে লিখবো। আমি এখন তাড়াতাড়ি লিখছি। আমি এখন মহাত্মা গান্ধীকে দেখতে যাবো। তিনি এই শহর থেকে ৭ মাইল দূরের গ্রামে (সেবাগ্রাম) আছেন।

আমি আপনার পরিবারের জন্যে ভীষণ ভাবে দুঃখ অনুভব করছি। লোটে ও আপনার জন্যে শুভেচ্ছা রইলো।

আপনারই অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আপনার শরীর কেমন আছে? গলব্লাডারের ব্যথা?

সু. চ. ব.

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা
(অথবা ১ উডবার্ন পাক, কলকাতা)
২৮.৩.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

ওয়ার্ধা থেকে কলকাতায় আসার পর আমি আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি এজন্যে আমি দুঃখিত, obgleich ich denke immer an sich.[অনুবাদ : যদিও সব সময় আপনার কথা মনে হয়।—সম্পাদক] এখানে আসার পর থেকে আমি খুবই ব্যস্ত—কিন্তু এর পর থেকে আপনাকে নিয়মিত চিঠি লিখবো। ইদানীং এয়ারমেল একসপ্তাহে ৪ বার ইয়োরোপ যাচ্ছে। আপনার মা তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হোন আশা করি এবং সফল অপারেশনের পর তাঁর সমস্ত ব্যথা থেকে বরাবরের জন্যে মুক্তি লাভ করুন। এই সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাকে কিছু বিস্তারিতভাবে লিখবার চেষ্টা করবো। Ich schicke Ihren acht Pfund mit Luft post in einigen Tagen—hoffe es wird Ihnen etwas helfen [অনুবাদ : এয়ারমেল-এ একদিনের মধ্যে আপনাকে ৮ পাউন্ড পাঠাচ্ছি—আশা করি এটা আপনাকে কিছু সাহায্য করবে।—সম্পাদক] আমি দুঃখিত আমি আবার জার্মান ভাষা ভুলতে শুরু করেছি।

আশা করি যতটা সম্ভব আপনি আপনার শরীরের যত্ন নেবেন। আমি আরও আশা করি, আপনি এখন ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং শরীর যাতে ঠিক মতো থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনি এটা করবেন বলে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন। তাহলে আপনার মা যখন বাড়ি ফিরে এসেছেন, আপনি নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে অল্প করে সময় বের করে নিন। আপনার চিঠি পেলে আমি সব সময় খুশি হই, যদিও আপনাকে লিখবার সময় পাই না। জেনে খুবই দুঃখ পেলাম যে, শ্রীমতী ভেটার আপনার

ওপর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। যাই হোক, আমি এখনও এয়ারমেল-এর চিঠি (পোস্টকার্ড) পাইনি—আপনার বাবার মৃত্যুর পরপরই যেটা আপনি লিখেছিলেন। অন্যান্য চিঠিগুলো আমি পেয়েছি। আমি আমার পরের চিঠিতে সেগুলোর একটি তালিকা দিয়ে দেবো। Anschluss-এর পর আপনি আপনার শেষ চিঠিতে ভিয়েনা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন। অনুগ্রহ করে আপনার মাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন এবং লোটে ও আপনি শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা
৫.৪.৩৮ (মঙ্গলবার)

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আশা করি চিঠিটা পেয়ে গেছেন। গত ২৮ তারিখে লিখেছিলাম। আপনি কি Lira ও পাউন্ড-নোটগুলো পেয়ে গেছেন—গত জানুয়ারির শেষে বাড়িতে ফিরে আসার পর আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম!

এখান আমি খুবই ব্যস্ত, কারণ, ১ এপ্রিল থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সভা চলছে। আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বসে আছি। আমি ভালো আছি কিন্তু বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। Ich habe acht Pfund letzte Woche geschickt—haben Sie beKommen? [অনুবাদ : গত সপ্তাহে আমি ৮ পাউন্ড পাঠিয়েছি—আপনি কি সেটা পেয়েছেন।—সম্পাদক]

আপনি ও আপনার মা কেমন আছেন? মা ঠিক আছেন তো? মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন—লোটেকেও। Ich Denke an Sich bei Tag und bei Nacht [অনুবাদ : আমি আপনার কথা রাত-দিন চিন্তা করি।—সম্পাদক] আশা করি, আপনি ভালোই আছেন। আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আপনারই অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

President:
Subhas Chandra Bose
ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
38/2 Elgin Road
(or 1 Woodburn Park)
Calcutta
9.4.38

Liebes Fraulein!

Ich vorstelle zu Ihnen meinen Freund Herr Seal (von London) der von Indien nach England fahrt zuruck. Ich schicke Ihnen mit ihm diese vier Sachen—Elfenbein-Halsband—ein parr Schuhe—Broche und ein Kastchen (mit Elfenbein und Sandale-Holz gemacht). Herr Seal wunscht das schone

Wien zu sehen. Bitte helfen Sie ihn. Mit grossen Empfelungen fur Ihre Mutter und besten Wunschen fui Sie und fur Lotte. Ihr stets ergebener.

Subahs C. Bose

পুনশ্চ : দয়া করে প্রাগ্-এর বক্তৃতার ৬ কপি পাঠিয়ে দেবেন।

সু.চ.ব.

অনুবাদ

প্রিয় শ্রীমতী,

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শীল (লন্ডন থেকে)—যিনি ভারত থেকেই ইংল্যান্ড-এ ফিরে এসেছেন—তাঁর সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমি তাঁর সঙ্গে এই চারটি জিনিস আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—একটা হাতির দাঁত-এর গলার হার, এক জোড়া জুতো, একটা ব্রোচ এবং একটা ছোট বাক্স (হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি)। শ্রীযুক্ত শীল সুন্দর ভিয়েনা শহরটি দেখতে চাইছেন। অনুগ্রহ করে তাঁকে সাহায্য করবেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আপনার মা-কে দেবেন এবং আপনার ও লোটের জন্যে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সমিটি
বম্বের পথে ট্রেনে
৯.৫.৩৮

এখন আমি বম্বেতে যাবার জন্যে এগোচ্ছি, সেখানে ১০ অথবা ১৫ দিন থাকবো। অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় এয়ারমেল-এ উত্তর দেবেন :—c/o প্রযত্নে এন. ডি. পারেখ, ২৬ মেরিন ড্রাইভ, ব্যাক্‌বে রিক্লামেশন, বম্বে। ১৫ দিন পর আমি বম্বে ছাড়বো। তারপর আপনি আমার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন—৩৮/২ এলগিন রোড, এলগিন রাড পোঃ, কলকাতা—যেখানে আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকি। আমার টেলিগ্রাফ-এর ঠিকানা হচ্ছে—SUVASBOS, কলকাতা। বম্বেতে আমার প্রয়োজনীয় কিছু কাজ আছে—(১) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা আনার জন্যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা। (২) সাতটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের সভায় সভাপতিত্ব করা। (৩) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করা।

আপনাকে লেখা আমার শেষ চিঠি ৯ এপ্রিলের—যাতে আমার ইয়োরোপগামী বন্ধু মারফত কিছু লাইন লিখে পাঠিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে আর আপনাকে লিখতে পারিনি। আমাকে মাপ করবেন। আমি ভীষণ ব্যস্ত। ভবিষ্যতে আরও নিয়মিত হবার চেষ্টা করবো। আপনার 'ওরিয়েন্ট' পত্রিকা ৬ মাসের জন্যে বাড়ান হলো। আপনি কি 'পত্রিকা' চান ? যদি আপনি পড়ার সময় পান, সানন্দে গ্রাহক থাকার সময় বাড়িয়ে দেবো।

আশা করি আপনার মা এখন ভালো আছেন। অপারেশন সম্বন্ধে আপনার মা এখন কী ভাবছেন—কবে শারীরিক কষ্ট দূর হবে এবং বরাবরের মতো ? গত বছর আমার এক ভ্রাতৃবধূ অস্ত্রোপ্রচার করিয়েছিলেন এবং গলব্লাডার বাদ দিয়ে রোজকার ব্যথা থেকে অব্যাহতি

পেয়েছেন। চলন্ত ট্রেনে চিঠি লেখা খুবই কষ্টকর ব্যাপার—সেইজন্যেই খারাপ হাতের লেখা।

Waren die Schuhe passend fur Sie? Und had der Schachtel noch schonen Geruch von den Holz? [অনুবাদ : জুতোগুলো কি আপনার ঠিক হয়েছে ? এবং বাক্সটা থেকে চন্দনের কি সুন্দর গন্ধ আসছে ?—সম্পাদক] আমি জানি না আমার জার্মান ভাষা বোধগম্য হচ্ছে কি না।

খুবই আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমি বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে আমার বই লেখার ব্যাপারে একেবারেই এগোতে পারিনি।

Bitte Schreiben Sie mir gewohnlich; Ich freue mich Ihren Brief zu lesen, obgleich ich kann nicht gede wochen schreiben Sie mussen dafur mich entschuldigen. [অনুবাদ : অনুগ্রহ করে আমাকে নিয়মিত লিখবেন, আপনার চিঠি পড়তে খুব ভালো লাগে, যদিও আমি আপনাকে প্রতি সপ্তাহে লিখতে পারি না, তার জন্যে আপনি আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন।—সম্পাদক] আপনার ২৮ এপ্রিল-এ লেখা চিঠি আমার কাছে ৪ মে এসে পৌঁছেছে।

ভিয়েনার কাগজগুলিতে কংগ্রেসের পতাকা সম্বন্ধে যে সমস্যাটা লেখা হয়েছিল সেটা মহীশূরের মহারাজের এলাকায়।

জানতে ইচ্ছে করে টেলিগ্রাফ অফিসে দরখাস্ত করে ফলটা কি হলো ? Wenn Sie etwas brauchen, bitte schreiben Siemir [অনুবাদ : আপনি জানতে পারলে, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।—সম্পাদক।]

অনুগ্রহ করে ওখানকার বন্ধুদের সম্বন্ধে আমাকে জানাবেন। আমার খুবই খারাপ লাগছে আমি চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কোনো সময় নেই। শ্রীযুক্ত ফলটিস লিখেছেন যে, তিনি নতুন শাসননীতি সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী হয়ে আছেন।

আমি জেনে খুবই দুঃখ পেলাম যে আপনার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এখানে গরমের জন্যে আমরা আর্তনাদ করছি এবং বৃষ্টির ফলে শুকনো মাটি কবে একটু ঠাণ্ডা হয় সেজন্যে আমরা ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে আছি। Haben Sie den Arzt besucht, wie Sie zu mir versprochen haben? Und wie geht es Ihnen? Sie mussen immer vorsichtig sein. [অনুবাদ : আপনি কি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন,—আপনি আমার কাছে দেখাবার জন্যে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ? এবং এখন আপনি কেমন আছেন ? অবশ্যই সব সময় নিজের দিকে নজর রাখতে হবে।-সম্পাদক]

শেষের দু মাস আমি কিছু জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি—তবে বাংলাদেশের ভেতরেই। এখন আমি সারাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করছি।

জার্মান ম্যাগাজিনের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে। আমি ছবিগুলো দেখে খুবই উপভোগ করেছি, কিন্তু বইটি পড়ার কোনো সময় পাইনি। যদি কোনো মূল্যবান প্রবন্ধ পড়ার মতো থাকে তবে অনুগ্রহ করে জানাবেন এবং কোন্ ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে তাও।

আমি সুন্দর পোস্টকার্ডটা পেয়েছি, আপনি ও আপনার বন্ধু যৌথভাবে সই করে যেটা পাঠিয়েছিলেন। আমি আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি যে আপনার ২৪ জানুয়ারির দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি, যাতে আপনার বাবার মৃত্যুসংবাদ বর্ণনা করা আছে। চিঠিটা কোনভাবে ভুল জায়গায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে আমি এটা পাই। তারপর ২৯ আপনার মার্চ-এর চিঠিও আমি পেয়েছি। আপনি কি মার্চ অথবা এপ্রিলে বাডপিসটিয়ার গিয়েছিলেন ? আপনি যাবেন আমাকে বলেছিলেন। আপনি ওখানে ছুটির মাসে যাচ্ছেন না কেন ? অথবা অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে।

Hat der Direktor von Bad Pistyar bezahlt Sie fur die Artikel? [অনুবাদ : Bad Pistyar-এর অধিকর্তা প্রবন্ধের জন্যে আপনাকে কি কোনও টাকা দিয়েছিলেন ?]

Pistyar সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধ মর্ডান রিভিয়্যু-তে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু 'ওরিয়েন্ট'-এ নয়। যে পত্রিকাগুলোতে আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার কোনও কপি চান ? আমি তাড়াতাড়ি ফন হ্যাভ-কে লিখব। আপনি অবশ্যই লেখার জন্যে তাঁর কাছে যেতে পারেন। আমার শরীর মোটামুটি ভালোই—কেবল যতটা কাজ করতে পারি তার চেয়ে বেশি করার থেকে গেছে।

আমি Interresantes Blatt-এর কপি পেয়েছি যাতে মহাত্মা গান্ধী এবং আমার নিজের ছবিও ছিল। ১৫ এপ্রিলের লেখা আপনার চিঠিও আমি পেয়েছি। এখন এই চিঠিটা অবশ্যই আমি ডাকে ফেলবো—সেজন্যে আমি এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন ?

আপনারই অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

বম্বে
২০.৫.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেক্‌ল্‌,

গত ১২ তারিখে আপনার এয়ারমেল-এর চিঠি ১৮ তারিখে কলকাতায় পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি খুবই দুঃখিত,.বহুদিন আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। ৯ তারিখে ট্রেনে বম্বেতে যখন আসছিলাম তখন শেষ চিঠি আপনাকে লিখছি। এখানে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। গত সপ্তাহে সাধারণ মেলে আপনাকে কিছু কাগজ পাঠিয়েছিলাম এবং এই সপ্তাহেও। কলকাতায় গিয়ে আপনাকে আবার 'ওরিয়েন্ট' পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। অনুগ্রহ করে আপনার প্রত্যেক দিনের কর্মসূচির কথা জানাবেন। আপনি এখন কেমন আছেন ? আপনি কি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন এবং চিকিৎসা কি অনুসরণ করছেন ? উনি কি আপনাকে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন ? জেনে খুবই খুশি হলাম যে আপনার মা এখন ভালোই আছেন। অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন। আমি ভালোই আছি, যদিও আমাকে বেশি কাজ করতে হচ্ছে। Iche denke an Sie bei tag und bei Nacht. [অনুবাদ : আমি দিন রাত চিন্তা করি।—সম্পাদক] আজ রাত্রিবেলা আমি পুনাতে যাচ্ছি এবং ২৩ তারিখ বম্বেতে ফিরবো। তারপর ২৪ অথবা ২৫ তারিখে কলকাতায় যাবার জন্যে বম্বে ছাড়বো। এখান থেকে পুনায় যেতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। Soll ich Ihnen etwas feld schicken? [অনুবাদ : আমি কি আপনাকে কিছু টাকা পাঠাবো ?—সম্পাদক] এই চিঠির উত্তর অনুগ্রহ করে কলকাতায় দেবেন। আমার আন্তরিক অভিনন্দন নিন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

প্রেসিডেন্ট :
সুভাষচন্দ্র বসু
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
টেলিগ্রাম : SUVASBOS কলকাতা
টেলিফোন : পার্ক ৫৯, কলকাতা

২৬ মেরিন ড্রাইভ, বম্বে
২৪.৫.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

১৫ এবং ১৭ তারিখ আপনার লেখা চিঠির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। চিঠি দুটো বম্বেতে এসে পৌঁছেছে ২২ তারিখে। আপনার ১২ তারিখের লেখা চিঠি ২০ তারিখে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে এবং এর মধ্যে আমি এর উত্তর দিয়েছি। দু-দিন পুনায় থাকার পর আমি এখন বম্বেতে ফিরে এসেছি এবং আজ রাত্রিবেলা কলকাতা যাচ্ছি। অনুগ্রহ করে ওখানে আমার উত্তর দেবেন। Wiet viel bekommen Sie von dem Telegraphen Amt? [অনুবাদ : টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আপনি কত পান ?—সম্পাদক] যখন আমি কলকাতায় ফিরে যাবো আপনাকে পত্রিকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো।

ফন হ্যাভ-কে আমি লিখছি। যদি আপনি তাঁর ঠিকানা পান, আপনিও তাঁকে লিখতে পারেন।

যখন আপনি অস্ট্রিয়ার ডাক-টিকিট ব্যবহার করেন, আমি দেখছি যে আপনি ১ শিলিং ৮ গ্রসচেন ব্যবহার করেন—কিন্তু যখন আপনি জার্মানি ডাক-টিকিট ব্যবহার করেন আপনি ৭০ গ্রসচেন এবং ২৫ Pfennig ব্যবহার করেন। এর কারণ কি ? ২৫ Pfennig কি ৫০ গ্রসচেন-এর সমান ?

আমার ইচ্ছে আপনি একবার মিঃ ফলটিস-এর সঙ্গে দেখা করুন এবং তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

এখন ভিয়েনাতে বেকারদের অবস্থা কি ভালো হয়েছে ?

আমি শুনে খুবই দুঃখ পেলাম যে আপনি ভালো থাকছেন না। আপনি আপনার শরীরের দিকে ঠিক নজর দিচ্ছেন না দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। কখন আপনি নজর দেবেন ? আমি ভালোই আছি—যদিও বেশি পরিশ্রম করছি। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

অনুগ্রহ করে সঙ্গের কাগজপত্রগুলো ফন হ্যাভ্‌কে পাঠিয়ে দিন।

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
ট্রেনে
২৬.৫.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

সম্প্রতি আমি বম্বে থেকে আপনাকে লিখেছিলাম। সম্ভবত আমি আবার কিছুদিনের জন্যে আপনাকে লিখতে পারবো না—সেজন্যে আমি আপনাকে ট্রেনেই লিখছি। বম্বে থেকে কলকাতা যেতে সময় লাগে ৩৬ ঘণ্টা। আমি আপনার শেষ চিঠি পড়ে খুব দুঃখ পেলাম এই জেনে যে আপনার শরীর ভালো যাচ্ছে না। আপনি আপনার শরীরের ঠিক-ঠিক যত্ন নিচ্ছেন

না বলে আমি খুবই ভয় পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি, আপনার বাবা মারা যাবার পর থেকে আপনি বেশি পরিশ্রম করছেন এবং বাড়িতেই বেশি কাজ করতে হচ্ছে। আমি আশা করি আপনি এখন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবেন এবং আপনাকে ভালো করে সারিয়ে নেবেন। আপনি কেন এক সপ্তাহের জন্যে বিশ্রামের ছুটি (অথবা দু সপ্তাহ) নিয়ে শরীর সারিয়ে নিচ্ছেন না? আমার হয়ে জন হ্যাভের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করুন। আমার মনে হচ্ছে, আমি ওখানে ওঁর ঠিকানা ফেলে এসেছি। আপনি কি ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিতে পারবেন? Ich werde von Hause Ihnen etwas geld schicken—Dass ist nun fur Ihre gesundheit. Warum besuchen Sie den Arzt nicht? Wie geht es Ihnen jetzt? Wie viel bekommen Sie von dem Telegraphenamt? [অনুবাদ : আমি বাড়ি থেকে আপনাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেটা কেবল আপনার শরীরের জন্যে। কেন আপনি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করছেন না? আপনি এখন কেমন আছেন? টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আপনি কত পেয়েছেন। —সম্পাদক]।

যখন আমি বম্বে-তে ছিলাম আমি বম্বের কিছু কাগজ পাঠিয়েছিলাম। অমিয়-র বন্ধু কি ভিয়েনা দেখেছেন? Wann wollen Sie mach Ihren Hause Kommen [অনুবাদ :—আপনি কবে বাড়ি ফিরবেন?—সম্পাদক]।

আমি এর মধ্যে 'ওরিয়েন্ট'-এ আপনার জন্যে টাকা দিয়ে দিয়েছি এবং 'পত্রিকা' পাঠাবার বন্দোবস্তও করে দিয়েছি। ইদানীং আপনি কী করে সময় কাটাচ্ছেন জানাবেন। এবং আপনার বোন কী করছে? আমার চিন্তা হচ্ছে যে এখন আপনার মা যে বার্ধক্য ভাতা পান সেটা পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রীমতী মিলার ও শ্রীমতী ভেটার-এর খবর আমাকে পাঠাবেন। কিছুদিন আগে আপনি আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, শ্রীমতী ভেটার আবার আপনার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করছেন এবং আপনি তাঁর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আপনার শেষ চিঠিতে আপনি আমাকে অন্য কথা লিখেছিলেন। কেন আপনি ওঁর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন না? শ্রীযুক্ত ফলটিস ও শ্রীমতী ফলটিসকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন। অ্যাসোসিয়েশনের ছেলেরা এখন কেমন চালাচ্ছে? যদি আপনার কোনো সময় থাকে, আমাকে জানাবেন। আমি তখন কিছু পরামর্শ দেব আপনি কি করে ভবিষ্যৎ কাজের জন্যে প্রস্তুত হবেন যাতে আপনি তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবেন। আমার টেলিগ্রাফের ঠিকানা লিখে রাখুন : SUVASBOS, কলকাতা। জুন মাসে আমি আবার বম্বে আসবো। Ich denke immer an Sie. [অনুবাদ : সব সময় আপনার কথা ভাবি। —সম্পাদক] আমি ভালোই আছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
৮.৬.৩৮

আপনার ৩০ মে-র এয়ারমেলের চিঠি আমার কাছে ১৪ জুন এসে পৌঁছেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি পড়ে খুবই খুশি হলাম যে আপনি আপনার পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। ব্যুরো-তে প্রত্যেকদিন আপনার কতক্ষণ কাজ? বম্বে যাবার জন্যে আমি ৮ মে কলকাতা ছেড়েছি এবং ২৯ তারিখে ফিরেছি—পথে দ্রষ্টব্য জায়গা দেখার পর। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলো ঘোরার জন্যে আমি এখন কলকাতা ছাড়ছি এবং ১৮ জুন বাড়ি ফিরবো এবং সম্ভবত আবার

২/৩ দিন বাদে কলকাতা ছাড়বো। দয়া করে আমার কলকাতার ঠিকানায় আমাকে উত্তর দেবেন—যেখানে আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকছি—৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা। (টেলিগ্রাম SUVASBOS, কলকাতা)

হ্যাঁ, এখন আমি অত্যন্ত বেশি কাজ করছি। আমি যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না—এত কাজ করার পরও। এখানে বেশি গরম নেই কারণ এখানে আমরা প্রায়ই বৃষ্টি পাচ্ছি। আপনার মায়ের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয় মাঝে মাঝে উপোস করা, অন্তত পনেরো দিনে একবার বা দুবার।

আমার এখন তাড়া আছে এবং এখানেই শেষ করবো। Ich schicke heute Ihnen etwas fun Sie. [অনুবাদ : আজকে আমি আপনার জন্যে কিছু পাঠাচ্ছি। —সম্পাদক]

আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

২৬.৬.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গত কয়েকদিন হলো আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। গত ৮ থেকে ২০ জুন আমি বাংলা দেশের ভেতরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমাদের মিছিলে একদিন যখন পাথর ও ইঁট পড়ে তখন আমি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমি অল্প একটু আঘাত পেয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি ভালো আছি। আমি (ওয়ার্ধা-র কাছে সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে) ২২ জুন কলকাতা ছাড়ি এবং এখন কলকাতায় ফিরছি। আমি এই চিঠিটা ট্রেনে বসে লিখছি। রেলপথে ওয়ার্ধা থেকে কলকাতার দূরত্ব ২৪ ঘণ্টা। এত ভ্রমণ সত্ত্বেও আমি ভালো আছি। আমার ওজন বেড়েছে—যেটা আমি পছন্দ করি না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার জন্যে আমাকে আবার ৮ জুলাই ওয়ার্ধা যেতে হবে।

আপনার ৩১ মে-র সাধারণ ডাক এবং ১৫ জুনের এয়ারমেলের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনার মাইনে বাড়ার আশা আছে জেনে আমি আনন্দিত। ভারতে আজকের কাগজে দেখলাম যে অস্ট্রিয়া সরকার সমস্ত কল-কারখানায় ইহুদি কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করার আদেশ দিয়েছে। তাই যদি হয় তবে ভিয়েনাতে অতি অল্প সংখ্যক ইহুদিই থাকবে।

হ্যাভ-এর কাছ থেকে কী উত্তর পেলেন আমায় জানাবেন। যদি তিনি এখন টাকা না দেন তাহলে আমার দাবিটা আপনাকে হস্তান্তরিত করবো। আপনি কি চিঠিগুলো খুঁজে পেতে পারেন যাতে হ্যাভ টাকা পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। ওগুলোর প্রয়োজন হতে পারে।

আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে আপনি স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেছেন—যদিও এই কথা আপনার আগের কথার উল্টো কথা—যাতে আপনি জানিয়েছেন, আপনার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। যে ছোট্ট ছবিটা আপনি পাঠিয়েছেন সেটা খুবই সুন্দর—যতগুলো এর আগে দেখেছি তার মধ্যে এটাই সব থেকে ভালো। যদি কম দূরত্ব থেকে আপনার আবক্ষ ছবি তোলা হয় তাহলে সত্যই সেটা ভালো হয়। আমাকে একটা ভালো ছবি পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পোস্টকার্ড মাপের ছবি পেলেই যথেষ্ট।

যদি আপনি খুবই ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হন আপনি হেল্‌সিকল খাবেন। ওটা ভালো টনিক। আমি এখন কলকাতায় এটা পাই—সেজন্যে এখন এটাই খাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত—যাতে আপনি সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন, আর যেহেতু আপনার এখন কিছু সময়ও আছে। এই শরতে বাডগাসটাইনে আপনি 'KUR' নিচ্ছেন না কেন? এটা আপনার পক্ষে ভালো।

যে মুহূর্তে আমি কলকাতায় পৌঁছোব আমি কাজের মধ্যে ডুবে থাকবো এবং চিঠিপত্র লেখার সময় হবে না। সেজন্যেই ট্রেনে বসে এই চিঠিটা লিখছি। এই বছরে সারা সময়ই আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। যদি আমি আপনাকে নিয়মিত না লিখি তা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু চিঠি লিখে যাবেন। আমার এখন জার্মানভাষী এক সচিব আছে। আপনার সময় থাকলে আমাকে জানাবেন। তাহলে আমি আপনাকে জানাতে পারবো কেমন করে আপনি সময় কাটাবেন ? আপনি কি জার্মান এবং ইংরেজি শর্টহ্যান্ড ভুলে গেছেন ? আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আপনিও প্রীতি নেবেন। আপনার বোনের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

আপনার অন্তরঙ্গ

সু. চ. বসু

২৭.৬.৩৮

কলকাতায় পৌঁছে (জার্মান ভাষায়) আপনার ২০ তারিখের এয়ারমেল পেলাম। আমি শুনে খুবই দুঃখিত হলাম যে, আপনি ১২.৩০ মার্ক পেয়েছেন পাউন্ডের জন্যে অথবা ১৮.৪৫ শিলিং। এতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষতি হলো—কারণ আগে আপনি ২৫ অথবা ২৬ শিলিং পেতেন। ভারতীয় ছাত্রেরা নির্দিষ্ট মার্ক পাওয়ার জন্যে ভালোই থাকবে। আশা করি আপনি স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন। আপনার কি জার্মান এবং ইংরেজি শর্টহ্যান্ড মনে আছে ?

আন্তরিক শ্রদ্ধা

আপনার অন্তরঙ্গ

সু. চ. বসু

২৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
৮.৭.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

কিছুদিন হলো আপনার কোনো খবর নেই যদিও আপনাকে না লেখার জন্যে আমার ত্রুটি থেকে গেছে। আমাকে অনেক ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সোমবার ৪ তারিখ থেকে আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছি। তাই আমার হাতে কিছু সময় আছে, যদিও অনবরত লোকে দেখা করতে আসে।

আপনাকে এ. বি. পত্রিকার নতুন করে গ্রাহক করিয়ে দিয়েছি। আপনার গ্রাহক-সংখ্যা ১৮০৫। ১৫.৩.৩৮ থেকে ১৪.৯.৩৮ পর্যন্ত আপনার চাঁদা দেওয়া হলো। আপনি কি ১৫.৩.৩৮-র পর থেকে কাগজ পাচ্ছেন ?

কেমন আছেন ? আপনি কি ডাক্তারের .কাছে যাচ্ছেন—আপনি কিন্তু বলেছিলেন যাবেন। আমার মনে হয় অস্ট্রিয়াতে বিদেশিরা এখন খুব কষ্ট পাবে—শিলিং যা পেতো পরিবর্তে মার্ক-এ তার চেয়ে কম পাবার জন্যে। অন্তত আপনার ব্যাপারে সেটাই বুঝলাম।

এখানকার কাগজে দেখলাম অস্ট্রিয়ার মানুষ নতুন সরকারের ওপর বিরূপ। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে কারণ সব কিছুই তো শান্ত মনে হচ্ছে। বাডগাসটাইনে আমার গৃহকর্ত্রীর খবর কি ? অন্য বন্ধু-বান্ধবের কোনো খবর আছে ?

আপনার যখন সময় থাকবে চিঠি দেবেন   আপনার কি এখনও ইংরেজি ও জার্মান শর্টহ্যান্ড মনে আছে ?

আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
১৪.৭.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ৬ তারিখের চিঠি ১১ তারিখে পেলাম। তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। গত এক সপ্তাহ ধরে আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগলাম। কিন্তু এখন ভালো আছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সভায় যোগদানের জন্যে ২১ তারিখে আমি ওয়ার্ধায় যাচ্ছি এবং এক সপ্তাহ বাদে আমি ফিরে আসবো। আমার জার্মান-জানা সচিব চলে গেছে  এবং এখনও পর্যন্ত আমি কাউকে নতুনভাবে নিয়োগ করিনি। সে তেমন পরিশ্রমী ছিল না। ফন হ্যাভ আপনাকে কিছু উত্তর দিয়েছে কি না জানার জন্যে আমি খুবই উদগ্রীব। হ্যাঁ, ভালো কথা আপনি কি জানেন ভিয়েনাতে ভারতীয়রা জার্মানির মতন রেজিস্টার্ড মার্ক পাবে কি না ? এতে ভারতীয় ছাত্রদের ভালোই হবে—না হলে অস্ট্রিয়ায় থাকা তাদের পক্ষে খুবই ব্যয়বহুল হবে। 'পত্রিকা' অফিসের রসিদ আমি পাঠাচ্ছি। তাহলে আপনি এখন থেকে কয়েক মাসের জন্যে 'ওরিয়েন্ট' এবং 'পত্রিকা' পাচ্ছেন। নতুন করে গ্রাহক নেবার সময় যখন আসবে তখন আপনি আমাকে জানাবেন, যাতে আমি নতুন করে করিয়ে দিতে পারি। অমি-র বাবা আমায় জানিয়েছেন যে তিনি ভিয়েনাতে যাবেন বইগুলো আনতে। কিন্তু তাঁর বাবার ধারণা যে অস্ট্রিয়া যাওয়া নিরাপদ নয়—সেজন্যে তিনি আমাকে বলেছেন যে ভিয়েনার বন্ধুদের অমি-র প্রয়োজনীয় বই পাঠাতে। আপনাদের পবিত্র দেশের অবস্থার জন্যে মানুষ কি ভাবছে সেটাই মজার ব্যাপার। আমি কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি আমার কিছু কাজ করে দেন। একটা প্রকাশনী সংস্থা আমার বক্তৃতা এবং লেখার কিছু বই ছাপাচ্ছে। আমার মনে হয় আমি যখন ইয়োরোপে ছিলাম আমার সমস্ত লেখা সংরক্ষণ করেছিলাম। আপনি কি সেগুলো সংগ্রহ করে রেজিস্ট্রি ডাকে আমাকে পাঠাতে পারেন ? এটা আপনার পক্ষে অবশ্য কষ্টসাধ্যও বটে। কিন্তু আমার খুবই উপকার হয়। এই প্রবন্ধ এবং বক্তব্যগুলো প্রকাশনা সংস্থা চাইছে। আপনি আমার কিছুদিন আগে জানিয়েছেন যে আপনার বাবা তাঁর ডায়েরিতে (২০ জানুয়ারি) আমার সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন—সেটা আমি জানতে চাই। আশা করি আপনি ভালোই আছেন। আপনার মাকে ও আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। লোটের জন্যে রইলো আমার শুভেচ্ছা। ডাক্তার আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে কি বলছে ?

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

Iche Sehe Sie haben einen weisse mantel gekauft.Mit dem Sie sehr gut ans sehen. Was haben Sie bezahlt ? Aufwiedersehen.

[অনুবাদ : দেখেছি যে আপনি একটি সুন্দর সাদা কোট কিনেছেন। এটা আপনাকে ভালোই মানিয়েছে। এটার জন্যে আপনাকে কত দাম দিতে হয়েছে। আর কী।]

প্রেসিডেন্ট : .
সুভাষ চন্দ্র বসু
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
ওয়ার্ধা
২৭.৭.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমার ৮ তারিখের চিঠি আপনি ১৪ তারিখে পেয়েছেন। অন্যদিকে আপনার ১৫ তারিখের চিঠি আমি ১৯ তারিখে পেয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্যে ২১ তারিখে আমি কলকাতা ছাড়ি। কাল সকালে আমি কলকাতায় রওনা হচ্ছি এবং ২৪ ঘণ্টা লাগবে পৌঁছোতে। এখানে খুবই ব্যস্ততা এবং উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কাটছে—মন্ত্রীসভার সঙ্কট। কাগজে এটা আপনি পড়ে থাকবেন। আমি জেনে দুঃখিত যে আপনি শরীরের প্রতি আগের মতোই যত্ন নিচ্ছেন না এবং এখনও ডাক্তারের কাছে যাননি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি আমায় জানাচ্ছেন যে আপনি ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন ততক্ষণ আপনাকে আমি কোনো চিঠি দেবো না। যে সময়ে আপনি চিঠি লিখে কাটাবেন সে সময়টা ডাক্তারের কাছে যাওয়াই উচিত। অমি কি ওখানে ? অনেকদিন আমি তাকে লিখিনি। আমি সানন্দে আপনাকে ভারতীয় কথাসাহিত্য পাঠাবো—কিন্তু পাঠাবো তখনই যখন শুনবো আপনি চিকিৎসা করাচ্ছেন। আমি এখন ভালোই আছি—যতটা পারি তার থেকে বেশি কাজ আছে। আমার কাকাকে জার্মানির ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি ডাকটিকিটের জন্যে। ফন হ্যাভের কিছু খবর পেয়েছেন ? আমার মনে হয় কাগজগুলো আপনি নিয়মিতই পাচ্ছেন। লোটে যখন চলে গেছে তখন আপনি কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন ? নিশ্চয়ই এখন আপনি খুব একা বোধ করেন। আপনি কাজ করছেন জেনে আপনার মা নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত এবং গর্বিতও। 'বন্ধু' জার্মান ভাষায় কি—'Liebling' ? আমি আজ দুপুরবেলা গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখা করেছি। ওখানে একজন ইংরেজ ছিলেন যিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। তাছাড়া একজন জার্মান মহিলাও ছিলেন। তাঁর ইংরেজ শিষ্যা—কুমারী স্লেড অথবা মিরাবেন ওখানেই ছিলেন। আজকে আর বিশেষ কিছু লেখার নেই—কাজেই শেষ করছি। Aufwiedersehen mein kleines Liebling ! [অনুবাদ :—এই পর্যন্ত থাক। আমার ছোট্ট প্রিয়তমা। —সম্পাদক।]

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

ট্রেনে
৩.৯.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমার মনে হচ্ছে, অল্প জার্মান যা শিখেছিলাম তার প্রায় সবটাই ভুলে গেছি—সেজন্যে আজকে কয়েক লাইন লিখতে চেষ্টা করছি।

আমার কাছে হ্যাভ-এর বাড়ির ঠিকানা নেই। প্রায়ই তিনি তাঁর ফ্ল্যাট পরিবর্তন করতেন এবং অবশেষে তিনি কেবল তাঁর ডাকের ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমি কী করবো ? কেন আপনি তাঁর ঠিকানার জন্যে বার্লিনে Polizeiamt-এ লেখেননি ? আমার কি তাঁর পুরোনো Wohnung-এর ঠিকানা পাঠালে কোনো লাভ হবে ? এখন তিনি ওখানে নাও থাকতে পারেন।

কার্টিং এবং প্রবন্ধের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওগুলো খুঁজতে নিশ্চয় আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে।

জার্মানি-জানা সচিবের কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু এটা ঘটনা যে তিনি জার্মান জানেন।

ব্রেসলো থেকে লেখা লোটের ইংরেজি চিঠি আমি পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি কে লিখেছে। ও-ই কি ?

আপনার বাবার ডায়েরি থেকে অংশটুকু বের করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন—

Ich habe Ihre Brief vom 25 Juli, 10 August und 25 August dankend erhalten. Ich habe zu erst gedacht Ihnen nicht zu [...one line illegible] sehr unvorsichtig sind. Heute schreibe ich nur einmal. Wenn Sie den Arzt besuchen, dann werde ich Ihnen mit grossem Vergnugen, wie immer, schreiben. Aber wenn Sie nicht wie ich sage machen, dann kann ich nicht wieder schreiben. Es tut mir leid dass Sie noch nicht gesund sind, obgleich habe ich Ihnen so oft gesagt dass Sie den Arzt besuchen und ganz gesund sein mussen.

Diese Tage hane ich zu viel Arbeit und habe keine zeit feur mein korrespondenz. Jetzt fahre ich nach nach Wardha und schreibe auf dem zug. Ich hoffe dass Ungefahr 6. September Komme ich nach Kalkuta zuruck und dann fahre ixh nach Madras auf eine lahge Reise.

Ich freue mich dass Sie jetzt R. M. 100 prs Monat verdienen Konnen. Bitte schreiben Sir mir wenn Sie etwas brauchen.

Errinern Sie noch sich die Familie M. (in Karlovyvary). Jetzt ist Herr M. von Herzkrankheit sehr gekrankt und hat daher Pension genommen. Ich habe Ihnen vielmals gesagt dass er gleich krank Sein wird. Leider ist er arm. Glauben Sie dass ich den Unterschied zwischen Freund und Liebling vergessen habe. Ich bin nicht so dumm wie ich sehe aus. Ich habe jetzt keine zeit zu rasten (rest). Ich muss mindestens bis Februar ohne untenbrechung arbeiten. Ich danke Ihnen vielmals fur den schonen Fotographie ; Jeden Tag sehe ich ihn vielmals und es hat mich sehr gefreut. Bitte schicken Sie mir noch einen wenn Sie anderen haben.

Wie geht es jetzt Ihren Mutter. Ich hoffe sie fulht sich viel besser.

Ich haffe Sie haben schon einen Freund von den Direktorn gefunden-ja, ich haben den Artikel von Orient gelesen. Was glauben sie ? Hat er richtig geschrieben ?...[illegible] jetzt wohne ich noch mit meiner Mutter. Ich habe von Frau Hargrove nicht gehort. Ein Flugpost Brief von Indien nach Europa ist noch zu teuer, aber nach England sehr billig. Mit besten Wunschen, verbleibe ich Ihr ergebener.

## অনুবাদ

আমি আপনার ২৫ জুলাই, ১০ আগস্ট এবং ২৫ আগস্টের চিঠিগুলো পেয়েছি—ধন্যবাদ। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম...আপনার শরীর সম্বন্ধে খুবই অমনোযোগী। আমি আজকেই শুধু লিখছি। যদি আপনি ডাক্তার দেখান তাহলে, আমি আপনাকে বরাবরই সানন্দে লিখবো। কিন্তু আপনাকে যা বলেছি তা যদি না করেন, তাহলে আমি আর আপনাকে লিখবো না। আমি খুবই দুঃখ পাচ্ছি জেনে যে, আপনার শরীর ভালো নেই যদিও আপনাকে

বারবার বলেছি যে মাঝে মাঝে ডাক্তারকে দেখান এবং একেবারে ভালো হয়ে উঠুন।

ইদানীং আমাকে ভীষণ কাজ করতে হচ্ছে এবং চিঠিপত্র লেখার কোনো সময় পাই না। এখন আমি ওয়ার্ধা যাবার পথে এবং আমি ট্রেন থেকেই লিখছি। আমার মনে হচ্ছে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতায় ফিরবো এবং তারপর মাদ্রাজে যাবার জন্যে দীর্ঘ যাত্রায় বেরোবো।

আমি এখন খুশি যে আপনি এখন প্রতি মাসে ১০০ আর. এম. রোজগার করছেন। যদি কিছুর দরকার হয় তো আমাকে অনুগ্রহ করে লিখবেন।

M. পরিবারকে (Karlovy Vary-তে) আমার কথা বলবেন। শ্রীযুক্ত এম. কি. তাঁর হৃদ্‌রোগে খুবই অসুস্থ। ...

সুভাষ চ. বসু

বম্বে
১৩.১০.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ১৬ সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠি ৩ অক্টোবর পেয়ে খুশি হয়েছি। দেরিতে পাওয়ার কারণ, তখন আমি দিল্লিতে ছিলাম। আমি বিমানে দিল্লি রওনা হই ২৩ সেপ্টেম্বর। কানপুরে নামতে হয়েছিল, কারণ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেরে উঠে ওখান থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর আবার দিল্লি যাই। ওখানে খুব ব্যস্ত ছিলাম। ওখান থেকে ৫ অক্টোবর বম্বে আসি। আবার ওখানে ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ি। তিন দিন বাদে জ্বর ছাড়ে। এখন সেরে উঠেছি। আপনার চিঠিটা তো রেজিস্টার্ড চিঠি। ছবির জন্যে ধন্যবাদ। যদিও, অবশ্যই বলবো, আগেরটা আরো একটু ভালো ছিল।

লোটের চিঠির উত্তর দিয়েছি কি না মনে পড়ছে না। দিয়েছি কি ? অনুগ্রহ করে জানুন।

কানপুরে আপনার বন্ধু কাটিয়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও ভালোই কাজ করছে। রোজগারও ভালো করছে। সিং-এর সঙ্গেও দিল্লিতে দেখা হয়েছে। ও দেশে ফিরেছে।

মা-র শরীর এখন একটু ভালো জেনে খুশি হলাম। মনে হচ্ছে ভিয়েনায় এখন আগের চেয়ে খরচা বেড়ে গেছে। আমাদের কাগজে এখন অস্ট্রিয়ার খবর পাচ্ছি প্রায়ই। তবে যে-সব খবর এখনকার প্রকাশনের পক্ষে নয়।

আমার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ স্থগিত রয়েছে। তার বদলে আমাকে শিলং (আসাম—উত্তর-পূর্ব ভারত) যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে গিয়েছিলুম দিল্লি। বম্বে থেকে ১৫ তারিখে নাগপুর হয়ে কলকাতা যাবো। কলকাতা থেকে আবার শিলং যাবো। তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতে।

রাস্তা পার হবার সময়ে খুবই সাবধান হবেন। এমনিতে আপনি কী যে অসাবধানী।

ভিয়েনাতে মেজর মারা গেছেন দুঃখিত হলুম।

শ্রীমতী ভেটারের খবর জানান—যদি কিছু খবর থাকে। আপনি যে কারণে হোটেল দ্য ফ্রাঁস-এ যেতেন না, সেই কারণেই H. Academical Association হোটেল দ্য ফ্রাঁস থেকে যে মারিয়ানু গাস [Marianeu Gasse]-এ চলে গেছে তা জানলুম।

ভিয়েনা কি আগের চেয়ে প্রাণবন্ত হয়েছে, না আগের মতোই আছে ?

আপনার মা-কে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। বোনকে অভিনন্দন। [অনুবাদ : আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছাকে আপনাকে—আমার প্রিয়তমাকে। —সম্পাদক।]

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : আমি এখন ভালোই আছে। যদিও একটু দুর্বল রয়েছি। তবে এ দুর্বলতা কয়েকদিনের মধ্যেই কেটে যাবে।

ওয়ার্ধা
১৭.১০.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আমি আপনাকে এয়ারমেল মারফত বম্বে থেকে চিঠি দিয়েছি। এখন আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি, কিন্তু পথে কিছু ঘোরাঘুরি ও বক্তৃতা সেরে নেব।

২০ তারিখে কলকাতায় পৌঁছোবো। আমি ট্রেনে বসে আপনাকে এই চিঠি লিখছি, তাই [লেখার মধ্যে] এই দুলুনি। আমি দু'বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। একবার ২৩ সেপ্টেম্বর কানপুরে। আবার ৫ অক্টোবর বম্বেতে। আমি একটি বিশেষ বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলাম, পথে কানপুরে থেমে ছিলাম, সেখানেই আমি জ্বরে পড়ি। সুস্থ হওয়ার পর আমি আবার বিমানে দিল্লি রওনা হই। দিল্লি থেকে ৫ অক্টোবর বম্বে রওনা হই এবং আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। এখন আমি সুস্থ। কলকাতা থেকে আমি আসামের রাজধানী শিলং-এ (ভারতের উত্তর-পূর্ব) যাবো। আসাম থেকে ফিরে আমি একটা লম্বা টুরে যাবো। এখনো পর্যন্ত নানা কারণে আমার দক্ষিণ ভারতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

Bitte schreiben Sie mir manschmal Deutsch Ich bin erstamt zu horen dass major gestorben ist. [অনুবাদ : অনুগ্রহ করে মাঝে মাঝেই জার্মানে লিখবেন। মেজর মারা গেছেন শুনে দুঃখিত হলাম। —সম্পাদক] আশা করি আপনি পোলউ যেতে পেরেছেন। যাওয়াটা আপনার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আপনি খুব বেশি পরিশ্রম করবেন না, শরীরের প্রতি অবশ্যই যত্ন নেবেন। Haben Sic den Arzt schon besucht ? [অনুবাদ : ইতিমধ্যে আপনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন কি ?—সম্পাদক]

আশা করি রাস্তা পার হবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকছেন, কারণ আজকাল যানবাহন, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলতে শুরু করেছে।

আমি বুঝতে পারছি না, আজকাল আমার চিঠি আপনার কাছে পৌঁছোতে এত সময় নিচ্ছে কেন।

মনে হয়, আপনার ১৬ সেপ্টেম্বরের চিঠির উত্তর আমি ইতিপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি। এই ফটোটা আগেরটার মতো অত ভালো নয়। Ich fuhle mich immer ganz allein, obgleich arbeite ich sehr viel. bei tag und bei nacht. Das leben ist schwer fur mich, aber was kann ich tun ?

Was machen Sie jetzt ? Und was denken Sie ? Hoffentlich Sie sind jitzt ganz gesund.

Viele liebe fur mein Liebling. Bitte grussen Sie Ihre mutter und schwester von mir. [অনুবাদ : আমি যদিও দিন রাত কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও ভীষণ একা বোধ করি। আমার পক্ষে জীবনটা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি আর কী করতে পারি।]

উপস্থিত দিনগুলো আপনি কী করে কাটাচ্ছেন ? কী চিন্তা ভাবনা করছেন ? আশা করি শারীরিক দিক থেকে আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রিয়তমার জন্যে অনেক ভালবাসা রইলো। আমার হয়ে আপনার মা ও বোনকে প্রীতি জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

লক্ষ্ণৌ-র পথে
১৯.১১.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল,

আপনাকে অনেক দিন চিঠি লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। সম্ভবত আমি আপনার তিনখানি চিঠির উত্তর দিইনি। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

আপনার শেষ চিঠিতে জেনে খুশি হলুম যে, আপনি এখন নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে, কেমন বোধ করছেন দয়া করে জানাবেন। এখন এত দুর্বল বোধ করি ভালো নয়। আপনাকে একটা পরামর্শ দেবো ? হেলসিকল-টা নিয়মিত খান, এতে আপনার খুব উপকার হবে। আর একটা জিনিস হলো—স্যানাটোজেন। এটা যেহেতু জার্মানিতেই তৈরি সেই জন্যে এখন ভিয়েনাতে নিশ্চয়ই সস্তা হবে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে অন্তত একবার করে খান দয়া করে। আপনি দেখবেন এটা কীরকম পরিবর্তন এনে দেবে। আপনি কি আমার এই পরামর্শটা নেবেন ? আমি এই দুটি জিনিসই ব্যবহার করি। এবং জানি এ দুটো আমার মধ্যে কী পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

আপনি নিয়মিত পত্রিকাগুলো পাচ্ছেন তো ? প্রায় এক মাস আগে আমি আরো ছ' মাসের জন্য 'পত্রিকাটি' নতুন করে চালু রাখতে বলেছি। ওরিয়েন্ট-এর খবর কি ? আপনি ওটা নিয়মিত পাচ্ছেন তো ? ওটা নতুন করে গ্রাহক হবার করার প্রয়োজন আছে কি ? যদি মনে করেন দয়া করে আমাকে জানাবেন।

এখন আমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি, সেখান থেকে কানপুর, আশা করি সেখানে কাটিয়ার-এর সঙ্গে দেখা হবে। তারপর আমি লাহোর যাবো। তারপর আমি অল্প দিনের জন্যে কলকাতা যাবো। কলকাতা থেকে ওয়ার্ধা যাবো। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারত। দক্ষিণ ভারতের সফরটা অনবরতই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আমি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় থাকবো—৮ই ডিসেম্বর ওয়ার্ধায় এবং তারপর দক্ষিণ ভারত। আপনার ১০ তারিখে লেখা চিঠি আমার কাছে ১১ই পৌঁছেছে। এটা আপনার হাসপাতালে যাওয়ার আগে লেখা। আপনার ২৮শে অক্টোবরের চিঠিও সময়মতো আমার হাতে পৌঁছেছে। আপনাকে কি আমি লিখেছি যে দুটো ফটোই পেয়েছি ? প্রথমটা একটু ভালো। আপনার কাজের চাপ অত্যন্ত বেড়েছে বলে আমার খারাপ লাগছে। আপনি কি এখনও মার ওপর নির্ভর করছেন ? লোটে এখন কী করছে ? Mit besten Wunschen fur mein Liebling. [অনুবাদ : আমার প্রিয়জনের জন্যে শুভেচ্ছা রইলো। —সম্পাদক]

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

যোধপুর
৬.১২.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনার ২১ নভেম্বরে লেখা চিঠি আমি আজ সন্ধেবেলা করাচিতে পেলাম। গত মাসের মাঝামাঝি থেকে আমি উত্তর ভারতে সফর করছি (উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু)। আমি অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এখন কলকাতায় উড়ে চলেছি (এখন রাত্রের জন্যে যোধপুরে থেমেছি), সেখান থেকে ট্রেনে সম্ভবত ৯ তারিখে আমি ওয়ার্ধা যাবো। ওয়ার্ধা-তে চার-পাঁচ দিন থাকার পর আমি দক্ষিণ ভারত সফর শুরু করবো। ডিসেম্বরের শেষ অবধি এটা আমায় টেনে নিয়ে যেতে হবে।

এই সুযোগে আপনার বড়দিন-এর আন্তরিক প্রীতি ও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এমন হতে পারে, সফর করার সময় আপনাকে হয়তো ঘন ঘন চিঠি লেখার সুযোগ পাবো

না। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আপনার সময়মত আমাকে অবশ্যাই চিঠি লিখবেন। প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁর শুভ আশীর্বাদ আপনার ওপর বর্ষণ করুন এবং নববর্ষ যেন আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও আনন্দ এনে দেয়।

আপনার জ্বরের তালিকা পড়ে আমি দুঃখিত হয়েছিলুম। অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম্‌ নিউমান-এর কাছে আপনার ফুসফুস-এর পরীক্ষা সত্বর করাবেন। আমি মনে করি, ফুসফুসের ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অনুগ্রহ করে ফুসফুসকে অবহেলা করবেন না। আপনার অস্ত্রোপচার কোথায় হয়েছিল, কে করেছিলেন ? আপনার কি গলব্লাডারও বাদ দেওয়া হয়েছে ? মিস্‌ ব্যানার্জি, যার সঙ্গে অমিয় আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এক মাস আগে আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেছিলেন এবং আমাকে আপনার খবর ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলেন। M-এর পরিবারের এখন খারাপ অবস্থা কারণ M-কে অবসর নিতে হয়েছে। দয়া করে আপনার স্বাস্থ্যের সব খবর দিয়ে চিঠি দেবেন। বর্তমানে আপনি কেমন আছেন জানার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আপনার মা কি ভিয়েনায় আছেন ? উনি ব্রেস্‌লোউ থেকে কবে ফিরেছেন ?

আগামী বছরের জন্যে আমি আবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবো কিনা সন্দেহ আছে। অনেকেই আমাকে ঈর্ষা করেন। Herzliche grusse, mein Liebling. [অনুবাদ : অন্তরের ভালোবাসা আমার প্রিয়তমা। —সম্পাদক]

অবিশ্রাম সফর ও বক্তৃতা দেওয়ার পরিশ্রম সত্ত্বেও আমি সুস্থ আছি। সংবাদপত্রের খবর কী ? আপনি নিয়মিত ওরিয়েন্ট পত্রিকা পাচ্ছেন তো ? নতুন করে গ্রাহক হবার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আপনার কি পত্রিকা পড়ার সময় হয় ? ডঃ শর্মা কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মাথুরের সঙ্গে আমার লাহোরে দেখা হয়েছিল। উনি একটা ভালো চাকরি পেয়েছেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ. চ. বসু

ট্রেনে
১০.১২.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আমি এখন ওয়ার্ধার—র পথে চলেছি। আমি ওখানে চার-পাঁচ দিন থাকবো এবং সেখান থেকে বম্বে যাবো। বম্বে থেকে ১৮ বা ১৯ তারিখে সম্ভবত মাদ্রাজ যাবো। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সম্ভবত দুই অথবা তিন সপ্তাহ সফর করবো। আপনি আমাকে C/o প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, মাদ্রাজ—এই ঠিকানায় লিখতে পারেন। আমি ৮ অথবা ৯ জানুয়ারি কলকাতায় ফিরবো।

আপনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, বাড়ি ফিরে এসেছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। আমার ভাইপো লিখে জানিয়েছিল যে সে ভিয়েনাতে এক মাস কাটাবে। হয়তো ইতিমধ্যেই সে ওখানে পৌঁছে গেছে।

আপনার শেষ চিঠির তারিখ ছিল ১ ডিসেম্বর এবং আমি সেটা বাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে পেলাম। তার আগেরটার তারিখ ২১শে নভেম্বরের—হাসপাতাল থেকে লেখা এবং ইতিমধ্যেই আমি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। আপনার হাসপাতাল-জীবনের পূর্ণ বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখুন অনুগ্রহ করে। আপনি কোথায় ছিলেন ? কে আপনার অস্ত্রোপচার করেছিলেন ? তাঁরা কি আপনার গলব্লাডার বাদ দিয়েছেন ? এখন আপনি কেমন বোধ করছেন ? আমি আপনার ফুসফুস সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত। কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে আপনার

একবার পরীক্ষা করানো বিশেষ প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে এটা অবহেলা করবেন।

আমি বুঝতে পারি না আপনার চিঠিগুলো আমার কাছে পৌঁছোতে এত সময় নেয় কেন? আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমার চিঠিগুলো আপনার কাছে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছোয়।

আপনার কি এখনো জ্বর হয়? আপনি কি ইতিমধ্যে আপনার ব্যুরো-তে যোগদান করেছেন? কাজ করার মতো যথেষ্ট শক্তি অনুভব করছেন কি? আমি আশা করি আপনি স্যানাটোজেন এবং হেলসিকল ওষুধ দুটো পরীক্ষা করে দেখবেন। দুটোই আমায় ভালো উপকার দিয়েছে।

আপনার গলা সম্বন্ধে ডাক্তার কী বলছেন? ওটার কী দোষ হয়েছে?

এবার আমি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ সফর করেছি। কখনো কখনো আমায় দিনে দশবার বক্তৃতা করতে হয়েছে এবং সতেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা দিনে পরিশ্রম করতে হয়েছে। যাই হোক, আমিভালোআছি। শীতের আবহাওয়ায় সবই সহ্য করা যায় এবং সেই জন্যেই আমি এত পরিশ্রম করতে পেরেছি।

আশা করি আপনি এখন আপনার শরীরের প্রতি বেশ ভালো রকম যত্ন নিচ্ছেন এবং আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন না।

আমার আবার সভাপতি নির্বাচনে বিরোধিতা আসছে এবং আমি জানি না কী ঘটবে। যে করেই হোক, আমাকে ফেব্রুয়ারির শেষ অবধি কঠিন পরিশ্রম করে যেতে হবে।

কিছুদিন আগে অল্প সময়ের জন্যে মিস্ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আপনার কথা বলছিলেন। আরো বলেছিলেন, ভিয়েনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

অনুগ্রহ করে আপনার মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানাবেন এবং লোটে-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনার সৌভাগ্য কামনা করি এবং বড়দিন-নববর্ষ শুভ হোক এই প্রার্থনা করি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এবারের বড়দিন এবং নববর্ষের দিনে আপনার কীরকম অনুভূতি হবে। পাছে ভুলে যাই, আপনার জন্মদিনের জন্যে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।—und herzliche Liebe, mein Liebling! [অনুবাদ : আমার প্রিয়ার জন্যে আন্তরিক ভালবাসা।]।

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

বম্বে
২৬.১২.৩৮

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

কয়েকদিন আগে অস্ট্রিয়ার ছবি সম্বন্ধে বইটি পাঠানোর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা ২৪শে আমার কাছে পৌঁছোয়। আজ আপনার জন্মদিন। আমি আপনার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত ভালো কিছু কামনা করি, প্রার্থনা করি আপনি যেন মানুষের সেবায় আনন্দ ও শান্তি পান। তার সঙ্গে আপনার মনের সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণতা লাভ করুক।

আমি আজ ওয়ার্ধার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। সেখান থেকে আগামী কাল মাদ্রাজ যাবো।

আমি ওয়ার্ধা যাবার জন্যে ৯ই কলকাতা ছেড়েছি। ওয়ার্ধায় ১৬ই অবধি আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ছিল। ওয়ার্ধা থেকে আমি এখানে আসি এবং এই সমস্ত দিনগুলো গলার অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কাটে। আমি এখন দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছি। আমি ১০ই বম্বে ফিরবো। এখান থেকে ১১ বারদোলি যাবো এবং ওখানেই ওয়ার্কিং কমিটির সভা হবে। সেই সভার পর ১৫ জানুয়ারি আমি দু'এক দিনের জন্যে বম্বে আসবো এবং তারপর কলকাতায় ফিরে যাবো।

আপনাকে অনেকদিন চিঠি দিতে পারিনি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। যদিও আমি রোজ আপনার চিঠির প্রতীক্ষা করি। আপনার শরীর সম্বন্ধে চিন্তায় আছি—অনুগ্রহ করে বিস্তৃতভাবে লিখুন।

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য অভিনন্দন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এবারের নববর্ষের আগের দিন আপনি কীভাবে কাটালেন।

শুভেচ্ছাসহ

আপনার অন্তরঙ্গ

সুভাষ চ. বসু

(Christmas Card, Lady Hawking-এর ছবিসহ (সম্ভবত চাঁদ বিবি, বিজাপুরের রানি)

শুভ বড়দিন এবং উজ্জ্বল নববর্ষের শুভেচ্ছা

সুভাষ চ. বসু

ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওয়ার্ধা

৪.১.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্ক্ল্,

আপনাকে আমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম আমি দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছি। আবার নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি বম্বে থেকে এখানে ওয়ার্ধা এসে পৌঁছেছি ২৭ ডিসেম্বর—মাহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, এবং সেই দিনই আমার মাদ্রাজে চলে যাবার কথা। কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এবার গলা ও নাকের সমস্যা ছিল। আমার মুখে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল এবং জ্বরও খুব বেশি ছিল। এখন ব্যথা কমে গেছে। কিন্তু মুখে সামান্য অস্বস্তি আছে এবং অল্প জ্বরও রয়েছে। আশা করি চার পাঁচ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো। আমি তখন বম্বের উত্তর দিকে বারদোলি নামে একটি জায়গায় যাবো। সেখানে ১১ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি মিলিত হবে। আশা করছি অল্প কয়েকদিন পরেই কলকাতায় ফিরবো, সেখানে আট-দশ দিন থাকবো। তখন সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারতে যাবো।

বহুদিন আপনার কোনো চিঠি পাইনি। হয়তো [সে চিঠি] কলকাতায় পড়ে আছে। গত ৮-১০ দিন ধরে কলকাতা থেকে আমার কোনো চিঠি পাঠানো হয়নি, কারণ অসুস্থতার জন্যে আমার সফরসূচি হঠাৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে। তবে আমি কলকাতায় খবর পাঠিয়েছি, আমার জমে-থাকা সব চিঠি আগামী কাল আমার কাছে পৌঁছবে। আমি আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত আছি। আপনার হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটা বড় চিঠি দেবেন—ওখানকার চিকিৎসক, সেবিকা, ওষুধপত্তর, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি আপনার কেমন লেগেছে। আপনি কোন হাসপাতালে ছিলেন ? খাওয়ার পর ব্যথার উপশমের জন্যে আপনার গলব্লাডারটি বাদ দেওয়া হয়েছে কি ?

আমাকে আবার সভাপতি পদে নির্বাচিত করার জন্যে যদিও সকলের খুব ইচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি না আবার সভাপতি হবো। কেউ কেউ গান্ধীজিকে বলছেন যে একজন মুসলমান (Mohammedan)-কে এবার সভাপতি পদে নির্বাচিত করতে এবং তাঁরও তাই ইচ্ছে। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার এখনও পর্যন্ত কোনো কথা হয়নি। যাই হোক, আবার সভাপতি না হওয়াই ভালো। আমি তাহলে অনেকটা স্বাধীন হয়ে যাবো, এবং নিজস্ব সময় অনেক বেশি পাবো। এই মাসের শেষে নির্বাচন হবে।

Und wie geht es Ihnen, meine Liebste ? Ich denke immer an Sie bei Tag und bei Nacht. [অনুবাদ : আমার প্রিয়তমা, কেমন আছেন ? আমি দিনরাত সব সময়

আপনার কথা ভাবি। ]

আমি মনে করি, আপনার বাড়িতে এবং অফিসে এখন প্রচুর কাজ যা আপনাকে ব্যস্ত রাখে। ভালো কথা, এখন আপনি বাড়িতে কোন বাজনাটা বাজান। গিটার বাজান? অফিস থেকে কতটা সময় নিজেকে মুক্ত রাখেন? খুব ভালো হতো, আপনি যদি গাসটাইন অথবা অন্য কোথাও যেতে পারতেন Erholung-এর [অনুবাদ : স্বাস্থ্যোন্নতি। —সম্পাদক] জন্যে। শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী Helmig-র খবর কি? দয়া করে জানান। আমার মনে হয় ওঁরা এখন প্রচুর অতিথি পাচ্ছেন। আপনার মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বোনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। আর আপনার জন্যে und Liebe fur Sie [অনুবাদ : ভালোবাসা রইলো। —সম্পাদক]

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

১১.২.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি আপনাকে অনেকদিন কোন চিঠি লিখতে পারিনি, তার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন, কারণ এই ক'দিন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। আমি আর এক বছরের জন্যে আবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছি। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগতরা আমার বিরোধিতা করেছিলেন এবং পণ্ডিত নেহেরু নিরপেক্ষ ছিলেন। নির্বাচনের ফল আমার পক্ষে এক বিরাট জয়। নির্বাচন নিয়ে সমস্ত দেশ উত্তেজনায় ভরপুর ছিল, কিন্তু এক বিরাট দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়লো। আমার কাজের চাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে, এবং এখন আমি কোন রকমে সামলাতে পারছি।

আমার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার খবর আপনি কবে, কোথায় পেলেন? আমার ধারণা, খবরটা তার মারফত ইউরোপের সব সংবাদপত্রে জানানো হয়েছে। ইংল্যান্ডে আমার ভাইপো পরের দিন সকালেই খবরটা পায়, সেটা ছিল ৩০ জানুয়ারি। আমার জয়লাভের সংবাদে আপনি আনন্দিত হয়েছেন তো?

আপনার ২১ ডিসেম্বরে লেখা চিঠি সময়মত আমার হাতে পৌঁছেছে। ওটা থেকেই আপনার হাসপাতাল জীবনের সব খবর পেলাম। এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন তো?

ভিয়েনা-তে আমার ভাইপোকে আপনার কেমন লাগলো। ওর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখলেন কি? আমি বলতে চাইছি, শারীরিক কিংবা মানসিক কোনও পরিবর্তন। আমাকে সে লিখেছে, ভিয়েনা তার ভীষণ ভালো লেগেছে।

ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির প্রথম পর্যন্ত প্রায় পনের দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। এখন আমি ভালো আছি। আমার গলা ও নাকের সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

আমাকে বড়দিনের উপহার পাঠানোর জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ—ছবির বই আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমি আপনাকে কোন উপহার পাঠাতে পারিনি বলে দুঃখিত। কারণ আমার ভয় ছিল যে কাস্টমস অফিস আপনার কাছে অনেক চার্জ নেবে। আপনি কি খবর নিতে পারেন এমন কোন ব্যবস্থা আছে কি না যাতে আমি অগ্রিম মাসুল এখান থেকে দিয়ে দিতে পারি যাতে আপনি যখন পার্সেল নেবেন ওখানে, তখন আপনাকে কোনো মূল্য দিতে হবে না। সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে কিছু পাঠাতে পারি।

অনুগ্রহ করে আপনার জন্মের সঠিক সময় ও দিন আমাকে জানাতে পারেন কি এবং জন্মের স্থানটি?

অনুগ্রহ করে হেলসিকল এবং স্যানাটোজেন নিয়মিত খান। আশা করি আপনি আমার

পরামর্শমত কাজ করবেন, আমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই পরামর্শ দিচ্ছি। Ich denke immer an Sie—Warum glauben Sie nicht ? (অনুবাদ : আমি সব সময় আপনার কথা ভাবি—আপনি এটা বিশ্বাস করেন না কেন ?—সম্পাদক)

দয়া করে 'zero লিখবেন, 'cero' নয়।

আপনার ২১ তারিখে লেখা চিঠি মাদ্রাজে পাঠানো হয়েছিল। তবে আমি ঠিকমত পেয়ে গেছি। আমার অসুস্থতার জন্যে মাদ্রাজ সফর বাতিল করতে হয়েছে।

আপনার ১৯ জানুয়ারির চিঠিও পেয়েছি। আমার মনে হয়, Weyer-এ হাওয়া-বদলে আপনার অনেক উপকার হয়েছে। ভিয়েনাতে এখন আপনি কেমন আছেন ?

আপনি কি ওরিয়েন্ট চান ? অনুগ্রহ করে আমায় জানান।

আমি আপনার ১ ফেব্রুয়ারিতে লেখা চিঠিও পেয়েছি, যেটা আপনি আমার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার খবর পেয়ে লিখেছেন। Ich weiss nicht was ich in zukunft tun werde. Bitte sagen Sie was ich machen soll. [অনুবাদ : জানি না ভবিষ্যতে আমার কি করা উচিত। অনুগ্রহ করে বলুন আমার কী করা উচিত।]

এই চিঠিটা আপনার তিনটে চিঠির উত্তর। আপনার টাইপরাইটারের খবর কি ? Viele liebe und Herzliche Grusse [অনুবাদ : অনেক ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন। —সম্পাদক]

সু. চ. বসু

জিয়েলগোড়া
১৯.৪.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

প্রায় যেন একযুগ আগে আপনাকে শেষ চিঠি দিয়েছি। আমি ভাবছি এতদিন আপনার চিঠির উত্তর না দেওয়ার জন্যে আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে আপনাকে নিয়মিত চিঠি লিখবো। আমারও অভিযোগ আছে, আপনিও আর আগের মতো নিয়মিত চিঠি দেন না।

আমি ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই থেকে এখনো অসুস্থ রয়েছি। গত এক বছরে এই ধরনের দীর্ঘদিনের ভারী অসুখ আমার আর হয়নি। এখন সবেমাত্র আমি সুস্থ হয়েছি। আগামী ২১ তারিখে আমি কলকাতায় রওনা হবো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে অসুস্থ শরীরেই আমাকে ত্রিপুরী যেতে হয়েছিল এবং ভাষণও দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর, বিহার প্রদেশের এই জায়গায় আমি এসেছি এক ভাইয়ের কাছে। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরো প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে।

আপনি এখন 'পত্রিকা' পাচ্ছেন তো ? ওটা পড়ার সময় পান কি ? তাহলে আপনি বিশেষ খবরগুলো পাবেন। পত্রিকাটি নতুন করে গ্রাহক হবার সময় হলে আমায় জানাবেন।

আপনি নিশ্চয় জেনেছেন, গান্ধী-গোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি সভাপতি পদে আবার নির্বাচিত হয়েছি। আমি তাদের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করায়, ওরা আমার ওপর ভীষণ রেগে গেছে। গান্ধীজি নিজে আমার জয়টাকে নিজের পরাজয় মনে করছেন। নির্বাচনের পর থেকেই গান্ধী-গোষ্ঠীকে নিয়ে আমায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সেই সমস্যার এখনো শেষ হয়নি। কংগ্রেসের মধ্যেই নানা রকম দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে— আমার আবার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে। এবং, এটা গান্ধী-গোষ্ঠীরই তৈরি।

আপনি শুনে উৎসাহিত হবেন যে সরকার আমার "The Indian Struggle" বইটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। সুতরাং বইটি এখন ভারতবর্ষে আসতে পারবে।

এখন আপনার শরীর কেমন আছে ? অস্ত্রোপচারের পর আপনি এখন মোটামুটি সুস্থ বোধ করছেন তো ? হাওয়া পরিবর্তনে উপকার হয়েছে কি ? এখন আপনার প্রতিদিনের কাজ কেমন চলছে ? অবসর সময় কিভাবে কাটান ? আপনার কী কোনো বন্ধু আছে ?

'Nach-kur' (অনুবাদ : স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য—সম্পাদক)-এর জন্যে বাডগাসটাইনে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জানি না কতখানি সময় এবং অর্থ খরচ করতে পারবো। ভালো কথা, আপনি কি বাডগাসটাইন-এর শ্রীমতী হেলমিখ্-এর কোন খবর জানেন ? উনি কি এখনও হোটেল চালাচ্ছেন ? ওঁরা কি আগের চেয়ে বেশি অতিথি এবং পর্যটক পাচ্ছেন ?

Bitte entschuldigen Sie mich dass ich Ihnen nicht gesehrieben habe. Aber ich denke an Sie jeden Tag wie fruher. Denken Sie auch an mich? Wirklich? [অনুবাদ : আমি চিঠি দিতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি আগের মতোই সব সময় আপনার কথা ভাবি, আপনিও কি আমার কথা চিন্তা করেন ? সত্যি ?—সম্পাদক] দেখছেন তো, আমি এখনো জার্মান একেবারে ভুলে যাইনি। যদিও লেখার বা পড়ার জন্যে একেবারেই সময় পাই না। Bitte fragen Sie Helmich was ich bezahlen soll wenn ich dorthin fur kur komme. Wie fruher oder mehr? Und konnen Sie dorthin komme wenn ich fur kur komme? Wollen Sie Erlaubnis haben von Ihren Chef? (অনুবাদ : হেলমিখ-কে দয়া করে জিগ্যেস করবেন, আমি যদি ওখানে সুস্থ হওয়ার জন্যে যাই তো কত খরচ পড়বে। আগের মতো, না তার চেয়ে বেশি। আপনি কি ওখানে আসতে পারবেন ? আমি যদি হাওয়া বদলের জন্যে যাই ? আপনার মালিক কি অনুমতি দেবেন ?—সম্পাদক]

আপনার কাছে আমার শেষ চিঠি বোধ হয় ১০ই জানুয়ারি লেখা। এবং আপনি ২-৩-৩৯ তারিখে তার উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনাকে দোষী করা যায়। যাই হোক, আপনি স্যানোটোজেন এবং হেলসিকল খাচ্ছেন তো ?

আপনার জ্ঞাতি ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হলুম— যিনি দাঁতের ডাক্তার ছিলেন। অনুগ্রহ করে আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করবেন। আমাদের একের পর এক আত্মীয় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—এটা দেখা এত কষ্টকর।

আপনার কি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার সময় হয় ? আমি বলতে চাইছি, আমাদের দু'জনের যাঁরা বন্ধু ছিলেন ? আমি গত এক বছর তাঁদের কোনও চিঠি দিতে পারিনি, তবে এখন আমি আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং লোটে-কে আমার অভিনন্দন জানাবেন। Und fur Sie alle Liebe und beste Wunsche. Auf Wiedersehen. (অনুবাদ : আর আপনার জন্যে আমার সমস্ত ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইলো—যতদিন না আমরা মিলিত হচ্ছি, ততদিনের জন্যে। —সম্পাদক)

আপনার অন্তরঙ্গ

সু চ. ব.

পুনশ্চ : আপনাকে একটা উপদেশ দিতে পারি কি ? আমার মনে হয়, আপনার শরীরে আয়োডিনের অভাব ঘটছে। তার ফলে আপনার গলা ও ঘাড়, সাধারণের তুলনায় বেশি ফোলা। অনুগ্রহ করে কোনও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখুন কীভাবে 'JOD' আইয়োডিনের অভাবটা পূরণ করা যায়। এটা দরকার।

সু. চ. ব.

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

ট্রেন
১৪.৫.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনাকে চিঠি দিতে দেরি হলো বলে দুঃখিত। গত কয়েকমাস ধরে আমি খুব ব্যস্ত রয়েছি এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি অসুস্থ অবস্থায় ত্রিপুরী কংগ্রেসে গিয়েছিলাম। যাই হোক,এখন আমি ভালো আছি, যদিও দুর্বলতা আছে। ২১ এপ্রিল থেকে আবার আমার কাজের চাপ খুব বেড়েছে। এখন আমি যুক্ত প্রদেশে (উত্তর ভারতে) একটি সভায় যোগ দিতে যাচ্ছি। সম্ভবত আগামী ১৮ তারিখে কলকাতায় ফিরবো।

ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আমি কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। কারণ মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর গোঁড়া সদস্যদের সঙ্গে আমি সমঝোতায় আসতে পারলাম না। ঘটনাটা হলো, কংগ্রেসের ৩০০০ সদস্যের মধ্যে যদিও আমার পক্ষে সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির ৪০০ সদস্যের মধ্যে আমার সংখ্যাধিক্য ছিল না। কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার পর, সারা ভারত কংগ্রেস কমিটিই কার্যভার চালিয়ে যাবে, ১২ মাস ধরে, যতদিন না পরের কংগ্রেস হয়।

ইস্তফা দিয়ে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আসলে বলতে গেলে আমি এখন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি।

আপনার ২.২.৩৯ তারিখের চিঠি আমি সময়মতই পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এখনো তার উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি। Jeden Tag denke ich an Sie (অনুবাদ : প্রত্যেক দিন আমি আপনার কথা ভাবি। —সম্পাদক)

আশা করি আমার জিয়েলগোড়া থেকে লেখা চিঠি পেয়েছেন। সেখানে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আমি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিলাম। আমি এখন আপনার ১৭ এপ্রিলের লেখা চিঠি পেলাম। আপনার মিউনিখ যাবার ব্যাপারে বিশেষ করে আপনার চাকরিতে ভবিষ্যতে উন্নতির কথাটাই গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থিত মিউনিখে আপনার বেশি রোজগার হবে না। এমনকী ভিয়েনার চেয়ে আপনার খারাপ অবস্থা হবে। ভিয়েনাতে আপনার বাড়ি আছে এবং অনেক কিছু আপনার পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। মিউনিখে আপনাকে প্রতিটি জিনিসের জন্যে আলাদা ভাবে খরচ করতে হবে। এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে, ভবিষ্যতে আপনার রোজগার কোথায় বেশি হবে —মিউনিখে না ভিয়েনায়। ভবিষ্যতে উন্নতির কথা চিন্তা করে আপনাকে ঠিক করতে হবে মিউনিখে যাবেন কি না। যদি মিউনিখে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল উন্নতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে যেতে পারেন, না হলে ভিয়েনাতেই থাকতে পারেন। যদি ভবিষ্যতে 200 R.M.এর পরিবর্তে ১৪০ R.M. -ও পান, তাহলেও নিজের পরিবারের সঙ্গে ভিয়েনাতেই আপনার থাকা উচিত।

চিঠি দিতে দেরি হওয়ার জন্যে ক্ষমা করবেন। এখন আমি অনেক ভালো আছি। ভবিষ্যতে আপনাকে আরও নিয়মিত চিঠি দিতে পারবো। Viele Liebe wie immer. (অনুবাদ : আগের মতোই সব সময়ের জন্যে অনেক ভালবাসা জানবেন। —সম্পাদক)

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

ট্রেনে
১৫.৬.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি এখন ট্রেনে, লাহোরের দিকে চলেছি। সেখান থেকে পেশোয়ার (উত্তর-পশ্চিম ভারত) যাবো। সেখান থেকে আমি বম্বে যাবো, ২১ জানুয়ারি বম্বে পৌঁছোচ্ছি। বম্বেতে আমি কিছুদিন থাকবো এবং দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। ৮ বা ১০ জুলাই আমি কলকাতায় পৌঁছোবো। হয়তো আমি বম্বে থেকে সোজা কলকাতাতেও ফিরে আসতে পারি—সে ক্ষেত্রে জুনের শেষের দিকেই আমি বাড়ি পৌঁছে যাবো।

এখন থেকে আপনাকে নিয়মিত চিঠিও দিতে পারবো—মানে সপ্তাহে একটি করে। আশা করি আপনিও লেখার সময় পাবেন। ছোট্টো ফটোটি তোলার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—যেটি আপনার ৩০ মে লেখা সুন্দর চিঠিটির সঙ্গে পাঠিয়েছেন। এই চিঠিটি ৯ই জুন আমার হাতে এসে পৌঁছোয়, কারণ ওই সময় আমি বাংলা দেশের মধ্যে সফরে বেরিয়ে ছিলাম। (আমি ঢাকায় ছিলাম)। কিন্তু চিঠিটি ৫ই জুন কলকাতায় পৌঁছোয়। আমার ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তটি নেওয়া আমার পক্ষে ঠিকই হয়েছে। ব্যাপারটা কোনও কোনও জায়গায় আমাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে, (যেমন বাংলাদেশ) এবং সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের মধ্যেও কিন্তু গান্ধী-গোষ্ঠী স্বাভাবিক কারণেই আমার ওপর ক্রুদ্ধ। অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না। আমার হাতে যদিও আগের চেয়েও অনেক বেশি কাজ রয়েছে। তবু আমি এখন একটি নতুন ব্লক (অথবা পার্টি) তৈরি করছি, কংগ্রেসের মধ্যে। তার নাম 'Forward Bloc'—যেটা সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীলদের নিয়ে গঠিত হবে। এর জন্যে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এবং প্রচুর সফর করতে হবে।

ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ, যেখানে মানুষ ক্ষমতার জন্যে ভালোবাসা পায় না, কিন্তু ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্যে পায়। উদাহরণ স্বরূপ, এবার লাহোরে আমি আন্তরিক সংবর্ধনা পেয়েছি—যখন গত বছর কংগ্রেসে সভাপতি হয়ে গিয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি।

২১.৬.৩৯

আমি দুঃখিত এই চিঠিটা আগে পাঠাতে পারিনি। এখন আমি লাহোর ও পেশোয়ারের সফর শেষ করেছি, এবং ট্রেনে বম্বের পথে চলেছি। বম্বেতে আমি কম করে এক সপ্তাহ থাকবো— তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। বম্বের পর আমি হয়তো দক্ষিণভারত সফরে যাবো।

লাহোরে আমার পকেটমার হয়েছিল। একটি চোর আমার কিছু টাকা ও চিঠি পকেট থেকে তুলে নেয়, যখন আমি একটা বড় ভিড়ের মধ্যে পড়েছিলাম। খোয়া যাওয়া চিঠিগুলোর মধ্যে আপনার চিঠি ও ফটোগুলো ছিল। আমি দুঃখিত। যদি পারেন তো আপনার একটি পোস্টকার্ড মাপের ফটো—Chitil-এর তোলা— আমাকে দয়া করে পাঠাবেন। কয়েক মাস আগে আপনি আমাকে দুটি পোস্টকার্ড মাপের ফটো পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন কাছে রাখার পর, ওই দুটিও আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আমার কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। আমি দুঃখিত, উপস্থিত আমি বিশ্রাম নিতে পারবো না, এটাই কাজ করার উপযুক্ত সময়। যদিও শরীরের দিক থেকে বিচার করলে আমার এখন হাওয়া বদলে যাওয়া উচিত। আমি ভাবছি, জুন-জুলাই কাজ করবো এবং আগস্টে বিশ্রাম নেবো। আগস্টে আমাদের এখানে বৃষ্টি পড়বে তখন সফর করা মুশকিল

হবে। Bitte Warten Sie bis August—vielleich komme ich dann nach Gastein. Wenn ich dort bo komme, mussen Sie auch dorthin Kommen. Wollen sie Kommen? [অনুবাদ : আগস্ট অবধি অপেক্ষা করুন অনুগ্রহ করে, সম্ভবত সেই সময় আমি গাসটাইনের কাছে আসবো। আমি যদি ওখানে যাই, আপনিও নিশ্চয়ই আসবেন। আসবেন তো ?—সম্পাদক] এখন আমার জার্মান পড়ার একদম সময় নেই। আপনি কি ভারতীয় পত্রিকাগুলো পড়েন ? নিশ্চয়ই পড়বেন। আপনি ভগবদ্‌গীতা পড়েছেন ? যাই হোক, আমি কি আপনাকে জানিয়েছি, আমার ভাইপো অশোক বিয়ে করেছে ? আমার দ্বিতীয় ভাইপো অমিয় এ মাসের শেষ সপ্তাহে ইংল্যান্ড থেকে বাড়ি ফিরছে। Wann Kommen Sie nach Indien? Wie gehts Ihnen und Ihrer Mutter? Viele Liebe und gute Wunsche. [অনুবাদ : আপনি কবে ভারতবর্ষে আসছেন ? আপনি এবং আপনার মা কেমন আছেন ? অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাবেন। —সম্পাদক]

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

জব্বলপুর
৪.৭.৩৯

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্‌,

আপনার ২৩ তারিখে লেখা চিঠি কয়েকদিন আগে বম্বেতে পেয়ে খুশি হয়েছি। চিঠিটি কলকাতা থেকে ফেরত হয়ে বম্বেতে এসেছে। ১৪ জুন আমি কলকাতা ছেড়েছি এবং পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে সফর করেছি। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে বম্বে গেছি। এখন আমি জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ)এ এসেছি। কয়েকদিন পর আমি হয় কলকাতা না হয় বম্বে যাবো। পরের কয়েক সপ্তাহ আমি অনবরত সফর করবো। আমার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি, দুর্বল বোধ করি। কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ এত বেশি, যার জন্যে শরীরকে উপেক্ষা করে আমায় কাজ করে যেতে হবে। আমরা এখন কংগ্রেসের মধ্যে একটি নতুন পার্টি গঠন করতে চলেছি, যার নাম 'Forward Bloc'. সব জায়গা থেকেই আমি প্রচুর সমর্থন পাচ্ছি। আমি ভাবছি আরো একমাস কাজ করবো, তারপর কম করে একমাস বিশ্রাম নেবো। যেমন ধরুন, আমি যদি ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি বিশ্রাম নিই, তাহলে আমি বছরের শেষ অবধি কাজ করে যেতে পারবো। এখন থেকে আমি আপনাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিয়মিত চিঠি লিখতে পারবো। আমার ২১ জুন লেখা শেষ চিঠি বম্বে থেকে পোস্ট করেছিলাম। নিশ্চয় এতদিনে সেটি পেয়ে গেছেন।

এখন মোটামুটি ভালো আছেন জেনে, আনন্দিত হলাম। আশা করি এতদিনে অস্ত্রোপচারের পরবর্তী উপসর্গগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। আমার মনে হয় গাসটাইনে থেকে আপনি একটু সুস্থ হতে পারবেন। ওখান থেকে আপনি আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবেন। আশা করি আপনার গলব্লাডারের সমস্যাটা আর দেখা দেয়নি। আপনি যদি গাসটাইনে যান, সম্ভবত আগস্ট বা সেপ্টেম্বরই উপযুক্ত সময়, সেই সময় বেশি গরমও থাকবে না, বেশি ঠাণ্ডাও থাকবে না।

আমার যে ভাইপো কেমব্রিজে থেকে পড়াশোনা করছিল, ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সে কয়েক মাস অথবা একটু বেশি থেকে কেমব্রিজে ফিরে যাবে।

আপনার কয়েকটি ফটোসহ একমাস আগের চিঠি পেয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত আমার পকেটমার হয়ে যায়, ওই ফটোগুলো ও তার সঙ্গে কিছু টাকা আমি হারাই। সেগুলো আমার পকেটে ছিল। আপনি হয়তো একটি পোস্টকার্ড মাপের ফটো Chitil থেকে আমায় পাঠাতে

পারবেন। কয়েক মাস নিজের কাছে রাখার পর পোস্টকার্ড মাপের ফটো দুটিও আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আপনাকে আবার ফরাসি শিখতে হচ্ছে কেন ? আপনি কি আবার পড়াশোনা করছেন, না কি ফরাসি নিয়ে আপনার আগের জ্ঞানই এই পরীক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল ?

ট্রেন
৬.৭.৩৯

আমার জব্বলপুরের কাজ শেষ করে আমি এখন বম্বে ফিরে যাচ্ছি। ঠিক কবে কলকাতায় পৌঁছোবো জানি না, কারণ আমাকে প্রচুর সফর করতে হবে। যাই হোক, আমাকে ৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি লিখবেন, তাহলে আমি ঠিক পেয়ে যাবো। আপনি ফরাসি ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছেন এবং পাশ করেছেন জেনে আনন্দিত হলুম। আপনাকে আর কোন ভাষা শিখতে হয়েছে কি ?

আমাকে কম করে এক মাস ছুটি নিতেই হবে, তবে বুঝতে পারছি না, ছুটিটা আগস্টের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ হবে না সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে। আগস্টের মাঝামাঝির আগে আমি যেতে পারবো না।

অত্যধিক পরিশ্রম ও সফর করা সত্ত্বেও আমি ভালোই আছি। Ich denke immer an Sie. Viele Liebe wie immer. [অনুবাদ : আমি সব সময় আপনার কথা ভাবি। সব সময়ের জন্যে অনেক ভালোবাসা রইলো। —সম্পাদক]

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

বার্লিন
৩.৪.৪১

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হবেন, এবং আরও অবাক হবেন জেনে যে এই চিঠি আমি বার্লিন থেকে লিখছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমি বার্লিনে এসে পৌঁছেছি। এবং তখনই আপনাকে চিঠি লেখা উচিত ছিল, কিন্তু সন্ধে অবধি আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। বেশিরভাগ হোটেলই ভর্তি ছিল, অনেক কষ্টে আমার জন্যে একটা ঘর পাওয়া গিয়েছিল। আজ আমি অন্য একটি হোটেলে চলে যাচ্ছি— 'Nurnberger Hof'.

আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এখনো স্থির হয়নি। তবে খুব সম্ভবত বার্লিনই আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র হবে। আমি বুঝতে পারছি না ভিয়েনায় যেতে পারবো কি না। অতএব আপনি অবশ্যই বার্লিন-এ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আসবেন তো ? আপনার দেখা পেলে আমি কত খুশি হবো, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সম্ভবত এখানে আমার একটি সেক্রেটারি-র প্রয়োজন হবে। তাই যদি হয়, আপনি কি আসতে পারবেন ? আপনার মা ও বোন রাজি হবেন কি ?

আমার পাসপোর্টটি আমার নামে নয়, ওটা Orlando Mazzotta এই নামে আছে। সুতরাং আপনি যখন লিখবেন, আমাকে Orlando Mazzotta এই নামেই সম্বোধন করতে হবে। আমি যে এখানে এসেছি এ ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন। অবশ্য আপনার মা ও বোনকে বলতে পারেন। তবে তাঁরা যেন অন্য কাউকে না বলেন।

এর পরের চিঠিতে জানাবেন— ১) আমার যদি এখানে কোন সেক্রেটারির প্রয়োজন হয়, আপনি কি সেক্রেটারি হিসাবে *এখানে* কাজ করতে পারবেন ? ২) বার্লিনে এলে আপনার কত বেতন প্রয়োজন ? ৩) বর্তমানে আপনি কত বেতন পাচ্ছেন ? ৪) কোন্ ব্যুরো-তে আপনি এখন কাজ করছেন এবং কত ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ৫) আপনার টেলিফোনটি রেখেছেন কি ? যদি তাই হয়, আগের নম্বর R 60-2-67-ই আছে কি ? ৬) আপনার ব্যুরো থেকে অল্প দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে বার্লিন-এ আসতে পারবেন কি, তাহলে আমাদের দেখা হতে পারে। যদি আপনি আসতে পারেন, এখানে আসার ও থাকার খরচের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি ? যদি আপনি এক সপ্তাহের জন্যে বার্লিনে আসেন তাহলে বার্লিনে থাকার কোন জায়গা আপনার জানা আছে কি, না হলে আপনার থাকার জন্যে আমাকে কোন জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ? আমি আপনাকে এই যে ৬টি প্রশ্ন জিগ্যেস করছি তার একমাত্র কারণ যদি আমাদের দেখা না হয়।

অনুগ্রহ করে শীঘ্র চিঠি দেবেন এই ঠিকানায় : *Orlando Mazzotta, Hotel* Nurnberger Hof, near Anhalter Bahnhof, Berlin. আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা ও বোনকে আমার ভালোবাসা জানাবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
সু. চ. বসু

পুনশ্চ : কোনও কারণে যদি বার্লিনে এক সপ্তাহের জন্যে আসার খরচ জোগাড় করতে না পারেন, তাহলে উপস্থিত কারুর কাছ থেকে টাকাটা ধার হিসেবে নিয়ে আসতে পারবেন কি ? যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার জন্যে যাতায়াতের ওপর সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কি ?

সু. চ. ব.

[Telegram dt 3 April 1941]

ESCHENKEL FERROGASSE 24
WIEN 18
BOSE IST JETZT IN BERLIN UND BITTET SIE MOEGLICHST SOFORT HIERHER ZU KOMMEN DRAHTANTWORT AUSWAERITGES AMT SCHLOBIES.
(অনুবাদ : বসু এখন বার্লিন-এ এবং আপনাকে অনুরোধ করছেন, যদি সম্ভব হয়, শীঘ্র এখানে চলে আসুন। নিশ্চিত করুন Foreign Office.—সম্পাদক)

১৭.৬.৪২

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আশা করি আপনি ভালো আছেন, অনুগ্রহ করে নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। এই বন্ধুটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং কিছু কথা বলতে চায়। আপনি ওকে বিশ্বাস করতে পারেন। এই অবস্থায় যতটা সম্ভব সাহায্য করবেন।

আপনার অনুগত
D. Mazzotta

[Telegram dt. 8.7.42]

ROMA
SCHENKL SOPHIENSTRASSE 6
BERLIN CHARLOTTENBURG 2
ANGENEHM REISE ALLES IN ORDNUNG HERZLICHE GRUSSE
MAZZOTTA.
[অনুবাদ : সুন্দর সফর। সব ঠিক আছে। আন্তরিক অভিনন্দন Mazzotta—সম্পাদক]

[Telegram dt. 1.9.42

TELEGRAMM.
3697 BERLIN 26 11 1203
SCHENKL FERROGASSE 24 WIEN 18
ABMELDUNG DES GESTEAN GESCHICKT STOP ZUCKERKARTE IHNEN ZUSAMMENGEGBEN STOP HERZLICHE GRUSSE
MAZZOTTA
[অনুবাদ : Abmeldung গতকাল পাঠানো হয়েছিল, stop তার সঙ্গে আপনার জন্যে sugar card পাঠানো হয়েছে। আন্তরিক অভিনন্দন। Mazzotta]

বার্লিন
মঙ্গলবার, ১৫.৯.৪২

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

গতকাল রাত্রে আমি কোনিসব্রাক থেকে ফিরেছি। ওখানে এখন আমাদের সংখ্যা প্রায় ৭৪০।

হামবুর্গ-এ আমাদের ভালো সাফল্য হয়েছে।

আমি ভালো আছি। মিঃ ফলটিস এখানে সম্ভবত শুক্রবার আসবেন, তাঁর ভিয়েনা যাবার পথে।

এখানে আপনার জন্যে খাবারের কুপন আছে। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আমার যদি কোনো অতিথি না থাকে, তাহলে আপনাকে রাত্রে ফোন করবো। কবে আপনি ভিয়েনা ছাড়বার মনস্থ করেছেন জানাবেন। আমি মিস্টার মদন-এর কাছে আপনার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। শুভেচ্ছাসহ

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

[Telegram dt. 26.9.42]

TELEGRAM
126 BERLIN CHARLOTTENBURG/2 2O 26 1750 =
SCHENKL WIEN XVIII

FERROGASSE 24 WIEN

SPRACHEN FRAGE GEREGELT STOP BRAUCHEN NICHT IN DER ANGELEGENHEIT WEITER ZU BEMUEHEN HERZLICHE GRUESE MAZZOTA

(অনুবাদ : ভাষা সমস্যার সমাধান stop ওটা নিয়ে আর চিন্তার কারণ নেই stop আন্তরিক অভিনন্দন। =Mazzota—সম্পাদক)

বার্লিন
বৃহস্পতিবার, ১/১০

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি গতকাল বুধবার আপনাকে "Indian Struggle'" বইটির কপি পাঠিয়েছি রেজিস্ট্রি করে। আশা করি সময়মত আপনার কাছে পৌঁছেছে।

আপনি কি কোনও সিগারেট চান ? অবশ্য ভালো হয়, যদি আপনি ক্রমশ ধূমপান ছেড়ে দিতে পারেন। তবে সত্যিই যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আপনাকে কিছু পাঠাবার চেষ্টা করবো। আমি শ্রীমতী Didrick-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করছি, যাতে আপনাকে নিয়মিত পড়ার উপযোগী কিছু পাঠাতে পারি। সেটা আপনার প্রয়োজন।

আমি আপনার ১৯/৯ এবং ২৭/৯ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আপনাকে ওইসঙ্গে কিছু স্ট্যাম্প পাঠাচ্ছি।

এক্সপ্রেস পার্সেলে আজ (বৃহস্পতিবার) আপনার জন্যে কিছু ফল পাঠাচ্ছি। আশা করি সেগুলো ভালো অবস্থাতেই আপনার কাছে পৌঁছবে।

শ্রীমতী Frau B... [দুষ্পাঠ্য] মেয়ে দশ-পনেরো দিনের মধ্যে বিয়ে করবে। সে খোঁজ নিচ্ছিল ওই সময় আপনি বার্লিনে থাকবেন কি না। আমি বলেছি—না।

ভালো কথা, তাকে আমার কি কোনও উপহার দেওয়া দরকার ? যদি দিতে হয়, আপনি কি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন ?

আগের দিন আপনাকে শ্রীমতী হাফিজ-এর একটি চিঠি পাঠিয়েছি। তাঁকে যা লিখবেন সে সম্বন্ধে সাবধান হবেন।

আশা করি আপনার মা ও লোটে আমার পাঠানো ফল পছন্দ করবেন। মা-কে আমার শ্রদ্ধা ও লোটেকে আমার প্রীতি জানাবেন। মিঃ পিটারহফ এখন কোথায় রয়েছেন ? গ্রাজ-এ কি ?

আজ এই অবধি। শুভেচ্ছা সহ

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

পুনশ্চ : আগামী মঙ্গলবার আমি সম্ভবত রোম যাব এবং এক সপ্তাহ বা তার পরে আরও কম দিনের জন্যে।

সম্ভবত ১১ অক্টোবর কনিসব্রাক-এ থাকবো।

O.M

[Telegram dt. 6.10.42]

SCHENKEL FERROGASSE 24 WIEN 110

= BIN VERREST WENN ZURUECK TELEFONIERE = MAZZOTTA

(অনুবাদ : সফর করছি, ফিরে ফোন করবো=Mazzotta। —সম্পাদক)

বার্লিন
(শুক্রবার)
(তারিখ নেই—সম্পাদক)

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি বুধবার ও বৃহস্পতিবার কনিসব্রাক-এ চলে গিয়েছিলাম। আপনাকে মঙ্গলবার রাত্রে ফোন করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু fernamt (ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জ) খবর দিল আপনার নম্বর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাত ১০টা।

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক মাসে Spirka 20m করে লাভ করে এবং Elizabeth 10m করে লাভ করে। তাই হয় কি ?

কনিসব্রাক-এ এখন সংখ্যা ১১০০-এর ওপর।

আমি আপনাকে কতকগুলি খাবারের কুপন পাঠাচ্ছি।

আপনার মা কেমন আছেন ! তাঁকে আপনার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আপনি এবং লোটে কেমন আছেন ? আমি ভালো আছি।

আপনার অন্তরঙ্গ
O.Mazzotta

বার্লিন শার্লোটেনবার্গ
সোফিয়েন স্ট্রিট ৬-৭
বুধবার সন্ধে
[২১.১০.৪২ ?—সম্পাদক]

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

এই সঙ্গে রাইখস্‌ভান-এর একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। দয়া করে আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

আমার রোম সফর উপস্থিত কয়েক দিনের জন্যে স্থগিত হয়ে গেছে—গতকাল মঙ্গলবার সন্ধেবেলা আমি জানতে পারলুম। রোম থেকে নির্দেশ আসার পর সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হলো।

শ্রীমতী জেলিটো-কে আমি আপনার চিঠি ও প্যাস্ট্রি দিয়ে দিয়েছি।

আজ শ্রীমতী Beduhn's (?) এর মেয়ের বিয়ে হলো। তাদের পার্টির ব্যবহারের জন্যে আমি ঘরগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। এখাকার খবর সব ভালো।

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzottaa
[Enclosure]

Berlin
den 20. 10. 1942

GEPACKABFERTIGUNG

Berlin
Herrn E. Mazzotter,
Berlin Charlottenburg 2
Sophienstr. 6-7
Betrifft: Expre Bgutsendung Nr. 4029 Berlin Zoo—Wien Ostbf vom 1. 10. 1942

Nach Mitteilung der 'epackabfertigung Wien Ostbf'ist die fragl Sendung trotz mehramaliger Bemachrichtigung von Empfanger nicht abgenommen worden. Das Gut muste, da es zum Teil verdorben war, am 15. 10. 42 verkauft warden. Der Verkaufserlos betrug 2.05 RS und wurde fur die aufgekommenen Lagergebubren verrechnet. Weitare Nachfragen sind sustandigkeitshalber am die Gepackabfertigung Wien Ostbf zu richten.

Friday 23.10.42
Berlin Charlottenburg 2
সোফিয়েন স্ট্রাস ৬-৭

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি এখানে একটি চিঠি যোগ করে দিচ্ছি। ওটা মন দিয়ে পড়ে আপনার মতামত জানিয়ে উত্তর পাঠাবেন !

মনজুরুদ্দিন আহমেদ 'Geheimnisvolle Indien' নামে একটি বই পাঠিয়েছেন, পড়ার জন্যে। আমি ওটা ফেরত পাঠাতে চাইছি, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কি জানেন, কোথায় আছে ?

আমার একটি ফটো পাঠাচ্ছি, এটাই কি আপনি চেয়েছেন ?

আপনি কি বলতে পারেন Bieber-এর ফটোর নম্বরগুলো আমি কোথায় পাবো। আরো কিছু ফটো তৈরি করতে দিতে হবে। আমাকে নম্বরগুলো খুঁজে পেতেই হবে, কারণ সেই অনুসারে আমি ফটোগুলো সাজাতে পারবো।

আশা করি, ওখানকার সব খবর ভালো।

আপনার অন্তরঙ্গ
M. Mazzotta

বার্লিন
শনিবার, ২৬.১০.৪২

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি টেলিফোনের বিলগুলো এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি যাতে আপনি এর মধ্যে থেকে যেগুলো আমার নয় সেগুলো বেছে নিয়ে দিতে পারবেন।

The Berlin F... (অস্পষ্ট) আমার কথায় ব্যাপারটার দায়িত্ব নিয়েছে, এবং আমাকে

বলেছে, তারা ভিয়েনাকে জানাবে যে, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে *পারি* ।
আমি আপনাকে গতকাল একটি চিঠি দিয়েছি, সেটা আপনি সময়মত পেয়ে যাবেন ।

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

৫.১১.৪২

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আমি আগামী কাল ভোরে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। আপনি যে ফটোটি ফেরৎ চেয়েছিলেন, সেটি পাঠাচ্ছি। অন্য ফটোগুলি আমার কাছে আছে। আপনাকে রোম থেকে টেলিগ্রাম করতে পারবো কি না জানি না। অতএব কোনো খবরই ভালো খবর হবে না। আমি আপনার সৌভাগ্য কামনা করি ।

আপনার দেওরের কাছ থেকে আমি একটা পকেট ল্যাম্প পেয়েছি ।

আপনার মাকে শ্রদ্ধা জানাবেন, লোটের জন্যে প্রীতি রইলো ।

আপনার অন্তরঙ্গ
সুভাষ চ. বসু

[Telegram dt. 7.11.42]
7 Nov 1942

RADIOGRAM
123 ROMA 10 7 1430 =
SCHENKL FERROGASSE 24 WIEN/XVIII
GUT ANGEKOMMEN HERZLICHE GRUSSE = MAZZOTTA
[অনুবাদ : নিরাপদে পৌঁছেছি। অন্তরের অভিনন্দন-Mazzotta—সম্পাদক]

[Telegram dt. 16.11.42]
16 Nov 1942

RADIOGRAM
58 ROMA 12 16 1800 =
SCHENKL FERRO GASSE 24 WIENXVIII
AM, DIENSTAG BIN ICH IN BERLIN = MAZZOTTA
[অনুবাদ : মঙ্গলবার আমি বার্লিনে পৌঁছেছি = Mazotta—সম্পাদক]

[Telegram dt. 18.11.42]
18 Nov 1942

246 ROMA 14 18 2005
SCHENKL FERRO GASSE 24 WIEN XVIII
kONNTE NICHT FAHREN STOP KOMMED ONNERSTAG
MAZZOTA

[অনুবাদ : তাড়াতাড়ি সফর করতে পারছি না stop বৃহস্পতিবার আসছি = Mazzotta। —সম্পাদক)

[Telegram dt. 30.11.42]

TELEGRAM

15 BERLIN CHARLOTTEN BURG /7 14 1305

SCHENKL WIEN XVIII FERROGASSE 24

URLAVB VOM AMT VERLAENGERT BIS ARPIL STOP AMT SCHON INFORMERT

[অনুবাদ : এপ্রিল পর্যন্ত অফিসের ছুটি বাড়ানো হয়েছে stop অফিস ইতিমধ্যে জানিয়েছে। —সম্পাদক]

বৃহস্পতিবার
১০.১২.৪২

আশা করি ভালো আছেন। এই সঙ্গে কিছু টিকিট পাঠালাম। আমাকে কনিসব্রাক ছুটতে হচ্ছে।

O.M
১০.১২

বৃহস্পতিবার
[তারিখ নেই, সম্ভবত ডিসেম্বর ১৯৪২]

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আজ সকালে আপনাকে দশপাতা ছাপা সংযোজন পাঠিয়েছি। আমি রোজই কিছু কিছু করে পাঠাতে চেষ্টা করবো, যতদিন না শেষ হয়। 'Urlaub' (ছুটিতে) যাবার আগে আপনি যদি ওগুলি অনুবাদ করে উঠতে না পারেন তাহলে ওই গোছাটা অনুগ্রহ করে বার্লিনে পাঠিয়ে দেবেন। আমার জন্যে S (অস্পষ্ট) যে চিঠিটি এনে দিয়েছেন, সেটি পেয়েছি। এই সঙ্গে কিছু টিকিট পাঠালাম। আপনার মাকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবেন। আপনার বোনকে ভালোবাসা দেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

পুনশ্চ : আপনার জন্যে আমার কিছু করার আছে ?

O.M.

শুক্রবার বিকেল
[তারিখ নেই, সম্ভবত ডিসেম্বর ১৯৪২—সম্পাদক]

প্রিয় শ্রীমতী শেঙ্কল্,

আপনাকে ১-২৩ পৃষ্ঠা অবধি পাঠাবার পরে আমি আরও কিছু সংশোধন করেছি ১০-২৩

পৃষ্ঠার মধ্যে।

আপনি যখন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করবেন তখন এই সংশোধনগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। সংশোধনগুলো লিপিবদ্ধ করে নিয়ে আমাকে ওই পাতাগুলি ফেরত দেবেন।

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

পুনশ্চ : পরের পৃষ্ঠাগুলি আগামীকাল সকালে পোস্ট করা হবে। আমি ওগুলি রেজিস্ট্রি করে *পাঠাচ্ছি না।* সুতরাং আপনার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছোবে।

O.M.

বিশেষ সংযোজন
১ থেকে ১৯৩৫ আজকে অবধি (চলছে)
পৃষ্ঠা ১-১০ বৃহস্পতিবার পাঠানো হয়েছে।
পৃষ্ঠা ১১-২৩ শুক্রবারে পাঠানো হয়েছে।

লিখটেনস্টাইন আল ২
বার্লিন W 35
১৯.১২.৪২

প্রিয় শ্রীমতী শেক্ল্

আশা করি আপনি ভালো আছেন এবং অনুবাদের কাজ ভালো ভাবে এগিয়ে চলছে। আমি ভালোই বোধ করছি। তবে একটু জ্বরভাব অনুভব করছি। আমি মিঃ ফলাটিস-এর কাছ থেকে কোন খবর পাইনি—যেদিন থেকে উনি ভিয়েনা ছেড়ে গেছেন। ভিয়েনাতে I. Z. Gesselschaft-র সম্বন্ধে তাঁর কোন সভা করার ইচ্ছে আছে কিনা জানি না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মুহূর্তে উনি কোন সিদ্ধান্তে আসবেন আমাকে জানাবেন। এইসঙ্গে কিছু খাবারের কুপন পাঠাচ্ছি।

আপনার মা-র জন্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা রইলো। আপনার ও বোনকে আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনার অন্তরঙ্গ
O. Mazzotta

## পরিশিষ্ট

### শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজ পুনবায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে, হয় তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি—যথাসময়ে এ সংবাদ তোমার আছে পৌঁছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য শেষ করুক—সফল ও পূর্ণ করুক—ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে—মা, মেজবৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে দিবে।

ইতি বার্লিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩

তোমার স্নেহের ভ্রাতা

সুভাষ

### এমিলি শেঙ্কল্‌কে লেখা শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি

Val-mont<br>
Clinique Meidcal<br>
Glion<br>
Montreux-Territet<br>
(Suisse)<br>
29th May 1949<br>
Sunday

প্রিয় মিমি,

তোমার ও অনিতার রেজিস্ট্রি করা চিঠি গতকাল পেয়েছি।

বর্তমানে আমি সুইজারল্যান্ডে এসেছি চিকিৎসার করিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে। ১৮ মে খুব ভোরে হঠাৎ আমার হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ দেখা দেয় এবং তা প্রায় আট ঘণ্টা ধরে চলে। আমার পক্ষে এই ধরনের গোলযোগ এই প্রথম। সৌভাগ্যবশত, এটা হালকা ধরনের ছিল। আমার ভাই সুনীল (ডাক্তার) দশ দিন আমায় বিছানায় শুইয়ে রাখে এবং চিকিৎসার

জন্যে এখানে আসার পরামর্শ দেয়। এই মাসের মাঝামাঝি যে করেই হোক আমাকে ইয়োরোপ আসতেই হতো এবং এক মাস থাকতাম। কিন্তু ১৮ মে হৃৎযন্ত্রের গোলযোগ, আমার হাঁটাচলার ওপর বিধি-নিষেধ জারি করে দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এসে অবধি আমি কোনোদিন ক্লিনিকের বাগানের বাইরেই যাইনি। আমি এখন ঠিক করেছি, ১৭ জুন অবধি এখানে থাকবো এবং তারপর দুই অথবা তিন সপ্তাহের জন্যে মন্টিভেরিটা (লোকার্নো-র কাছে) যাবো।

এই ক্লিনিকে ২৪ তারিখে আমার হৃৎপিণ্ডের ফটো তোলা হয়েছে। অবস্থা একই রকম আছে ঠিক যেমন কলকাতায় ছিল। এখনও পর্যন্ত কোনও উন্নতি হয়নি। আমি কিন্তু নিশ্চিত ভাবে অনেক ভালো ও সুস্থ-সমর্থ বোধ করছি।

পরের সপ্তাহ থেকে ডাক্তারেরা আমাকে ক্লিনিকের বাগানের বাইরে বেড়াতে যাবার অনুমতি দেবেন।

তোমার দিদি যখন এসেছিলেন, মোটেই সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু এখন অনেকটা ভালো আছেন। আমার ধারণা, শারীরিক দিক থেকে গত বছর উনি অনেক সুস্থ ছিলেন।

এবার আমাদের সঙ্গে তোমার এক সপ্তাহ সুইজারল্যান্ড থাকার প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা এসে অবধি ভাবছি, তোমাকে ও অনিতাকে সুইজারল্যান্ডে আসতে বলবো। গতকাল তোমার চিঠি পাওয়ার পর, আমি বার্ন-এ ভারতীয় দূতাবাসের মিসেস শর্মাকে চিঠি দিয়েছি। এবং তোমার পাসপোর্টটি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বার করা যায় তার জন্যে অনুরোধ করেছি। আমি তাঁকে বলেছি, উপস্থিত আমাদের শরীরে যা অবস্থা, তাতে সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া কিছু পারিবারিক সমস্যাও আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেলেই আমি তোমাকে আবার চিঠি দেবো। তোমাকে জানানোর বিশেষ প্রয়োজন নেই নিশ্চয় যে, অনিতাকে নিয়ে তোমার এখানে আসার প্রতীক্ষায় আমরা গভীর আনন্দে দিন গুনছি।

ডঃ মদনকে আমাদের কথা বোলো এবং তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা দিও। ভিয়েনায় থাকবেন, না ভারতবর্ষে আসবেন এ ব্যাপারে তিনি মনস্থির করতে পেরেছেন কি ?

গত পরশুদিন অশোক বার্ন-এ গিয়েছিল। সেখান থেকে ও জুরিখ, কনস্‌টান্‌জ্‌ (যদি ভিসা পায়) এবং বাসেল যাবে। ৫ জুন ও এখানে ফিরে আসবে।

আমরা আশা করি, পরীক্ষায় তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হবে এবং ওটা শেষ হয়ে গেলেই তোমার মনের শান্তি আসবে।

তোমার পাসপোর্টটা যদি একটু আগে পাও, তাহলে তুমি এখানে চলে আসতে পারবে (মানে এই ক্লিনিকে) এবং কিছু চিকিৎসাও করাতে পারবে। তারপর আমরা একসঙ্গে লোকার্নোর দিকে রওনা হতে পারবো।

তোমার মাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিও। এবং তুমি আমাদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও। প্রিয় অনিতাকে আমাদের আদরের চুমু দিও।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎচন্দ্র বসু

---

38/2, Elgin Road
Calcutta, 25. 3. 37

Dear Frl. Schenkl,

Last week, on the 18th, I hurriedly wrote you an air mail letter which you must have received by now. Since my release, I have been living with my mother in our old house which is a stone's throw from my brother's house. Day and night, I have a stream of visitors which keeps me busy and makes me tired. However, I am trying to leave Calcutta for change in some health resort. Today I am sending by ordinary post some paper giving news of my release. I am enclosing another small cutting with this. My health is not well. My release was somewhat unexpected for all of us. In future, I shall write to you by ordinary post and shall try to write a few lines every week. I am now quite free in every way, though my letters will always be secretly examined by the police censor.

How is your health, please? And how is the weather there now? Here it is quite warm now. Mrs Fülöp Miller has sent a telegram from Bombay saying that she is sailing from Bombay on the 25th (today). She asked me if I had any message for Vienna friends. I told her that I had no special message, but that she should give my greetings to all friends there.

You asked for some Indian paper. I am arranging to send you a weekly illustrated paper. Do you want a weekly or daily newspaper as well? I can arrange to send you either of them, if you want it. But I doubt if you will have time to read a daily newspaper. And the Indian news in daily papers will not be understandable to you probably. Please let me know

এমিলি শেঙ্কলকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি (২৫.৩.১৯৩৭)

Vienna, 26.5.37.

Dear Mr. Bose,

Many thanks for your kind letter of the 6th inst. which was to hand on the 24th inst. The same day American Express rang me up informing me about the money. Please let me thank you heartily for sending it. I shall put it in the bank and keep it in case you want me something to buy or arrange for you. In case I am in trouble myself I may also take some money. Any way I will save it. I got a very good rate, $ 26·20 per £. If you remember, last year or rather two years ago, it was already down once to 25 $.

By now you will be in Dalhousie and probably have already rested from the strain you must have had in Lahore. Of course, I can spot out every place on the map. But a map can never give you an idea about the place itself. How is Dalhousie? What sort of people do you meet there? Probably the climate will be heavenly for you there. Here in Vienna it is now very hot. And just that is what I like. I am simply happy when it is hot and also feeling well.

Yes, I promise here with that I shall be very careful about eating and will keep as strict a diet as possible. Re. over-work, there will soon be no possibility for overworking myself as the Indian family is leaving Vienna within a week. I am most sorry for this because I shall miss the child so much.

We will go into the country about the 8th of July. My address will be:

E. SCHENKL,
MÄRZGASSE 112,
PÖLLAU b/HARTBERG,
(Ost Steiermark) (Austria)

সুভাষচন্দ্রকে লেখা এমিলি শেঙ্কলের চিঠি (২৬.৫.১৯৩৭)